অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

তৌরাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড:
হিজরত কিতাব

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

দ্বিতীয় খণ্ড: হিজরত

ভূমিকা

লেখক: অনেক লোক বিশ্বাস করেন যে, হযরত মূসা কিতাবটি লিখেছেন। হিজরত কিতাবের অনেক জায়গায় এমন ইঙ্গিত আছে যে, তিনি কিতাবখানির বিভিন্ন অংশ লিখেছেন (দেখুন ১৭:১৪; ২৪:৪; ৩৪:২৭)। এছাড়াও, ইউসা ৮:৩১ আয়াতে হিজরত কিতাবের ২০:৩১ আয়াতের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, "মূসার আইন-কানুনের কিতাবে লেখা আছে"। ইঞ্জিল শরীফেও দাবী করা হয়েছে যে, হিজরত কিতাবের কোন কোন অংশ মূসা লিখেছেন (দেখুন মার্ক ৭:১০; ১২:২৬; লূক ২:২২-২৩)। এসব বিষয় একসঙ্গে এই বিষয়টি শক্তভাবে প্রকাশ করে যে, হিজরত কিতাবের অনেক অংশ মূসা লিখে গেছেন।

যাদের জন্য লেখা হয়েছে: আল্লাহ্‌র বেছে নেওয়া লোক বনি-ইসরাইলদের জন্য।

লেখার তারিখ ও স্থান: ১৪৪০-১৪০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং কিতাবটির বেশিরভাগ অংশ লেখা হয়েছে বনি-ইসরাইলরা মরুভূমিতে থাকবার সময়।

শিরোনাম: হিব্রু ভাষার কিতাবে ঐতিহ্য অনুসারে কিতাবখানির নামকরণ হয়েছে কিতাবটির প্রথম শব্দ "ওয়েল্লা শিমোথ" থেকে যার অর্থ হল "এবং এই নামগুলো হল…। বাংলা ভাষায় "হিজরত" যে শিরোনামটি ব্যবহার করা হয়েছে তা মূলত প্রথম গ্রীক ভাষায় অনূদিত "Exodos" শব্দ থেকে যার মানে হল "হিজরত" বা যাত্রা করা (দেখুন লূক ৯:৩১); ইবরানী ১১:২২)। অনেক প্রাচীন অনুবাদেও শিরোনামটির এই একই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পয়দায়েশ ৪৬:৮ আয়াতে যেখানে বনি-ইসরাইলের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে যারা ইয়াকুবের সঙ্গে মিসরে গেলেন। পয়দায়েশে ইসরাইল জাতির যে ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে সে ইতহাস পরবর্তীতে যেভাবে চলেছিল তার ওপর হিজরত কিতাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এভাবে হিজরত কিতাবখানি একটি আলাদা কাহিনী হিসাবে নয় কিন্তু পয়দায়েশ কিতাবের সঙ্গে যে যোগসূত্র আছে তা প্রকাশ করে।

হিজরত কিতাবটি লেখার উদ্দেশ্য: এই কিতাবে আমরা ইসরাইল জাতির ইতিহাসের দু'টি মূল ঘটনার কথা জানতে পারি। প্রথমটি হল মিসর থেকে ইসরাইল জাতির বের হয়ে আসার ঘটনা। এর শুরু হয়েছে মূসার জন্মের ঘটনা দিয়ে। মূসার জীবন আরম্ভ হয় একজন মিসরীয় রাজপুত্র রূপে। কিন্তু পরে তিনি মিসরের গোলামী থেকে ইসরাইল জাতিকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করেন। হিজরত কিতাবে

কতগুলো কঠিন আঘাতের (মহামারীর) কথা আমরা জানতে পারি, যে আঘাতগুলোর কারণে আল্লাহ্‌র লোকদের মিসর ছেড়ে চলে যেতে কোন বাঁধা দেওয়া হয় নি। মিসর থেকে বের হয়ে আসার ঘটনার মধ্যে সূফ সাগর পাড়ি দেবার ঘটনাও রয়েছে। মিসর থেকে তাদের বের হয়ে আসার পর ইতিহাসে আল্লাহ্‌র দয়ার ঘটনা ঘটেছিল সিনাই পাহাড়ে। সেখানে আল্লাহ্ মূসা ও তাঁর লোকদের দশ হুকুম-নামা ও অন্যান্য হুকুম বা নিয়ম দান করেন যেন তারা আল্লাহ্‌র লোক হিসাবে বসবাস করতে পারে। এসব নিয়ম-কানুনের সঙ্গে মাবুদ আবাস তাঁবু ও তার আসবাবপত্র এবং ইমামদের পোশাক তৈরির সকল নিয়ম-কানুন দিয়েছিলেন। সিনাই পাহাড়ে আল্লাহ্ যে নিয়ম ইসরাইল জাতির সঙ্গে করেন তার ভিত্তি ছিল ইব্রাহিমের কাছে তাঁর দেয়া প্রথম প্রতিজ্ঞা (হিজরত ৩৩:১-৩; আরো দেখুন পয়দায়েশ ১২:৩, ১৭:১-৮)। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ পাবার জন্য তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র বাধ্য থেকে তাঁর হুকুম পালন করতে হবে (২৩:২০-৩৩)।

কিতাবের মূল বিষয়: হিজরত কিতাবের সর্বোচ্চ মূল বিষয় হলো আল্লাহ্ আদিপিতাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদের বংশধরদের মহান জাতিতে পরিণত করবেন সেই কথা এই কিতাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এটি সুসম্পন্ন হয়েছে সেই প্রাচীন কালের শক্তিমান সব বিপক্ষ, মিসর এবং তাঁর লোকদের অবিশ্বাস এবং অবাধ্যতা সত্ত্বেও। হিজরত কিতাবে দেখানো হয়েছে যে, প্রথমত এই যাত্রার সফলতা অবশ্যই আল্লাহ্‌র শক্তি ও করুণার উপর নির্ভর করে এগিয়ে গেছে যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি মনে রাখেন, গুনাহের শাস্তি দেন এবং অনুতপ্তকারীদের ক্ষমা করেন। দ্বিতীয়ত, এটি মূসার উভয় বিশ্বস্ততাকে তুলে ধরে, যিনি ঐশ্বরিক নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করেছেন এবং নিয়মিত মুনাজাতের মাধ্যমে তিনি তাঁর জাতিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মুনাজাতের ফলে আমালেকের বিরুদ্ধে বিজয় এনে দিয়েছিল (১৭:৮-১৬) এবং তাঁর বিনতি প্রার্থনার ফলে সেই লোকদের ক্ষমা করা হয়েছে যারা সোনার বাছুরকে পুজা করে ভীষণ গুনাহ্

করেছিল।

পটভূমির পিছনের কাহিনী: ১ বাদশাহ্‌নামা ৬:১ আয়াত অনুসারে বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে বের হয়ে আসার ঘটনা ঘটে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরের ৪৮০ বৎসর আগে। সোলায়মানের রাজত্বকাল ছিল ৯৭০ খ্রী:পূ: থেকে ৯৩১ খ্রী:পূ:। এ হিসাবে ঐ ঘটনা ঘটে আনুমানিক ১৪৪৬ খ্রী: পূর্বাব্দে। যাহোক, ৪৮০ হয়তো বারো প্রজন্মের একটা প্রতীকী সংখ্যা। আমরা যে সামান্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাই (যেমন ১:১১ আয়াতে প্রথম রামিষেষ নামটি) তাতে মনে হয় প্রথম সেটি ও দ্বিতীয় রামিষেষ মিসরের বাদশাহ্‌ ছিলেন যখন ইসরাইল ঐ দেশে গোলামী করছিল ও সেখান থেকে বের হয়ে আসে। তাই যদি হয় তাহলে মিসর থেকে খ্রী:পূ: ১৩০০ খ্রী: পূর্বাব্দের অল্পকাল পরেই তারা বের হয়ে আসে।

কিতাবটির কাঠামো: কিতাবটিতে চারটি প্রধান অংশ রয়েছে: (১) গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ ইসরাইল জাতিকে মুক্তিদান। (২) সীনয় পর্বতে তাদের যাত্রা। (৩) সীনয় পর্বতে বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিয়ম, যে নিয়ম ইসরাইলদের নৈতিক, নাগরিক ও ধর্মীয় জীবনে সঠিকভাবে চলবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। (৪) বনি-ইসরাইলদের এবাদতের জন্য একটি এবাদতখানা নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে সুসজ্জিত করা এবং আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য ও ইমামদের পালনীয় নানা বিধি-ব্যবস্থা।

কিতাবখানির ধর্মতাত্ত্বিক বার্তা ও মূলসূত্র: হিজরত কিতাবে যে মূল ধর্মতত্ত্ব নিহিত আছে তা হল আল্লাহ্‌ ব্যক্তিগত নাম প্রকাশ, তাঁর গুণাবলী, তাঁর দত্ত মুক্তি, তাঁর নিয়ম-কানুন এবং কিভাবে তাঁর এবাদত করা হবে। অবশ্য কিতাবখানি প্রকাশ করে কিভাবে মূসা নবী হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন, ও সীনয় পর্বতে নিয়মের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাঁর কাজ, ইসরাইলে ইমামীয় কাজের বর্ণনা, নবীদের ভূমিকা নির্ধারণ, এবং প্রাচীন কালে আল্লাহ্‌ ও তাঁর লোকদের মধ্যে নিয়মের সম্পর্ক কাজ করতো তা নতুন ব্যবস্থাপনায় কাজ করবে– যে নিয়ম সীনয় পর্বতে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দেখতে পাওয়া যায় ৩ অধ্যায় ও ৬:৩৩-৩৪ আয়াতে। এই সমস্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের গুণাবলী, সত্যতা, অনুগ্রহ, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে আমরা তাঁর “নাম” জানি, তাঁকে জানি ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট জানতে পারি (৩:১৩-১৫; ৬:৩)। ইসরাইলের দুঃখ-কষ্ট থেকে শুরু করে মিসরের মহামারী – এর কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে নয়। সেই সময় ফেরাউন, মিসরীয়রা, সমস্ত ইসরাইল আল্লাহ্‌র শক্তি দেখতে পেয়েছিল। তাঁর মত কেউই নেই– “তাঁর মত পবিত্রতায় আদরণীয়, প্রশংসায় বিস্ময়কর, আশ্চর্য ক্রিয়াকারী– আর কেউ নেই (১৫:১১)। এটা তাঁর লোকদের আল্লাহ্‌কে জানতে পুনঃনিশ্চিয়তা দান করে যে, তিনি তাদের স্মরণ করেন ও তাঁর লোকদের বিষয়ে চিন্তা করেন (২:২৪)। শত শত বছর আগে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ইব্রাহিমের কাছে, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে, এখন বনি-ইসরাইলকে মিসরের গোলামী থেকে মুক্ত করে তাঁর প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যাবার মধ্য দিয়ে তিনি তা সিদ্ধ করছেন। সীনাই পর্বতে যে নিয়ম প্রদান তা প্রকৃতপক্ষে পূর্বপুরুষদের কাছে করা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার আরেকটি পদক্ষেপ (৩:১৫-১৭; ৬:২-৮; ১৯:৩-৮)। কিতাবুল মোকাদ্দসে পরিত্রাণ বা নাজাতের মহাসত্য প্রকাশিত হয়েছে তা এই কিতাবের মধে খুব শক্তিশালী ভাবেই দেখা যায়। “উদ্ধার” ক্রিয়াপদটি নানা জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে যেমন ৬:৬; ১৫:১৩ আয়াতে। কিন্তু উদ্ধারের পুরো হৃদয় প্রকাশ পেয়েছে ঈদুল ফেসাকের বর্ণনায় (১২ অধ্যায়), নিয়মের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি (২৪ অধ্যায়), এবং সোনার গরুর বাছুরের পুজা করে যে অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছে তা ক্ষমা করে যে সম্পর্ক আবার পুনঃস্থাপিত করেছেন তার মধ্য দিয়ে (দেখুন ৩৪:১-১৪)।

কিতাবুল মোকাদ্দসের নীতি ও নৈতিকতার ভিত্তি নিহিত রয়েছে দয়াময় আল্লাহ্‌র চারিত্রিক বৈশিষ্টের উপর ও যে বৈশিষ্ট তিনি হিজরত কিতাবে দেখিয়েছেন ও দশ হুকুম-নামার উপর (২০:১-১৭), ও এই কিতাবের বিধি-বিধানের উপর (২০:২২-২৩:৩৩), যা বনি-ইসরাইলকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে তারা তাদের বাস্তব জীবনে এই সমস্ত নিয়ম-নীতি বাস্তবায়ন করবে। কিভাবে তারা আল্লাহ্‌র এবাদত করবে তার বিস্তারিত বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই কিতাবখানি শেষ হয়েছে।

কিতাবটির মূল আয়াত:
“অতএব আল্লাহ্‌ লোকদেরকে লোহিত সাগরের মরুভূমির পথ দিয়ে গমন করালেন; আর বনি-ইসরাইলরা রণসাজে সজ্জিত হয়ে মিসর দেশ থেকে যাত্রা করলো” (১৩:১৮)।
“এখন যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর ও আমার নিয়ম পালন কর তবে তোমরা সমস্ত জাতির মধ্য থেকে আমার নিজস্ব অধিকার হবে, কেননা সমস্ত দুনিয়া আমার” (১৯:৫)।

প্রধান প্রধান লোক: মূসা, মরিয়ম, ফেরাউন ও ফেরাউনের মেয়ে, শোয়েব, হারুন, ইউসা ও বৎসলেল।

প্রধান প্রধান স্থান: মিসর, গোশন, নীল নদী, মাদিয়ান, লোহিত সাগর, সিনাই মরুভূমি ও সিনাই পর্বত।

হিজরত কিতাবটির রূপরেখা:

১. মিসর থেকে বনি-ইসরাইলদের যাত্রা (১:১-১৮:২৭)
- ক. বিন্যাস: মিসরে বনি-ইসরাইল (১:১-২:২৫)
  - ১. ইয়াকুবের সন্তানেরা বনি-ইসরাইল নামে আখ্যাত হয় (১:১-৭)
  - ২. নতুন ফেরাউন, নতুন অবস্থা (১:৮-২:২৫)
- খ. হযরত মূসাকে আহ্বান করা (৩:১-৪:৩১)
  - ১. জ্বলন্ত ঝোপ ও মূসাকে আহ্বান (৩:১-৪:১৭)
  - ২. মাদিয়ান দেশ থেকে হযরত মূসার মিসরে ফিরে আসা (৪:১৮-৩১)
- গ. মূসা ও হারুন: প্রাথমিক অনুরোধ (৫:১-৭:৭)
  - ১. প্রাথমিক অনুরোধ (৫:১-২১)
  - ২. মিসর থেকে ইসরাইলদের উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা (৫:২২-৬:৯)
  - ৩. মূসা এবং হারুন: সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বংশ-তালিকা (৬:১০-৩০)
  - ৪. হযরত মূসার উৎসাহদান (৭:১-৭)
- ঘ. মিসর দেশে গজব ও যাত্রা শুরু (৭:৮-১৫:২১)
  - ১. ফেরাউনের সামনে মূসা ও হারুন: প্রাথমিক চিহ্ন-কাজ (৭:৮-১৩)
  - ২. প্রথম গজব: পানি রক্ত হয়ে যাওয়া (৭:১৪-২৫)
  - ৩. দ্বিতীয় গজব: ব্যাঙের উৎপাত (৮:১-১৫)
  - ৪. তৃতীয় গজব: মশার আক্রমণ (৮:১৬-১৯)
  - ৫. চতুর্থ গজব: দংশকের আক্রমণ (৮:২০-৩২)
  - ৬. পঞ্চম গজব: পশুদের মৃত্যু (৯:১-৭)
  - ৭. ষষ্ঠ গজব: স্ফোটক (৯:৮-১২)
  - ৮. সপ্তম গজব: শিলাবৃষ্টি (৯:১৩-৩৫)
  - ৯. অষ্টম গজব: পঙ্গপালের আক্রমণ (১০:১-২০)
  - ১০. নবম গজব: অন্ধকার (১০:২১-২৯)
  - ১১. দশম গজব: প্রথমজাতের মৃত্যু (১১:১-১৫:২১)
- ঙ. যাত্রা শুরু (১৫:২২-১৮:২৭)
  - ১. মারায় পানির সমস্যা (১৫:২২-২৭)
  - ২. খাবারের সমস্যায় মান্না (১৬:১-৩৬)
  - ৩. মঃসা ও মরীবায় আবারও পানির সমস্যা (১৭:১-৭)
  - ৪. যাবার জন্য রাস্তার সমস্যা: ইসরাইল অমালেককে হারিয়ে দেয় (১৭:৮-১৬)
  - ৫. বিচারের সমস্যা: মূসাকে শোয়াইবের উপদেশ (১৮:১-২৭)

২. সিনাই পর্বতে চুক্তি (১৯:১-৪০:৩৮)
- ক. বিন্যাস: সিনাই পর্বত (১৯:১-২৫)
- খ. চুক্তির কথামালা ও নিয়ম-কানুন (২০:১-২৩:৩৩)
  - ১. দশ হুকুম-নামা (২০:১-২১)
  - ২. এবাদতের নির্দেশনা: মূর্তি ও কোরবানগাহ্‌র বিরুদ্ধে (২০:২২-২৬)
  - ৩. বিস্তারিত নিয়ম-কানুন (২১:১-২৩:১৯)
  - ৪. জয়ের জন্য আদেশ (২৩:২০-৩৩)
  - ৫. চুক্তির স্থিরকরণ (২৪:১-১৮)
- গ. সাক্ষ্য-তাঁবুর বিষয়ে নির্দেশনা (২৫:১-৩১:১৭)
  - ১. সাক্ষ্য-তাবু নির্মাণের জন্য উপহার দেবার অনুরোধ (২৫:১-৯)
  - ২. শরীয়ত-সিন্দুক (২৫:১০-২২)
  - ৩. উপস্থিতির রুটির জন্য টেবিল (২৫:২৩-৩০)
  - ৪. সোনার বাতিদান (২৫:৩১-৪০)
  - ৫. তাঁবু নির্মাণ (২৬:১-৩৭)
  - ৬. ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্ (২৭:১-৮)
  - ৭. সাক্ষ্য তাঁবুর আঙ্গিনা (২৭:৯-১৯)
  - ৮. বাতিদানের জন্য তেল (২৭:২০-২১)
  - ৯. ইমামদের জন্য পোশাক (২৮:১-৪৩)
  - ১০. ইমামদের পবিত্রকরণ (২৯:১-৩৭)
  - ১১. সাক্ষ্য-তাঁবুর জন্য উপহার ও প্রতিজ্ঞাসমুহ (২৯:৩৮-৪৬)
  - ১২. ধূপগাহ্ (৩০:১-১০)
  - ১৩. প্রাণের জন্য কাফ্‌ফারা (৩০:১১-১৬)
  - ১৪. হাত-পা ধোয়ার পাত্র (৩০:১৭-২১)
  - ১৫. পবিত্র তেল ও ধূপ (৩০:২২-৩৮)
  - ১৬. দু'জন প্রধান শিল্পকার (৩১:১-১১)
  - ১৭. বিশ্রামবার (৩১:১২-১৭)
- ঘ. হযরত মূসা দুটি শরীয়ত-ফলক গ্রহণ করেন (৩১:১৮)
- ঙ. চুক্তি অমান্য করা, ক্ষমার অনুরোধ, ও চুক্তির নবায়ন (৩২:১-৩৪:৩৫)
  - ১. চুক্তি ভঙ্গ করা: ইসরাইলের মূর্তিপূজা (৩২:১-৩৫)
  - ২. ইসরাইলের জন্য হযরত মূসার সাধ্যসাধনা (৩৩:১-২৩)
  - ৩. চুক্তির নবায়ন: দ্বিতীয় পাথর-ফলক (৩৪:১-৩৫)
- চ. সাক্ষ্য-তাঁবু: আল্লাহ্‌র উপস্থিতির জন্য প্রস্তুতি (৩৫:১-৪০:৩৮)
  - ১. হযরত মূসা লোকদের প্রস্তুত করেন (৩৫:১-৩৬:৭)
  - ২. সাক্ষ্য-তাঁবু নির্মাণ (৩৬:৮-৩৯:৪৩)
  - ৩. সাক্ষ্য-তাঁবু স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা (৪০:১-৩৩)
  - ৪. সাক্ষ্য-তাঁবুর উপর মাবুদের মহিমা (৪০:৩৪-৩৮)

হিজরত কিতাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

১. গোশন: মিসরের একটি প্রদেশ, এখানে হযরত ইয়াকুব ও তাঁর পরিবার বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে তাঁর বংশধরেরা কেনানে যাত্রা করার আগ পর্যন্ত বসবাস করে। এটি নীল নদের পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল এবং স্পষ্টত এটি রাজপ্রাসাদ থেকে বেশি দূরে ছিল না। এই স্থানটি ছিল দেশের সবচেয়ে ভাল জায়গা; কিন্তু এটি ছিল একটি মরু এলাকা। এই স্থানের কথা সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত ইউসুফের ঘটনায়, যে কথাটি তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন (১:৭)।

২. পিথোম: ফেরাউন ২য় রামিষেষ নির্মিত একটি ভাণ্ডার নগরী, যা ইবরানী শ্রমিকরা তৈরি করে। এর বর্তমান নাম *তেল-ইল-মাসখুতা*, যা ইসমাইলিয়া প্রদেশের প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে এবং *টেল-এল-কিবিরের* ২০ মাইল দক্ষিণে সুয়েজ খালের তীরে অবস্থিত। শহরটি মূলত খড়বিহীন ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়। শহরটির প্রচলিত আরেকটি নাম "সুক্কোত," (হিজ ১২:৩৭)। এটি বনি-ইসরাইলদের হিজরতের প্রথম বিরতি স্থান। এই নগরীতে ফেরাউনের রাজকীয় প্রাসাদও ছিল।

৩. রামিষেষ: মিসরের একটি নগর। দ্বিতীয় রামিষেষ এই নগরটি পুনর্নির্মাণ করেন। তখন এই নগর তাঁর বাসস্থান হিসেবে পরিগণিত হয় এবং প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দিক থেকে থিব্‌সের পরেই এই নগরের স্থান ছিল। বনি-ইসরাইলরা মিসর ত্যাগ করার আগে এখানে এসে জড়ো হয়।

৪. মাদিয়ান দেশ: মূসা ভয় পেয়ে মিসর থেকে পালিয়ে গিয়ে সিনাই পর্বতের দক্ষিণ অংশের মাদিয়ান দেশে চলে যান। সেখানে তিনি রূয়েল বা শোয়াইবের পরিবারে আশ্রয় নেন এবং শোয়াইবের কন্যা সফুরাকে বিয়ে করেন। একদিন তিনি তুর পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি মরুভূমিতে যান। সেখানে একটি ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে হঠাৎ আল্লাহ্ তাঁকে দেখা দেন এবং তাঁকে মিসরে গিয়ে মিসরীয়দের গোলামী থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে মিসর থেকে বের করে আনার জন্য হুকুম করেন।

৫. বাল-সফোন: সমুদ্র তীরে অবস্থিত মিসরীয়দের একটি নগর বা গ্রাম (লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি স্থান) যেখানে বনি-ইসরাইলদের ছেলেমেয়েরা লোহিত সাগর পার হওয়ার পূর্বে তাঁবু স্থাপন করেছিল।

৬. মারা: বনি ইসরাইলদের ষষ্ঠতম বিশ্রাম স্থানের একটি ঝর্ণা, এর পানি এত তেতো ছিল যে তারা তা পান করতে পারে নি। এর দরুন তারা মূসার উপর ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানালে পর হযরত মূসা আল্লাহ্ মাবুদের নির্দেশনায় একটি বিশেষ ধরনের গাছ সেখানে ফেলে দিয়ে এই পানির তিক্ততা দূর করেন এবং এভাবেই তিনি তাদের পানি পানের ব্যবস্থা করেন।

৭. এলীম: লোহিত সাগর পার হওয়ার পর বনি-ইসরাইলরা এখানে তাদের দ্বিতীয় শিবির স্থাপন করে। এখানে ১২টি পানির কূয়া ও ৭০টি তালগাছ ছিল। এখানে বনি-ইসরাইলরা অনেক দিন ধরে অবস্থান করে। বনি-ইসরাইলরা সিন প্রান্তর থেকে এখানে পৌঁছানোর পর তারা প্রথমবারের মত একটি পূর্ণ দল হিসেবে একই স্থানে একত্রিত হয়।

৮. সীন মরুভূমি:- বনি-ইসরাইল সূয়েজ উপসাগরের কাছ থেকে গিয়ে তারপর সেখানে সীন মরুভূমিতে ছাউনি ফেলে। তাদের পরবর্তী যাত্রা ছিল রফীদীমে। বনি-ইসরাইলরা বিচ্ছিন্নভাবে যাত্রা শুরু করার পর পুরো দল এখানে প্রথমবারের মত মিলিত হয়। এই মরুভূমির যাত্রাপথ সীন মরুভূমি থেকে আলাদা ছিল।

৯. রফীদীম: মরুভূমিতে হিজরতের সময় বনি-ইসরাইলরা এখানে ছাউনি ফেলে। এখানে বসে হযরত মূসাকে তাঁর শ্বশুর শোয়াইব নেতা এবং বিচারক নিয়োগের পরামর্শ দেন।

১০. সিনাই পাহাড়: সিনাই পাহাড়ে হযরত মূসার কাছে পবিত্র শরীয়ত দেওয়া হয়। হোরেব হল সিনাই পাহাড় শ্রেণীর উত্তরের অংশ। হযরত মূসা শরীয়ত-ফলক নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসছিলেন বলে উপর থেকে বনি-ইসরাইলের ছাউনি দেখতে পাননি, যদিও তিনি চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছিলেন।

কিতাবুল মোকাদ্দসের সময়কার মিসর দেশ ও এর সভ্যতা

মিসর এক প্রাচীন সভ্যতার নাম। হযরত ইব্রাহিমের সময়েও (২০৫০ খ্রী:পূ:) মিসর কয়েক হাজার বছরের পুরানো দেশ ছিল, কিন্তু ইব্রাহিমের সময়ের আগে কিতাবুল মোকাদ্দসে তার কোন উল্লেখ নেই (পয়দা ১২ অধ্যায় এবং তারপর)।

মহাবন্যার কিছু কাল পরেই হামের পুত্র মিসর কর্তৃক মিসর দেশ স্থাপিত হয়। অমর্না পোড়ামাটির শিলালিপি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কেনানীয়েরা একে মিস্রি নামে ডাকত (মিসরের গঠন দু'রকমের প্রাচীন ভাগগুলো ধরে রেখেছে, মিসরের উচ্চ ভূমি মেম্ফিস এবং নিচু ভূমি ডেল্টা)। সেখানকার রাজবংশের আগের ইতিহাস ৫০০০ খ্রী:পূ: থেকে ৩১০০ খ্রী:পূ: পর্যন্ত হয়েছিল।

৩০০ খ্রী: পূর্বাব্দের মেনিথো নামে একজন মিসরীয় পুরোহিত মিসরীয় ইতিহাসকে ৩০টি রাজবংশে বিভক্ত করেছেন। এই রাজবংশযুক্ত মিসরের প্রথম বাদশাহ্ মেনেস থেকে (৩১০০ খ্রী:পূ:) মহান আলেক্‌জাণ্ডার (৩৩২ খ্রী:পূ:) পর্যন্ত।

পিরামিড। ইব্রাহিম যখন মিসরে গিয়েছিলেন তখন সম্ভবত তিনি অনেক পিরামিড দেখে থাকবেন, কারণ তাদের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজবংশের (২৭০০-২২০০ খ্রী:পূ:) সময় ওগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। তৃতীয় রাজবংশের প্রথম বাদশাহ্ যোসারের অধীনে মহান ইমহো-টেপ সাক্কারায় বিখ্যাত 'স্টেপ পিরামিড' নির্মাণ করেন। এটি ১৯০ ফুট উঁচু এবং অন্যান্য পিরামিডের অগ্রবর্তী ছিল। চতুর্থ রাজবংশের খুফুর বৃহত্তম পিরামিড হল সবচেয়ে বড় পিরামিড। এই পিরামিডের ভিত্তির জন্য ২৩ লক্ষ চুনা পাথরের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা ১৩ একর জমিতে বিস্তৃত। এর উচ্চতা ৪৯২ ফুট এবং এক একটি চুনা পাথরের ব্লকের ওজন আড়াই টন। খুফুর উত্তরাধিকারী খাফ্রি গিজা এলাকায় দ্বিতীয় পিরামিড নির্মাণ করেন। এটিও বৃহত্তম পিরামিডের মত আশ্চর্য ছিল। এর উচ্চতা ছিল ৪৪৭.৫ ফুট। বর্তমানের বৃহত্তম পিরামিডের চেয়ে এর উচ্চতা একটু কম। এই দ্বিতীয় পিরামিডের পূর্ব দিকে আছে এক বিশাল পাথরের মূর্তি। এর দেহ সিংহের এবং মাথা বাদশাহ্ খাফ্রির, আর প্রচলিত রীতি অনুসারে মস্তকাবরণী এবং রাজকীয় প্রতীক গোখরা সাপও আছে। কপালে কুণ্ডলাকৃতির এই সাপ যেন ফেরাউনের দুশমনদের ধ্বংস করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

পিরামিডের লেখা। এই পিরামিড নীল উপত্যকার উচ্চ মানের সভ্যতার এবং সেখানকার একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের কথা প্রমাণ করে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের বাদশাহ্‌রা সাক্কারোতে একই ধরনের অনেকগুলো পিরামিড নির্মাণ করে যার মধ্যে খোদাই করে লেখা উৎকীর্ণ লিপি রয়েছে। এগুলো পিরামিড টেক্সট্ নামে পরিচিত। এসব টেক্সট্-এ মৃত শাসনকর্তার মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সূর্য দেবতার সামনে এক সুন্দর সুখী জীবনের কথা লেখা আছে। এসব কথা তাদের জন্য উপযুক্ত ছিল, কারণ পিরামিড ছিল আসলে কবর যা সেগুলোর নির্মাতা বাদশাহ্‌দের গৌরব বহন করছে।

প্রথম মধ্যবর্তী সময়। ইব্রাহিমের সময়ে প্রাচীন রাজ্যের গৌরব অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বড় পিরামিডগুলো এখন তার ক্ষমতার নীরব স্মৃতিস্তম্ভ মাত্র। ৭-১১ তম রাজবংশের কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। ৭ম ও ৮ম রাজবংশ মেম্ফিস-এ এবং ৯ম ও ১০ম রাজবংশ কায়রোর দক্ষিণে হিরাক্লিয়োপলিশ-এ রাজত্ব করত।

মিসর: দেশ ও জনগণ

মিসর। মিসর দেশ ২ থেকে ৩০ মাইল প্রশস্থ এটি দেশ এবং এই দেশ ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে খরস্রোতা নীলনদের পার ধরে অবস্থিত। ফিলিস্তিন ও মিসরের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় বা নদী নেই। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে প্লাবিত ছোট নদী ওয়ার্দি এল আরিশ বা 'মিসরের নদী' (শুমারী ৩৪:৫; ইউসা ১৫:৪,৪৭) ছিল। মিসর নীলনদ বলেই পরিচিত। নীলনদের পাশে পলি মাটি সমৃদ্ধ যে উর্বর জমি আছে তা বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মৌসুমে নদীতে পর্যাপ্ত পানি সঞ্চিত হয়ে প্রাচীন দুনিয়ার এই দেশকে সবচেয়ে ফলবন্ত দেশে রূপান্তরিত করেছে। সিরিয়া-ফিলিস্তিনের সঙ্গে সাগর-সংযোগ আর অর্ধ চন্দ্রাকৃতির উর্বর এলাকা মিসর দেশে সম্পদের স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছে। এর ফলে থিব্‌স্, মেম্ফিস ও আখীটেটন (Tell-el-Amarna) নামক সুন্দর এলাকায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

ভাণ্ডার শহর। এসব শহর নির্মিত হয়েছে যেন প্রচুর শস্যের সময়ে সেখানে বাড়তি শস্য জমা করে রাখা যায়। এরকম অনেক শহর নির্মাণে ইবরানীদের গোলাম শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন– পিথোম (Tell-Retabeh) এবং রামিষেষ (Tanis)। এই সব শহরে স্থানীয় ও আমদানীকৃত পণ্য জমা করে রাখা হত। এছাড়া সেখানে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে রাখা হত।

জনগণ ও ভাষা। প্রাচীন মিসরীয়েরা ছিল হমাতীয় (পয়দা ১০:৬), কিন্তু পরে বিদেশীরা বসবাসের জন্য চলে আসে, বিশেষ করে সামের বংশধরদের প্রভাব বিস্তার, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাদের প্রথম দিকের লেখা ছিল ছবির সাহায্যে এবং এর মধ্যে সাধারণ জিনিসের ছবি ও জ্যামিতিক প্রতীক চিহ্নও ছিল। শত শত বছর এরকম চলবার পর ৮০০ খ্রী: পূর্বাব্দে জনপ্রিয় টানা হাতের লেখা আবিষ্কার হওয়ার ফলে ধীরে ধীরে প্রতীক-অক্ষরগুলো লোকেরা পরিত্যাগ করতে থাকে। ১৭৯৯ সালে রসেট্টা স্টোন আবিষ্কৃত

হয়েছে যাতে প্রাচীন মিসীয় লেখা (ছবির সাহায্যে), গোটা গোটা হাতের লেখা এবং গ্রীক ভাষা ছিল। ফ্রান্সের Francois Champollion ১৮২২ সালে সেই লেখার অর্থ উদ্ধার করেন এবং আধুনিক মিসরতত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেন।

মিসরঃ এর ইতিহাস ও বনি-ইসরাইলের সঙ্গে প্রথম দিকের যোগাযোগ

প্রথম দিকের এবং রাজবংশের আগের সময় (৫০০০-৩১০০ খ্রী:পূ:)। নবোপলীয় যুগ এবং পরবর্তী সংস্কৃতি মিনেস কর্তৃক সংঘটিত রাজ্যের অনেক আগের। মেনিথো নামক একজন মিসরীয় পুরোহিত (৩০০ খ্রী:পূ:) মিসরের ইতিহাস লিখেছিলেন এবং তিনি ২৯০০-৩৩২ খ্রী: পূর্বের ইতিহাস ৩০টি রাজবংশে বিভক্ত করেছেন।

প্রাথমিক রাজবংশের যুগ (৩১০০-২৬৮৬ খ্রী:পূ:)। মেনেস থিব্স্-এর নিম্নাংশ থিযে রাজত্ব করেছেন। ফ্লিণ্ডার্স্ পেটরি নামক একজন লোক আবিদসের কাছে থিনীয় বাদশাহ্দের (১ম ও ২য় রাজবংশ) কবরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়েছেন।

প্রাচীন রাজ্য (২৬৮৬-২১৮১ খ্রী:পূ:)। তৃতীয় ও চতুর্থ রাজবংশ। তৃতীয় ও চতুর্থ রাজবংশ বিখ্যাত পিরামিড ও পিরামিড টেক্সট-এর সময়কার। বাদশাহ্ যোসার (তৃতীয় রাজবংশ) সাক্কারায় স্টেপ পিরামিড নির্মাণ করেন। চতুর্থ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ্ খুফু গিজায় সবচেয়ে বড় পিরামিড নির্মাণ করেন। (এর উচ্চতা ৪৯২ ফুট, ৭৫৫ বর্গফুট ভিত্তি। ১৩ একর জমির উপর তা নির্মিত এবং ২৩ লক্ষ শ্বেত পাথরের ব্লক রয়েছে যার প্রতিটির ওজন ২.৫ টন)। বাদশাহ্ খুফুর উত্তরাধিকারী খাফ্রি, গিজায় সিংহদেহী মানব মূর্তি এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম পিরামিড নির্মাণ করেন। পিরামিড টেক্সটস্-এ পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের পরলোকগত বাদশাহ্দের ভবিষ্যতের জীবন সম্বন্ধে লেখা আছে।

প্রথম মধ্যবর্তী যুগ (২১৮১-১৯৯১ খ্রী: পূ:)। সপ্তম ও অষ্টম রাজবংশ মেম্ফিসে ও হিরাক্লিয়োপলিশ-এ রাজত্ব করেন। হিরাক্লিয়োপলিশ কায়রো শহরের ৭৭ মাইল দক্ষিণে। তুলনামূলকভাবে এই সময় তারা দুর্বল ছিল। ইব্রাহিম এ সময়ে মিসর দেশে গিয়েছিলেন।

মাঝামাঝি সময়ের রাজ্য (১৯৯১-১৭৮৬ খ্রী:পূ:)। ১২তম রাজবংশ আদিবাসী থিবানরা মেম্ফিসে ও ফাইয়াম থেকে রাজত্ব করেছিলেন। ফিলিস্তিনে ইসরাইলের পূর্বপুরুষেরা একই সময়ে সেখানে বাস করত। খুব সম্ভবত এই সময়েই ইউসুফ প্রধান শাসনকর্তা হয়েছিলেন। আমেনেহমেট (১ম-৪র্থ) বা সেনুসার্ট (১ম-৩য়) নামক ক্ষমতাধর শাসনকর্তার সামনে ইয়াকুব উপস্থিত হয়েছিলেন। ২য় সেনুসার্ট-এর একজন শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত লোক ২য় খানুমহোপেট-এর কবরে এক উৎকীর্ণ লিপিতে 'উচ্চভূমির শেখ, ইবসী'র অধীনে ৩৭ জন এশীয় লোকের মিসরে গমনের কথা লেখা আছে। এই ঘটনা ইব্রাহিমের মিসরে যাবার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় মধ্যবর্তী যুগ (১৭৮৬-১৫৬৭ খ্রী:পূ:), ১৩-১৭তম রাজবংশ। শক্তিশালী মধ্যবর্তী রাজ্যের পরে ১৩ ও ১৪তম রাজবংশের সময়ে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে। এর পরপরই 'বিদেশী ভূমির শাসনকর্তা' হিকসোস মিসর অধিকার করেন। ১৫ ও ১৬তম রাজবংশের সেই বিদেশী বাদশাহ্রা ডেল্টার এভারিসে ১৫০ বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ে ঘোড়া ও রথের ব্যবহার শুরু হয়। কিছু কিছু পণ্ডিত মনে করেন এই সময়ে ইউসুফ মিসরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

নতুন সাম্রাজ্য (১৫৬৭-১১৫০ খ্রী:পূ:, ১৮-২০তম রাজবংশ)। এই সময় ছিল ফেরাউনের মহিমার শিখর, কারণ তিনি পূর্ব দেশ, শাসন করতেন। এই সময়ই ইসরাইলদের গোলামীর সময়। এই সময়ের মহান ফেরাউনদের মধ্যে ছিলেন: ১ম আমেনহোটেপ (১৫৪৬-১৫২৫ খ্রী:পূ:), ১ম থুটমোস (১৫২৫-১৫১২ খ্রী:পূ:), ২য় থুটমোস (১৫১২-১৫০৪ খ্রী:পূ:), রাণী হাট্সেপ্সুট (১৫০৪-১৪৮২ খ্রী:পূ:)। এই সময়েই হযরত মূসা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল। ৩য় থুটমোস (১৪৯০-১৪৩৬ খ্রী:পূ:) ছিল বিখ্যাত নির্মাতা, বিজয়ী ও ইসরাইলদের গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধকারী। খুব সম্ভবত ২য় আমেনহোটেপ (১৪৩৮-১৪২৫ খ্রী:পূ:) ছিলেন হিজরত কিতাবে উল্লিখিত ফেরাউন। ৪র্থ থুটমোসের অধীনেই তাদের পতন শুরু হয়েছিল। ৩য় আমেনহোটেপ ১৪১৭-১৩৭৯ খ্রী:পূ: পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়টাকে অমর্ণা যুগ বলা হয়। এই সময় ৪র্থ আমেনহোটেপও (১৩৭৯-১৩৬২ খ্রী:পূ:) রাজত্ব করেছিলেন। আখীটেটন শহর (Tell el amarna) ছিল তাদের রাজধানী। ১৮৮৬ সালে অমর্ণা বর্ণমালা এই শহরে আবিষ্কৃত হয়। ১৯২২ সালে টুটানখামুনের বিলাসবহুল বড় কবর আবিষ্কৃত হয়। খুব সম্ভবত অমর্ণা সময়কাল আর ইসরাইলদের মরুভূমিতে ঘোরাফেরা করার এবং ফিলিস্তিন জয় করার একই সময়।

অনেক পণ্ডিত হিজরত কিতাবের এবং ফিলিস্তিন জয় করার ঘটনাবলী মিসর দেশের ১৯তম রাজবংশের সময়কালের বলে ধরে থাকেন। এই সময়ে এই রাজবংশে ছিলেন ১ম রামেষিষ (১৩১৯), ১ম সেটি (১৩১৮-১৩০৪), ২য় রামেষিষ ১৩০৪-১২৩৭), মার্নেপটাহ্ (১২৩৬-১২২২)। মার্নেপটাহের বিখ্যাত পাথরের স্তম্ভে এক উৎকীর্ণ লিপিতে 'ইসরাইল জনশূন্য; তার কোন সন্তান নেই'– একথা পাওয়া যায়। এখানেই মিসরের তালিকায় প্রথমবারের মত ইসরাইলদের নাম পাওয়া যায়।

২০তম রাজবংশ (১২০০-১০৮৫) রামিষেষ এর নামে দশজন বাদশাহ্ ছিলেন। তাদের মধ্যে ৩য় রামিষেষ (১১৯৮-১১৬৭) সবচেয়ে মহান ছিলেন। ২০তম রাজবংশ এবং ইসরাইলের শাসনকর্তারা একই সময় রাজত্ব করতেন। ২১-৩০তম রাজবংশগুলোর শক্তির ক্রমহ্রাস হয়।

থিব্‌স্‌ -এ ধ্বংসস্তূপ

থিব্‌স্‌ (মিসরীয় ভাষায় নেট, কিতাবুল মোকাদ্দসের ভাষায় নো, আর গ্রীক ভাষায় থিবাই) ছিল শক্তিশালী ১৮তম রাজবংশের রাজধানী এবং খুব সম্ভবত ইসরাইলীয় গোলামদের দ্বারা এটি নির্মিত হয়। কায়রো শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩৫০ মাইল দূরে লাক্সর ও কারনাক-এর বর্তমান গ্রামের কাছে নীলনদের তীরে থিব্‌স্‌-এর এক অত্যন্ত মনোহর ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। কারনাক-এ আমুন দেবতার মনোহর মন্দির জগতের এক আশ্চর্য বস্তু। তার দিকে যাওয়ার রাস্তার দুই পাশে অনেকগুলি সিংহদেহী মানবমূর্তি আছে। তার বড় উঠানটি প্রস্থে ২৭৬ ফুট ও দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ ফুট ছিল এবং এর দু'পাশে বড় বড় থাম ছিল। এর বড় হলঘরটি ১২০০ ফুট লম্বা এবং ৩৫০ ফুট প্রশস্ত ছিল এবং তা ১৬টি সারিতে ১৩৪টি থামের উপর নির্মিত ছিল। মধ্যের সারিটি ৭৮ ফুট উঁচু এবং পরিধি ৩৩ ফুট। এটি সুন্দরভাবে রং দেওয়া ও খোদাই করা আছে। এটি মিসরীয় দক্ষ স্থাপত্য শিল্পের একটি বড় উদাহরণ। আমুন দেবতার আরেকটি মন্দির কারনাক-এর দক্ষিণে লাক্সর-এ অবস্থিত। এটি ৩য় আমেনহোটেপ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা নির্মাণ করেছেন।

নীলনদের পশ্চিম তীরে মেডিনেট হাবূর আধুনিক গ্রামের কাছে রয়েছে ৩য় আমেনহোটেপ-এর রাজপ্রাসাদ, মেমনুন -এর দু'টি বড় মূর্তি (৬৪ ফুট উঁচু), রামাসিউম, ২য় রামেষিষ কর্তৃক আমুন দেবের মন্দির, ৩য় থুটমোস-এর মন্দির, এবং আরও অনেক কৌতুহলোদ্দীপ্তক ধ্বংসস্তূপ। আমুন (আমন রে) ছিল সূর্য দেবতা; থিব্‌স্‌ শহরে এর একটি শক্তিশালী পুরোহিত দল ছিল। এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আখনাটন অমর্ণা মন্দির নির্মাণ করেছিল।

রামেষিষ (Tell-el-Daba) শহরকে পি-রামেষিষ অর্থাৎ রামেষিষের বাড়ি (১৩০০-১১০০ খ্রী:পূ:) বলা হয়ে থাকে। হিজরত ১:১১ আয়াতে এই যে শহরের কথা পাওয়া যায় তা প্রাচীন জায়গার আধুনিকীকরণ হিসেবে বুঝতে হবে। তার প্রাচীন নাম ছিল সোয়ন-এভারিস। ১৭২০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে হিকসোসদের রাজধানী নির্মাণ করার সময় সেখানে অত্যাচারিত ইসরাইলদের দিয়ে গোলামীর কাজ করানো হয়েছে।

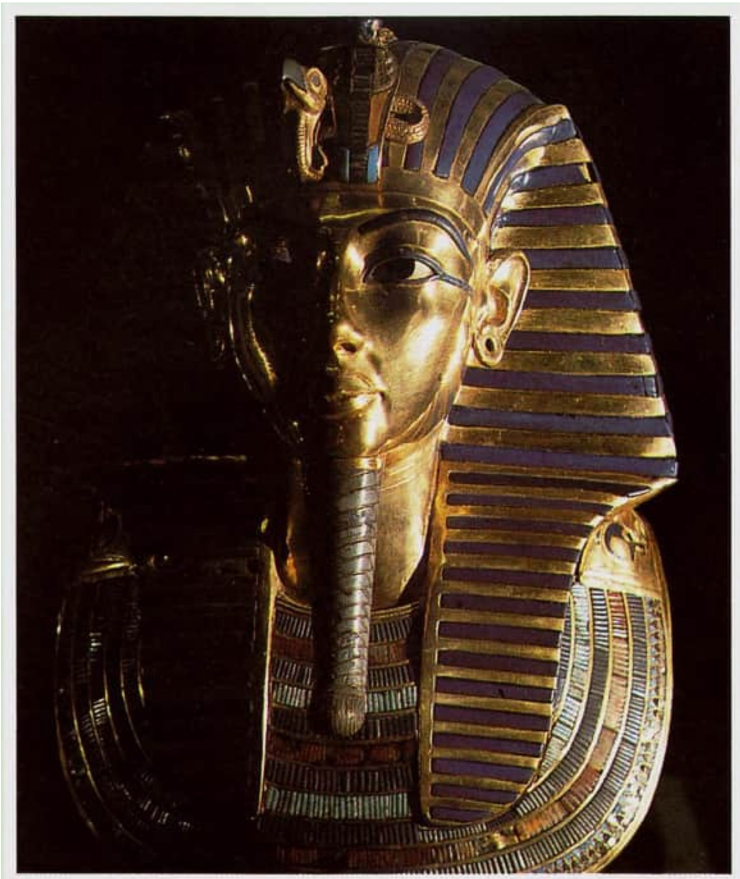

তুতেনখামেনের কফিনের ভিতর পরবার মুখোশ। ১৯২২ সালে কবরটি খোলার পর এটি পাওয়া যায়।

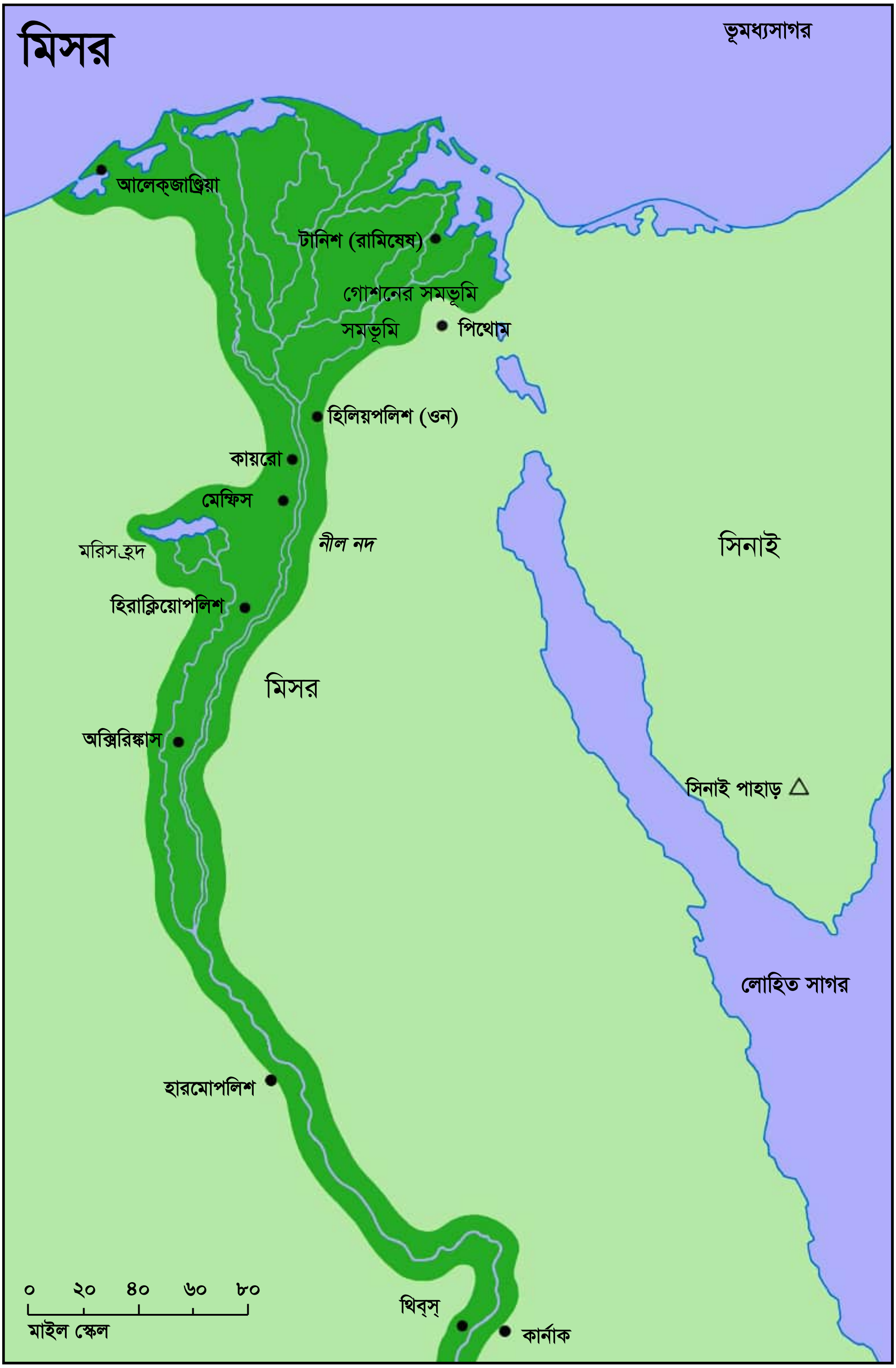

BACIB
International Bible
CHURCH

মিসরের বিভিন্ন রাজবংশ

বিভিন্ন রাজবংশ	তাদের বিশেষ বিশেষ অর্জন বা কৃতি	আনুমানিক সময়
বাদশাহ্‌দের আমলের আগে:	**প্রাচীন গ্রামীন লোকদের সমাজবদ্ধ জীবন**	**খ্রী:পূ: ৩৪০০-২৯৫০**
১ম ও ২য় রাজবংশ:	এদের সময়ে নীলনদীর অববাহিকার সব অঞ্চল একজন শাসকের অধীনে আনা হয়।	খ্রী:পূ: ২৯৫০-২৬৭৫
পুরাতন রাজবংশ: (৩য় থেকে ৬ষ্ঠ রাজবংশ)	এ সময়ে মেমফিসের কাছের বিখ্যাত পিরামিডগুলো নির্মাণ করা হয়।	খ্রী:পূ: ২৬৭৫-২১৮০
প্রথম মধ্যবর্তী কাল (৭ম থেকে ১০ম রাজবংশ)	বাইরের শত্রুরা নীলনদী অববাহিকাকে অধিকার করে নেয়– পশ্চিম দিক থেকে লিবিয়া ও পূর্ব দিক থেকে এশিয়রা।	খ্রী:পূ: ২১৮০-১৯৭০
মধ্যবর্তীকাল (১১শ থেকে ১২শ রাজবংশ):	থিবিস এ মিসরের রাজধানী। এ সময়ে মিসরের সমস্ত অঞ্চল একতাবদ্ধ থাকে। এ সময়ে শিল্পকলার উন্নতি হয়। ইব্রাহিম কোন সময়ে মিসরে ছিলেন (পয়দা ১২)।	খ্রী:পূ:১৯৭০-১৭৫৬
দ্বিতীয় মধ্যবর্তীকাল (১৩শ থেকে ১৭শ রাজবংশ)	হিকসোস্‌ রাজবংশ মিসর শাসন করেন। (হিকসোস্‌ রাজগন এশিয়া অঞ্চল থেকে এসে মিসর অধিকার করে। তারা ছিল সামরিক-ভাবে ও অন্যান্য দিক থেকে দক্ষ। এই রাজ-বংশের লোকেরা উপকূল বা অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতো। সম্ভবতঃ যোসেফ, এবং তার পরে ইয়াকুব ও তার ছেলেরা ঐ সময়ে মিসরে ছিলেন।	খ্রী:পূ: ১৭৫৯-১৫২০
নতুন রাজত্ব (১৮শ থেকে ২০শ রাজবংশ)	মিসরের অনেক বিখ্যাত রাজারা এই সময়ে রাজত্ব করেছেন, যথা: ৪র্থ আমেন হোটেপ, যিনি একমাত্র সূর্য-দেবতা আটনের এবাদত করতেন; "টুট রাজা" নামে পরিচিত টুটানখামেন যিনি মিসরীয়দের প্রাচীন দেবতা আমোন দেবতার উপাসনাকে পুনরায় প্রচলন করেন; দ্বিতীয় রামীষেষ, যিনি সম্ভবতঃ মিসর থেকে বনি-ইসরাইলদের বের হয়ে আসার সময়ে বাদশাহ্‌ ছিলেন।	খ্রী:পূ:১৫৩৯-১০৭৫
তৃতীয় মধ্যবর্তীকাল (২১শ থেকে ২৫শ রাজবংশ)	এই সব রাজবংশের কোন বাদশাহ্‌ তাঁর মেয়েকে সোলায়মানের সংগে বিয়ে দেন (১ বাদশাহ্‌নামা ৯:১৬) ঐ সময়ের বাদশাহ্‌রা অশুর বাহিনীর আক্রমন থেকে তাদের দেশ রক্ষা করতে পারেনি।	খ্রী:পূ:১০৭৫-৬৫৬
শেষ রাজবংশ (২৬শ থেকে ৩১শ রাজবংশ):	অশুর দেশের সংগে যুদ্ধের পরে মিসর পারসীকদের অধীনে চলে যায়। পরবর্তীকালে ৩৩২ খ্রী:পূ: অধীনে চলে যায়। পরবর্তীকালে ৩৩২ খ্রী:পূ: ম্যাসিডোনের মহান আলেকজান্ডার মিসর অধিকার করে আলেকজান্ডার ভূমধ্যসাগরের পাড়ে যেখানে নীল নদী এসে সমুদ্রে মিশে গেছে সেখানে এক নগর তৈরি করে নিজের নামানুসারে তার নাম রাখেন। সেই নগর আলেকজান্দ্রিয়া শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ৬০০ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর একটা বিখ্যাত নগররূপে পরিচিত ছিল।	খ্রী:পূ: ৬৬৪-৩৪৩
টলেমী বংশ:	সর্ব শেষ আমল: আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁর চারজন সেনাপতির একজন টলেমী সোটেয়ার মিসরের দখল নেন এবং টলেমী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। টলেমী শাসকগন উত্তর সিরিয়ার সেলুসিড রাজবংশের হাত থেকে প্যালেষ্টাইন দখল করার জন্য যুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে মিসর রোমান সাম্রাজ্যের দিকে বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। টলেমী রাজবংশের রাণী ক্লিওপেট্রা ৩০ খ্রী:পূ: ক্ষমতা হারালে মিসর রোমের শাসনাধীনে চলে যায়।	খ্রী:পূ: ৩৩২-৩২৪

মিসর দেশে বনি-ইসরাইল

১ ১ ইসরাইলের পুত্ররা, যাঁরা সপরিবারে
ইয়াকুবের সঙ্গে মিসর দেশে গিয়েছিলেন,
তাঁদের নাম হচ্ছে– ২ রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি,
এহুদা, ৩ ইষাখর, সবূলূন, বিন্‌ইয়ামীন, ৪ দান,
নপ্তালি, গাদ ও আশের। ৫ ইয়াকুবের বংশ থেকে
উৎপন্ন মোট সত্তর জন ছিল এবং ইউসুফ
মিসরেই ছিলেন। ৬ পরে ইউসুফ, তাঁর ভাইয়েরা
ও সমসাময়িক সমস্ত লোক ইন্তেকাল করলো।
৭ আর বনি-ইসরাইলরা ফলবান হল, অনেক বৃদ্ধি
লাভ করলো ও বহুবংশ হয়ে উঠলো। তারা
ভীষণ শক্তিশালী হল এবং তাদের দ্বারা দেশ
পরিপূর্ণ হল।

বনি-ইসরাইলদের বৃদ্ধি ও নির্যাতন ভোগ

৮ পরে মিসরের ক্ষমতায় এক জন নতুন
বাদশাহ্‌ অধিষ্ঠিত হলেন, তিনি ইউসুফের বিষয়
কিছুই জানতেন না। ৯ তিনি তাঁর লোকদের
বললেন, দেখ, আমাদের চেয়ে বনি-ইসরাইলরা
সংখ্যায় অনেক বেশি ও বলবান; ১০ এসো,
আমরা তাদের সঙ্গে কৌশলপূর্ণ আচরণ করি।

[১:১] পয়দা ৪৬:৮। [১:৪] শুমারী ১:২০-৪৩। [১:৬] প্রেরিত ৭:১৫। [১:৭] দ্বি:বি ৭:১৩; ইহি ১৬:৭। [১:৮] ইয়ার ৪৩:১১; ৪৬:২। [১:৯] আয়াত ৭। [১:১০] জবুর ৬৪:২; ৭১:১০; ৮৩:৩; ইশা ৫৩:৩। [১:১০] প্রেরিত ৭:১৭-১৯। [১:১১] ইউসা ৯:২৭; ইশা ৬০:১০। [১:১৩] লেবীয় ২৫:৪৩, ৪৬, ৫৩; দ্বি:বি ৪:২০; ২৬:৬। [১:১৪] দ্বি:বি ২৬:৬; ইশা ১৪:৩; জবুর ৬৬:১১; ৮১:৬; প্রেরিত ৭:১৯।

অন্যথায় তারা বেড়ে উঠবে এবং যুদ্ধ উপস্থিত
হলে তারাও দুশমনদের পক্ষে যোগ দিয়ে
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এই দেশ
থেকে চলে যাবে। ১১ অতএব কঠিন পরিশ্রম
দ্বারা তাদেরকে জুলুম করার জন্য তারা তাদের
উপরে শাসকদেরকে নিযুক্ত করলো। তারা
ফেরাউনের জন্য ভাণ্ডার নগর পিথোম ও
রামিষেষ নামে দু'টি নগর নির্মাণ করলো।
১২ কিন্তু তারা শাসকদের দ্বারা যতই নির্যাতিত
হতে লাগল, ততই বৃদ্ধি পেতে ও চারদিকে
ছড়িয়ে পড়তে লাগল; ফলে বনি-ইসরাইলদের
বিষয়ে তাদের মনে ভীষণ ভয় হল। ১৩ আর
মিসরীয়েরা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বনি-ইসরাইলদের
দ্বারা গোলামীর কাজ করাতে লাগল; ১৪ তারা
কাদা, ইট ও ক্ষেতের সমস্ত কাজে কঠিন
গোলামীর কাজ দ্বারা তাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করতে
লাগল। ওরা তাদের দ্বারা যেসব গোলামীর কাজ
করাতো সে সব করতে গিয়ে সাংঘাতিক নির্দয়
ব্যবহার করতো।
১৫ পরে মিসরের বাদশাহ্‌ শিফ্রা ও পূয়া নামে

১:১-৫ ইসরাইলের পুত্ররা, ... ইউসুফ মিসরেই ছিলেন। ইয়াকুব ছিলেন ইব্রাহিমের নাতি ও ইসহাকের ছেলে (পয়দা ২৫:১৯-২৬)। তাঁর ছেলে ইউসুফকে তাঁর ভাইয়েরা হিংসা করে গোলাম হিসাবে লোকদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এভাবে তিনি মিসরে পৌঁছান (পয়দা ৩৭:১২-৩৬), যেখানে তিনি ঘটনাক্রমে একজন উচ্চ সরকারী কর্মকর্তার পদলাভ করেন (পয়দা ৪১:৩৭-৫৬)। কেনান দেশে মস্তবড় এক দুর্ভিক্ষ হলে পর ইয়াকুবের ছেলেরা খাবার শস্য আনবার জন্য মিসরে গেলে সেখানে তাদের ছোট ভাই ইউসুফের সঙ্গে তাদের পুনরায় মিলন হয়। তার কিছুকাল পরেই ইয়াকুব তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিসরে যান (পয়দা ৪৬:৮-২৭)। সেখানে গোশন নামক স্থানে তাদের বাস করার জন্য জায়গা-জমি দিয়ে দেয়া হয় এবং তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে (৪৭:২৭)। ইসরাইল জাতির গোষ্ঠীগুলোর নাম রাখা হয়েছে ইয়াকুবের ছেলেদের নাম অনুসারে (পয়দা ৪৮-৪৯ অধ্যায়; ইউসা ১৩-২১, এবং পয়দা ৪৮:৫-৬ ও ৪৯:৫-৭ এর নোট দেখুন)।

১:১ ইসরাইল ... ইয়াকুব। এর আগে ইয়াকুবকে ফেরেশতা কর্তৃক আরেকটি নাম দেওয়া হয় আর তা হল ইসরাইল (দেখুন পয়দা ৩২:২৮; ৩৫:১০)।

তাঁদের নাম হচ্ছে–। এই একই অভিব্যক্তি পয়দায়েশ ৪৬:৮ আয়াতে দেখা যায় যেখানে ইয়াকুবের বংশধরদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

১:৭ দেশ পরিপূর্ণ হল। মিসরের গোশন নামক অঞ্চলটা ছিল ভূমধ্য-সাগরের যে নীল নদী এসে পড়েছে সে নদীর পূর্ব পাশে। এ অঞ্চলটা ছিল খুব উর্বর ও পশুপালের জন্য খুব ভালো জায়গা। ঐ সময়ে মিসরের বাদশাহ্‌র প্রাসাদ ঐ অঞ্চলে অথবা তার খুব কাছেই ছিল। ইবরানী লোকেরা সংখ্যায় অনেক বড় হতে থাকে। বুঝা যায় যে, পয়দায়েশ ১৭:১-২, ২২:১৭ (প্রেরিত ৭:১৭) আয়াতে আল্লাহ্‌ যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পূর্ণ হতে শুরু করে।

১:৮ নতুন বাদশাহ্‌। কে এই বাদশাহ্‌, তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। হয়তো তিনি ছিলেন প্রথম জন যিনি খ্রীঃপূঃ ১৩০৯-১২৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত মিসর শাসন করেছেন। মিসরের বাদশাহ্‌দের উপাধি ছিল 'ফেরাউন' (প্রেরিত ৭:১৮ দেখুন)।

১:১১ শাসকদেরকে নিযুক্ত করলো। কার্যশাসকদের যে পদবী এখানে দেখা যায় সেই একই পদবী দীবার রীখামিরি ও কবরের দেয়ালে দেয়াল চিত্রে দেখতে পাওয়া গেছে। এটি নির্মিত হয়েছিল আঠারোতম রাজবংশ থুটমস ৩ এর শাসন আমলে।

১:১১ পিথোম ও রামিষেষ। পিথোমের সঠিক অবস্থান জানা যায় নি। মিসরীয় ভাষায় এ নামের অর্থ "আটুমের ঘর" (আটুম' ছিল সূর্য-দেবতা)। 'রামিষেষ' ছিল দ্বিতীয় রামিষেষ এবং তার রাজবাড়ি সম্ভবত নীল নদীর উত্তর-পূর্বে গোশন এলাকায় ছিল।

১:১৪ তারা কাদা, ইট ও ক্ষেতের সমস্ত কাজ। হাতে বানানো নদীর পাড়ের কাদার ইটের ভেতরে খড়কুটা দেওয়া থাকত যাতে তা শক্তহয়। মাটি ও বালু অথবা চুনামাটি বা জিপসাম মিশিয়ে চুনসুরকি বানানো হতো। ইটের গাঁথুনি শক্ত রাখা আস্তরণের কাজের জন্য তা ব্যবহার করা হতো।

তাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করতে লাগল। এই কথাটি তারা স্মরণ করতো যখন তারা খাবারের সময়ে "তিতা শাক" খেত (১২:৮)। যে সমস্ত কঠিন কাজ তাদের করতে হতো তার মধ্যে ছিল নীল নদী থেকে পানি তুলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা (দেখুন দ্বি:বি: ১১:১০) এবং ইট তৈরি করা।

১:১৫ মিসরের। মিসর দেশটি অবস্থিত ঠিক উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মিলন স্থলে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ থেকেই মিসর পৃথিবীর ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ দেশ ছিল। অধিকাংশ মিসরীয়রা সে দেশের দু'টি প্রধান অঞ্চলে বাস করে থাকে। প্রথম অঞ্চলটি নীল নদীর পাড় ঘেসা দেশের উত্তর-দক্ষিণে ৮০০ মাইলেরও বেশি উর্বর অঞ্চল। দ্বিতীয় অঞ্চলটি হচ্ছে নদীটির একবারে উত্তর দিকের ১০০ মাইলেরও বেশি বিস্তৃত এক সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলকে বলা হয়ে থাকে নীল নদীর অববাহিকা। মধ্য আফ্রিকার প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, যা হচ্ছে নীল

দু'জন ইবরানী ধাত্রীকে এই কথা বললেন, ১৬ যে
সময়ে তোমরা ইবরানী স্ত্রীলোকদের সন্তান প্রসব
করাবে ও তাদেরকে প্রসব করবার সময় দেখবে,
যদি পুত্র-সন্তান হয় তবে তাকে হত্যা করবে;
আর যদি কন্যা হয় তবে তাকে জীবিত রাখবে।
১৭ কিন্তু ঐ ধাত্রীরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো বলে
মিসরের বাদশাহ্‌র হুকুম পালন না করে পুত্র-
সন্তানদের জীবিত রাখতো। ১৮ তাই মিসরের
বাদশাহ্‌ সেই ধাত্রীদের ডেকে এনে বললেন, এই
কাজ কেন করেছ? পুত্র-সন্তানদেরকে কেন
জীবিত রাখছো? ধাত্রীরা ফেরাউনকে জবাবে
বললো, ১৯ ইবরানী স্ত্রীলোকেরা মিসরীয়
স্ত্রীলোকদের মত নয়। তারা বলবতী; তাদের
কাছে ধাত্রী যাবার আগেই তারা প্রসব করে।
২০ এতে আল্লাহ্‌ ঐ ধাত্রীদের মঙ্গল করলেন এবং
লোকেরা বৃদ্ধি পেয়ে খুব শক্তিশালী হল। ২১ সেই
ধাত্রীরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতো বলে তিনি তাদের
বংশ বৃদ্ধি করলেন।

[১:১৭] মেসাল ১৬:৬।
[১:১৭] দানি ৩:১৬-১৮; প্রেরিত ৪:১৮-২০; ৫:২৯।
[১:১৯] ইউসা ২:৪-৬; ১শামু ১৯:১৪; ২শামু ১৭:২০।
[১:২০] মেসাল ১১:১৮; ২২:৮; হেদা ৮:১২; ইশা ৩:১০; ইব ৬:১০।
[১:২১] ১শামু ২:৩৫; ২শামু ৭:১১, ২৭-২৯; ১বাদশা ১১:৩৮; ১৪:১০।
[২:১] শুমারী ২৬:৫৯।
[২:২] ইব ১১:২৩;
[২:৩] ইশা ১৮:২; আইউ ৮:১১; প্রেরিত ৭:২১।

২২ পরে ফেরাউন তাঁর সমস্ত লোককে এই হুকুম
দিলেন, তোমরা ইবরানীদের নবজাত প্রত্যেক
পুত্র-সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করবে কিন্তু
প্রত্যেক কন্যাকে জীবিত রাখবে।

হযরত মূসার জন্ম ও বাল্যকাল

২ ১ একবার লেবির কুলের এক জন পুরুষ
এক জন লেবীয় কন্যাকে বিয়ে করলেন।
২ আর সেই স্ত্রী গর্ভধারণ করে পুত্র প্রসব
করলেন ও শিশুটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল বলে
তিন মাস গোপন করে রাখলেন। ৩ পরে আর
গোপন করতে না পেরে তিনি একটি নলের তৈরি
ঝুড়ি নিয়ে তাতে মেটে তেল ও আল্‌কাতরা
লেপে দিয়ে তার মধ্যে বালকটিকে রাখলেন ও
নদীর তীরের নল-বনে তা ভাসিয়ে দিলেন।
৪ আর তার কি দশা ঘটে তা দেখবার জন্য তার
বোন দূরে দাঁড়িয়ে রইলো।
৫ পরে ফেরাউনের কন্যা গোসল করার জন্য
নদীতে আসলেন। সে সময় তার সহচরীরা নদীর

নদীর উৎস, সে বৃষ্টির কারণে প্রতি বছরই নদীটির দু'পার প্লাবিত হয়। এ কারণেই প্রতি বছরই ভাল ফসলের জন্য কৃষকেরা ঐ ভরা নদীর উপরে নির্ভর করতো। প্রাচীন কালে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া দেশে যখন খুব অল্প বৃষ্টি বা ক্ষরা হতো তখন ঐসব দেশের লোকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মিসর দেশে খাদ্যের সন্ধানে চলে আসত।

মিসর দেশের অতি প্রাচীন কালের অনেক মন্দির ও বিখ্যাত লোকদের কবর আজও দেখতে পাওয়া যায়। ঐসব কবরের কিছু কিছুকে পিরামিড বলা হয়। নেপোলিয়নের সময়ের (১৮শ শতকের শেষ দিকের) ফরাশী পণ্ডিতগণ "রোসেটা" নামের একটা "শিলালিপি" আবিষ্কার করেছেন যার ওপরে মিসরীয় ও গ্রীক ভাষাসহ তিনটি ভাষায় লেখা একটা বিষয় দেখতে পাওয়া গেছে। ঐ পণ্ডিতদের গ্রীক ভাষার জ্ঞান সেই লেখা বুঝতে সাহায্য করেছে। এছাড়াও তাঁরা অন্যান্য অনেক প্রাচীন লেখার অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। ঐ সময়ের লেখা পড়ে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে মিসর অনেক প্রাচীন সভ্যতার এক দেশ এবং সে দেশে সূদূর প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেছে।

ইবরানী ধাত্রী। দেখুন পয়দা ১৪:১৩। শিফ্রা ও পূয়া নামটি সেমেটিক, মিসরীয় নয়। যেহেতু ইসরাইলরা সংখ্যায় অনেক ছিল তাই মনে হয় শিফ্রা ও পূয়ার অধীনে আরও অনেক ধাত্রী কাজ করতো।

১:১৬ তাকে হত্যা করবে। পুরুষ শিশুদের মেরে ফেলার আদেশ ছিল এই কারণে যে প্রাচীন ইবরানী সামাজিক প্রথায় পুরুষের মধ্য দিয়েই বংশরক্ষা হতো, যেন ইবরানী জাতির সামাজিক কৃষ্টি বলতে আর কিছু না থাকে।

১:১৭ আল্লাহ্‌কে ভয় করতো বলে। একই রকম অভিব্যক্তির জন্য দেখুন প্রেরিত ৫:২৯ যা প্রথম মণ্ডলীতে দেখা যায়।

১:২২ নবজাত প্রত্যেক পুত্র-সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। যেহেতু মিসরের লোকেরা তাদের বাদশাহ্‌র আদেশে ইবরানী পুরুষ শিশুদের মেরে ফেলত সেহেতু তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছে।

২:১-১০ মূসার জন্ম। মিসর দেশে যখন বনি-ইসরাইলদের শিশুদের উপর নির্মম অত্যাচার চলছিল তখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন বাঁচাতে তাকে একটি ঝুড়িতে করে নীল নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন তার জীবন রক্ষা পায় এবং ফেরাউনের মেয়ে তাকে পেয়ে তার পোষ্যপুত্র করে। এভাবে তিনি রাজদরবারে ফেরাউনের বাড়িতে বড় হতে থকেন। মূসার প্রাথমিক জীবন ও মিসরে ইসরাইলদের জীবনের মধ্যে একটি মৌলিক সমান্তরাল রেখা দেখা যায়, যদিও তাতে ভবিষ্যতে যা হবে তার ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

২:১ লেবির কুলের। ইয়াকুবের ছেলে লেবির বংশধরেরা পরে ইসরাইল জাতির মধ্যে ইমামের বংশ বলে পরিচিত হয় (৬:১৬-২৫, ৩২:২৬-২৯; দ্বিঃবিঃ ১০:৮-৯)।

২:২ খুব সুন্দর ছিল। মূসা কোন সাধারণ শিশু ছিলেন না (প্রেরিত ৭:২০; ইব ১১:২৩)। মূসার কাহিনীতে তাঁর শিশু কালের সময়ে উদ্ধারের যে বিশেষ ঘটনা দেখা যায় তাতে ইসরাইলদের ঘটনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় যদিও পরে তাঁর হাত দিয়ে সেই উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটেছিল।

২:৩ নলের তৈরি ঝুড়ি। এখানে 'ঝুড়ি' শব্দের যে হিব্রু শব্দ তা একটা মিসরীয় শব্দ যা থেকে নূহ্‌ যে জাহাজ বানিয়েছিলেন সে জাহাজের হিব্রু শব্দটাও এসেছে (পয়দা ৬:১৪)। এই ঝুড়িটি পাপিরাসের নল দিয়ে তৈরি। নল দিয়ে তা বুনিয়ে তার গায়ে আলকাতরা লেপে দেয়া হয় যাতে তার ভেতরে কোন পানি না ঢুকতে পারে। খুব সম্ভবত ঐ ঝুড়ি ছিল নীল নদীতে যে সমস্ত নৌকা চলাচল করতো তার খুব ছোট্ট আকার (ইশা ১৮:২)।

নদী। পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় নদী এবং মিসরে যাতায়াতের বড় এক ব্যবস্থা। মিসরের উর্বরতা এই নদীর বানের ওপরে নির্ভর করতো। এই নদীকে সেকালের লোকেরা এক দেবতা বলে সম্মান করতো।

২:৪ তার বোন। তিনি হয়তো মূসা ও হারুনের বোন মরিয়াম (১৫:২০)।

২:৫ ফেরাউনের কন্যা। খুব সম্ভবত আঠারোতম রাজবংশের রাজকন্যা যিনি পরে হাটসিপুষ্ট (প্রধানত ১৪৭৯-১৪৪৫) বাদশাহ্‌র রাণী ছিলেন। হিজরত কিতাবের প্রথম দিকে দেখা যায় যে, ইসরাইলদেরকে দমিয়ে রাখার ফেরাউনের অনেক প্রচেষ্টাই স্ত্রীলোকেরা বিফল করে দিয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন দুই জন ধাত্রী (১:১৭), ইসরাইল শিশুদের মায়েরা

তীরে বেড়াচ্ছিল। তিনি নল-বনের মধ্যে ঐ
ঝুড়িটি দেখে তাঁর বাঁদীকে তা আনতে পাঠালেন।
৬ সেটি খুললে পর তিনি তার মধ্যে একটি শিশু
দেখতে পেলেন। আরও দেখলেন, শিশুটি
কাঁদছে; তিনি তার প্রতি সদয় হয়ে বললেন, এটি
ইবরানীদের কোন ছেলে। ৭ তখন শিশুটির বোন
ফেরাউনের কন্যাকে বললো, আমি গিয়ে কি
আপনার জন্য এই ছেলেকে দুধ পান করাতে
স্তন্যদাত্রী এক জন ইবরানী স্ত্রীলোককে আপনার
কাছে ডেকে আনবো? ৮ ফেরাউনের কন্যা
বললেন, যাও। তখন সেই মেয়েটি গিয়ে
ছেলেটির মাকে ডেকে আনলো। ৯ ফেরাউনের
কন্যা তাঁকে বললেন, তুমি এই ছেলেটিকে নিয়ে
আমার হয়ে দুধ পান করাও; আমি তোমাকে
বেতন দেব। তাতে সেই স্ত্রী ছেলেটিকে নিয়ে দুধ
পান করাতে লাগলেন। ১০ পরে ছেলেটি বড় হলে
তিনি তাকে নিয়ে ফেরাউনের কন্যাকে দিলেন;
তাতে সে তাঁরই পুত্র হল; আর তিনি তার নাম
মূসা [টেনে তোলা] রাখলেন, কেননা তিনি
বললেন, আমি তাকে পানি থেকে টেনে তুলেছি।

মাদিয়ান দেশে হযরত মূসা

১১ মূসা বড় হওয়ার পর একদিন নিজের
ভাইদের কাছে গিয়ে তাদের নিদারুণ পরিশ্রম
করতে দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন, এক
জন মিসরীয় তাঁর ভাইদের মধ্যে এক জন
ইবরানীকে মারধোর করছে। ১২ তখন তিনি
এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে
ঐ মিসরীয়কে খুন করে বালির মধ্যে পুঁতে
রাখলেন। ১৩ পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাইরে
গেলেন, দেখলেন, দু'জন ইবরানী পরস্পর
ঝগড়া করছে। তিনি দোষী ব্যক্তিকে বললেন,
তোমার ভাইকে কেন মারছ? ১৪ সে বললো,
তোমাকে আমাদের উপরে কে শাসক ও
বিচারকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন
সেই মিসরীয়কে খুন করেছ, সেরকম কি
আমাকেও খুন করতে চাও? তখন মূসা ভয়
পেয়ে ভাবলেন, কথাটা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে
পড়েছে।
১৫ পরে ফেরাউন ঐ কথা শুনে মূসাকে হত্যা
করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মূসা ফেরাউনের
সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেলেন এবং মাদিয়ান
দেশে বাস করতে গিয়ে একটি কূপের কাছে
বসলেন।
১৬ সেখানকার এক জন মাদিয়ানীয় ইমামের
সাতটি কন্যা ছিল। তারা সেই স্থানে এসে
পিতার ভেড়ার পালকে পানি পান করানোর জন্য
পানি তুলে পাত্রগুলো পরিপূর্ণ করলো। ১৭ তখন
ভেড়ার রাখালরা এসে তাদেরকে তাড়িয়ে দিল
কিন্তু মূসা উঠে তাদের সাহায্য করলেন এবং
তাদের ভেড়ার পালকে পানি পান করালেন।
১৮ পরে তারা তাদের পিতা রূয়েলের কাছে
গেলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ
তোমরা কিভাবে এত শীঘ্র ফিরে আসলে?
১৯ তারা বললো, এক জন মিসরীয় আমাদেরকে
ভেড়ার রাখালদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন।
এছাড়া, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট পানি তুলে
ভেড়ার পালকে পানি পান করালেন। ২০ তখন
তিনি তাঁর কন্যাদেরকে বললেন, সেই লোকটি
কোথায়? তোমরা তাঁকে কেন ছেড়ে আসলে?
তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে খেতে দাও। ২১ পরে
মূসা সেই ব্যক্তির সঙ্গে বাস করতে সম্মত
হলেন, আর তিনি মূসার সঙ্গে তাঁর কন্যা সফুরার
বিয়ে দিলেন। ২২ পরে তাঁর স্ত্রী সফুরা পুত্র প্রসব
করলেন আর মূসা তার নাম গের্শোম [সেখানকার
প্রবাসী] রাখলেন, কেননা তিনি বললেন, আমি
বিদেশে প্রবাসী হয়েছি।
২৩ অনেক দিন পরে মিসরের বাদশাহ্‌র মৃত্যু হল
এবং বনি-ইসরাইলরা তাদের গোলামীর দরুন

[২:১০] ১শামু ১:২০।
[২:১০] ২শামু ২২:১৭।
[২:১১] প্রেরিত ৭:২৩; ইব ১১:২৪-২৬।
[২:১৩] প্রেরিত ৭:২৬।
[২:১৪] পয়দা ১৩:৮; প্রেরিত ৭:২৭।
[২:১৫] পয়দা ৩১:২১।
[২:১৫] ইব ১১:২৭;
[২:১৬] পয়দা ২৪:১১।
[২:১৬] পয়দা ৩০:৩৮।
[২:১৭] ১শামু ৩০:৮; জবুর ৩১:২।
[২:১৭] পয়দা ২৯:১০।
[২:১৮] শুমারী ১০:২৯।
[২:২০] পয়দা ১৮:২-৫।
[২:২১] শুমারী ১২:১।
[২:২২] পয়দা ২৩:৪; ইব ১১:১৩।
[২:২৩] শুমারী ২০:১৫-১৬; দ্বি:বি ২৬:৭; কাজী ২:১৮; ১শামু ১২:৮; জবুর ৫:২; ১৮:৬; ৩৯:১২; ৮১:৭; ১০২:১; ইয়াকুব ৫:৪।

(১:১৯) মূসার মা ও বোন (২-৩, ৭-৯) এবং ফেরাউনের কন্যা। এখানে আল্লাহ্‌র লোকদের ধ্বংস করার ফেরাউনের প্রচেষ্টা হাস্যকর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

২:৬ শিশুটি কাঁদছে। পাক-কিতাবে এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে শিশুর কান্নার কথা বলা হয়েছে।

২:১০ তাতে সে তাঁরই পুত্র হল। এভাইবেই মূসা মিসরীয় সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন (প্রেরিত ৭:২২)। লেখক এখানে বেশ কয়েকটি আয়াতের মধ্যে (১১-১২, ১৩, ১৬-১৭) তিনটি ঘটনা প্রকাশ করে মূসার চরিত্রের ন্যায় বিচারের দিকটি প্রকাশ করেছেন।

মূসা। ইবরানী ভাষায় 'মূসা' শব্দটির অর্থ হল 'টেনে তুলে আনা' 'মূসা' একটা মিসরীয় নাম। তার অর্থ "জন্ম হয়েছে", এবং এ নামটি ছিল 'থুটমোশ' ও রামিষেষ' নামের মত নামের অংশ (প্রেরিত ৭:২১ দেখুন)।

২:১৫ ফেরাউন। খুব সম্ভবত থুটমোস ২ (১৪৯১-১৪৭৯)।

২:১৫ মাদিয়ান দেশে। উত্তর আরবে আকাবা উপসাগরের পূর্ব পাড়ের একটা পাহাড়ীয়া অঞ্চল। পয়দায়েশ ২৫:২ আয়াতে মাদিয়ানীদের একটা যাযাবর শ্রেণীর পশুপালনকারী জাতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা ইব্রাহিম ও তাঁর স্ত্রী কটুরার বংশধর। আরো দেখুন প্রেরিত ৭:২০ ও ইব ১১:২৩।

২:১৬ মাদিয়ানীয় ইমামের। হিব্রু ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসে এখানে ঐ ইমামের নাম দেয়া হয় নি। ৩:১, ৪:১৮, ১৮:১-২ আয়াতে 'যিথ্রো' বা 'শোয়াইব' নাম আছে। হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসে ২:১৮ এ তাঁকে 'রূয়েল' বলা হয়েছে। 'রূয়েল' হয়তো শোয়াইবের গোষ্ঠীগত নাম ছিল। 'ইমাম' শব্দ দ্বারা হয়তো তাঁর কোন ধর্মীয় দায়িত্বকে না বুঝিয়ে তিনি যে সমাজের একজন নেতা ছিলেন তা বুঝানো হয়েছে।

২:১৯ মিসরীয়। আসলে মূসা ছিলেন একজন ইবরানী। কিন্তু তাঁর কাপড়-চোপড় ও চুল কাটার ধরন ছিল মিসরীয়দের মত, যেহেতু তিনি মিসরের রাজ পরিবারে থেকে বড় হয়েছিলেন।

২:২২ গের্শোম। হিব্রু ভাষায় 'গের্শোম' শব্দটি শোনায় "বিদেশী" শব্দের হিব্রু শব্দের মত।

২:২৩ মিসরের বাদশাহ্‌র মৃত্যু হল। ১:৮ এর নোট দেখুন। নতুন বাদশাহ্‌ (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় রামিষেষ) তার আগের

BACIB International Bible CHURCH

কাতরোক্তি ও কান্নাকাটি করতে লাগল।
গোলামীর দরুন তাদের আর্তনাদ আল্লাহ্‌র কাছে
গিয়ে পৌঁছলো। ২৪ আর আল্লাহ্‌ তাদের আর্তস্বর
শুনলেন এবং ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের
সঙ্গে কৃত তাঁর নিয়ম স্মরণ করলেন। ২৫ ফলত
আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন
আর তাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন।

হযরত মূসার কাছে আল্লাহ্‌র প্রকাশ

৩ ১ মূসা তাঁর শ্বশুর শোয়াইব নামক
মাদিয়ানীয় ইমামের ভেড়ার পাল চরাতেন।
একদিন তিনি মরুভূমির পিছনে ভাগে ভেড়ার
পাল নিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র পর্বত সেই হোরেবে
উপস্থিত হলেন। ২ আর ঝোপের মাঝখানে
আগুনের শিখার মধ্য থেকে মাবুদের ফেরেশতা
তাঁকে দর্শন দিলেন; তখন তিনি তাকিয়ে
দেখলেন ঝোপ আগুনে জ্বলছে, কিন্তু ঝোপ পুড়ে
যাচ্ছে না। ৩ তাই মূসা বললেন, আমি এক পাশে
গিয়ে এই মহা আশ্চর্য দৃশ্য দেখি, কেন ঝোপ
আগুনে পুড়ে যাচ্ছে না? ৪ কিন্তু মাবুদ যখন
দেখলেন যে, তিনি দেখবার জন্য এক পাশে
যাচ্ছেন তখন ঝোপের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌ তাঁকে
ডেকে বললেন, মূসা, মূসা! তিনি জবাবে
বললেন, দেখুন, এই তো আমি। ৫ তখন মাবুদ
বললেন, এই স্থানের নিকটবর্তী হয়ো না, তোমার
পা থেকে জুতা খুলে ফেল; কেননা যে স্থানে তুমি
দাঁড়িয়ে আছ তা পবিত্র ভূমি। ৬ তিনি আরও
বললেন, আমি তোমার পিতার আল্লাহ্‌,
ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌ ও
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌। তখন মূসা নিজের মুখ

[২:২৪] পয়দা ৯:১৫; ২বাদশা ১৩:২৩।
[২:২৫] লূক ১:২৫।
[৩:১] ১বাদশা ১৯:৮; মালা ৪:৪।
[৩:২] মার্ক ১২:২৬; লূক ২০:৩৭; প্রেরিত ৭:৩০।
[৩:৪] পয়দা ৩১:১১।
[৩:৫] পয়দা ২৮:১৭; প্রেরিত ৭:৩৩।
[৩:৬] পয়দা ২৪:১২; মথি ২২:৩২; মার্ক ১২:২৬; লূক ২০:৩৭।
[৩:৭] পয়দা ১৬:১১; ১শামু ১:১১; জবুর ১০৬:৪৪।
[৩:৮] পয়দা ১১:৫; প্রেরিত ৭:৩৪।
[৩:৯] শুমারী ১০:৯।
[৩:১০] জবুর ১০৫:২৬; প্রেরিত ৭:৩৪।
[৩:১১] কাজী ৬:১৫; ইশা ৬:৫; ইয়ার ১:৬।
[৩:১২] শুমারী ২৬:১০; ইয়ার ৪৪:২৯।
[৩:১৩] পয়দা ৩২:২৯।

আচ্ছাদন করলেন, কেননা তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি
দৃষ্টিপাত করতে ভয় পেয়েছিলেন।
৭ পরে মাবুদ বললেন, সত্যিই আমি মিসর দেশে
আমার প্রজা বনি-ইসরাইলদের কষ্ট দেখেছি
এবং শাসকদের সম্মুখে তাদের কান্নার আওয়াজ
শুনেছি; ফলত আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা
জানি। ৮ আর মিসরীয়দের হাত থেকে তাদের
উদ্ধার করার জন্য এবং সেই দেশ থেকে উঠিয়ে
নিয়ে উত্তম ও প্রশস্ত একটি দেশে, অর্থাৎ
কেনানীয়, হিট্টিয়, আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয়
ও যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধ-
মধু-প্রবাহী দেশে তাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য
নেমে এসেছি। ৯ এখন দেখ, বনি-ইসরাইলদের
কান্না আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে এবং
মিসরীয়েরা তাদের প্রতি যে জুলুম করে তা আমি
দেখেছি। ১০ অতএব এখন এসো, আমি
তোমাকে ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করি, তুমি
মিসর থেকে আমার লোক বনি-ইসরাইলদের
বের করে আনো। ১১ মূসা আল্লাহ্‌কে বললেন,
আমি কে যে ফেরাউনের কাছে যাই ও মিসর
থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে বের করে আনি?
১২ তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার সহবর্তী
হব এবং আমি যে তোমাকে প্রেরণ করলাম,
তোমার পক্ষে তার এই চিহ্ন হবে; তুমি মিসর
থেকে লোকদের বের করে আনার পর তোমরা
এই পর্বতে আল্লাহ্‌র সেবা করবে।

আল্লাহ্‌র বেহেশতী নাম প্রকাশ

১৩ পরে মূসা আল্লাহ্‌কে বললেন, দেখ, আমি
যখন বনি-ইসরাইলদের কাছে গিয়ে বলবো,

বাদশাহ্‌র মতই ইসরাইল জাতিকে অনেক নির্যাতন করতেন।

২:২৪ তাঁর নিয়ম স্মরণ করলেন। আল্লাহ্‌ ইসরাইলের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম (পয়দা ১৫:১৩-১৮, ১৭:১-৯), ইস্‌হাক (১৭:১৯, ২৬:২৪), ও ইয়াকুব (পয়দা ৩৫:৯-১২) এর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলেই তিনি এখন তাদের সাহায্য করবার কথা ভাবছেন। দেখুন, গালাতীয় ৩৫:১১-১২ আয়াত।

৩:১ ভেড়ার পাল চরাতেন। হযরত দাউদের মতই (২ শামু ৭:৮), হযরত মূসাকে মেষ পালকের অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র লোকদের পালন করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

৩:২ ঝোপের মাঝখানে আগুন শিখার মধ্য থেকে। কিতাবুল মোকাদ্দসে অনেক সময় আগুন ও ধোয়া দ্বারা আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বুঝায় (পয়দা ১৫:১৭-১৮, হিজ ১৩:২১-২২, ১৯:১৬-১৯, কাজী ১৩:২০)। হিব্রু ভাষায় "ঝোপ" শব্দটি হল "সিনে"। এটি 'সিনাই' এর মত শোনায়।

মাবুদের ফেরেশতা। এই নামটি "মাবুদ" এবং "আল্লাহ্‌"র সঙ্গে অদলবদল করে ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন, পয়দা ১৬:৭)।

৩:৫ তোমার পা থেকে জুতা খুলে ফেল। প্রাচীন কালে পবিত্র স্থানে যাবার আগে পা থেকে জুতা খুলে ফেলার একটা রীতি হয়তো ছিল। মূসার আইনে এ বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। ঐ স্থান পবিত্র হয়েছিল কারণ সেখানে আল্লাহ্‌র বিশেষ উপস্থিতি ছিল।

৩:৬ আমি তোমার পিতার আল্লাহ্‌। পয়দায়েশ ১২:৮ (ইব্রাহিম), ২৬:২৩-২৫ (ইসহাক), ২৮:১৮-২২ (ইয়াকুব) দেখুন।

৩:৮ কেনানীয়, হিট্টিয়, ... যিবূষীয় লোকেরা যে স্থানে থাকে। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের কেনান দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (পয়দা ১৭:৭-৮, ২৮:১৩-১৫, ৩৫:১২)। কেনানীয়রা ছিল হযরত নূহের ছেলে হামের বংশধর (পয়দা ১০:৬-২০)। হিট্টিয়রা একটা বড় জাতি ছিল। তারা ছিল হামের নাতি হেতের বংশধর (পয়দা ১০:৬-২০)। ইসরাইল জাতি যখন কেনান আক্রমন করে তখন আমোরীয়রা বাস করতো পাহাড়ী এলাকায় (শুমারী ২১:২১-৩৫, ইউসা ২:১০। পরীষীয় কারা ছিল তা জানা যায় না। হিব্বীয় সেয়ীর পাহাড়ের আশে পাশে বাস করতো। পরে ইসের বংশধরেরা তাদের সরিয়ে দেয়। যিবুষীয়রা বাদশাহ্‌ দাউদ জেরুশালেম দখল করার আগ পর্যন্ত সেই শহর ও তার আশেপাশে বাস করতো (২ শামু ৫:৬-৯) আরো দেখুন দ্বি:বি: ৭:১, শুমারী ১৩:২৯।

সেই দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশে। ঐতিহ্যগতভাবে এবং যে চলতি ধারণা রয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা কেনান দেশের পাহাড়ী অঞ্চলকে বুঝায়– যে অঞ্চলটি পশুপাল চড়ানোর জন্য উৎকৃষ্ট স্থান। পশু পালের কারণে সেখানে প্রচুর দুধ পাওয়া যায় এবং সেখানে প্রচুর মধুও পাওয়া যায়।

তোমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে
আমাকে প্রেরণ করেছেন, তখন যদি তারা
জিজ্ঞাসা করে, তাঁর নাম কি? তবে তাদেরকে
আমি কি বলবো? [১৪] আল্লাহ্‌ মূসাকে বললেন,
“আমি যে আছি, সেই আছি;” আরও বললেন,
বনি-ইসরাইলদের এরকম বলো, “আছি”
তোমাদের কাছে আমাকে প্রেরণ করেছেন।
[১৫] আল্লাহ্‌ মূসাকে আরও বললেন, তুমি বনি-
ইসরাইলদের এই কথা বলো, মাবুদ, তোমাদের
পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌,
ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌ ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌
তোমাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন; আমার
এই নাম অনন্তকালস্থায়ী এবং এই নাম দ্বারা
আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয়। [১৬] তুমি যাও,
ইসরাইলের প্রাচীনদের একত্র কর, তাদেরকে এই
কথা বল, মাবুদ, তোমাদের পূর্বপুরুষদের
আল্লাহ্‌, ইব্রাহিমের, ইস্‌হাকের ও ইয়াকুবের
আল্লাহ্‌ আমাকে দর্শন দিয়ে বললেন, সত্যিই
আমি তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছি এবং
মিসরে তোমাদের প্রতি যা করা হচ্ছে তা
দেখেছি। [১৭] আর আমি বলেছি, আমি মিসরের
নির্যাতন থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করে
কেনানীয়দের, হিট্টিয়দের, আমোরীয়দের,
পরিষীয়দের, হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দেশে–
দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশে নিয়ে যাব। [১৮] তারা
তোমার কথায় মনোযোগ দেবে; তখন তুমি ও
ইসরাইলের প্রাচীন লোকেরা মিসরের বাদশাহ্‌র
কাছে যাবে, তাকে বলবে, ইবরানীদের মাবুদ
আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দেখা দিয়েছেন; অতএব
আরজ করি, আমাদেরকে অনুমতি দিন যাতে
আমরা মরুভূমির মধ্যে তিন দিনের পথ গিয়ে
আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে পশু
কোরবানী করতে পারি। [১৯] কিন্তু আমি জানি,
পরাক্রান্ত হাত দেখালেও মিসরের বাদশাহ্‌
তোমাদের যেতে দেবে না। [২০] এর পর আমি
হাত বাড়িয়ে দেবো এবং দেশের মধ্যে যে সমস্ত
অলৌকিক কাজ করবো তা দিয়ে মিসরকে
আঘাত করবো। এর পরে সে তোমাদেরকে
যেতে দেবে। [২১] আর আমি মিসরীয়দের কাছে
এই লোকদেরকে অনুগ্রহের পাত্র করবো; তাতে
তোমরা যাত্রাকালে খালি হাতে যাবে না; [২২] কিন্তু
প্রত্যেক স্ত্রী নিজ নিজ প্রতিবাসিনী কিংবা বাড়িতে

[৩:১৪] ইউ ৮:৫৮; ইব ১৩:৮; প্রকা ১:৮; ৪:৮;
[৩:১৫] পয়দা ৩১:৪২; দানি ২:২৩; জবুর ৪৫:১৭; ৭২:১৭;১০২:১২।
[৩:১৬] লেবীয় ৪:১৫; শুমারী ১১:১৬; ১৬:২৫।
[৩:১৭] পয়দা ১৫:১৬; ৪৬:৪।
[৩:১৮] পয়দা ১৪:১৩।
[৩:১৯] দ্বি:বি ৪:৩৪; ২খান্দান ৬:৩২।
[৩:২০] দ্বি:বি ৪:৩৪, ৩৭; ৫:১৫; ৭:৮; ২৬:৮; দানি ৯:১৫।
[৩:২১] ২খান্দান ৩০:৯; নহি ১:১১; জবুর ১০৫:৩৭; ১০৬:৪৬।
[৩:২২] উজা ১:৪,

৩:১৪ “আমি যে আছি, সেই আছি;”। এটি এমন একটি নাম যে নামে তিনি ইসরাইলে পরিচিত হতে ও এবাদত পেতে চেয়েছিলেন। এই নামের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছে যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত আল্লাহ্‌ যিনি তাঁর লোকদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা চান (দেখুন, ১২ আয়াত যেখানে “আমি থাকব” বাক্যটি পরিপূর্ণ হয়েছে “তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে”, এছাড়া দেখুন, ৩৪:৫-৭ আয়াত)। “আমি আছি” নামটি হল মাবুদের খুব সংক্ষিপ্ত একটি নাম যা জবুর ৫০:২১; হোশেয় ১:৯ আয়াতে দেখা যায়। ঈসা মসীহ্‌ এই নামটি তাঁর নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি নিজেকে বেশ ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছেন তাঁর উপর আল্লাহ্‌ নিন্দার বা কুফরী করার আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার, (দেখুন, ইউহোন্না ৮:৫৮-৫৯)।

৩:১৬ ইসরাইলের প্রাচীনদের। হিব্রু ভাষায় এখানে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা “দাড়িওয়ালা” প্রাচীন ও পরিপক্ক লোক যারা বিভিন্ন বংশের বা গোত্রের প্রধান ছিলেন, তাদের বুঝায়।

মাবুদ। পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম ৫,৭০০ বারেরও বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। এই নাম সর্বপ্রথম জ্বলন্ত ঝোঁপ থেকে মূসাকে জানানো হয়েছিল (হিজ ৩:১-১৫)। হিব্রু ভাষায় এই নাম চারটি বর্ণ দিয়ে লেখা হয় এবং সম্ভবত তার উচ্চারণ ‘ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌’। একেবারে সঠিক উচ্চারণ আমাদের জানা নেই কারণ ইহুদীরা এই নাম এতই পবিত্র জ্ঞান করতো যে, তারা “মহা কাফ্‌ফারার দিন” এর মত কোনও কোনও বিশেষ দিন ছাড়া নামটি জোরে উচ্চারণ করতো না। তারপর বিশেষ কাজে নিযুক্ত কোন ইমামই ঐসব দিনে তা উচ্চারণ করতে পারত। ইহুদীদের যখন কিতাবুল মোকাদ্দসে ‘ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌’ নামটি পড়তে হতো তখন তার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র শক্তি বুঝায় এমন একটা নাম ব্যবহার করেছে। ঐ নাম বা শব্দটি হল “আদোনাই”, এবং এর অর্থ “আমার প্রভু”। ইহুদীদের পাক-কিতাব (বা পুরাতন নিয়ম) লেখা হয়েছে ইবরানী ভাষায়, কেবলমাত্র ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে। পাক-কিতাব সর্ব প্রথমে লেখার শত শত বৎসর পরে যারা কিতাবের অনুলিপি করেছে তারা “আদোনাই” এর স্বরবর্ণগুলো ‘ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌’ এর ব্যাঞ্জনবর্ণের নীচে লেখা শুরু করে। এভাবে তারা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নাম অনর্থক নেয়া যাবে না, কারণ তা অত্যন্ত পবিত্র। এইভাবে ঐ স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণের মিশ্রনে লেখা নামটি উচ্চারণ হবে এরকম- “ইহোবা”। তবে হিব্রু ভাষায় এভাবের উচ্চারণ একটা স্বাভাবিক উচ্চারণ নয়। খ্রী:পূ: দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে যখন পুরাতন নিয়মকে গ্রীকভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন আল্লাহ্‌র ঐ পবিত্র নাম অনুবাদকেরা অনুবাদ করেন নি। তার পরিবর্তে তাঁরা “আদোনাই” এর গ্রীক শব্দ “কুরিয়স” শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ “প্রভু”। বাংলা অনুবাদে ‘ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌’ কে “মাবুদ” বা “সদাপ্রভু” অনুবাদ করা হয়েছে।

৩:১৮ আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে পশু কোরবানী করতে পারি। প্রাচীন আমলে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী করা ছিল এবাদতের একটা প্রধান অংশ (পয়দা ২২:১৩-১৪)। ঐ সব পশু কোরবানীর উদ্দেশ্য ছিল কোরবানীদাতার ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা, সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে তা ঠিক করা কিংবা সম্পর্ক ঠিক আছে বলে উৎসব করা। মূসার শরীয়তে বলা হয়েছে যে, পশু কোরবানী করা ইমামদের কাজ। কিন্তু তাঁর আইন আসার আগে যিনি পরিবারের প্রধান, তাকে এই কাজ করতে হতো।

৩:২১ তাতে তোমরা যাত্রাকালে খালি হাতে যাবে না। আল্লাহ্‌ ইব্রাহিমের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ৪০০ বছর গোলামী করার পর তারা সেখান থেকে মহাধন নিয়ে বের হয়ে যাবে (পয়দা ১৫:১৪; দেখুন জবুর ১০৫:৩৭)। ইসরাইলরাও যখন তাদের গোলামদের মুক্ত করে দিত তখন একই নীতি পালন করত (দেখুন দ্বি:বি: ১৫:১২-১৫)।

প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রূপার অলংকার, সোনার
অলংকার ও কাপড় চাইবে; তোমরা তা দিয়ে
নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদের সাজাবে; এভাবে
তোমরা মিসরীয়দের জিনিস অধিকার করে
নেবে।

হযরত মূসাকে অলৌকিক ক্ষমতা দান

৪ ১ মূসা জবাবে বললেন, কিন্তু দেখুন, তারা
আমাকে বিশ্বাস করবে না এবং আমার
আহ্বানে মনোযোগ দেবে না, কেননা তারা
বলবে, মাবুদ তোমাকে দর্শন দেন নি। ২ তখন
মাবুদ তাঁকে বললেন, তোমার হাতে ওটা কি?
তিনি বললেন, লাঠি। তখন তিনি বললেন, ওটা
ভূমিতে ফেল। ৩ পরে মূসা তাঁর লাঠিখানা
ভূমিতে ফেললে পর তা সাপ হয়ে গেলো; আর
তিনি তার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেলেন। ৪ তখন
মাবুদ মূসাকে বললেন, "হাত বাড়িয়ে ওর লেজ
ধর", তখন তিনি হাত বাড়িয়ে ধরলে ওটা তাঁর
হাতে লাঠি হল– ৫ "যেন তারা বিশ্বাস করে যে,
মাবুদ, তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্‌, ইব্রাহিমের
আল্লাহ্‌, ইস্‌হাকের আল্লাহ্‌ ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌
তোমাকে দর্শন দিয়েছেন।"
৬ পরে মাবুদ তাঁকে আরও বললেন, তুমি
পোশাকের নিচে তোমার বুকে হাত দাও। তিনি
বুকে হাত দিলেন এবং পরে তা বের করলে দেখা
গেল, তাঁর হাত তুষারের মত সাদা কুষ্ঠ হয়েছে।
৭ পরে তিনি বললেন, "তুমি পোশাকের নিচে
তোমার বুকে হাত দাও"। তিনি আবার বুকে হাত
দিলেন এবং পরে বুক থেকে হাত বের করে
দেখলেন তা পুনরায় আগের মত হয়ে গেছে।
৮ "তারা যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে এবং ঐ
প্রথম চিহ্নেও মনোযোগ না দেয় তবে দ্বিতীয়
চিহ্নে বিশ্বাস করবে। ৯ আর এই দু'টি চিহ্নেও
যদি বিশ্বাস না করে ও তোমার আহ্বানে সাড়া না
দেয় তবে তুমি নদীর কিছু পানি নিয়ে শুকনো
ভূমিতে ঢেলে দিও। তাতে তুমি নদী থেকে যে
পানি তুলবে, তা শুকনো ভূমিতে রক্ত হয়ে
যাবে।"
১০ পরে মূসা মাবুদকে বললেন, হে আমার
মালিক! আমি বাক্‌পটু নই, এর আগেও ছিলাম
না, বা এই গোলামের সঙ্গে তোমার আলাপ
করার পরেও নই; কারণ আমার জিহ্বায় জড়তা
আছে। ১১ মাবুদ তাঁকে বললেন, মানুষের মুখ
কে তৈরি করেছে? আর বোবা, বধির, দৃষ্টিশক্তি
সম্পন্ন বা অন্ধকে কে তৈরি করে? আমি মাবুদই
কি করি না? ১২ এখন তুমি যাও; আমি তোমার
মুখের সহবর্তী হব এবং কি বলতে হবে তা
তোমাকে জানাবো। ১৩ তিনি বললেন, হে আমার
মালিক, আরজ করি, যার হাতে পাঠাতে চাও
তো পাঠাও। ১৪ তখন মূসার প্রতি মাবুদের
ক্রোধ প্রজ্বলিত হল; তিনি বললেন, তোমার ভাই
লেবীয় হারুন কি নেই? আমি জানি সে সুবক্তা;
আরও দেখ, সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে
আসছে এবং তোমাকে দেখে আনন্দিত হবে।
১৫ তুমি তাকে নির্দেশ দেবে ও কি বলতে হবে
তা তাকে জানিয়ে দেবে। আমি তোমার ও তার
সহায় হব ও কি করতে হবে তা তোমাদের
জানাবো। ১৬ তোমার পক্ষে সে লোকদের কাছে
বক্তা হবে; ফলত সে তোমার মুখপাত্র হবে এবং
তুমি তার আল্লাহ্‌স্বরূপ হবে। ১৭ আর তুমি এই
লাঠিটি হাতে নেবে আর এই লাঠি দ্বারাই
তোমাকে সেসব চিহ্ন-কাজ করতে হবে।

হযরত মূসার মিসর দেশে ফিরে যাওয়া

১৮ পরে মূসা তাঁর শ্বশুর শোয়াইবের কাছে ফিরে
এসে বললেন, আরজ করি, মিসরে অবস্থিত
আমার ভাইদের কাছে ফিরে যেতে আমাকে
বিদায় দিন। আমি গিয়ে দেখতে চাই তারা
এখনও জীবিত আছে কি না। শোয়াইব মূসাকে
বললেন, সহিসালামতে যাও। ১৯ আর মাবুদ
মাদিয়ানে মূসাকে বললেন, তুমি মিসরে ফিরে
যাও; কেননা যে লোকেরা তোমার প্রাণনাশের
চেষ্টা করেছিল, তারা সকলে মারা গেছে।
২০ তখন মূসা তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের গাধার পিঠে
চড়িয়ে মিসর দেশে ফিরে গেলেন এবং মূসা
আল্লাহ্‌র সেই লাঠিটি নিজের হাতে করে
নিলেন।
২১ মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি যখন মিসরে
ফিরে যাবে, দেখো, আমি তোমার হাতে যে
সমস্ত অলৌকিক কাজের ভার দিয়েছি,

৬; ৭:১৬; জবুর ১০৫:৩৭।
[৪:২] পয়দা ৩৮:১৮; কাজী ৬:২১; ১শামু ১৪:২৭; ২বাদশা ৪:২৯।
[৪:৬] লেবীয় ১৩:২, ১১; শুমারী ১২:১০; দ্বি:বি ২৪:৯।
[৪:৭] মথি ৮:৩; লূক ১৭:১২-১৪।
[৪:৮] কাজী ৬:১৭; ১বাদশা ১৩:৩; ইশা ৭:১৪; ইয়ার ৪৪:২৯।
[৪:১১] মথি ১১:৫; ইউ ১০:২১; লূক ১:২০, ৬৪।
[৪:১২] ইশা ৫০:৪; ৫১:১৬; ইয়ার ১:৯; মথি ১০:১৯-২০; মার্ক ১৩:১১; লূক ১২:১২।
[৪:১৩] ইউ ১:১-৩।
[৪:১৪] দ্বি:বি ৭:২৫; ইউসা ৭:১; আইউ ১৭:৮।
[৪:১৫] শুমারী ২৩:৫, ১২, ১৬; দ্বি:বি ১৮:১৮; ইউসা ১:৮; ইশা ৫১:১৬; ৫৯:২১; ইয়ার ১:৯; ৩১:৩৩।
[৪:১৬] শুমারী ৩৩:১; জবুর ৭৭:২০; ১০৫:২৬; মীখা ৬:৪।
[৪:১৭] শুমারী ১৪:১১; দ্বি:বি ৪:৩৪; জবুর ৭৪:৯; ৭৮:৪৩; ১০৫:২৭।
[৪:১৯] মথি ২:২০।
[৪:২০] প্রেরিত ৭:২৯।
[৪:২১] দ্বি:বি ২:৩০; ইউসা ১১:২০; ১শামু ৬:৬; জবুর ১০৫:২৫; ইশা

৪:২-৪ একটা লাঠি ... ওটা তাঁর হাতে লাঠি হল। মিসরের বাদশাহ্‌ অনেক সময় মাথায় একটা পাগড়ি পড়তেন এবং পাগড়ির একটা অংশ ছিল একটা ধাতুর তৈরি সাপ। ঐ সাপ ছিল তাঁর পরাক্রম ও শক্তির চিহ্ন। মূসা তাঁর লাঠিকে সাপ করা ও আবার তাকে লাঠি বানানোর মধ্য দিয়ে দেখালেন যে, মিসরের বাদশাহ্‌র চেয়ে মহান একজন আছেন, তিনি মাবুদ। মিসরের লোকেরা তাদের বাদশাহ্‌কে একজন দেবতা বলে মান্য করতো।

৪:৬ কুষ্ঠযুক্ত হয়েছে। যে হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়ে থাকে "কুষ্ঠরোগ" তার দ্বারা নানা প্রকারের চর্মরোগ বুঝানো হতো।

৪:৮ চিহ্ন। একটি অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা বা বিশ্ময়কর ব্যাপার যা দ্বারা কোন ক্ষমতা প্রকাশ, নিশ্চয়তা দান (দেখুন ইউসা ২:১২-১৩), সাক্ষ্য বহন (দেখুন, ইশাইয়া ১৯:১৯-২০), কোন সাবধান বাণী দেওয়া (দেখুন, শুমারী ১৭:১০) বা ঈমানকে সুদৃঢ় করা হয়।

৪:৯ নদী। নীল নদী, ১:২২ এর নোট দেখুন।

৪:১৪ লেবীয় হারুন। ২:১ এর নোট দেখুন। মূসা ও হারুন উভয়েই ছিলেন লেবির বংশের লোক। পরবর্তীকালে হারুন ও তাঁর বংশধরদের ইমামীয় কাজে নিয়োগ করা হয়। হারুন ছিলেন ইসরাইলের প্রথম মহা-ইমাম (২৭:২১-২৮:৩০)।

৪:১৮ শোয়াইব। ২:১৬ এর নোট দেখুন।

৪:১৯ মাদিয়ান ... মিসরে। ২:১৫ (মিদিয়ন) এর নোট দেখুন।

৪:২১ যে সমস্ত অলৌকিক কাজের ভার দিয়েছি। দেখুন, ৪:২-৯ ও ৪:২-৪ এর নোট।

ফেরাউনের সাক্ষাতে সেসব করো; কিন্তু আমি
তার অন্তর কঠিন করবো, সে লোকদেরকে ছেড়ে
দেবে না। ২২ আর তুমি ফেরাউনকে বলবে, মাবুদ
এই কথা বলেন, ইসরাইল আমার পুত্র, আমার
প্রথমজাত। ২৩ আমি তোমাকে বলেছি, আমার
এবাদত করার জন্য আমার পুত্রকে ছেড়ে দাও;
কিন্তু তুমি তাকে ছেড়ে দিতে অসম্মত হলে; দেখ,
আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথম-জাতকে,
হত্যা করবো।
২৪ পরে পথে পান্থশালায় মাবুদ তাঁর কাছে
গিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। ২৫ তখন
সফুরা একখানি পাথরের ছুরি নিয়ে তাঁর পুত্রের
পুরুষাংগের সামনের চামড়া কেটে নিলেন এবং
তা তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললেন,
আমার পক্ষে তুমি রক্তের বর। ২৬ আর আল্লাহ্
তাঁকে ছেড়ে দিলেন; তখন সফুরা বললেন, খৎনা
সম্বন্ধে তুমি রক্তের বর।
২৭ তখন মাবুদ হারুনকে বললেন, তুমি মূসার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মরুভূমিতে যাও। তাতে
তিনি গিয়ে আল্লাহ্‌র পর্বতে তাঁর দেখা পেয়ে
তাঁকে চুম্বন করলেন। ২৮ মাবুদ মূসাকে প্রেরণ
করার সময় যা যা বলেছিলেন সেসব কথা তিনি
হারুনকে জানালেন এবং যেসব চিহ্ন-কাজ করার
হুকুম দিয়েছিলেন তাও তিনি হারুনকে বুঝিয়ে
বললেন।
২৯ পরে মূসা ও হারুন গিয়ে বনি-ইসরাইলদের
সমস্ত প্রাচীন ব্যক্তিকে একত্র করলেন। ৩০ মাবুদ
মূসাকে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন হারুন
তাদেরকে সমস্তই জানালেন এবং তিনি
লোকদের সম্মুখে সেসব চিহ্ন-কাজ দেখালেন।
৩১ তাতে লোকেরা ঈমান আনলো; আর মাবুদ
বনি-ইসরাইলদের প্রতি তত্ত্বাবধান করেছেন ও
তাদের দুঃখ দেখেছেন, এই কথা শুনে তারা
মাবুদের উদ্দেশে সেজদা করলো।

৬:১০; ৬৩:১৭; ইউ ১২:৪০; রোমীয় ৯:১৮।
[৪:২২] পয়দা ১০:১৫; দ্বি:বি ৩২:৬; হোশেয় ১১:১; মালা ২:১০; রোমীয় ৯:৪; ২করি ৬:১৮।
[৪:২৩] পয়দা ৪৯:৩; শুমারী ৮:১৭; ৩৩:৪।
[৪:২৪] শুমারী ২২:২২।
[৪:২৫] পয়দা ১৭:১৪; ইউসা ৫:২, ৩।
[৪:২৭] পয়দা ২৭:২৭; ২৯:১৩।
[৪:৩১] পয়দা ১৬:১১।
[৫:২] কাজী ২:১০; আইউ ২১:১৫; মালা ৩:১৪।
[৫:৩] লেবীয় ২৬:২৫; শুমারী ১৪:১২; দ্বি:বি ২৮:২১; ২শামু ২৪:১৩।

ফেরাউনের সম্মুখে হযরত মূসা ও হারুন

৫ ১ পরে মূসা ও হারুন গিয়ে ফেরাউনকে
বললেন, মাবুদ ইসরাইলের আল্লাহ্, এই
কথা বলেন, মরুভূমিতে আমার উদ্দেশে উৎসব
করার জন্য আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও।
২ ফেরাউন বললেন, কে এই মাবুদ যে, আমি
তার কথা শুনে ইসরাইলকে ছেড়ে দেব? আমি
মাবুদকে জানি না, ইসরাইলকেও ছেড়ে দেব
না। ৩ তাঁরা বললেন, ইবরানীদের আল্লাহ্
আমাদেরকে দর্শন দিয়েছেন; আমরা আরজ
করি, আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের উদ্দেশে পশু
কোরবানী করার জন্য আমাদেরকে তিন দিনের
পথ মরুভূমিতে যেতে দিন, অন্যথায় তিনি
মহামারী কি তলোয়ার দ্বারা আমাদেরকে
আক্রমণ করবেন। ৪ মিসরের বাদশাহ্ তাঁদেরকে
বললেন, ওহে মূসা ও হারুন, তোমরা
লোকদেরকে কেন তাদের কাজ থেকে নিবৃত্ত
করতে চাও? যাও, তোমরা গিয়ে তোমাদের

আমি তার অন্তর কঠিন করবো। হিজরত কিতাবে নয় বার এই কথার মধ্য দিয়ে ফেরাউনের অন্তরের বর্ণনা করা হয়েছে (এখানে, এবং ৭:৩; ৯:১২; ১০:১, ২০, ২৭; ১১:১০; ১৪:৪, ৮; দেখুন ইউসা ১১:২০; রোমীয় ৯:১৭-১৮)। আর নয় বারই বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের অন্তর কঠিন হয়েছে (৭:১৩-১৪, ২২, ৮:১৫, ১৯, ৩২; ৯:৭, ৩৪-৩৫)। মিসরের উপর প্রথম পাঁচটি আঘাতের সময় পর্যন্ত ফেরাউন নিজেই নিজের অন্তর কঠিন করেছেন এবং ছয় নম্বর আঘাতের সময় থেকে আল্লাহ্ নিশ্চিত করেছেন যে, ফেরাউন তার অন্তর কঠিন করবে (দেখুন ৯:১২) যেমন তিনি এখানে বলেছেন যে, তিনি ফেরাউনের অন্তর কঠিন করবেন (একই ভাবে দেখুন, রোমীয় ১:২৪-২৮)।

৪:২২ ইসরাইল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুবের নুতন নাম দেয়া হয় ইসরাইল (পয়দা ৩২:২৯)। ইয়াকুবের (ইসরাইলের) ছেলেরা ইসরাইল জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রথম পিতৃপুরুষ (১:১০৫ এর নোট দেখুন)। প্রাচীন কালের রীতি অনুসারে বাবা তার বড় ছেলেকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পত্তি দিয়ে দিতে পারত। আল্লাহ্‌র "প্রথমজাত সন্তান" রূপে ইসরাইল জাতির বিশেষ সম্মান ও অধিকার দেয়া হয়েছিল ঠিক যেমনটি বড় ছেলের জন্য থাকত (দ্বি:বি: ২১:১৫-১৭)। তবে এই অভিব্যক্তিটির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ইসরাইলের বিশেষ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে।

৪:২৪ পথে পান্থশালায় ... উদ্যত হলেন। খুব সম্ভবত পানির কাছে কোন স্থানে। সাধারণত এই জাতীয় স্থানে ভ্রমণকারীরা রাত্রি যাপন করতো। বা হতে পারে কোন হোটেল যেখানে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা ছিল। এখানে মাবুদ মূসার উপর ক্রোধ প্রকাশ করেছেন কারণ সেই সময় পর্যন্ত মূসা নিয়মের লোক হিসাবে বা ইব্রাহিমের বংশের লোক হিসাবে তার নিজের ছেলের খৎনা করান নি (দেখুন, পয়দা ১৭:৯-১৪)।

৪:২৪-২৫ পুরুষাংগের সামনের চামড়া কেটে নিলেন। "খৎনা" হল পুরুষাংগের প্রান্তের চামড়া কেটে ফেলার অনুষ্ঠান। ইব্রাহিমের সঙ্গে আল্লাহ্‌র নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ইবরানী পরিবারে পিতার দায়িত্ব ছিল তার ছেলের খৎনা করানো। এর দ্বারা বুঝানো হতো যে, ইব্রাহিমের বংশধরেরা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি (১৭:৯-১৪, ৩৪:২১-২৩; আরো দেখুন লেবীয় ১২:৩)। হতে পারে যে, মূসা তাঁর প্রথম ছেলের সুন্নত তখন পর্যন্ত করেন নি; আর তাই আল্লাহ্ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই মূসার স্ত্রী সফুরা এগিয়ে তার খৎনা করান তাকে রক্ষা করার জন্য। তিনি ধারালো এক টুক্‌রা পাথরের একটা ছুরি বানালেন। একজন ইমামের মেয়ে (২:১৬) বলে তার হয়তো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জ্ঞান ছিল। ঐ খৎনার ফলে যে রক্ত বের হল তার কিছুটা নিয়ে সে মূসা বা তাঁর ছেলের পায়ে দিল। যাকে সম্ভবতঃ যৌন অঙ্গের প্রতীক হিসাবে ধরা হতো আর রক্তের রক্ষাকারী শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হতো (১২:২১-২৩)।

৫:৩ ইবরানীদের আল্লাহ্ ... পশু কোরবানী করার। "ইবরানী" হচ্ছে ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের বংশধর ইসরাইলদের এর অপর নাম। কিতাবুল মোকাদ্দসের বাইরে কোন কোন দলিলপত্র "হাবিরু" বা আপিরু" নামে একটা জাতি-গোষ্ঠীর পরিচয় জানা যায় যাদের হয়তো ইবরানী জাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। ঐ লোকরা ছিল অনুন্নত ও দরিদ্র। তারা দেশে বিদেশে

নির্দিষ্ট কাজ কর। ৫ ফেরাউন আরও বললেন,
দেখ, দেশের লোক এখন অনেক, আর তোমরা
তাদেরকে তাদের কাজ থেকে নিবৃত্ত করছো।
৬ আর ফেরাউন সেদিন লোকদের কার্যশাসক
ও নেতৃবর্গকে এই হুকুম দিলেন, ৭ তোমরা ইট
তৈরি করার জন্য আগের মত এই লোকদেরকে
আর খড়কুটা দিও না; তারা গিয়ে নিজেরাই
নিজেদের খড় সংগ্রহ করুক। ৮ কিন্তু আগে
তাদের যত ইট তৈরি করার ভার ছিল, এখনও
সেই ভার দাও; তার কিছুই কম করো না; কেননা
তারা অলস, এজন্য কান্নাকাটি করে বলছে,
আমরা আমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পশু কোরবানী
করতে যাই। ৯ সেই লোকদের উপরে আরও
কঠিন কাজ চাপিয়ে দেওয়া হোক, তারা তাতেই
ব্যস্ত থাকুক এবং মিথ্যা কথায় কান না দিক।
১০ আর লোকদের কার্যশাসক ও নেতৃবর্গরা
বাইরে গিয়ে তাদেরকে বললো, ফেরাউন এই
কথা বলেন, আমি তোমাদেরকে খড় দেব না।
১১ তোমরা যেখানে পাও, সেখানে গিয়ে খড়
সংগ্রহ কর; কিন্তু তাতে তোমাদের কাজ একটুও
কমিয়ে দেওয়া হবে না। ১২ তাতে লোকেরা
খড়ের চেষ্টায় নাড়া সংগ্রহ করতে সমস্ত মিসর
দেশে ছড়িয়ে পড়লো। ১৩ অপরদিকে
কার্যশাসকেরা তাড়া দিয়ে বললো, খড় পেলে
যেমন করতে, তেমনি এখনও তোমাদের কাজ,
নিরূপিত দৈনিক কাজ, প্রতিদিন সম্পূর্ণ কর।
১৪ আর ফেরাউনের কার্যশাসকেরা বনি-
ইসরাইলদের যে নেতৃবর্গকে তাদের উপরে
রেখেছিল, তাদেরও প্রহার করা হল, আর বলা
হল, তোমরা আগের মত ইট নির্মাণের বিষয়ে
নিরূপিত কাজ আজ ও গতকাল কেন সম্পূর্ণ কর
নি?
১৫ তাতে বনি-ইসরাইলদের নেতৃবর্গ এসে
ফেরাউনের কাছে কান্নাকাটি করে বললো,
আপনার গোলামদের সঙ্গে আপনি এমন ব্যবহার

[৫:৫] পয়দা ১২:২।
[৫:৬] পয়দা ১৫:১৩।
[৫:৭] পয়দা ১১:৩।
[৫:১৪] ইশা ১০:২৪।
[৫:১৮] পয়দা ১৫:১৩।
[৫:২১] শুমারী ১৪:৩; ২০:৩।
[৫:২২] শুমারী ১১:১১; দ্বিঃবি ১:১২; ইউসা ৭:৭।
[৫:২৩] ইয়ার ৪:১০; ২০:৭; ইহি ১৪:৯।
[৬:১] দ্বিঃবি ৫:১৫।

কেন করছেন? ১৬ লোকেরা আপনার
গোলামদেরকে খড় দেয় না, তবুও আমাদের
বলে, ইট তৈরি কর; আর দেখুন, আপনার এই
গোলামদের মারধর করা হচ্ছে কিন্তু আপনার
লোকদেরই দোষ। ১৭ ফেরাউন বললেন, তোমরা
অলস, তাই বলছো, আমরা মাবুদের উদ্দেশে
পশু কোরবানী করতে যাই। ১৮ এখন যাও, কাজ
কর, তোমাদেরকে খড় দেওয়া যাবে না, তবুও
ইটের পূর্ণ সংখ্যা দিতে হবে। ১৯ তখন বনি-
ইসরাইলদের নেতৃবর্গ দেখলো, তারা বিপাকে
পড়েছে, কারণ বলা হয়েছিল, তোমরা প্রত্যেক
দিনের কাজের নির্দিষ্ট সংখ্যক ইটের কিছু কম
করতে পারবে না।
২০ পরে ফেরাউনের কাছ থেকে বের হয়ে আসার
সময়ে তারা মূসা ও হারুনের সাক্ষাৎ পেল, তাঁরা
পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২১ তারা তাঁদেরকে
বললো, মাবুদ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে
বিচার করুন, কেননা তোমরা ফেরাউনের দৃষ্টিতে
ও তাঁর কর্মকর্তাদের দৃষ্টিতে আমাদেরকে ঘৃণার
পাত্র করে আমাদের প্রাণনাশ করার জন্য তাদের
হাতে তলোয়ার তুলে দিয়েছ।

আল্লাহ্‌র কাছে হযরত মূসার অভিযোগ

২২ পরে মূসা মাবুদের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে
বললেন, হে মাবুদ, তুমি এই লোকদের প্রতি
কেন অমঙ্গল করলে? আমাকে কেন পাঠালে?
২৩ যখন থেকে আমি তোমার নামে কথা বলতে
ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হয়েছি, তখন থেকে
তিনি এই লোকদের অমঙ্গল করছেন, আর তুমি
তোমার লোকদের উদ্ধার করার জন্য কিছুই কর
নি।

হযরত মূসার সঙ্গে মাবুদ আল্লাহ্‌র আলাপ

৬ ১ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, আমি
ফেরাউনের প্রতি যা করবো তা তুমি এখন
দেখবে; কেননা শক্তিশালী হাত দেখানো হলে
সে লোকদেরকে ছেড়ে দেবে এবং শক্তিশালী

ঘুরে বেড়াত, কারণ তাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান বা দেশ ছিল না। কোরবানীর বিষয়ে আরো জানার জন্য ৩:১৮ (কোরবানী) এর নোট দেখুন।

৫:৬ লোকদের কার্যশাসক। খুব সম্ভবত ১:১১ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়ছে সেই একই লোক। ইসরাইলদের গোলামীর কাজ দেখাশুনা করার কাজে এরা ব্যবহৃত হতো। এদের কিভাবে নিয়োগ করা হতো ও এদের কাজ সম্বন্ধে ১৪-১৬ আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়।

৫:৭-৮ খড়কুটা দিও না ... এখনও সেই ভার দাও। সেই যুগে মাটি নরম করে ইট বানানোর সময় তার মধ্যে খড়কুটা দেয়া হতো। অনেক পরিমানে ইট বানানোর জন্য খড়কুটা যোগাড় করতে অনেক সময়ের দরকার হতো। যদিও ইট বানানোর সঙ্গে আরো এত বেশি কাজের বোঝা ইবরানীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তাদের ঠিক আগের সংখ্যার ইটই বানাতে হতো। তাই তাদের আগের চেয়ে অনেক বেশি ও কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

৫:১০ ফেরাউন এই কথা বলেন। এর বিপরীতে “এই কথা মাবুদ বলেন” (৪:২২; ৫:১)। এই কথার মধ্য দিয়ে তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জে যাচ্ছেন।

৫:১৫ বনি-ইসরাইলদের নেতৃবর্গ এসে ফেরাউনের কাছে কান্নাকাটি করে বললো। মিসরীয়দের ইতিহাসে বিশেষ কোন এক সময়ে গোলামদের এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে, তারা সরাসরি ফেরাউনের কাছে এসে নিবেদন করতে পারত এর জন্য কোন রকম বড় কর্মকর্তাদের হাত ধরে আসার প্রয়োজন ছিল না। মিসরীয় রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, এই রকম অবস্থায় কোন কোন সময় তাদের নিবেদন গ্রাহ্য করা হতো কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তারা তা গ্রাহ্য করতো না।

৫:২১ মাবুদ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিচার করুন। দেখুন, পয়দা ১৬:৫; ৩১:৪৯ আয়াত। বিরক্ত হওয়ার বিষয়ে দেখুন ১ শামু ১৩:৪।

৬:১ শক্তিশালী হাত। প্রায়ই রূপক অর্থে কিতাবুল মোকাদ্দসে শক্তি প্রকাশ করার জন্য হাত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

BACIB International Bible CHURCH

হাত দেখানো হলে নিজের দেশ থেকে তাদেরকে
দূর করে দেবে।
২ আল্লাহ্ মূসার সঙ্গে আলাপ করে আরও
বললেন, আমি মাবুদ; ৩ আমি ইব্রাহিম, ইস্‌হাক
ও ইয়াকুবকে ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহ্’ বলে দর্শন
দিতাম কিন্তু আমার ইয়াহ্‌ওয়েহ্ (মাবুদ) নাম
নিয়ে তাদেরকে আমার পরিচয় দিতাম না।
৪ আর আমি তাদের সঙ্গে এই নিয়ম স্থির করেছি,
আমি তাদেরকে কেনান দেশ দেব, যে দেশে
তারা প্রবাস করতো, তাদের সেই দেশ দেব।
৫ এছাড়া, মিসরীয়দের দ্বারা গোলামীর কাজে
নিযুক্ত বনি-ইসরাইলদের কাতরোক্তি শুনে আমার
সেই নিয়ম স্মরণ করলাম। ৬ অতএব বনি-
ইসরাইলদেরকে বল, আমিই মাবুদ, আমি
তোমাদেরকে মিসরীয়দের অধীনতা থেকে বের
করে আনবো ও তাদের গোলামী থেকে উদ্ধার
করবো এবং প্রসারিত বাহু ও মহৎ শাসন দ্বারা
তোমাদেরকে মুক্ত করবো। ৭ আর আমি
তোমাদেরকে আমার লোক হিসেবে গ্রহণ করবো
ও তোমাদের আল্লাহ্ হব; তাতে তোমরা জানতে
পারবে যে, আমিই মাবুদ, তোমাদের আল্লাহ্,
যিনি তোমাদেরকে মিসরীয়দের অধীনতা থেকে
বের করে এনেছেন। ৮ আর আমি ইব্রাহিম,
ইস্‌হাক ও ইয়াকুবকে দেবার জন্য যে দেশের
বিষয়ে ওয়াদা করেছি, সেই দেশে তোমাদেরকে
নিয়ে যাব ও তোমাদের অধিকারের জন্য তা
দেব; আমিই মাবুদ। ৯ পরে মূসা বনি-
ইসরাইলদেরকে সেই কথা বললেন কিন্তু তাদের
অন্তর ভেঙ্গে যাওয়াতে ও নিষ্ঠুর গোলামীর
কাজের কারণে মূসার কথায় মনোযোগ দিতে
পারল না।
১০ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ১১ তুমি যাও,
মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনকে বল, যেন সে তাঁর
দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে ছেড়ে দেয়।
১২ তখন মূসা মাবুদকে বললেন, যেখানে বনি-
ইসরাইলেরা আমার কথায় মনোযোগ দিল না;
সেখানে ফেরাউন কিভাবে শোনবেন? আমি যে
তোত্‌লা। ১৩ আর মাবুদ মূসার ও হারুনের সঙ্গে
আলাপ করলেন এবং বনি-ইসরাইলদেরকে
মিসর দেশ থেকে বের করে আনবার জন্য বনি-
ইসরাইলদের কাছে এবং মিসরের বাদশাহ্
ফেরাউনের কাছে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিতে
তাঁদেরকে হুকুম দিলেন।

হযরত মূসার বংশ-তালিকা

১৪ এসব লোক নিজ নিজ পিতৃকুলপতি:
ইসরাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান হনোক,
পল্লু, হিষ্রোণ ও কর্মি; এরা রূবেণের গোষ্ঠী।
১৫ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল, যামীন, ওহদ,
যাখীন, সোহর ও কেনানীয়া স্ত্রীর পুত্র শৌল;
এরা শিমিয়োনের গোষ্ঠী।
১৬ খান্দাননামা অনুসারে লেবির পুত্রদের নাম
গের্শোন, কহাৎ ও মরারি; লেবির বয়স এক শত

[৬:২] লেবীয় ১১:৪৪; যোয়েল ২:২৭।
[৬:৩] ২শামু ৭:২৬; জবুর ৪৮:১০; ইশা ৫২:৬।
[৬:৪] পয়দা ১২:৭; প্রেরিত ৭:৫; রোমীয় ৪:১৩; গালা ৩:১৬; ইব ১১:৮-১০।
[৬:৫] প্রেরিত ৭:৩৪।
[৬:৬] জবুর ৮১:১০; ইয়ার ২:৬; হোশেয় ১৩:৪; আমোস ২:১০; মীখা ৬:৪।
[৬:৭] ইহি ১১:১৯-২০; রোমীয় ৯:৪।
[৬:৮] ইয়ার ১১:৫; ইহি ২০:৬।
[৬:৯] পয়দা ৩৪:৩০।
[৬:১৪] শুমারী ১:১; ২৬:৮।
[৬:১৫] পয়দা ২৯:৩৩।
[৬:১৬] শুমারী ৩:১৭; ইউসা ২১:৭; ১খান্দান ৬:১,১৬।

৬:২ আমি মাবুদ। এই পৃষ্ঠার মধ্যে এই নামটি চার বার দেখা যায়। (১) বার্তাটিকে পরিচয় করে দেবার জন্য; (২) মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার নিশ্চিয়তা দেবার জন্য; (৩) ইসরাইলকে দত্তক নেবার জন্য আল্লাহ্‌র যে উদ্দেশ্য তা তুলে ধরা (৭ আয়াত); (৪) দেশ সম্পর্কে তাঁর প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা দেওয়া ও বার্তা পরিসমাপ্ত করা (৮ আয়াত)।

৬:২-৩ ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহ্’। মাবুদের বিষয়ে আরো জানার জন্য ৩:৪ এর নোট দেখুন। ইবরানী ভাষায় “সর্বশক্তিমান মাবুদ” মানে “এল শাদ্দাই” যার মানে “পর্বতগণের একমাত্র আল্লাহ্” (পয়দা ৩৫:৯-১১)। কেনানীয় জাতির মধ্যে ‘এল’ ছিল দেবতার একটা সাধারণ নাম। ‘এল’ যে কেনানীয়দের একমাত্র দেবতা, তা তারা বিশ্বাস করতো না, তবে ‘এল’ ছিল তাদের সব দেবদেবীর প্রধান। ইহুদীদের পাক-কিতাব বা পুরাতন নিয়মে এই নাম দ্বারা প্রায়ই ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে বুঝানো হয়েছে। আরো দেখুন পয়দা ১৭:১, ২৮:৩; হিজ ৩:১৩-১৫ আয়াত।

৬:৬ আমি তোমাদেরকে ... বের করে আনবো ... উদ্ধার করবো ... তোমাদেরকে মুক্ত করবো। এখানে যে ক্রিয়াপদগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাতে ইয়াহ্‌ওয়েহ্– মাবুদ– এর নামের সত্যিকারের তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। রূপক অর্থে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের মুক্তির জন্য তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ প্রকাশ করেছেন (দেখুন, দ্বি:বি: ৪:৩৪; ৫:১৫; এছাড়া দেখুন ইশা ৫১:৯-১১)।

৬:৭ আমি তোমাদেরকে আমার লোক হিসেবে গ্রহণ করবো ও তোমাদের আল্লাহ্ হব। এই বাক্যগুলোই সিনাই পর্বতে যে নিয়ম স্থির করা হয়েছিল সেখানে দেখানে দেখাতে পাওয়া যায় (দেখুন, ১৯:৫-৬; এছাড়া দেখুন ইয়ার ৩১:৩৩; জাকা ৮:৮)।

৬:১৩ মূসার ও হারুনের। ১৪-২৫ আয়াতে যে বংশ তালিকা দেওয়া আছে সেখানে মূসার ও হারুনের পটভূমি দেওয়া হয়েছে। ইয়াকুবের ১২ জন ছেলের মধ্যে মাত্র প্রথম তিনজন (রূবেন, শিমিয়োন, এবং লেবির) তালিকা দেওয়া হয়েছে কারণ মূসা ও হারুন এই তিন বংশ থেকে এসেছিলেন।

৬:১৪-২৫ এসব লোক নিজ নিজ পিতৃকুলপতি ... রূবেন ... শিমিয়োন ... তাদের পিতৃকুলপতি ছিলেন। পিতৃকুলপতি হচ্ছে এক অভিন্ন পিতার সকল বংশধর। তারা অনেক পরিবারে ও শাখায় ভাগ হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তারা সকলেই একই বংশ-পিতার সন্তান-সন্ততি। বংশ হচ্ছে ঐ রকম একাধিক বংশের লোক যাদের এক অভিন্ন বংশ-পিতা থাকেন (যেমন ইসরাইল জাতির মধ্যে ইয়াকুবের ছেলেরা এক একজন বংশ-পিতা)। এই তালিকায় ইয়াকুবের মাত্র প্রথম তিন ছেলের নাম দেয়া হয়েছে। কারণ এ তালিকায় আসল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মূসা ও হারুনের বংশ ও গোষ্ঠীর পরিচয় দেয়া। তাঁরা ছিলেন লেবির বংশের যে বংশ থেকে পরে ইসরাইল জাতির ইমামেরা এসেছে তাদেরই অংশ।

৬:১৬ মরারি। নামটি মিসরীয় উৎস থেকে এসেছে, যেমন পুটীয়েল ও পীনহস নাম মিসরীয় উৎস থেকে আসা (দেখুন ২৫ আয়াত) এছাড়া, মূসা নামটিও সেখান থেকে এসেছে (২:১০)। লেবি ১৩৭ বছর বেঁচে ছিলেন। দেখুন ১৮-২০ আয়াত। পুরাতন নিয়মে, সাধারণত যারা ১০০ বছরের বেশি জীবিত থাকতেন তাদের বছরের সংখ্যাই বলা হতো।

মিসরের বাদশাহ্ (ফেরাউন)

প্রাচীন মিসর দেশের প্রধান শাসকের উপাধি দু'টি মিসরীয় শব্দ থেকে তৈরি করা হয়েছিল যার অর্থ "মহান পরিবার"। ফেরাউনের নামের সাথে তাঁর সম্মানের অন্যান্য উপাধিও যুক্ত করা হত, যেমন:- "রি-এর পুত্র" (মিসরীয়দের সূর্যদেবতা) বা "উচ্চ ও নিম্ন মিসর এর বাদশাহ্"। ইব্রাহিমের সময়ে "ফেরাউন" শব্দ দিয়ে বাদশাহ্ বুঝানো হত। তাই কিতাবুল মোকাদ্দসে বাদশাহ্ ও ফেরাউন দু'টি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। যখন মিসরের কোনও বাদশাহ্ মারা যেতেন তখন তাকে মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত হওয়া ওরিসিস্ দেবতা হিসাবে ভাবা হত এবং তাঁকে মৃতদের জগতে রাজত্ব করতো বলে বিশ্বাস করা হত। প্রাচীনকালের ফেরাউনদের ছবিতে দেখা যায় যে, তারা ক্ষমতা বা শক্তির প্রতীক ধরে আছেন, যেমন: মেষপালকের একখানা লাঠি, গদার মত একটা অস্ত্র অথবা বাঁকানো একটা তরবারি। মাথায় মুকুটের ওপরে দেখা যাবে একটা গোক্ষুর সাপের চিহ্ন যা ফেরাউনকে তাঁর শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতো বলে বিশ্বাস করা হত। মিসরের কয়েকজন ফেরাউনের নাম পুরাতন নিয়মে উল্লেখ করা আছে।

কিতাবুল মোকাদ্দসে মিসরের বাদশাহ্দের (ফেরাউনদের) নাম

বাদশাহ্	পরিচিতি বা সম্ভাব্য পরিচিতি	সংশ্লিষ্ট কিতাবের অংশ
অজ্ঞাত নামা	তিনি ইব্রাহিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং ইব্রাহিমের স্ত্রীকে তাঁর প্রাসাদে গ্রহণ করেন।	পয়দায়েশ ১২:১৪-২০
অজ্ঞাত নামা	তিনি ইউসুফকে মিসরের খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন।	পয়দায়েশ ৪১:৩৭-৫৭
১ম সেটি (সেথোস) ১২৯১-১২৭৯ খ্রী:পূ:	সম্ভবতঃ সেই "নতুন বাদশাহ্" (হিজ ১:৮) যিনি মিসরে ইবরানীদের গোলামীর সময়ে মিসরের ফেরাউন ছিলেন।	হিজরত ১-১৪
২য় রামিষেষ ১২৭৯-১২১২ খ্রী:পূ:	১ম সেটির পরে তিনি রাজত্ব করেন এবং ইবরানীরা যখন মিসর থেকে বের হয়ে যায় তখন হয়তো তিনি ফেরাউন ছিলেন।	হিজরত ১-১৪
অজ্ঞাত নামা	বাদশাহ্ সোলায়মানের মিসরীয় স্ত্রীর পিতা	১ বাদশাহ্নামা ৩:১,৭:৮
শীশক ৯৪৫-৯২৪ খ্রী: পূ:	এহুদার বাদশাহ্ রহবিয়ামের সময়ে তিনি জেরুশালেম বায়তুল মোকাদ্দস আক্রমন করেন এবং উত্তর রাজ্য ইসরাইলের বাদশাহ্ যারবিয়ামকে তাঁর প্রাসাদে পালিয়ে থাকতে দেন।	১ বাদশাহ্নামা ১৪:২৫-২৬ ২ খান্দান ১২:২-৯
সো ৭২৭-৭২০ খ্রী:পূ:	ইনি হয়তো ফেরাউন ৪র্থ ওসোরকোন হয়ে থাকবেন যাঁর কাছে উত্তর রাজ্য ইসরাইলের বাদশাহ্ হোশেয় ইসরাইলদের আসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ঠিক আগে একটা খবর পাঠিয়েছিলেন।	১ বাদশাহ্নামা ১৭:১-৪
তির্হক: ৬৯০-৬৬৪ খ্রী:পূ:	"কুশ দেশের বাদশাহ্" বলে পরিচিত এই ফেরাউন এহুদারাজ হিষ্কিয়ের সময়ে অশুর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।	২বাদশাহ্১৯:৯ ইশাইয়া ৩৭:৯
নখো ৬১০-৫৯৫ খ্রী: পূ:	তিনি এহুদারাজ যোশিয়কে মগিদ্দোতে হত্যা করেন ও এহুদার বাদশাহ্ যিহোয়াহসের স্থলে যিহোয়াকীমকে রাজপদে বসান। ব্যাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার তাঁকে পরাজিত করেন।	২বাদশাহ্ ২৩:২৯-৩৪; খান্দান ৩৫:২০-৩৬:৪
হফ্রা ৫৮৯-৫৭০ খ্রী:পূ:	ইয়ারমিয়া নবী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তার শত্রু বাবিলনের বাদশাহ্ বখতে-নাসার তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাবে।	ইয়ারমিয়া ৪৩:৬-১৩; ৪৪:৩০
অন্যান্য অজ্ঞাত নামা ফেরাউনগণ	এই সব বাদশাহ্দের বিষয়ে খুব অল্পই জানা যায়।	১ বাদশাহ্ ১১:১৪-২২ ২ বাদশাহ্ ১৮:২১ ১ খান্দান ৪:১৭-১৮

সাঁইত্রিশ বছর হয়েছিল। ১৭ আর নিজ নিজ গোষ্ঠী
অনুসারে গের্শোনের সন্তান লিব্‌নি ও শিমিয়ি।
১৮ কহাতের সন্তান ইমরান, যিষ্‌হর, হেবরন ও
উষীয়েল; কহাতের বয়স এক শত তেত্রিশ বছর
হয়েছিল; ১৯ মরারির সন্তান মহলি ও মূশি; এরা
বংশ-তালিকা অনুসারে লেবির গোষ্ঠী। ২০ ইমরান
আপন ফুফু ইউখাবেজকে বিয়ে করলেন, আর
ইনি তাঁর জন্য হারুনকে ও মূসাকে প্রসব
করলেন। অম্রমের বয়স এক শত সাঁইত্রিশ বছর
হয়েছিল। ২১ যিষ্‌হরের সন্তান কারুন, নেফগ ও
সিখ্রি। ২২ উষীয়েলের সন্তান মীশায়েল, ইল্‌সাফন
ও সিথ্রি। ২৩ হারুন অম্মীনাদবের কন্যা
নহোশনের বোন ইলীশেবাকে বিয়ে করলেন,
আর ইনি তাঁর জন্য নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও
ঈথামরকে প্রসব করলেন। ২৪ আর কারুনের
সন্তান অসীর, ইল্‌কানা অবীয়াসফ; এরা
কারুনীয়দের গোষ্ঠী। ২৫ হারুনের পুত্র ইলিয়াসর
পুটীয়েলের এক কন্যাকে বিয়ে করলে তিনি তাঁর
জন্য পীনহসকে প্রসব করলেন, এঁরা লেবীয়দের
গোষ্ঠী অনুসারে তাদের পিতৃকুলপতি ছিলেন।
২৬ এই যে হারুন ও মূসা, এঁদেরকেই মাবুদ
বললেন, তোমরা বনি-ইসরাইলদেরকে
সৈন্যশ্রেণীক্রমে মিসর দেশ থেকে বের কর।
২৭ এঁরাই বনি-ইসরাইলদেরকে মিসর থেকে বের
করে আনবার জন্য মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনের
সঙ্গে আলোচনা করলেন। এঁরা সেই মূসা ও
হারুন।

হযরত মূসা ও হারুনের প্রতি আল্লাহ্‌র হুকুম

২৮ আর মিসর দেশে যেদিন মাবুদ মূসার সঙ্গে
আলাপ করেন, ২৯ সেদিন মাবুদ মূসাকে বললেন,
আমিই মাবুদ, আমি তোমাকে যা যা বলি, তা
সমস্তই তুমি মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউনকে বল।
৩০ আর মূসা মাবুদের সাক্ষাতে বললেন, দেখ,
আমি তোৎলা, ফেরাউন কেন আমার কথা
শুনবেন?

৭ ১ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, দেখ, আমি
ফেরাউনের কাছে তোমাকে আল্লাহ্‌স্বরূপ
করে নিযুক্ত করলাম, আর তোমার ভাই হারুন
তোমার নবী হবে। ২ আমি তোমাকে যা যা হুকুম
করি, তা সবই তুমি হারুনকে বলবে; আর
তোমার ভাই হারুন ফেরাউনকে তা বলবে, যেন
সে বনি-ইসরাইলদেরকে তাঁর নিজের দেশ
থেকে ছেড়ে দেয়। ৩ কিন্তু আমি ফেরাউনের
অন্তর কঠিন করবো এবং মিসর দেশে আমি
বহুসংখ্যক কাজের চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাব।
৪ তবুও ফেরাউন তোমাদের কথায় মনোযোগ
দেবে না; আর আমি মিসরে হস্তক্ষেপ করে
কঠোর দণ্ড দ্বারা মিসর দেশ থেকে আমার
সৈন্যসামন্তকে, আমার লোক বনি-ইসরাইলকে,
বের করবো। ৫ আমি মিসরের উপরে হাত
বাড়িয়ে মিসরীয়দের মধ্য থেকে বনি-
ইসরাইলকে বের করে আনলে ওরা জানবে যে,
আমিই মাবুদ। ৬ পরে মূসা ও হারুন সেরকম
করলেন; মাবুদের হুকুম অনুসারে কাজ করলেন।
৭ ফেরাউনের সঙ্গে আলোচনা করার সময়ে
মূসার আশি ও হারুনের তিরাশি বছর বয়স
হয়েছিল।

হযরত হারুনের অলৌকিক লাঠি

৮ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন,
ফেরাউন যখন তোমাদেরকে বলে, ৯ তোমরা
নিজেদের পক্ষে কোন অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও,
তখন তুমি হারুনকে বলো, তোমার লাঠি নিয়ে
ফেরাউনের সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাতে তা সাপ
হয়ে যাবে। ১০ তখন মূসা ও হারুন ফেরাউনের
কাছে গিয়ে মাবুদের হুকুম অনুসারে কাজ
করলেন; হারুন ফেরাউনের ও তাঁর কর্মকর্তাদের

[৬:১৭] শুমারী ৩:১৮; ১খান্দান ৬:১৭;
[৬:১৮] শুমারী ৩:২৭; ১খান্দান ২৩:১২।
[৬:১৯] শুমারী ৩:২০, ৩৩; ১খান্দান ৬:১৯; ২৩:২১।
[৬:২০] ১খান্দান ২৩:১৩।
[৬:২১] ১খান্দান ৬:৩৮।
[৬:২২] লেবীয় ১০:৪; শুমারী ৩:৩০।
[৬:২৩] রূত ৪:১৯, ২০; ১খান্দান ২:১০।
[৬:২৪] শুমারী ১৬:১; ১খান্দান ৬:২২,৩৭।
[৬:২৫] শুমারী ২৫:৭; ইউসা ২৪:৩৩।
[৬:২৭] শুমারী ৩:১; জবুর ৭৭:২০।
[৭:১] প্রেরিত ১৪:১২।
[৭:৩] প্রেরিত ৭:৩৬; রোমীয় ৯:১৮।
[৭:৪] প্রেরিত ৭:৩৬।
[৭:৫] জবুর ১৩৮:৭; ইহি ৬:১৪; ২৫:১৩।
[৭:৬] পয়দা ৬:২২।
[৭:৭] প্রেরিত ৭:২৩, ৩০;
[৭:৯] দ্বি:বি ৬:২২; ২বাদশা ১৯:২৯;

৬:২০ ইউখাবেজ। এই নামের অর্থ হল “মাবুদই গৌরব”।

৬:২৯ মিসরের বাদশাহ্‌ ফেরাউন। ২:২৩ পদের নোট দেখুন।

৭:১ নবী। নবী হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র কথা বলেন। তিনি যা যা বলেন তা হচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী। নবীরা ভবিষ্যতে কি কি ঘটনা ঘটবে তা কখনও কখনও বলে দিতেন। তবে তাঁরা প্রধানত তাদের চারদিকে লোকদের মধ্যে যে অবস্থা চলছে বা যা যা ঘটতো তা লক্ষ্য করতেন এবং সেই অবস্থায় তারা যা বলার প্রয়োজন লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র সেই কথা বলতেন।

৭:৩-৪ আমি ফেরাউনের অন্তর কঠিন করবো। পুরা ঘটনার মধ্যে ফেরাউন নিজে থেকেই অত্যন্ত কঠিন মনের পরিচয় দিয়েছে (৭:১৩, ১৪, ২২; ৮:১৫,১৯,৩২, ৯:৭), আর না হয় মাবুদই ফেরাউনের মনকে আরো কঠিন হতে দিয়েছেন (৯:১২, ১০:১,২০,২৭, ১১:১০, ১৪:৮)। ফেরাউনের কঠিন মনের জন্যই আল্লাহ্‌ অনেক বিপদ সে দেশে পাঠালেন এবং সেভাবে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রকাশিত হল (৯:১৬)।

৭:৭ আশি বছর। ২:১১ এর সঙ্গে তুলনা করুন যেখানে মূসার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি বড় হয়েছিলেন অর্থাৎ সম্ভবত তার বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে ছিল যখন তিনি মিসর থেকে পালিয়ে যান। তিনি মাদিয়ানে কমপক্ষে চল্লিশ বছর কাটানোর পরে মিসরে ফিরে এসছিলেন।

৭:৮-১১ ফেরাউন ... গুণিনদের ... জাদুকরদের। ২:২৩ এর নোট দেখুন। প্রাচীন মিসরে অনেক দেবতার পূজা করা হতো। লোকেরা বিশ্বাস করতো যে ঐ দেবতারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি নিয়ন্ত্রন করে। মিসরের বাদশাহ্‌কেও একজন দেবতা বলে লোকেরা ভক্তি করতো। দেবতাদের জন্য বড় বড় মন্দির তৈরি করা হতো। পুরোহিতদের ঐ সব দেবতাদের সেবার জন্য ও তাদের কাছ থেকে বাণী পাবার জন্য নিয়োগ করা হতো। ঐসব পুরোহিতেরাই হয়তো গুণিন ছিল যারা পেয়ালার মধ্যে রাখা তরল জিনিষ থেকে কিভাবে আলো প্রতিফলিত হয় তা দেখে ভবিষ্যতের বিষয় বলতে চেষ্টা করতো (পয়দা ৪৪:৫-১৫)। যাদুকরেরা যাদুমন্ত্র দিয়ে খেলা দেখাত ও দাবি করতো যে, ঐসব ছিল দেবতাদের আশ্চর্য কাজ। যখন হারুনের লাঠি যাদুকরদের ছেড়ে দেয়া সাপ গিলে ফেলল তখন সবাই মিসরীয়

সম্মুখে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তাতে তা
সাপ হয়ে গেলো। ১১ তখন ফেরাউনও
বিদ্বানদেরকে ও গুণিনদেরকে ডাকলেন; তাতে
তারা অর্থাৎ মিসরীয় জাদুকরেরাও তাদের
জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই কাজ করলো।
১২ ফলত তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠি নিক্ষেপ
করলে সেসব সাপ হয়ে গেল কিন্তু হারুনের লাঠি
তাদের সমস্ত লাঠিকে গিলে ফেলল। ১৩ কিন্তু
ফেরাউনের অন্তর কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথায়
মনোযোগ দিলেন না যেমন মাবুদ বলেছিলেন।

মিসরের উপর প্রথম গজব– রক্ত

১৪ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, ফেরাউনের
অন্তর কঠিন হয়েছে; সে লোকদেরকে ছেড়ে
দিতে অস্বীকার করে। ১৫ তুমি খুব ভোরে
ফেরাউনের কাছে যাও; দেখ, সে পানির দিকে
যাবে; তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে নদীর তীরে
থেকো এবং যে লাঠি সাপ হয়ে গিয়েছিল তাও
হাতে নিও। ১৬ আর তাকে বলো, ইবরানীদের
মাবুদ আল্লাহ্‌ আমাকে দিয়ে আপনাকে বলে
পাঠিয়েছেন, তুমি আমার লোকদেরকে
মরুভূমিতে আমার সেবা করার জন্য ছেড়ে দাও;
কিন্তু তুমি এই পর্যন্ত মনোযোগ দাও নি।
১৭ মাবুদ এই কথা বলেন, আমি যে মাবুদ, তা
তুমি এতে জানতে পারবে; দেখ, আমি আমার
হাতের লাঠি দিয়ে নদীর পানিতে আঘাত করবো,
তাতে তা রক্ত হয়ে যাবে; ১৮ আর নদীতে যে
সমস্ত মাছ আছে, তারা মরে যাবে এবং নদীতে
দুর্গন্ধ হবে; আর নদীর পানি পান করতে
মিসরীয়দের ঘৃণা জন্মাবে।
১৯ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, হারুনকে এই
কথা বল, তুমি তোমার লাঠি নিয়ে মিসরের
পানির উপরে, দেশের নদী, খাল, বিল ও সমস্ত
জলাশয়ের উপরে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও;
তাতে সেসব পানি রক্ত হয়ে যাবে এবং মিসর
দেশের সর্বত্র কাঠ ও পাথরের পাত্রের পানিও রক্ত
হয়ে যাবে।
২০ তখন মূসা ও হারুন মাবুদের হুকুম অনুসারে
সেরকম করলেন, তিনি লাঠি তুলে ফেরাউনের ও
তাঁর কর্মকর্তাদের সম্মুখে নদীর পানিতে আঘাত
করলেন; তাতে নদীর সমস্ত পানি রক্ত হয়ে
গেলো। ২১ তাতে নদীর সমস্ত মাছ মারা গেল ও
নদীতে দুর্গন্ধ হল এবং মিসরীয়েরা নদীর পানি
পান করতে পারল না; মিসর দেশের সর্বত্র রক্ত
হল। ২২ তখন মিসরীয় জাদুকরেরাও তাদের
জাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই কাজ করলে পর
ফেরাউনের অন্তর কঠিন হল এবং মাবুদ যেমন
বলেছিলেন তেমনি তিনি তাঁদের কথায়
মনোযোগ দিলেন না। ২৩ পরে ফেরাউন নিজের
বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি সেই দিকে কোন
মনোযোগ দিলেন না। ২৪ আর মিসরীয়েরা
সকলে নদীর পানি পান করতে না পারাতে
পানির জন্য নদীর আশেপাশে চারদিকে খনন
করলো।

মিসরের উপর দ্বিতীয় গজব– ব্যাঙের উৎপাত

৮ ১ নদীতে মাবুদ আঘাত করার পর সাত
দিন গত হল। পরে মাবুদ মূসাকে
বললেন, তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, তাকে
বল, মাবুদ এই কথা বলেন, আমার সেবা করার
জন্য আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও। ২ যদি
ছেড়ে দিতে অসম্মত হও, তবে দেখ, আমি ব্যাঙ
দ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে আঘাত করবো।
৩ নদী ব্যাঙে পরিপূর্ণ হবে; সেসব ব্যাঙ উঠে
তোমার বাড়িতে, শয়নাগারে ও বিছানায় এবং
তোমার কর্মকর্তাদের বাড়িতে, তোমার লোকদের
মধ্যে, তোমার তুন্দুরে ও তোমার আটা মাখবার
পাত্রে প্রবেশ করবে; ৪ আর তোমার, তোমার
লোকদের ও তোমার সমস্ত কর্মকর্তাদের উপরে
ব্যাঙ উঠবে। ৫ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন,
হারুনকে বল, তুমি সমস্ত নদী, খাল ও বিলের
উপরে লাঠিসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে মিসর দেশের

ইশা ৭:১১; ৫৫:১৩; ইউ ২:১১।
[৭:১১] দ্বি:বি ১৮:১০; ১শামু ৬:২; ২বাদশা ২১:৬; ইশা ২:৬; ৪৭:১২; ইয়ার ২৭:৯; মালা ৩:৫।
[৭:১৫] পয়দা ৪১:১।
[৭:১৭] প্রকা ১১:৬; ১৬:৪।
[৭:১৮] ইশা ১৯:৬; জবুর ৭৮:৪৪।
[৭:১৯] ২বাদশা ৫:১১।
[৭:২০] জবুর ৭৮:৪৪; ১০৫:২৯; ১১৪:৩; হবক ৩:৮।
[৭:২২] মথি ২৪:২৪; জবুর ১০৫:২৮।
[৮:২] জবুর ৭৮:৪৫; ১০৫:৩০; প্রকা ১৬:১৩।

দেবদেবীর ওপরে মাবুদের ক্ষমতা দেখতে পেল।

৭:১৫ নীল নদী। ১:২২ এর নোট দেখুন। এই আঘাতটা ছিল বড় বেশি ভয়াবহ কারণ তার দ্বারা নদীর ক্ষতি হয়েছিল, আর ঐ নদী ছিল যেন মিসরীয়দের প্রাণ।

৭:১৯ তুমি তোমার লাঠি নিয়ে ... তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। এ কাজের জন্য হারুনকে তাঁর হাত প্রসারিত করতে হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র হাত বাড়িয়ে দেয়া বা প্রসারিত করার অর্থ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর যত্ন (১৫:১২,১৬, দ্বি:বি: ৫:১৫, ইশা ১৪:২৭, ৪০:১০)। একই ভাবে মূসার হাত বাড়িয়ে দেয়ার দ্বারা আল্লাহ্‌র মনোনীত লোকদের রক্ষার জন্য তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে বুঝায় (১৪:২১,২৭, ১৭:১০-১৩)।

৭:২০ নদীর। মিসরীয়েরা জীবন রক্ষাকারী নীল নদীর পানির উপর নির্ভর করতো আর সেজন্য এই নদীকে হাপি দেবতা বলে এই নদীকে দেবত্ব আরোপ করা হতো। সেজন্য এই নদীর উদ্দেশ্য তারা প্রশংসাসূচক গান লিখত ও এর উপাসনা করতো।

৭:২৪ পানির জন্য নদীর আশেপাশে চারদিকে খনন করলো। নদী থেকে আসা খাল, পুকুরের নালার পানি ও জমা করা সমস্ত পানিই রক্তে পরিণত হয়ে যায়। কিতাবুল মোকাদ্দসে বলা হয় নি যে, মিসরের জাদুকররা কোথায় রক্তে পরিণত করার জন্য ভালো জল পেয়েছিল। কিন্তু মূসা ও হারুন আল্লাহ্‌র শক্তিতে যা যা করেছিলেন তার ক্ষতি এত মারাত্মক হয়েছিল যে, মিসরের লোকদের মাটি খুঁড়ে পানি বের করতে হয়, কারণ নদীর পানি পানযোগ্য ছিল না।

৮:১ সাত দিন। সাত সংখ্যা দিয়ে পরিপূর্ণতা বুঝাতো।

৮:২ ব্যাঙ দ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে আঘাত করবো। ব্যাঙ বিল এলাকায় ও নদনদীর কিনারে বেশি থাকে। নীল নদীর কাছের এলাকায় ব্যাঙের উৎপাত আগে থেকেই ছিল। মিসরের লোকদের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙের উৎপাত নতুন বিষয় ছিল না। কিন্তু যে উৎপাতের কথা এখানে বলা হয়েছে তা ছিল অসাধারণ ও অত্যন্ত বেশি।

৮:৫-৬ লাঠিসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে ... ব্যাঙ আনাও। ৭:১৯ এর

BACIB
International Bible
CHURCH

উপরে ব্যাঙ আনাও। ৬ তাতে হারুন মিসরের
সমস্ত পানির উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলে পর
ব্যাঙেরা উঠে এসে মিসর দেশ ছেয়ে ফেললো।
৭ আর জাদুকরেরাও জাদুমন্ত্রের জোরে সেই
একই কাজ করে মিসর দেশের উপরে ব্যাঙ
আনলো।
৮ পরে ফেরাউন মূসা ও হারুনকে ডেকে
বললেন, মাবুদের কাছে ফরিয়াদ কর, যেন তিনি
আমার কাছ থেকে ও আমার লোকদের কাছ
থেকে এসব ব্যাঙ দূর করে দেন, তাতে আমি
লোকদেরকে ছেড়ে দেব, যেন তারা মাবুদের
উদ্দেশে পশু-কোরবানী করতে পারে। ৯ তখন
মূসা ফেরাউনকে বললেন, মেহেরবানী করে
আমাকে বলুন, আপনার ও আপনার কর্মকর্তাদের
ও লোকদের জন্য কখন আমি মুনাজাত করবো
যাতে সমস্ত ব্যাঙ আপনার কাছ থেকে ও
আপনার সমস্ত ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে
কেবল নদীতে থাকে। ১০ তিনি বললেন,
আগামীকাল। তখন মূসা বললেন, আপনার কথা
অনুসারেই হোক, যেন আপনি জানতে পারেন
যে, আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের মত আর কেউ
নেই; ১১ ব্যাঙগুলো আপনার কাছ থেকে ও
আপনার বাড়ি-ঘর, কর্মকর্তাদের ও লোকদের
কাছ থেকে দূর হয়ে কেবল নদীতেই থাকবে।
১২ পরে মূসা ও হারুন ফেরাউনের কাছ থেকে
বাইরে গেলেন এবং মূসা ফেরাউনের বিরুদ্ধে
যেসব ব্যাঙ এনেছিলেন, সেসব বিষয়ে মাবুদের
কাছে ফরিয়াদ জানালেন। ১৩ আর মাবুদ মূসার
কথা অনুসারে করলেন, তাতে বাড়িতে, প্রাঙ্গণে
ও ক্ষেতে সমস্ত ব্যাঙ মারা গেল। ১৪ তখন
লোকেরা সেসব একত্র করে ঢিবি করলে দেশে
দুর্গন্ধ হল। ১৫ কিন্তু ফেরাউন যখন দেখলেন,
ব্যাঙের উৎপাত আর নেই, তখন তাঁর অন্তর
কঠিন করলেন, তাঁদের কথায় মনোযোগ দিলেন
না। মাবুদ যেমন বলেছিলেন তেমনি হল।

মিসরের উপর তৃতীয় গজব— মশার আক্রমণ

১৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, হারুনকে বল,
তুমি তোমার লাঠি তুলে ভূমির ধূলিতে প্রহার
কর, তাতে সেই ধূলি মশায় পরিণত হয়ে সারা
মিসর দেশ ছেয়ে ফেলবে। ১৭ তখন তাঁরা তা-ই
করলেন; হারুন তাঁর লাঠি সহ হাত বাড়িয়ে
ভূমির ধূলিতে প্রহার করলেন, তাতে মানুষের ও
পশুর উপর মশার উৎপাত দেখা দিল, মিসর
দেশের সর্বত্র ভূমির সমস্ত ধূলি মশায় পরিণত
হয়ে গেল। ১৮ তখন জাদুকরেরা তাদের জাদু-
মন্ত্রের জোরে মশা উৎপন্ন করার জন্য সেরকম
করলো বটে কিন্তু পারল না, আর মানুষ ও পশুর
উপর মশার উৎপাত হতে লাগল। ১৯ তখন
জাদুকরেরা ফেরাউনকে বললো, এতে আল্লাহ্‌র
আঙ্গুলের ইশারা আছে। তবুও ফেরাউনের অন্তর
কঠিন হল, তিনি তাঁদের কথায় মনোযোগ দিলেন
না; যেমন মাবুদ বলেছিলেন।

মিসরের উপর চতুর্থ গজব— দংশকের আক্রমণ

২০ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি খুব ভোরে
উঠে গিয়ে ফেরাউনের সম্মুখে দাঁড়াও; দেখ, সে
পানির কাছে আসবে; তুমি তাকে এই কথা বল,
মাবুদ এই কথা বলেন, আমার সেবা করার জন্য
আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও। ২১ যদি আমার
লোকদেরকে ছেড়ে না দাও, তবে দেখ, আমি
তোমার উপর, তোমার কর্মকর্তাদের উপর,
লোকদের ও সমস্ত বাড়ি-ঘরের উপর ডাঁশ মাছির
ঝাঁক প্রেরণ করবো; মিসরীয়দের বাড়ি-ঘরগুলো,
এমন কি, তাদের বাসভূমিও ডাঁশ মাছিতে
পরিপূর্ণ হবে। ২২ কিন্তু আমি সেদিন আমার
লোকদের নিবাসস্থান গোশন প্রদেশ পৃথক
করবো; সেই স্থানে ডাঁশ মাছি থাকবে না; যেন
তুমি জানতে পার যে, দুনিয়ার মধ্যে আমিই
মাবুদ। ২৩ আমি আমার লোক ও তোমার
লোকদের মধ্যে প্রভেদ করবো; আগামীকাল এই
চিহ্ন হবে। ২৪ পরে মাবুদ সেরকম করলেন,
ফেরাউন ও তাঁর কর্মকর্তাদের বাড়িতে ডাঁশ
মাছির বড় বড় ঝাঁক উপস্থিত হল; তাতে সমস্ত
মিসর দেশে ডাঁশ মাছির ঝাঁক হেতু দেশটার
সর্বনাশ হতে লাগল।

[৮:৬] জবুর ৭৮:৪৫; ১০৫:৩০।
[৮:৭] মথি ২৪:২৪।
[৮:৮] শুমারী ২১:৭; ১শামু ১২:১৯; ১বাদশা ১৩:৬; ইয়ার ৪২:২; প্রেরিত ৮:২৪।
[৮:১০] দ্বি:বি ৩:২৪; ৪:৩৫; ৩৩:২৬; ২শামু ৭:২২; ১বাদশা ৮:২৩; ১খান্দান ১৭:২০; ২খান্দান ৬:১৪; জবুর ৭১:১৯; ৮৬:৮; ৮৯:৬; ১১৩:৫; ইশা ৪০:১৮; ৪২:৮; ৪৬:৯; ইয়ার ১০:৬; ৪৯:১৯; মীখা ৭:১৮।
[৮:১৩] ইয়াকুব ৫:১৬-১৮।
[৮:১৫] হেদা ৮:১১।
[৮:১৭] জবুর ১০৫:৩১।
[৮:১৮] দানি ৫:৮।
[৮:১৯] ১শামু ৬:৯; নহি ৯:৬; জবুর ৮:৩; ৩৩:৬; লূক ১১:২০।
[৮:২২] দ্বি:বি ৪:২০; ৭:৬; ১৪:২; ২৬:১৮; ১বাদশা ৮:৩৬; আইউ ৩৬:১১; জবুর ৩৩:১২; ১৩৫:৪; মালা ৩:১৭।
[৮:২৪] জবুর ৭৮:৪৫; ১০৫:৩১।

নোট দেখুন। হারুন কেবল মূসার হয়েই কথা বলছেন না, কিন্তু আল্লাহ্‌র অলৌকিক কাজ যেন ঘটে তার জন্যও কাজ করেছেন।

৮:৭ জাদুকরেরাও। ৭:৮-১১ এর নোট দেখুন।

৮:৮ পশু-কোরবানী। ৩:১৮ এর নোট দেখুন।

৮:১০ আল্লাহ্‌ মাবুদের। ৩:৪ এর নোট দেখুন।

৮:১৬ মশায় পরিণত হয়ে। শরৎ কালের শেষে ছোট্ট এই দংশনকারি কীট নীল নদীর আশেপাশে জলাশয়ে জন্মাতো।

৮:১৯ আল্লাহ্‌র আঙ্গুলের ইশারা আছে। আল্লাহ্‌র অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ও ভাষালঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে (দেখুন, ৩১:১৮; জবুর ৮:৩)। ঈসা "আল্লাহ্‌র আঙ্গুল দ্বারা" বদ-রূহ্‌ ছাড়িয়েছেন (লূক ১১:২০)। একই রকম ভাষালঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে যখন বলা হয়েছে "মাবুদের হাত" ৯:৩ আয়াতে এবং "মাবুদের বাহু" ইশা ৫১:৯ আয়াতে।

৮:২২-২৩ গোশন প্রদেশ পৃথক করবো। ১:৭ এর নোট দেখুন। মিসরের লোকেরা তাদের নিজেদের সাধারণ লোকদের থেকে ইবরানীদের আলাদা থাকতে দিয়েছিল, কারণ তাদের রীতিনীতি ও বিশ্বাস ছিল তাদের থেকে আলাদা (পয়দা ৪৩:৩২)। এই আঘাত ও পঞ্চম আঘাতের মধ্যে আল্লাহ্‌ মূসার ও ফেরাউনের লোকদের মধ্যে একটি "আলাদা" ব্যবস্থা (২৩) করেছেন (দেখুন ৯:৪, ৬), দেখুন সপ্তম আঘাত (৯:২৬), নবম আঘাত (১০:২৩) এবং দশম আঘাত (১১:১৭– এবং খুব সম্ভবত ষষ্ঠ ও অষ্টম আঘাতও (দেখুন ৯:১১; ১০:৬)। এর মধ্য দিয়ে মাবুদ দেখিয়েছেন যে, তিনি যখন মিসরীয়দের দণ্ড দিচ্ছেন সেই দণ্ডের মধ্য থেকেও তাঁর লোকদের তিনি রক্ষা করতে পারেন।

২৫ তখন ফেরাউন মূসা ও হারুনকে ডেকে
এনে বললেন, তোমরা যাও দেশের মধ্যে
তোমাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কোরবানী কর।
২৬ মূসা বললেন, তা করা উচিত হবে না, কেননা
আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে মিসরীয়দের
ঘৃণাজনক কোরবানী করতে হবে; দেখুন,
মিসরীয়দের সাক্ষাতে তাদের ঘৃণাজনক কোরবানী
করলে তারা কি আমাদেরকে পাথরের আঘাতে
হত্যা করবে না? ২৭ আমরা তিন দিনের পথ
মরুভূমিতে গিয়ে, আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ যে
হুকুম দেবেন, সেই অনুসারে তাঁর উদ্দেশে কোর-
বানী করবো। ২৮ ফেরাউন বললেন, আমি
তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা মরুভূমিতে গিয়ে
তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী
কর; কিন্তু অনেক দূরে যেও না; তোমরা আমার
জন্য মিনতি কর। ২৯ তখন মূসা বললেন, দেখুন,
আমি আপনার কাছ থেকে গিয়ে মাবুদের কাছে
মিনতি করবো, তাতে ফেরাউন, তাঁর
কর্মকর্তাদের ও তাঁর লোকদের কাছ থেকে
আগামীকাল ডাঁশ মাছির ঝাঁকগুলো দূরে যাবে;
কিন্তু মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করার জন্য
লোকদেরকে ছেড়ে দেবার বিষয়ে ফেরাউন
পুনর্বার যেন প্রবঞ্চনা না করেন।
৩০ পরে মূসা ফেরাউনের কাছ থেকে বাইরে
গিয়ে মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানালেন। ৩১ তখন
মাবুদ মূসার কথা অনুসারে কাজ করলেন;
ফেরাউন, তাঁর কর্মকর্তাদের ও লোকদের কাছ
থেকে ডাঁশ মাছির সমস্ত ঝাঁক দূর করলেন;
একটিও অবশিষ্ট রইলো না। ৩২ কিন্তু এবারও
ফেরাউন তাঁর অন্তর কঠিন করলেন, লোকদের
ছেড়ে দিলেন না।

[৮:২৬] পয়দা ৪৩:৩২।

[৮:২৭] পয়দা ৩০:৩৬।

[৮:২৮] প্রেরিত ৮:২৪।

[৮:২৯] ইশা ২৬:১০।

[৯:৩] ১শামু ৫:৬; আইউ ১৩:২১; জবুর ৩২:৪; ৩৯:১০; প্রেরিত ১৩:১১।

[৯:৬] জবুর ৭৮:৪৮-৫০।

[৯:৯] লেবীয় ১৩:১৮, ১৯; দ্বিঃবি ২৮:২৭, ৩৫; ২বাদশা ২০:৭; আইউ ২:৭; ইশা ৩৮:২১; প্রকা ১৬:২।

মিসরের উপর পঞ্চম গজব– পশুদের মৃত্যু

৯ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি
ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বল,
ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ্‌ এই কথা বলেন,
আমার সেবা করার জন্য আমার লোকদেরকে
ছেড়ে দাও। ২ যদি তাদেরকে ছেড়ে দিতে
অসম্মত হও, অথবা এখনও বাধা দাও, ৩ তবে
দেখ, তোমার ক্ষেতে যে সব পশু রয়েছে, অর্থাৎ
তোমার ঘোড়া, গাধা, উট, গরুর পাল ও ভেড়ার
পালের উপর মাবুদের হাত রয়েছে; কঠিন
মহামারী হবে। ৪ কিন্তু মাবুদ ইসরাইলের পশু ও
মিসরের পশুতে প্রভেদ করবেন; তাতে বনি-
ইসরাইলদের কোন পশু মরবে না। ৫ আর মাবুদ
সময় নির্ধারণ করে বললেন, আগামীকাল মাবুদ
দেশে এই কাজ করবেন। ৬ পরদিন মাবুদ তা-ই
করলেন, তাতে মিসরের সমস্ত পশু মারা গেল
কিন্তু বনি-ইসরাইলদের পশুদের মধ্যে একটিও
মারা গেল না। ৭ তখন ফেরাউন লোক পাঠিয়ে
সংবাদ পেলেন যে, বনি-ইসরাইলদের একটি
পশুও মারা যায় নি; তবুও ফেরাউনের অন্তর
কঠিন হল এবং তিনি লোকদেরকে ছেড়ে দিলেন
না।

মিসরের উপর ষষ্ঠ গজব– স্ফোটক

৮ পরে মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, তোমরা
মুষ্টি পূর্ণ করে ভাটীর ভস্ম নাও এবং মূসা
ফেরাউনের সাক্ষাতে তা আসমানের দিকে
ছড়িয়ে দিক। ৯ তা সমস্ত মিসর দেশ-ব্যাপী সূক্ষ্ম
ধূলি হয়ে সেই দেশের সর্বত্র মানুষ ও পশুদের
শরীরে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক জন্মাবে। ১০ তখন তাঁরা
ভাটির ভস্ম নিয়ে ফেরাউনের সম্মুখে দাঁড়ালেন
এবং মূসা আসমানের দিকে তা ছড়িয়ে দিলেন,
তাতে মানুষ ও পশুদের শরীরে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক

৮:২৬ মিসরীয়দের সাক্ষাতে তাদের ঘৃণাজনক কোরবানী করলে। ৩:১৮ কোরবানী করার এর নোট দেখুন। ইবরানীদের ধর্ম-কর্মের মধ্যে পশু কোরবানী একটা বড় বিষয় থাকায় মিসরীয়রা তা পছন্দ করতো না। মূসা চান যেন তাদের ঐ কোরবানী করার জন্য ইবরানীরা ঐ দেশের বাইরে যেতে পারে তাহলে মিসরের লোকেরা ঐ বিষয় দেখতে পারবে না ও তারা অসন্তুষ্ট হবে না।

৮:৩২ ফেরাউন তাঁর অন্তর কঠিন করলেন। ৭:৩-৪ এর নোট দেখুন।

৯:১ ইবরানীদের। ৫:৩ এর নোট দেখুন।

৯:৩ কঠিন মহামারী হবে। আসলে কোন ধরনের ব্যাধি তা জানা যায় না, কিন্তু মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে এ্যানথ্রাক্সের মত বিভিন্ন ব্যাধির জীবানু ছড়িয়ে দিতে পারে, যে সমস্ত ব্যাধি পশুপালের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। মিসরের লোকেরা পশুর মাথা আছে এমন দেবতার পূজা করতো; যেমন আপিস দেবতা (ষাড়), মেভিস দেবী (গাভী), খুম দেবতা (ভেড়া)। ঐ মারাত্মক ব্যাধির মধ্য দিয়ে মিসরীয়দের পশু-দেবদেবীদের ওপরে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে।

৯:৫ আগামীকাল। যে সমস্ত মিসরীয়রা মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় করতে শুরু করেছে তাদের একটু সময় দেওয়া যাতে তারা তাদের পশু পাল মাঠ থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারে (দেখুন, ২০)– এটা বিচারের সময়েও এক রকম অনুগ্রহ।

৯:৬ মিসরের সমস্ত পশু মারা গেল। এর মানে যে সমস্ত পশুপাল মাঠে ছিল– যারা তাদের পশুপাল মাঠ থেকে নিরাপদ স্থানে আনে নি সেই সমস্ত পশু। যে সমস্ত পশু নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হয়েছিল তারা বেঁচে গেল (দেখুন, ১৯-২১)।

৯:৮ ভাটীর ভস্ম নাও। ঐ ভাটী বা চুল্লী হয়তো ইটের তৈরি ছিল যে ইট ইবরানীরা তৈরি করতো। যে সমস্ত ঘা ও ফোড়া লোকদের হল তার কারণ বোধ হয় ছিল সেসব জীবানু যা আগে পশুপালের ব্যাধির পেছনে ছিল (৯:৩ দেখুন)। ঐ জীবানু মানুষের শরীরেও ঘা তৈরি করতে পারে যা শরীরে জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি করতে পারে।

৯:৯ ক্ষতযুক্ত স্ফোটক। খুব সম্ভবত চামড়ায় এনথ্রাক্স (নানা রকম আঘাত তাদের পশুদের উপর নেমে এসেছিল ১-৭ আয়াতের মধ্যে দেখা যায়), কালো রঙ্গের ব্রনো যা একটি ফোড়ায় রুপান্তরিত হয়। এই আঘাত শুধু পশুদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে নি কিন্তু তা মিসরের মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

হল। ১১ সেই স্ফোটকের দরুন জাদুকরেরা মূসার
সম্মুখে দাঁড়াতে পারল না, কারণ জাদুকরদের ও
সমস্ত মিসরীয়ের শরীরে স্ফোটক জন্মালো।
১২ আর মাবুদ ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন।
তিনি তাদের কথায় মনোযোগ দিলেন না, যেমন
মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন।

মিসরের উপর সপ্তম গজব– শিলাবৃষ্টি

১৩ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি খুব
ভোরে উঠে ফেরাউনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে
এই কথা বলো, ইবরানীদের আল্লাহ্‌ মাবুদ এই
কথা বলেন, আমার সেবা করার জন্য আমার
লোকদেরকে ছেড়ে দাও; ১৪ নতুবা এবার আমি
তোমার হৃদয়ের বিরুদ্ধে এবং তোমার দরবারের
লোকদের ও লোকদের মধ্যে আমার সমস্ত
রকমের গজব প্রেরণ করবো; যেন তুমি জানতে
পার যে, সারা দুনিয়াতে আমার মত আর কেউই
নেই। ১৫ কেননা এত দিনে আমি আমার হাত
বাড়িয়ে মহামারী দ্বারা তোমাকে ও তোমার
লোকদেরকে আঘাত করতে পারতাম; তা করলে
তুমি দুনিয়া থেকে উচ্ছিন্ন হতে। ১৬ কিন্তু বাস্তবিক
আমি এজন্যই তোমাকে স্থাপন করেছি যেন
আমার ক্ষমতা তোমাকে দেখাই ও সারা দুনিয়াতে
আমার নাম কীর্তিত হয়। ১৭ এখনও তুমি দম্ভ
করে আমার লোকদেরকে ছেড়ে দিতে চাইছো
না। ১৮ দেখ, মিসরের পত্তন থেকে আজ পর্যন্ত
যেরকম কখনও হয় নি, সে রকম প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি
আমি আগামীকাল এই সময়ে বর্ষাবো।
১৯ অতএব তুমি এখন লোক পাঠিয়ে ক্ষেতে
তোমার পশু ও আর যা কিছু আছে সেই সমস্ত
তাড়াতাড়ি আনাও; যে মানুষ ও পশু বাড়ির
বাইরে ক্ষেতে থাকবে তাদের উপরে শিলাবৃষ্টি
হবে আর তাতে তারা মারা যাবে। ২০ তখন
ফেরাউনের কর্মকর্তাদের মধ্যে যে মাবুদের
কালামে ভয় পেল, সে শীঘ্র তার গোলাম ও
পশুদেরকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসল। ২১ আর
যে মাবুদের কালামে মনোযোগ দিল না সে তার
গোলাম ও পশুদেরকে ক্ষেতে থাকতে দিল।
২২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি আসমানের
দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, তাতে মিসর
দেশের সর্বত্র শিলাবৃষ্টি হবে, মিসর দেশের
মানুষ, পশু ও ক্ষেতের সমস্ত ওষধির উপরে তা
বর্ষিত হবে। ২৩ পরে মূসা তাঁর লাঠি আসমানের
দিকে বিস্তার করলে মাবুদ মেঘ-গর্জন করালেন
ও শিলাবৃষ্টি বর্ষালেন; আর আগুন ভূমির উপরে
বেগে এসে পড়লো। এভাবে মাবুদ মিসর দেশে
শিলাবৃষ্টি বর্ষালেন। ২৪ তাতে শিলা এবং শিলার
সঙ্গে মিশানো আগ্নিবৃষ্টিও হওয়াতে তা অতি
দুঃসহ হল; এরকম শিলাবৃষ্টি মিসর দেশে রাজ্য
স্থাপনের সময় থেকে কখনও হয় নি। ২৫ তাতে
সমস্ত মিসর দেশের ক্ষেতের মানুষ ও পশু
সকলেই শিলা দ্বারা আহত হল ও ক্ষেতের সমস্ত
ওষধি শিলা-বৃষ্টির আঘাতে নষ্ট ও সমস্ত গাছ
ভেঙ্গে গেল। ২৬ কেবল বনি-ইসরাইলদের
বাসস্থান গোশন প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হল না।
২৭ পরে ফেরাউন লোক পাঠিয়ে মূসা ও হারুনকে
ডেকে এনে বললেন, এবার আমি গুনাহ্‌ করেছি;
মাবুদ ধর্মময় কিন্তু আমি ও আমার লোকেরাই
দোষী। ২৮ তোমরা মাবুদের কাছে ফরিয়াদ কর;
বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি যথেষ্ট হয়েছে। আমি
তোমাদেরকে ছেড়ে দেব, তোমাদের আর বিলম্ব
হবে না। ২৯ তখন মূসা তাঁকে বললেন, আমি
নগর থেকে বাইরে গিয়ে আমার দু'হাত মাবুদের
কাছে তুলে ধরবো, তাতে মেঘ-গর্জন নিবৃত্ত হবে
ও শিলাবৃষ্টি আর হবে না, যেন আপনি জানতে
পারেন যে, দুনিয়া মাবুদেরই। ৩০ কিন্তু আমি
জানি, আপনি ও আপনার কর্মকর্তারা, আপনারা
এখনও মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না। ৩১ সেই
সময় সব মসিনা ও যব ধ্বংস হল, কেননা যব
শীষযুক্ত ও মসিনা পুষ্পিত হয়েছিল। ৩২ কিন্তু
গম ও জনার বড় না হওয়াতে ধ্বংস হল না।

[৯:১৪] ১শামু ২:২; ২শামু ৭:২২; ১বাদশা ৮:২৩; ১খান্দান ১৭:২০; মীখা ৭:১৮।
[৯:১৬] মেসাল ১৬:৪; রোমীয় ৯:১৭।
[৯:১৮] ইউসা ১০:১১; ইশা ৩০:৩০; ইহি ৩৮:২২; হগয় ২:১৭।
[৯:২০] মেসাল ১৩:১৩।
[৯:২১] পয়দা ১৯:১৪।
[৯:২৩] ১শামু ৭:১০; ১২:১৭; জবুর ১৮:১৩; ২৯:৩; ৬৮:৩৩; ৭৭:১৭; ১০৪:৭; প্রকা ৮:৭; ১৬:২১।
[৯:২৫] জবুর ১০৫:৩২-৩৩; ইহি ১৩:১৩।
[৯:২৬] ইশা ৩২:১৮-২০; আমোস ৪:৭।
[৯:২৭] মাতম ১:১৮।
[৯:২৮] প্রেরিত ৮:২৪।
[৯:২৯] ১বাদশা ৮:২২, ৩৮; আইউ ১১:১৩; ইশা ১:১৫; ১করি ১০:২৬।
[৯:৩১] দ্বি:বি ৮:৮; রূত ১:২২; ২:২৩; ২শামু ১৪:৩০; ১৭:২৮; ইশা ২৮:২৫; ইহি ৪:৯; যোয়েল ১:১১।
[৯:৩২] ইশা

৯:১১ জাদুকরেরা। ৭:৮-১১ এর নোট দেখুন। আমরা লক্ষ্য করি একটার পর একটা আঘাত যতই বাড়ে জাদুকরদের ক্ষমতা ততই কমে আসে।

৯:১২ ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন। ৭:৩-৪ এর নোট দেখুন।

৯:১৬ যেন আমার ক্ষমতা তোমাকে দেখাই। আল্লাহ্‌ মিসরের ওপরে যে সমস্ত আঘাত পাঠিয়েছিলেন তা দিয়ে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে (রোমীয় ৯:১৭)। ৭:৩-৪ এর নোট দেখুন।

৯:১৮ আগামীকাল। মূসার আগাম সর্তক ঘোষণা যারা আঘাত আসবে বলে বিশ্বাস করেছিল তাদের পশুপাল নিরাপদ আশ্রয়ে নেবার সময় দেয়া হয়েছিল (৯:২০-২১)।

৯:২২ তুমি আসমানের দিকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। এটা ছিল মুনাজাতের একটা সাধারণ ভঙ্গি (৯:২৯ দেখুন)। ৭:১৯ ও দেখুন।

৯:২৬ গোশন। ১:৭ এর নোট দেখুন।

৯:২৭ এবার আমি গুনাহ্‌ করেছি। গুনাহ্‌ হল আল্লাহ্‌র দিক থেকে অন্য দিকে জীবন ফিরিয়ে নেয়া এবং তাঁর ব্যবস্থা অমান্য করা। এখানে মিসরের বাদশাহ্‌ আল্লাহ্‌র কথার অবাধ্য হবার গুনাহ্‌ স্বীকার করছেন।

৯:২৯ আমার দু'হাত মাবুদের কাছে তুলে ধরবো। দেখুন, ১ বাদশাহ্‌ ৮:২২, ৩৮, ৫৪; ২ বংশা ৬:১২১৩, ২৯; উজা ৯:৫; জবুর ৪৪:২০; ৮৮:৯; ১৪৩:৬; ইশা ১:১৫; ১ তীম ২:৮। মানুষ যে হাত উঁচুতে তুলে ধরে মুনাজাত বা প্রার্থনা করতো এমন ভংগি পুরানো দিনের মধ্যপ্রাচ্যেও অনেক জায়গায় প্রত্নতত্ত্বের খনন কার্যের ফলে আবিস্কৃত হয়েছে।

৯:৩০ এখনও মাবুদ আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না। যে ইবরানী শব্দকে "ভয়" অনুবাদ করা হয়েছে তার অর্থ "সম্মান" বা "ভক্তি" করাও হয়। মাবুদের বিষয়ে আরো জানার জন্য ৩:৪ এর নোট দেখুন। এখানে যে ইবরানী নাম "আল্লাহ্‌" অনুবাদ করা হয়েছে তা হচ্ছে 'ইলোহিম'। ইলোহিম হচ্ছে ইসরাইল জাতির ব্যবহৃত একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র একটি নাম।

৯:৩১-৩২ মসিনা ও যব ... গম ও জনার। মসীনার ফুলের নীল

৩৩ পরে ফেরাউনের কাছ থেকে নগরের বাইরে
গিয়ে মূসা মাবুদের দিকে তাঁর দু'হাত তুলে
ধরলেন, তাতে মেঘ-গর্জন ও শিলাবৃষ্টি নিবৃত্ত হল
এবং ভূমিতে আর বৃষ্টির ধারা বর্ষালো না।
৩৪ তখন বৃষ্টি, শিলাবর্ষণ ও মেঘ-গর্জন নিবৃত্ত হল
দেখে ফেরাউন আরও গুনাহ্ করলেন, তিনি ও
তাঁর কর্মকর্তারা নিজ নিজ অন্তর কঠিন করলেন।
৩৫ ফেরাউনের অন্তর কঠিন হওয়াতে তিনি বনি-
ইসরাইলদেরকে যেতে দিলেন না; যেমন মাবুদ
মূসার মধ্য দিয়ে বলেছিলেন।

মিসরের উপর অষ্টম গজব– পঙ্গপালের আক্রমণ

১০ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি
ফেরাউনের কাছে যাও; কেননা আমি
তার ও তার কর্মকর্তাদের অন্তর কঠিন করলাম।
আমি তাদের মধ্যে আমার এসব চিহ্ন-কাজ
দেখাব, ২ এবং আমি মিসরীয়দের প্রতি যা যা
করেছি ও তাদের মধ্যে আমার যে যে প্রমাণ
রেখেছি তার বৃত্তান্ত যেন তুমি তোমার পুত্রের ও
পৌত্রের কাছে প্রকাশ করতে পার এবং এভাবে
তারা জানতে পারবে যে, আমি যে মাবুদ।
৩ তখন মূসা ও হারুন ফেরাউনের কাছে গিয়ে
বললেন, ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ্ এই কথা
বলেন, তুমি আমার সম্মুখে নম্র হতে কত কাল
অসম্মত থাকবে? আমার সেবা করার জন্য
আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও। ৪ কিন্তু যদি
আমার লোকদেরকে ছেড়ে দিতে অসম্মত হও,
তবে দেখ, আমি আগামীকাল তোমার সীমাতে
পঙ্গপাল নিয়ে আসব। ৫ তারা ভূতল এমন

২৮:২৫।

[১০:১] ইউসা ২৪:১৭; নহি ৯:১০; জবুর ৭৪:৯; ১০৫:২৬-৩৬।
[১০:২] দ্বি:বি ৪:৯; ৬:২০; ৩২:৭; ইউসা ৪:৬; ১শামু ৬:৬; জবুর ৪৪:১; ৭১:১৮; ৭৮:৪, ৫; যোয়েল ১:৩।
[১০:৩] ১বাদশা ২১:২৯; ২বাদশা ২২:১৯; ২খান্দান ৭:১৪; ১২:৭; ৩৩:২৩; ৩৪:২৭; আইউ ৪২:৬; ইশা

রংয়ের পাঁচটি পাপড়ি থাকে। মসিনার বীজের তেল খাবার হিসাবে ও রং তৈরির জন্য ব্যবহৃত করা হতো। মসিনা গাছের পাটকাঠি ছাদে শুকানো হতো। তার পরে তার আঁশ ছাড়ানো হতো, তার পরে তা আচঁড়িয়ে প্রস্তুত করে তা দিয়ে মসিনার কাপড় তৈরি করা হতো। যব ছিল খুব সস্তা এক প্রকার খাদ্য-শস্য। সাধারণত পশুর খাবার হিসাবে তা ব্যবহার করা হতো। তবে জরুরী অবস্থায় তা দিয়ে রুটিও বানানো হতো। এখানে যে গমের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ছিল গম ও গম জাতীয় এক রকমের শস্য যা দিয়ে মিহি ময়দা তৈরি করা হয়। এই শস্য মিসরের কোন কোন পুরানো কবরের ভেতর পাওয়া গেছে। গমকেই রুটির জন্য ময়দার সবচেয়ে ভাল শস্যরূপে মনে করা হতো। জনার ছিল এক প্রকাশ শস্য, গম জাতীয় শস্য পরিবরের এক রকম ঘাস থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, এই রকম শস্য মিসরীয় পুরানো কবরে পাওয়া গেছে। যদিও তা গম থেকে নিম্ন জাতের, কিন্তু এটি শুকনো মাটিতে ও উর্বর এলাকায় খুব ভাল জন্মে।

১০:২ তুমি তোমার পুত্রের ও পৌত্রের কাছে প্রকাশ করতে পার। আল্লাহ্ মাবুদ কর্তৃক উদ্ধারের এই কাহিনী পরবর্তী বংশধরদের কাছে বলার মাধ্যমের তা জীবন্ত বা স্মরণীয় করে রাখা যাতে তারা আল্লাহ্‌র এই মহিমান্বিত কাজ স্মরণে রাখে (দেখুন, ১২:২৬-২৭; ১৩:৮, ১৪-১৫; দ্বি:বি: ৪:৯; জবুর ৭৭:১১-২০; ৭৮:৪-৬, ৪৩-৫৩; ১০৫:২৬-৩৮; ১০৬:৭-১২; ১১৪:১-৩; ১৩৫:৮-৯; ১৩৬:১০-১৫)।

১০:৪ পঙ্গপাল। এই ধরনের ফরিঙ্গ অনেক সময় ঝাঁকে ঝাঁকে এসে শস্যের অনেক ক্ষতি করে থাকে। তারা এভাবে দুর্ভিক্ষের কারণও হতে পারে। বসন্তকালে ক্ষুধার্ত ছোট ছোট পঙ্গপালের ঝাঁক পূর্ব দিক থেকে বাতাসে উড়ে গিয়ে পশ্চিম দিকে মিসরে চলে যেত (১০:১৩)। কিতাবুল মোকাদ্দসে পঙ্গপালকে আল্লাহ্‌র

মিসরের উপর আঘাত

কিতাবুল মোকাদ্দসে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ কখনও কখনও দুষ্ট লোকদের শাস্তি দেবার জন্য আঘাত করেন, তাঁর নিজের লোকদের অবাধ্যতার কারণে তাদের উপরে তাঁর রাগ প্রকাশ করেন, অথবা সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা রূপে তাঁর ক্ষমতা আছে তা বুঝিয়ে দেবার জন্য সেসব আঘাত পাঠিয়ে থাকেন। ঐ সমস্ত আঘাত এতই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যে, ঐসব তাঁর কাছ থেকেই এসছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পয়দায়েশ ১২:১০-২০ অনুসারে জানতে পারা যায় যে, ইব্রাহিমের স্ত্রী সারা মিসরের বাদশাহ্‌র হেরেমে থাকার সময় তিনি তাঁর কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন যে, তিনি ছিলেন ইব্রাহিমের বোন। আল্লাহ্ ঐ সময়ে সেই বাদশাহ্ ও তাঁর পরিবারের উপরে ভয়ঙ্কর অসুস্থতা পাঠিয়ে দেন কারণ সারা ছিলেন ইব্রাহিমের স্ত্রী তাই তাঁকে স্ত্রীরূপে রাখার অধিকার অন্য কারো ছিল না। ১ শামুয়েল ৫-৬ এবং ১ বাদশাহ্‌নামা ১৯:৩৫ আল্লাহ্‌র পাঠানো অন্যান্য আঘাতের কথা দেখুন। কিতাবুল মোকাদ্দসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আঘাতগুলোর কথা আছে হিজরত কিতাবে যেগুলো ঘটেছিল মিসর দেশ থেকে বনি-ইসরাইল জাতির বের হয়ে আসার পূর্বে। যদিও মিসর দেশের ওঝা ও যাদুকরেরা ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার কিছু কিছু ঘটাতে পারত কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্ই ঐগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাগুলো ঘটাতে পেরেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো থেকে বনি-ইসরাইলদের রক্ষা করতেও পেরেছিলেন। আর মিসরের যাদুকরেরা স্বীকার করেছে যে, তাদের পক্ষে যে সমস্ত অলৌকিক কাজ করা সম্ভব ছিল না সে সব কাজ আল্লাহ্ করেছিলেন (হিজরত ৮:১০) – "এতে আল্লাহ্‌র আঙ্গুলের ছোঁয়া রয়েছে।" ঈসা মসীহ্ এরকমই একটা কথা বলেছেন যখন তিনি কিভাবে বদ-রূহে পাওয়া লোকদের মধ্যে থেকে বদ-রূহ্ তাড়াতে হয়, তা দেখিয়েছিলেন (লূক ১১:২০)। অনেকগুলো জুবরে (জবুর ৭৮:৪৩-৫১; ১০৫:২৬-৩৬; ১৩৫:৮,৯; ১৩৬:১০) এবং নবীদের লেখায় (যেমন আমোস ৪:১০; হবক্কুক ৩:৫) মিসর দেশে থেকে বনি-ইসরাইলদের বের হয়ে আসার ঘটনার জন্য ঐসব অদ্ভুত ঘটনাগুলোর যে প্রয়োজন ছিল তা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া বনি-ইসরাইলদের ঐসব ঘটনার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বনি-ইসরাইল জাতির উপরেও তিনি ঐ রকমের অমঙ্গল আনতে পারেন যদি তারা তাঁর আজ্ঞামত না চলে, যে আজ্ঞা তিনি হযরত মূসার মাধ্যমে তাদের দিয়েছিলেন (শুমারী ১৪:১২, দ্বি:বি: ২৮:২১-২৩; ২৮:৬০-৬২; ৩২:২৪)। পরের পৃষ্ঠায় সেই দশটি আঘাতের আলিকা দেয়া আছে দেখুন।

আচ্ছন্ন করবে যে, কেউ ভূমি দেখতে পাবে না;
আর শিলাবৃষ্টি থেকে যা কিছু রক্ষা পেয়েছে ও
অবশিষ্ট তোমাদের যা কিছু আছে তা তারা খেয়ে
ফেলবে এবং ক্ষেতে উৎপন্ন তোমাদের গাছগুলো
খেয়ে ফেলবে। ৬ আর তোমার বাড়ি-ঘর ও
তোমার সমস্ত কর্মকর্তাদের বাড়ি-ঘর ও সমস্ত
মিসরীয় লোকের বাড়ি-ঘর পঙ্গপালে পরিপূর্ণ
হবে; দুনিয়াতে তোমার পূর্বপুরুষদের ও তাদের
পূর্বপুরুষদের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কখনও
তেমন দেখা যায় নি। তখন তিনি মুখ ঘুরিয়ে
ফেরাউনের কাছ থেকে বের হয়ে আসলেন।
৭ তখন ফেরাউনের কর্মকর্তারা তাঁকে বললো,
এই ব্যক্তি কত কাল আমাদের ফাঁদ হয়ে থাকবে?
আল্লাহ্‌ মাবুদের সেবা করার জন্য এদেরকে ছেড়ে
দিন; আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না যে,
মিসর দেশ ছারখার হয়ে গেল? ৮ তখন মূসা ও
হারুনকে ফেরাউনের কাছে পুনর্বার নিয়ে আসা
হল; আর তিনি তাঁদেরকে বললেন, যাও, তোমরা
গিয়ে তোমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদের সেবা কর; কিন্তু
কে কে যাবে? ৯ মূসা বললেন, আমরা আমাদের

৫৮:৩; দানি ৫:২২; ইয়াকুব ৪:১০; ১পিতর ৫:৬। [১০:৪] দ্বি:বি ২৮:৩৮; জবুর ১০৫:৩৪;চৎ ৩০:২৭; যোয়েল ১:৪; প্রকা ৯:৩। [১০:৫] যোয়েল ১:৪। [১০:৬] যোয়েল ২:৯। [১০:৭] দ্বি:বি ৭:১৬; ১২:৩০; ২০:১৮; ইউসা ২৩:১৩; কাজী ২:৩; ৮:২৭; ১৬:৫; ১শামু ১৮:২১; জবুর ১০৬:৩৬; হেদা ৭:২৬। [১০:১৩] শুমারী ২০:৮; ১বাদশা ৮:৩৭; জবুর ৭৮:৪৬; ১০৫:৩৪; আমোস ৪:৯; নহূম

শিশু ও বৃদ্ধদেরকে, আমাদের পুত্রকন্যা এবং
গোমেষাদির পালও সঙ্গে নিয়ে যাব, কেননা
মাবুদের উদ্দেশে আমাদের উৎসব করতে হবে।
১০ তখন ফেরাউন তাঁদেরকে বললেন, যদি আমি
তোমাদের ও তোমাদের শিশুদের ছেড়ে দিই
তবে মাবুদ তোমাদের সহবর্তী হোন! তোমাদের
মনে দুরভিসন্ধি আছে; না, তা কখনও হবে না।
১১ মাত্র তোমাদের পুরুষেরা গিয়ে মাবুদের
এবাদত করুক; কারণ তোমরা তো এ-ই
চাইছো। পরে ফেরাউনের সম্মুখ থেকে তাঁদের
দূর করে দেওয়া হল।
১২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি মিসর
দেশের উপরে পঙ্গপালের জন্য হাত বাড়িয়ে
দাও, তাতে তারা মিসর দেশে এসে ভূমির সমস্ত
সবুজ লতাগুল্ম ও গাছপালা খেয়ে ফেলবে,
শিলাবৃষ্টি যা কিছু রেখে গেছে তা সবই খেয়ে
ফেলবে। ১৩ তখন মূসা মিসর দেশের উপরে
তাঁর লাঠিটি বাড়িয়ে ধরলেন, তাতে মাবুদ সমস্ত
দিন ও সমস্ত রাত দেশে পূর্বীয় বায়ু বহালেন,
আর সকাল হলে পূর্বীয় বায়ু পঙ্গপাল উড়িয়ে

শাস্তির হাতিয়ার হিসাবে দেখানো হয়েছে (দেখুন যোয়েল ১:৪-৭, আমোস ৭:১-৩; মালাখি ৩:৯-১১)।

১০:৭ এই ব্যক্তি কত কাল আমাদের ফাঁদ হয়ে থাকবে? ফেরাউনের রাজকর্মচারীরা হাস্যকরভাবে যে বাক্য এখানে ব্যবহার করেছে তা মূসা ৩ আয়াতে ইতিমধ্যেই ব্যবহার করেছেন। মিসর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা তা সব সময়েই তাদের জীবনে ধ্বংস নিয়ে আসে।

১০:১১ মাত্র তোমাদের পুরুষেরা গিয়ে। ফেরাউনের দিক থেকে বলা হয়েছে, (১) স্ত্রীলোক ও শিশুরা সেখানে গোলাম ও বন্দি হিসাবে অবস্থান করবে, এবং (২) সাধারণত মাত্র পুরুষেরাই পরিপূর্ণভাবে উপাসনায় যোগ দিয়ে দেবতাদের সেব করতো। হয়তো সেই ভেবেই বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্‌র এবাদত করার বিষয়ে এমন মন্তব্য করেছিল।

১০:১৩ পূর্বীয় বায়ু। মার্চ ও এপ্রিল মাসে সাধারণত পূর্ব দিকের শুকনা অঞ্চল থেকে বাতাস বয়ে আসত।

সংখ্যা	কি ঘটনা ঘটেছিল	পাক-কিতাবের অংশ (হিজরত)
১	নীল নদীর পানি রক্ত হয়ে যায়	৭:১৪-২৪
২	সারা দেশে ব্যাঙের উৎপাত	৮:১-১৫
৩	সমস্ত মানুষ ও পশুর উপরে মশার উৎপাত	৮:১৬-১৯
৪	বাড়ি-ঘরের সর্বত্র পোকায় ভরে যায়	৮:২০-২৪
৫	সব পশুপালের মড়ক	৯:১-৭
৬	মানুষ ও পশুর গায়ে ফোড়ার ঘা	৯:৮-১২
৭	মেঘ গর্জন, শিলাবৃষ্টি, ঝড়ে সমস্ত ফসল নষ্ট করে দেয়	৯:১৩-৩৫
৮	পঙ্গপালের ঝাঁক এসে সকল গাছ-পালা ও লতা পাতা খেয়ে শেষ করে দেয়	১০:১-২০
৯	ঘোর অন্ধকারে সমস্ত দেশ ছেড়ে যায়	১০:২১-২৯
১০	সমস্ত পরিবারের প্রথম ছেলে ও সমস্ত পশুর প্রথম পুরুষ শাবকের মৃত্যু	১১:১-১২:৩৩

নিয়ে আসলো। ১৪ তাতে সমস্ত মিসর দেশের
উপরে পঙ্গপাল এসে বসতে লাগল ও মিসরের
সমস্ত সীমাতে পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়লো। তা
অত্যন্ত ভয়ানক হল; সেরকম পঙ্গপাল আগে
কখনও হয় নি এবং পরেও কখনও হবে না।
১৫ তারা সমস্ত জায়গা আচ্ছন্ন করে ফেলল, তাতে
দেশ অন্ধকার হল এবং ভূমির যে সবুজ লতাগুল্ম
ও গাছপালার যে ফল শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা
পেয়েছিল, সেসব তারা খেয়ে ফেললো; সমস্ত
মিসর দেশে গাছ বা ক্ষেতের সমস্ত সবুজ
লতাগুল্ম কিছুই রইলো না।
১৬ তখন ফেরাউন তাড়াতাড়ি মূসা ও হারুনকে
ডেকে এনে বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্
মাবুদের বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে গুনাহ্
করেছি। ১৭ আরজ করি, কেবল এবার আমার
গুনাহ্ মাফ কর এবং আমার কাছ থেকে এই
মৃত্যুর ছায়াকে দূর করার জন্য তোমাদের আল্লাহ্
মাবুদের কাছে ফরিয়াদ কর। ১৮ তখন তিনি
ফেরাউনের কাছ থেকে বাইরে গিয়ে মাবুদের
কাছে ফরিয়াদ জানালেন; ১৯ আর মাবুদ অতি
প্রবল পশ্চিম বায়ু আনলেন, তা পঙ্গ-পালদেরকে
উঠিয়ে নিয়ে লোহিত সাগরে তাড়িয়ে দিল, তাতে
মিসরের সমস্ত সীমাতে একটা পঙ্গপালও অবশিষ্ট
রইলো না। ২০ কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের অন্তর
কঠিন করলেন, আর তিনি বনি-ইসরাইলদেরকে
ছেড়ে দিলেন না।

মিসরের উপর নবম গজব– অন্ধকার

২১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি
আসমানের দিকে হাত বাড়িয়ে দাও; তাতে মিসর
দেশে অন্ধকার হবে ও সেই অন্ধকার স্পর্শ করা
যাবে। ২২ পরে মূসা আসমানের দিকে হাত
বাড়িয়ে দিলেন; তাতে তিন দিন পর্যন্ত সমস্ত
মিসর দেশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে রইলো। ২৩ তিন
দিন পর্যন্ত কেউ কারো মুখ দেখতে পেল না এবং
কেউ তার স্থান থেকে উঠলো না; কিন্তু বনি-
ইসরাইলদের জন্য তাদের বাসস্থানে আলো ছিল।
২৪ তখন ফেরাউন মূসাকে ডেকে এনে

৩:১৬।
[১০:১৪] দ্বি:বি ২৮:৩৮; জবুর ৭৮:৪৬; ইশা ৩৩:৪; যোয়েল ১:৪; ২:১-১১, ২৫; আমোস ৪:৯।
[১০:১৫] দ্বি:বি ২৮:৩৮; জবুর ১০৫:৩৪-৩৫; যোয়েল ১:৪; আমোস ৭:২; মালা ৩:১১।
[১০:১৭] ১শামু ১৫:২৫।
[১০:২১] দ্বি:বি ২৮:২৯।
[১০:২২] জবুর ১০৫:২৮; ইশা ১৩:১০; ৪৫:৭; ৫০:৩; প্রকা ১৬:১০;
[১০:২৩] আমোস ৪:৭।
[১০:২৪] পয়দা ৪৫:১০।
[১০:২৫] পয়দা ৮:২০।
[১০:২৯] ইব ১১:২৭।
[১১:৩] দ্বি:বি ৩৪:১১; ২শামু ৭:৯; ৮:১৩; ২২:৪৪; ২৩:১; ইষ্টের ৯:৪; জবুর ৮৯:২৭।

বললেন, যাও, তোমরা গিয়ে মাবুদের সেবা কর;
কেবল তোমাদের ভেড়ার পাল ও গরুর পাল
থাকুক; তোমাদের শিশুরাও তোমাদের সঙ্গে
যাক। ২৫ মূসা বললেন, আমাদের আল্লাহ্
মাবুদের উদ্দেশে কোরবানী করার জন্য আমাদের
হাতে কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানীর দ্রব্য
দেওয়া আপনার কর্তব্য। ২৬ আমাদের সঙ্গে
আমাদের পশুও যাবে, একটি খুরও অবশিষ্ট
থাকবে না; কেননা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের
এবাদত করার জন্য তাদের মধ্য থেকে
কোরবানীর জিনিস নিতে হবে এবং কি কি দিয়ে
মাবুদের এবাদত করবো তা সেই স্থানে উপস্থিত
না হলে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।
২৭ কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন
এবং তিনি তাদের ছেড়ে দিতে সম্মত হলেন না।
২৮ তখন ফেরাউন তাঁকে বললেন, আমার সম্মুখ
থেকে দূর হও, সাবধান, আর কখনও আমার
মুখ দর্শন করো না; কেননা যেদিন আমার মুখ
দেখবে, সেই দিনই তোমার মরণ হবে। ২৯ মূসা
বললেন, ভালই বলেছেন, আমি আপনার মুখ
আর কখনও দেখবো না।

মিসরীয়দের প্রথম সন্তানের মৃত্যুর বিষয়ে হযরত মূসার ঘোষণা

১১ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, আমি
ফেরাউন ও মিসরের উপরে আর একটি
গজব নাজেল করবো, তারপর সে তোমাদেরকে
এই স্থান থেকে ছেড়ে দেবে এবং ছেড়ে দেবার
সময়ে তোমাদেরকে নিশ্চয়ই এই দেশ থেকে
একেবারে তাড়িয়ে দেবে। ২ তুমি লোকদের বল,
আর প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ প্রতিবেশীর কাছ
থেকে ও প্রত্যেক স্ত্রী নিজ নিজ প্রতিবাসিনীর
কাছ থেকে রূপার অলংকার ও সোনার অলংকার
চেয়ে নিক। ৩ আর মাবুদ মিসরীয়দের কাছে
বনি-ইসরাইলদেরকে অনুগ্রহের পাত্র করলেন।
এছাড়া, মিসর দেশে মূসা ফেরাউনের
কর্মকর্তাদের ও লোকদের দৃষ্টিতে অতি মহান
ব্যক্তি হয়ে উঠে ছিলেন।

১০:১৬-১৭ মাবুদের ... বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি... গুনাহ্ মাফ কর। গুনাহের বিষয়ে আরোও জানার জন্য ৯:২৭ এর নোট দেখুন। ক্ষমার অর্থ কেউ যদি কোন গুনাহের কাজ করে তাহলে তার জন্য যে শাস্তি সে পাবার যোগ্য সেই শাস্তি বা দণ্ড তাকে না দেওয়া। আল্লাহ্‌র ক্ষমা কেবল ঐ পাপী লোককে শাস্তি না দেয়াই নয়, তার সঙ্গে তার সেই গুনাহের কাজের ফলে যে অপরাধ বা পাপবোধ হয় তাও মুছে ফেলা।

১০:১৯ লোহিত সাগরে। ইবরানী ভাষায় ‘ইয়াম সূফ্’ (উচ্চারণ হবে ‘ইয়াম সূ-উফ্)। এখানে এর দ্বারা সূয়েজ খালকে বুঝানো হয়েছে কারণ এর দ্বারা লোহিত সাগরের উত্তর পশ্চিমের শাখাকেও বুঝানো হয়েছে। আরোও দেখুন। ১৩:১৭-২০ এর নোট দেখুন।

১০:২১ তাতে মিসর দেশে অন্ধকার হবে ও সেই অন্ধকার স্পর্শ করা যাবে। তৃতীয় ও ষষ্ঠতম আঘাতের মত এই নবম আঘাতের কথাও ফেরাউনের কাছে ঘোষণা করা হয় নি। এই অন্ধকারের কারণ খুব সম্ভবত অস্বাভাবিক গুরুতর দৃষ্টি আচ্ছন্নকারী মরুভূমির বালু ঝড় যা প্রতি বছর বসন্ত কালের প্রথম দিকে হয়ে থাকে। এটা মরুভূমিতে তৈরি হয়ে মিসর দেশে ছড়িয়ে পড়তো আরো দেখুন ১০৫:২৮, প্রকাশিত কালাম ১৬:১০। এই অন্ধকার নেমে আসা ছিল মিসরের প্রধান দেবতা সূর্য দেবতা রী এর জন্য অপমানকর।

১০:২৫ কোরবানী ও পোড়ানো-কোরবানীর। ৩:১৮ এর নোট দেখুন।

১০:২৭ ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন। ৭:৩-৪ এর নোট দেখুন।

৪ মূসা আরও বললেন, মাবুদ এই কথা বলেন,
আমি মধ্য রাতে মিসরের মধ্য দিয়ে গমন
করবো। ৫ তাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট ফেরাউনের
প্রথমজাত সন্তান থেকে যাঁতা পেষণকারিণী
বাঁদীর প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত মিসর দেশের
সকল প্রথমজাত সন্তান মারা যাবে এবং
পশুদেরও সমস্ত প্রথমজাত বাচ্চা মারা যাবে।
৬ আর সমস্ত মিসর দেশে এমন মহাক্রন্দন হবে
যা আগে কখনও হয় নি এবং আর হবে না।
৭ কিন্তু সমস্ত বনি-ইসরাইলের মধ্যে মানুষের বা
পশুর বিরুদ্ধে একটা কুকুরও ডাকবে না, যেন
আপনারা জানতে পারেন যে, মাবুদ মিসরীয়দের
ও ইসরাইলের মধ্যে প্রভেদ করেন। ৮ আর
আপনার এই কর্মকর্তারা সকলে আমার কাছে
নেমে আসবে ও ভূমিতে উবুড় হয়ে আমাকে
বলবে, তুমি ও তোমার অনুগামী সমস্ত লোক
বের হও; তারপর আমি বের হবো। তখন তিনি
মহা ক্রোধে ফেরাউনের কাছ থেকে বাইরে
গেলেন।
৯ আর মাবুদ মূসাকে বলেছিলেন, ফেরাউন
তোমার কথায় মনোযোগ দেবে না, যেন মিসর
দেশে আমার অলৌকিক লক্ষণ বহুসংখ্যক হয়।
১০ মূসা ও হারুন ফেরাউনের সম্মুখে এসব
কুদরতি কাজ করেছিলেন কিন্তু মাবুদ ফেরাউনের
অন্তর কঠিন করলেন, আর তিনি তাঁর দেশ থেকে
বনি-ইসরাইলদেরকে ছেড়ে দিলেন না।

ঈদুল ফেসাখ স্থাপন

১২ ১ আর মাবুদ মিসর দেশে মূসা ও
হারুনকে বললেন, ২ এই মাস
তোমাদের প্রথম মাস হবে; বছরের সমস্ত মাসের
মধ্যে প্রথম হবে। ৩ সমস্ত বনি-ইসরাইলদের
এই কথা বল, তোমরা এই মাসের দশম দিনে
তোমাদের পিতৃকুল অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ
নিজ পরিবারের জন্য একটি করে ভেড়ার বাচ্চা
নেবে। ৪ আর ভেড়ার বাচ্চা ভোজন করতে যদি
কারো পরিজন অল্প হয় তবে সে ও তার বাড়ির
নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সংখ্যা অনুসারে একটি
ভেড়ার বাচ্চা নেবে। তোমরা একেক জনের
ভোজনশক্তি অনুসারে ভেড়ার বাচ্চা নেবে।
৫ তোমাদের সেই বাচ্চাটি নিখুঁত ও প্রথম
বছরের পুরুষ-বাচ্চা হবে; তোমরা ভেড়ার
পালের কিংবা ছাগল পালের মধ্য থেকে তা
নেবে; ৬ আর এই মাসের চতুর্দশ দিন পর্যন্ত
রাখবে; পরে ইসরাইলদের সমস্ত সমাজ
সন্ধ্যাবেলা সেই বাচ্চাটি জবেহ্ করবে। ৭ আর
তারা তার কিঞ্চিত রক্ত নেবে এবং যে যে
বাড়িতে ভেড়ার বাচ্চা ভোজন করবে, সেই সেই
বাড়ির দরজার দু'টি বাজুতে ও কপালীতে তা
লেপে দেবে। ৮ পরে সেই রাতে তার গোশ্‌ত
ভোজন করবে; আগুনে সেঁকে খামিহীন রুটি ও

[১১:৪] জবুর ৮১:৫। [১১:৫] ইশা ৪৭:২। [১১:৬] মেসাল ২১:১৩; আমোস ৫:১৭। [১১:৮] ইব ১১:২৭। [১১:১০] রোমীয় ২:৫; [১২:২] দ্বি:বি ১৬:১। [১২:৩] মার্ক ১৪:১২; ১করি ৫:৭। [১২:৫] লেবীয় ১:৩; ৩:১; ৪:৩; ২২:১৮-২১; ২৩:১২; শুমারী ৬:১৪; ১৫:৮; ২৮:৩; দ্বি:বি ১৫:২১; ১৭:১; ইব ৯:১৪; ১পিতর ১:১৯। [১২:৬] লেবীয় ২৩:৫; শুমারী ৯:১-৩, ৫, ১১; ইউসা ৫:১০; ২খান্দান ৩০:২। [১২:৬] দ্বি:বি ১৬:৪, ৬। [১২:৭] ইহি ৯:৬। [১২:৮] লেবীয়

১১:৫ যাঁতা পেষণকারিণী বাঁদীর। ৪:২২ এর নোট দেখুন। এখানে "বাঁদী" মানে যে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা যাদের কাজ ছিল হাত দিয়ে জাঁতা ঘুড়িয়ে শস্যের গুড়া বা ময়দা বানাতো। আরো দেখুন ইশাইয়া ৪৭:১-২ আয়াত।

মিসর দেশের সকল প্রথমজাত সন্তান মারা যাবে। দেখুন, জবুর ৭৮:৫১; ১০৫:৩৬; ১৩৫:৮; ১৩৬:১০। এটা এক প্রকার বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ, কারণ একজন পিতার সমস্ত পরিকল্পনা ও স্বপ্ন পরিবারের বড় সন্তানকে ঘিরে হয়ে থাকে, এই বড় ছেলে সাধারণত পরিবারের সহায় সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ লাভ করে থাকে যখন তার পিতার মৃত্যু হয় (দেখুন, দ্বি:বি: ২১:১৭)। এছাড়ও, পরিবারের প্রথম জাত সন্তানের উপর শাস্তি বলতে সাধারণত সমস্ত সমাজের উপরেই সেই শাস্তি নেমে আসে।

১১:৮ তিনি মহা ক্রোধভরে। ফেরাউনের প্রথম জাত সন্তানের মৃত্যুর ঘোষণা ছিল মাবুদের গোলাম মূসার উপর যে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছিল তার প্রতিউত্তর (১০:২৮)।

১২:২ এই মাস ... মাসের মধ্যে প্রথম হবে। ইসরাইলের ধর্মীয় ক্যালেণ্ডারের অভিষেক হয় এই মাস দিয়ে। পুরানো মধ্যপ্রাচ্যে, নতুন বছরের উৎসব সাধারণত প্রকৃতির জীবনের নতুন ঋতুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এই মাসের নামকরণ ইসরাইলদের ধর্মীয় জীবনের নতুন বছর হিসাবে এখনও বিদ্যামান এবং এর মধ্য দিয়ে তারা স্মরণ করে যে, হিজরত কিতাবে আল্লাহ্ তাদের মিসরীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। কেনানীয় ভাষায় এই মাসের নাম ছিল আবিব (দেখুন ১৩:৪; ২৩:১৫; ৩৪;১৮; দ্বি:বি: ১৬:১), এর মানে হল "শস্যের সবুজ মাথা"। পরে ব্যাবিলনীয় নাম "নিশান" ব্যবহার করতে শুরু করে (দেখুন, নহি ২:১; ইষ্টের ৩:৭)। ইসরাইলের কৃষি ক্যালেণ্ডার শুরু হয় বর্ষা কাল দিয়ে, এবং বাদশাহ্দের আমলে তাদের "নাগরিক ক্যালেণ্ডার" অনুসারে সব কিছু পরিচালিত হতো। এই উভয় ক্যালেণ্ডার (ধর্মীয় ও নাগরিক) বন্দি দশা থেকে ফিরে আসার পর পর্যন্ত তাদের সমাজে পাশাপাশি চলেছে। ইহুদীদের মধ্যে যে ক্যালেণ্ডার এখন প্রচলিত আছে তা শুরু হয় বর্ষা কাল দিয়ে।

১২:৫ নিখুঁত ও প্রথম বছরের পুরুষ-বাচ্চা হবে। কোরবানীর জন্য যে কোন পশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ্য ও নিঁখুত হতে হতো দেখুন লেবীয় ২২:১৮-২৫। একইভাবে ঈসা মসীহ্ ছিলেন "নিখুঁত" (দেখুন ১ পিতর ১:১৯)।

১২:৬ সন্ধ্যাবেলা। আক্ষরিক ভাবে "দুই সন্ধ্যার মাঝখানে," আর এর চলতি কথার অর্থ হতে পারে– (১) সূর্য ও সূর্যাস্তের মাঝখানের সময়টুকু, বা (২) সূর্যাস্ত ও রাত নামার মাঝখানের সময়টুকু– এটা এমন একটা সময় যে, বিশ্রামবার ও অন্যান্য পবিত্র দিনের শুরুর সময়ের বিষয়ে এই সময়টুকু নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে।

১২:৭ রক্ত। এটা এমন একটি প্রতীকী কোরবানী যে, যে কোরবানী একজনের জীবনের পরিবর্তে আরেক জনের জীবন কোরবানী দেওয়া হয় (দেখুন, পয়দা ৯:৪-৬; ২২:১৩; লেবীয় ১৭:১১)। এভাবে ইসরাইল আগত শাস্তি থেকে এই কোরবানীর মধ্যস্থতায় বেঁচে গেছে ও তা মিসরীয়দের উপরে নেমে এসেছে (দেখুন, ইব ৯:২২; ১ ইউ ১:৭)।

বাড়ির দরজার দু'টি বাজুতে ও কপালীতে তা লেপে দেবে। এর উদ্দেশ্য ছিল মিসরে আল্লাহ্র শেষ আঘাত যেন ইবরানীদের ওপরে না পরে (১১:৪-৫, ১২:১৯-৩০)।

১২:৮ খামিহীন রুটি ও তিক্ত শাকের সঙ্গে তা ভোজন করবে।

তিক্ত শাকের সঙ্গে তা ভোজন করবে। ৯ তোমরা
তার গোশ্‌ত কাঁচা কিংবা সিদ্ধ করে খেয়ো না
কিন্তু তার মুণ্ড, উরু ও অন্তরস্থ ভাগ সহ আগুনে
সেঁকে খেয়ো; ১০ আর সকাল পর্যন্ত তার কিছুই
রেখো না; যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তা আগুনে
পুড়িয়ে ফেলো।
১১ আর তোমরা এভাবে তা ভোজন করবে;
কোমরবন্ধনী পরবে, পায়ে জুতা পরবে, হাতে
লাঠি নেবে ও দ্রুত তা ভোজন করবে; এটি
মাবুদের ঈদুল ফেসাখ। ১২ কেননা সেই রাত্রে
আমি মিসর দেশের মধ্য দিয়ে যাব এবং মিসর
দেশস্থ মানুষের ও পশুর যাবতীয় প্রথমজাত
সন্তানকে আঘাত করবো, আর আমি মিসরের
যাবতীয় দেবতার বিচার করে দণ্ড দেব; আমিই
মাবুদ। ১৩ অতএব তোমরা যে যে বাড়িতে থাক,
তোমাদের পক্ষে ঐ রক্ত চিহ্নস্বরূপ সেই সেই
বাড়ির উপরে থাকবে; তাতে আমি যখন মিসর
দেশকে আঘাত করবো, তখন সেই রক্ত দেখলে
তোমাদেরকে ছেড়ে এগিয়ে যাব, সংহারের
আঘাত তোমাদের উপরে পড়বে না।
১৪ আর এই দিন তোমাদের স্মরণীয় হবে এবং
তোমরা এই দিনটি মাবুদের উৎসব বলে পালন
করবে; পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিমতে এই
উৎসব পালন করবে। ১৫ তোমরা সাত দিন
খামিহীন রুটি খাবে; প্রথম দিনেই নিজ নিজ বাড়ি
থেকে খামি দূর করবে, কেননা যে ব্যক্তি প্রথম
দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত খামিযুক্ত খাবার
খাবে, সেই প্রাণী ইসরাইল থেকে উচ্ছিন্ন হবে।

৭:১৫; শুমারী ৯:১২; দ্বি:বি ১৬:৭; ২খান্দান ৩৫:১৩।
[১২:৮] ১করি ৫:৮।
[১২:৯] লেবীয় ৩:৩।
[১২:১০] লেবীয় ২২:৩০; দ্বি:বি ১৬:৪।
[১২:১১] দ্বি:বি ১৬:৩; ইশা ৪৮:২০; ৫২:১২।
[১২:১২] শুমারী ৩৩:৪; ২খান্দান ২:৫।
[১২:১৩] ইব ১১:২৮।
[১২:১৪] শুমারী ১৮:২৩।
[১২:১৫] লেবীয় ২৩:৬; ১করি ৫:৭।
[১২:১৬] শুমারী ২৯:৩৫।
[১২:১৭] লেবীয় ১৯:৩৬।
[১২:১৯] দ্বি:বি ১:১৬; ইউসা ৮:৩৩।
[১২:২০] লেবীয় ৩:১৭; শুমারী ৩৫:২৯; ইহি ৬:৬।
[১২:২১] মার্ক ১৪:১২-১৬।
[১২:২২] লেবীয় ১৪:৪, ৬; শুমারী ১৯:১৮; জবুর

১৬ আর প্রথম দিনে তোমাদের পবিত্র মিলন-
মাহ্‌ফিল হবে এবং সপ্তম দিনেও তোমাদের
পবিত্র মিলন-মাহ্‌ফিল হবে; সেই দু'দিন প্রত্যেক
প্রাণীর খাদ্য আয়োজন করা ছাড়া অন্য কোন
কাজ করবে না, কেবল সেই কাজ করতে
পারবে। ১৭ এভাবে তোমরা খামিহীন রুটির ঈদ
পালন করবে, কেননা এই দিনে আমি তোমাদের
বাহিনীদেরকে মিসর দেশ থেকে বের করে
আনলাম; অতএব তোমরা পুরুষানুক্রমে
চিরস্থায়ী নিয়ম অনুসারে এই দিন পালন করবে।
১৮ তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনের
সন্ধ্যাকাল থেকে একবিংশ দিনের সন্ধ্যাকাল
পর্যন্ত খামিহীন রুটি ভোজন করো। ১৯ সাত দিন
তোমাদের বাড়িতে যেন খামির লেশমাত্র না
থাকে; কেননা কি বিদেশী কি স্বদেশী, যে কোন
ব্যক্তি খামিযুক্ত খাবার খাবে, সে ইসরাইলদের
মধ্য থেকে উচ্ছিন্ন হবে। ২০ তোমরা খামিযুক্ত
কোন খাবার খেয়ো না; তোমরা তোমাদের সমস্ত
বাসস্থানে খামিহীন রুটি খেও।

প্রথম ঈদুল ফেসাখ

২১ তখন মূসা ইসরাইলের সমস্ত প্রাচীন
লোকদেরকে ডেকে এনে বললেন, তোমরা নিজ
নিজ গোষ্ঠী অনুসারে এক একটি ভেড়ার বাচ্চা
বের করে নাও, ঈদুল ফেসাখের কোরবানী কর।
২২ আর এক আটি এসোবের ডাল নিয়ে বাটিতে
রাখা রক্তে ডুবিয়ে দরজার কপালীতে ও দুই
বাজুতে কিঞ্চিত রক্ত লাগিয়ে দেবে এবং প্রভাত
পর্যন্ত তোমরা কেউই বাড়ির দরজার বাইরে

ঐ শাকগুলো হয়তো গিমি শাক বা ইংরেজীতে 'শিকোরি' বলা হয় সালাদ হিসাবে খাওয়া হয় এমন কোন শাক ছিল যা মিসরে পাওয়া যেত। তেতো শাক দিয়ে মিসরে লোকদের গোলামীর তিক্ত অভিজ্ঞতা বুঝায়। 'খামি' হচ্ছে এমন একটা পদার্থ যা মিশালে ময়দা বা আটার তাল ফুল ওঠে, আর তা চ্যাপ্টা অবস্থায় থাকে না তবে তার জন্য তাকে সময় দিতে হয়। এক রুটিতে কিছুটা স্বাদও হয় ঈদুল ফেসাখে ইবরানীরা খামিহীন চ্যাপ্টা রুটিই খেয়েছিল কারণ তাদের খুব তাড়াতাড়ি মিসর থেকে বের হতে হয়েছে। রুটির জন্য ময়দার তালের ফুলে ওঠার সময় তাদের ছিল না।

১২:৯ তার গোশ্‌ত কাঁচা কিংবা সিদ্ধ করে খেয়ো না। আগুনে সেঁকার অর্থ ঐ মাংসের মধ্যে কোন রক্ত থাকতে পারবে না। রক্ত ছিল জীবনের চিহ্ন বা প্রতীক (পয়দা ৯:৪, লেবীয় ১৭:১১-১৪) এবং রক্ত দিলে তা আল্লাহ্‌কেই দেবার কথা। মাংস খাবার সময়ে ইবরানীরা একথা মনে রাখত (লেবীয় ১৭:৩৩-৬; দ্বি: বি:১২:৫-১৯)।

১২:১১ এটি মাবুদের ঈদুল ফেসাখ। ঈদুল-ফেসাখ কথাটার সঙ্গে ১২:১৩, ২৭ এ যে হিব্রু শব্দকে "বাদ দিয়ে" যাওয়া অনুবাদ করা হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আল্লাহ্‌ যেভাবে মিসরে তাঁর দেয়া শেষ আঘাত থেকে ইবরানীদের রক্ষা করে ঐ দেশে তাদের গোলামী থেকে মুক্ত করেছিলেন তাকে আনন্দ ও ধন্যবাদের মধ্য দিয়ে মনে রাখার উৎসব।

১২:১২ যাবতীয় দেবতার বিচার করে দণ্ড দেব। ইতিমধ্যেই কাউকে কাউকে বিচার করে দণ্ড দেওয়া হয়েছে (দেখুন ৭:১৯; ৮:২; ৯:৩; ১০:১২) এবং এখন সমস্ত দেব-দেবীকে শাস্তি দেওয়া হবে: (১) মিসরীয়দের মধ্যে যে হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি হবে তা থেকে তারে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা তাদের থাকবে না, এবং (২) দেবতাদের জন্য যে সব পশুদের আলাদা করে রাখা হয়েছে তাদেরও হত্যা করা হবে।

১২:১৩ চিহ্নস্বরূপ। ঠিক যেমন আঘাতগুলো ফেরাউন ও তার লোকদের কাছে ছিল বিচারের আশ্চর্য চিহ্নস্বরূপ (দেখুন ৪:৮ এবং ৮:২৩) ঠিক তেমনি মাবুদের ফেরেশতার রক্ত দেখে তাদের ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া ছিল ইসরাইলদের কাছে মাবুদের দয়ার চিহ্ন।

১২:১৪ পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বিধিমতে এই উৎসব পালন করবে। পরবর্তীতে সারা পবিত্র শাস্ত্র জুড়ে ঈদুল ফেসাখ পালনের বিষয়ে এই রকম কথা বলা হয়েছে যে, এটা একটা চিরস্থায়ী বিধি (দেখুন, শুমারী ৯:১-৫; ইউসা ৫:১০; ২ বাদশা ২৩:২১-২৩; ২ খান্দান ৩০:১-২৭; ৩৫:১-১৯; উজা ৬:১৯-২২; লূক ২:৪১-৪৩; ইউ ২:১৩, ২৩; ৬:৪; ১১:৫৫-১২:১)। এই বিধি এখনও ইসরাইলরা পালন করে থাকে।

১২:১৫ খামি। ১২:৮ এর নোট দেখুন।

১২:১৭ খামিহীন রুটির ঈদ। ১২:১৭ এর নোট দেখুন।

১২:২১ ভেড়ার বাচ্চা। ঈসা মসীহ্‌ হলেন আমাদের ঈদুল ফেসাখের মেষ (১ করি ৫:৭), যিনি সকলের জন্য সকল সময়ের জন্য কোরবানীকৃত হয়েছেন (ইব ৭:২৭)।

মূসা

হযরত মূসা ছিলেন কহাতীয় বংশের ইমরানের পুত্র, তাঁর মাতার নাম ইউখাবেজ। মূসার যখন জন্ম হয়, সে সময় মিসরের ফেরাউন ছিলেন সম্ভবত ১ম সেতি বা রামিষেষ। তিনি ইবরানীদেরকে ঘৃণা করতেন; তিনি তাঁর প্রজাদের উপর এই হুকুম জারি করেন, যেন ইবরানীদের মধ্যে কোন পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে নীল নদে ফেলা দেওয়া হয় (হিজ ১:২২)। এমনই পরিস্থিতিতে ইমরানের পরিবারে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। তার মা তাঁকে বাদশাহ্ ফেরাউনের ভয়ে তিন মাস পর্যন্ত লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু তাঁকে লুকিয়ে রাখা যখন খুব কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তিনি শিশুটিকে একটি ছোট্ট টুকরিতে করে নীল নদের পারে একটি নলবনে পানির মধ্যে রেখে আসেন। ফেরাউনের কন্যা গোসল করতে এসে শিশুটিকে দেখতে পেয়ে বুকে তুলে নেন। ফেরাউনের কন্যা শিশুটির নাম দেন মূসা। শিশুটি রাজকন্যার দত্তক সন্তান হিসেবে রাজ বাড়িতে বড় হতে থাকেন। তিনি মিসরীয়দের সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হন (প্রেরিত ৭:২২)। একদিন তিনি তাঁর নিজ জাতির লোকদের অবস্থা জানার জন্য বের হয়ে দেখতে পান যে, একজন মিসরীয় একজন ইবরানীর সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করছে। তিনি লোকটিকে মেরে ফেলেন এবং তাকে বালুর মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। পরের দিন বের হয়ে তিনি দু'জন ইবরানীকে ঝগড়া করতে দেখেন। তাদেরকে বাধা দিয়ে গিয়ে মূসা দেখতে পান যে, এর আগে তিনি যা করেছেন তা জানাজানি হয়ে গেছে। তখন ফেরাউন মূসাকে হত্যা করার চেষ্টা করেন (হিজ ২:১৫)। এতে মূসা ভয় পেয়ে মিসর থেকে পালিয়ে গিয়ে সিনাই পর্বতের দক্ষিণ অংশের মাদিয়ান দেশে চলে যান। সেখানে তিনি রূয়েল বা শোয়াইবের পরিবারে আশ্রয় নেন এবং শোয়াইবের কন্যা সফুরাকে বিয়ে করেন। একদিন তিনি তুর পাহাড়ের কাছে একটি মরু-এলাকায় মেষপাল চড়াতে যান (প্রেরিত ৭:৩০)। সেখানে একটি ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে হঠাৎ আল্লাহ্ তাঁকে দেখা দেন এবং তাঁকে মিসরে গিয়ে মিসরীয়দের গোলামী থেকে বনি-ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে মিসর থেকে বের করে আনার জন্য হুকুম করেন (হিজ ৩ অধ্যায়)। বহু প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে হযরত মূসা এবং হযরত হারুন মিসরীয়দের গোলামী থেকে বনি-ইসরাইল জাতিকে উদ্ধার করে মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসেন।

দীর্ঘ সময় বনি-ইসরাইলদেরকে চমৎকার আদর্শপূর্ণ নেতৃত্ব দানের পর ১২০ বছর বয়সে তিনি আল্লাহ্ মাবুদের ইচ্ছানুসারে ইন্তেকাল করেন। আজ পর্যন্ত বনি-ইসরাইলদের মধ্যে হযরত মূসার মত আর কোন নবীর জন্ম হয় নি, যাঁর সঙ্গে মাবুদ বন্ধুর মত মুখোমুখি কথা বলতেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- মিসরে শিক্ষাগ্রহণ করেন ও মরুভূমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
- ইহুদীদের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা যিনি ইহুদীদের মিসর থেকে বের করে আনেন।
- নবী ও শরীয়ত দাতা, আইন-কানুন ও দশ হুকুমনামা লিখে রেখে গেছেন।
- পবিত্র তৌরাতের লেখক।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:

- আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবার কারণে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।
- অন্যদের মধ্যে যে তালন্ত আছে তা সব সময় স্বীকার করেন নি ও ব্যবহার করেন নি।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্ প্রস্তুত করেন ও ব্যবহার করেন; তাঁর ব্যবহারের সময়সীমা সারা জীবন কাল।
- আল্লাহ্ ভঙ্গুর লোকদের দিয়ে মহত্তম কাজ করিয়ে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** মিসর, মাদিয়ান দেশ ও সিনাই মরুভূমি
- **কাজ:** রাজপুত্র, রাখাল ও ইসরাইলদের নেতা
- **আত্মীয়-স্বজন:** বোন: মরিয়ম, ভাই: হারুন; স্ত্রী সফুরা; ছেলে: গের্শোম, ইলিয়েশর।

মূল আয়াত: "ঈমানের জন্যই মূসা বড় হবার পর ফেরাউনের কন্যার পুত্র বলে আখ্যাত হতে অস্বীকার করলেন; তিনি গুনাহের অস্থায়ী সুখভোগের চেয়ে বরং আল্লাহ্‌র লোকদের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করলেন" (ইবরানী ১১:২৪, ২৫)।

মূসার কাহিনীটি হিজরত কিতাব থেকে দ্বিতীয় বিবরণের মধ্যে লিখিত হয়েছে। প্রেরিত ৭:২-৪৪; ইবরানী ১১:২৩-২৯ আয়াতে পাওয়া যায়।

যাবে না। [২৩] কেননা মাবুদ মিসরীয়দেরকে
আঘাত করার জন্য তোমাদের কাছ দিয়ে গমন
করবেন, তাতে দরজার কপালীতে ও দুই বাজুতে
সেই রক্ত দেখলে মাবুদ সেই দরজা ছেড়ে সম্মুখে
এগিয়ে যাবেন, তোমাদের বাড়িতে সংহারকর্তাকে
প্রবেশ করে আঘাত করতে দেবেন না। [২৪] আর
তোমরা ও যুগানুক্রমে তোমাদের সন্তানেরা নিয়ম
হিসেবে এই রীতি পালন করবে। [২৫] আর মাবুদ
তাঁর ওয়াদা অনুসারে তোমাদেরকে যে দেশ
দেবেন, সেই দেশে যখন প্রবেশ করবে, তখনও
এই উৎসবের অনুষ্ঠান করবে। [২৬] আর তোমাদের
সন্তানরা যখন তোমাদেরকে বলবে, তোমাদের
এই উৎসবের তাৎপর্য কি? [২৭] তোমরা বলবে,
এটি হচ্ছে মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল ফেসাখের
কোরবানী, মিসরীয়দেরকে আঘাত করার সময়ে
তিনি মিসরে বনি-ইসরাইলদের সমস্ত বাড়ি ছেড়ে
সম্মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়ি রক্ষা
করেছিলেন। তখন লোকেরা মাবুদকে সেজদা
করলো।
[২৮] পরে বনি-ইসরাইলেরা গিয়ে, মাবুদ মূসা ও
হারুনকে যেরকম হুকুম করেছিলেন, সেই রকম
কাজ করলো।

দশম গজব– প্রথমজাত সন্তানের মৃত্যু

[২৯] পরে মধ্য রাতে এই ঘটনা ঘটলো: মাবুদ
সিংহাসনে উপবিষ্ট ফেরাউনের প্রথম-জাত সন্তান
থেকে কারাগারে বন্দীর প্রথমজাত সন্তান পর্যন্ত
মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তানকে ও পশুর
প্রথমজাত বাচ্চাকে মেরে ফেললেন। [৩০] তাতে
ফেরাউন ও তাঁর কর্মকর্তারা এবং সমস্ত মিসরীয়
লোক রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠলো এবং
সেখানে মহাক্রন্দনের আওয়াজ উঠলো; কেননা
এমন কোন বাড়ি ছিল না যে বাড়ির প্রথমজাত
সন্তান মারা যায় নি।
[৩১] তখন সেই রাতেই ফেরাউন মূসা ও
হারুনকে ডেকে এনে বললেন, তোমরা উঠ, বনি

৫১:৭।
[১২:২৩] ইশা ১৯:২২।
[১২:২৩] প্রকা ৭:৩।
[১২:২৩] পয়দা ১৬:৭; ইশা ৩৭:৩৬; ইয়ার ৬:২৬; ৪৮:৮; ১করি ১০:১০; ইব ১১:২৮।
[১২:২৫] পয়দা ১৫:১৪।
[১২:২৭] পয়দা ২৪:২৬।
[১২:২৮] আয়াত ৫০।
[১২:২৯] পয়দা ১৯:১৩।
[১২:৩২] পয়দা ২৭:৩৪।
[১২:৩৩] ১শামু ৬:৬।
[১২:৩৫] পয়দা ২৪:৫৩।
[১২:৩৬] পয়দা ৩৯:২১।
[১২:৩৭] শুমারী ৩৩:৩-৫।
[১২:৩৮] শুমারী ১১:৪; ইউসা ৮:৩৫।
[১২:৪০] পয়দা ১৫:১৩; প্রেরিত ৭:৬; গালা ৩:১৭।
[১২:৪২] লেবীয় ৩:১৭; শুমারী ৯:৩;

-ইসরাইলকে নিয়ে আমার লোকদের মধ্য থেকে
বের হও, তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে তোমাদের
কথা অনুসারে মাবুদের এবাদত কর।
[৩২] তোমাদের কথা অনুসারে ভেড়ার পাল ও
গরুর সমস্ত পাল সঙ্গে নিয়ে চলে যাও এবং
আমাকেও দোয়া কর।

রামিষেষ থেকে সুক্কোতে যাত্রা

[৩৩] তখন লোকদেরকে শীঘ্র দেশ থেকে বিদায়
করার জন্য মিসরীয়েরাও ব্যস্ত হল; কেননা তারা
বললো, আমরা সকলে মারা পড়লাম। [৩৪] তাতে
ময়দার তালে খামি মেশাবার আগে লোকেরা
পাত্রসহ ময়দার তাল নিজ নিজ কাপড়ে বেঁধে
কাঁধে নিল। [৩৫] আর বনি-ইসরাইলেরা মূসার
কথা অনুসারে কাজ করলো; ফলে তারা
মিসরীয়দের কাছে রূপার অলংকার, সোনার
অলংকার ও কাপড় চাইলো। [৩৬] আর মাবুদ
মিসরীয়দের কাছে তাদেরকে অনুগ্রহের পাত্র
করলেন, তাই তারা যা চাইলো, মিসরীয়েরা
তাদেরকে তা-ই দিল। এভাবে তারা মিসরীয়দের
ধন হরণ করলো।
[৩৭] তখন বনি-ইসরাইলেরা শিশু ছাড়া কমবেশ
ছয় লক্ষ পদাতিক পুরুষ রামিষেষ থেকে সুক্কো
তে যাত্রা করলো। [৩৮] আর তাদের সঙ্গে মিশ্রিত
লোকদের বিশাল জনতা এবং ভেড়া ও গরুর
পাল সহ বিরাট সংখ্যক পশু প্রস্থান করলো।
[৩৯] পরে তারা মিসর থেকে আনা ছানা ময়দার
তাল দিয়ে খামিহীন পিঠা প্রস্তুত করলো, কেননা
তাতে খামি মিশানো হয় নি, কারণ তারা মিসর
থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল, সুতরাং বিলম্ব করতে না
পারাতে নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে
নি।
[৪০] বনি-ইসরাইলেরা চার শত ত্রিশ বছর মিসরে
বাস করেছিল। [৪১] সেই চার শত ত্রিশ বছরের
শেষে, ঐ দিনে, মাবুদের সমস্ত বাহিনী মিসর
দেশ থেকে বের হল। [৪২] মিসর দেশ থেকে

১২:২২ এক আটি এসোবের ডাল নিয়ে। এসোব হচ্ছে পুদিনা শ্রেণীর এক প্রকার ছোট্ট গাছ। এর লোমশ কাণ্ড ও পাতা থাকার কারণে এর মধ্যে অনেক রস থাকে তাই শাখা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাশ অথবা কোন কিছু ছিটানোর কাজে ব্যবহার করা হতো (লেবীয় ১৪:৪-৭, ৪৯-৫২; শুমারী ১৯:৭, ১৭-১৮; ইব ৯:১৯)।

১২:২৩ সংহারকর্তা। কিতাবুল মোকাদ্দসে আমরা কখনো কখনো দেখি যে, আল্লাহ্ মানুষের ওপরে শাস্তি বা আঘাত পাঠিয়েছেন (২ শামু ২৪:১৫-১৬; ২ বাদশাহ্ ১৯:৩৫)। আরো দেখুন জবুর ৭৮:৪৯, ইব ১২:২৮।

১২:২৪-২৫ মাবুদ তাঁর ওয়াদা অনুসারে তোমাদেরকে যে দেশ দেবেন। অথাৎ কেনান দেশ (৩:৮ এর নোট দেখুন)। মিসর ছেড়ে আসার পরে চল্লিশ বছরের আগে ইসরাইল জাতির লোকেরা প্রতিজ্ঞা করা কেনান দেশে পৌঁছাতে পারে নি (শুমারী ১৪: ৩১-৩৫)।

১২:২৬ তোমাদের সন্তানরা যখন তোমাদেরকে বলবে। দেখুন ১৩:১৪। ঈদুল ফেসাখ উদ্‌যাপন করা হবে একটি স্মরণীয় ঈদ হিসাবে– তারা উদ্ধারের ঘটনা স্মরণ করবে ও নতুন প্রজন্মকে বলবে কিভাবে মাবুদ বনি-ইসরাইলদের উদ্ধার করেছিলেন। আজও যখন তারা এই উৎসব পালন করে এবং আজও তাদের ছেলেমেয়েরা ও যুবক যুবতীরা এই প্রশ্ন করে থাকে।

১২:৩১ ফেরাউন মূসা ও হারুনকে ডেকে এনে বললেন। যদিও তিনি হুশিয়ারী দিয়েছিলেন যে, মূসা ও হারুনকে যেন কখনও তাঁর সামনে আসতে দেওয়া না হয় (দেখুন ১০:২৮), কিন্তু এখন ফেরাউন নিজেকে নিচু করলেন এবং তাঁর সামনে মূসা ও হারুনকে ডাকিয়ে আনলেন।

১২:৩৪ খামি মেশাবার আগে। ১২:৮ এর নোট দেখুন।

১২:৩৭ রামিষেষ থেকে সুক্কোতে যাত্রা করলো। ১:১১ এর নোট দেখুন (রামিষেষ) ইবরানী ভাষায় ‘সুক্কোত’ অর্থ ‘অস্থায়ী ঘর’ বা ‘কুড়ে ঘর’। ঐস্থান সঠিক কোথায় ছিল, তা জানা নেই। তবে হয়তো পিথোমের কাছে হয়ে থাকতে পারে।

১২:৩৮ মিশ্রিত লোকদের বিশাল জনতা। ৯:২০ আয়াতে

তাদেরকে বের করে আনবার দরুন এই রাত ছিল
মাবুদের উদ্দেশে অতীব পালনীয় রাত। সমস্ত
বনি-ইসরাইলের পুরুষানুক্রমে এই রাত মাবুদের
উদ্দেশে অবশ্য পালনীয়।

ঈদুল ফেসাখ পালনের নিয়ম

৪৩ আর মাবুদ মূসা ও হারুনকে বললেন, ঈদুল
ফেসাখের কোরবানীর নিয়ম এই রকম; বিদেশী
কোন লোক তা ভোজন করবে না। ৪৪ কিন্তু কোন
ব্যক্তির যে গোলামকে রূপা দ্বারা ক্রয় করা
হয়েছে, তার যদি খৎনা হয়ে থাকে তবে সে
খেতে পারবে। ৪৫ প্রবাসী কিংবা বেতনজীবী তা
খেতে পারবে না। ৪৬ তোমরা একটি বাড়ির মধ্যে
তা ভোজন করো; সেই গোশ্‌তের কিছুই বাড়ির
বাইরে নিয়ে যেও না এবং তার একটি অস্থিও
ভেঙ্গো না। ৪৭ সমস্ত বনি-ইসরাইল এই ঈদ
পালন করবে। ৪৮ আর তোমার সঙ্গে প্রবাসী
কোন বিদেশী লোক যদি মাবুদের উদ্দেশে ঈদুল
ফেসাখ পালন করতে চায়, তবে সে নিজের
পরিবারের অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে নিজের খৎনা
করিয়ে এই ঈদ পালন করার জন্য আগমন
করুক, সে তখন দেশজাত লোকের মতই হবে;
কিন্তু খৎনা হয় নি এমন কোন লোক তা ভোজন
করবে না। ৪৯ স্বজাতির লোকের জন্য ও
তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বিদেশী লোকের
জন্য একই নিয়ম হবে।
৫০ সমস্ত বনি-ইসরাইল সেরকম করলো, মাবুদ
মূসা ও হারুনকে যা হুকুম করেছিলেন সেই
অনুসারেই করলো। ৫১ এভাবে মাবুদ সেদিন দলে
দলে বনি-ইসরাইলদেরকে মিসর দেশ থেকে বের
করে আনলেন।

১৩ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ বনি-
ইসরাইলদের মধ্যে মানুষ কিংবা পশু
সে যাই হোক না কেন, গর্ভ উন্মোচক সমস্ত
প্রথমজাত ফল আমার উদ্দেশে পবিত্র কর; তা
আমারই।

খামিহীন রুটির ঈদ

৩ আর মূসা লোকদেরকে বললেন, এই দিনটি
স্মরণে রেখো, যে দিনে তোমরা মিসর থেকে
অর্থাৎ গোলামীর গৃহ থেকে বের হলে, কারণ
মাবুদ তাঁর পরাক্রমশালী হাত দিয়ে সেখান
থেকে তোমাদেরকে বের করে আনলেন। এই
দিনে কোন খামিযুক্ত খাদ্য খাওয়া যাবে না।
৪ আবীব মাসের এদিনে তোমরা বের হলে।
৫ আর কেনানীয়, হিট্টিয়, আমোরীয়, হিব্বীয় ও
যিবূষীয়ের যে দেশ তোমাদের দিতে মাবুদ
তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে কসম খেয়েছেন,
সেই দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশে যখন তিনি তোমাকে
আনবেন তখন তুমি এই মাসে এই সেবার
অনুষ্ঠান পালন করবে। ৬ সাত দিন খামিহীন
রুটি খেয়ো ও সপ্তম দিনে মাবুদের উদ্দেশে
উৎসব করো। ৭ সেই সাত দিন খামিহীন রুটি
খেতে হবে, তোমার কাছে খামিযুক্ত খাদ্য দেখা
না যাক, তোমার সমস্ত সীমার মধ্যে খামি দেখা
না যাক। ৮ সেই দিনে তুমি তোমার পুত্রকে এটা
জানাবে, মিসর থেকে আমরা বের হবার সময়ে
মাবুদ আমার প্রতি যা করলেন, এটা তারই
জন্য। ৯ আর এটি চিহ্নের জন্য তোমার হাতে ও
স্মরণ রাখার জন্য তোমার দুই চোখের মাঝখানে
থাকবে, যেন মাবুদের শরীয়ত তোমার ঠোঁটস্থ
থাকে, কেননা মাবুদ তাঁর পরাক্রমশালী হাত
দিয়ে মিসর থেকে তোমাকে বের করেছেন।
১০ অতএব তুমি প্রতি বছর যথাসময়ে এই নিয়ম
পালন করবে।

গর্ভজাত সমস্ত প্রথম ফল মাবুদের

১১ মাবুদ তোমার কাছে ও তোমার পূর্বপুরুষদের
কাছে যে কসম খেয়েছেন, সেই অনুসারে যখন

দ্বি:বি ১৬:১, ৬।
[১২:৪৩] শুমারী ৯:১৪; ১৫:১৪; ২খান্দান ৬:৩২-৩৩; ইশা ১৪:১; ৫৬:৩, ৬; ৬০:১০।
[১২:৪৪] পয়দা ১৭:১২-১৩।
[১২:৪৫] লেবীয় ২২:১০।
[১২:৪৬] শুমারী ৯:১২; জবুর ২২:১৪;৩৪:২০; ৫১:৮; মেসাল ১৭:২২; ইউ ১৯:৩৬।
[১২:৪৮] লেবীয় ১৯:১৮, ৩৪; ২৪:২২; শুমারী ৯:১৪; ১০:৩২; ইহি ৪৪:৭।
[১২:৪৯] লেবীয় ২৪:২২; শুমারী ১৫:১৫-১৬, ২৯; দ্বি:বি ১:১৬।
[১৩:২] লেবীয় ২৭:২৬; শুমারী ৩:১৩; ৮:১৭; ১৮:১৫; দ্বি:বি ১৫:১৯; নহি ১০:৩৬; লূক ২:২৩।
[১৩:৩] লেবীয় ২৬:১৩; দ্বি:বি ৪:৪৫; ৫:৬; জবুর।
[১৩:৮] জবুর ৭৮:৫-৬।
[১৩:৯] দ্বি:বি ৬:৮; ১১:১৮; মেসাল ৩:৩; মথি ২৩:৫।
[১৩:১০] জবুর ৭৫:২; ১০২:১৩।

যেমন লেখা আছে সেই অনুসারে হয়তো মিসরীয়দের মধ্য থেকে বড় একটি দল তাদের সঙ্গে ছিল।

১২:৪৪-৪৫ যে গোলামকে রূপা ... তা খেতে পারবে না। এই আয়াতগুলোর মধ্যে দু'ধরনের অ-ইসরাইলীয় লোকদের উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাইল জাতির লোকেরা যদিও মিসরে গোলাম ছিল, তবু দেখা যাচ্ছে যে, তাদেরও কিছু গোলাম-বাঁদী ছিল যাদের তারা মাদিয়নীয় বা ইসমাইলীয় গোলাম-ব্যবসায়ীদের মত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল (৩৭:২৮, ৩৬)। যে সব বিদেশীরা ইসরাইলের লোকদের মধ্যে বাস করতো ও কাজ করতো তাদের খৎনা করানো হয় নি। তাই তারা ঈদুল ফেসাখের ভোজ খেতে পারত না। ১২:৪৮ দেখুন।

১২:৪৬ তার একটি অস্থিও ভেঙ্গো না। দেখুন শুমারী ৯:১২; জবুর ৩৪:২০; ইউ ১৯:৩৬ আয়াতে ঈসা মসীহের বেলায় রেফারেন্স হিসাবে বিষয়টি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

১২:৪৮ কিন্তু খৎনা হয় নি এমন কোন লোক তা ভোজন করবে না। ব্যবস্থা অনুসারে যারা প্রভুর জন্য খৎনার মধ্য দিয়ে পৃথকীকৃত তারা ঈদুল ফেসাখের ভোজ খেতে পারে; তাদের জন্যই এই ভোজের পরিপূর্ণ অর্থ আছে (দেখুন পয়দা ১৭:৯-১৪)। এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রভুর ভোজের বিষয়ে দেখুন ১ করিন্থীয় ১১:২৭-৩০ আয়াত।

১৩:২ সমস্ত প্রথমজাত ফল আমার উদ্দেশে পবিত্র কর। আল্লাহ্ ইসরাইলকে প্রথম সন্তান হিসাবে দত্তক নিয়েছেন (দেখুন ৪:২২) এবং বনি-ইসরাইলের সমস্ত প্রথমজাতকে এই দশম আঘাত থেকে (দেখুন ১২:২-১৩) ছাড়িয়ে নিতে হতো, তা মানুষের বা পশুর হোক না কেন। সেজন্য ইসরাইলের সমস্ত প্রথমজাত আল্লাহ্‌র। ঈসা মরিয়মের প্রথম জাত পুত্র ছিলেন (দেখুন লূক ২:৭), তাই ব্যবস্থা অনুসারে প্রভুর সম্মুখে তাঁকে উপস্থিত করতে হয়েছে (দেখুন লূক ২:২২-২৩)।

১৩:৩-৪ খামি ... আবীব। ১২:২,৮ এর নোট দেখুন।

১৩:৫ কেনানীয় ... যিবূষীয়ের যে দেশ। ৩:৮ এর নোট দেখুন।

১৩:৯ এটি চিহ্নের জন্য ... দুই চোখের মাঝখানে থাকবে। ছাপ, আংটি বা কোন গহনা, ইত্যাদি চিহ্ন হিসাবে হাত বা মাথায় ব্যবস্থা করা হতো (১৩:১৬, দ্বি:বি: ৬:৮, ১১:১৮, মেসাল ৩:৩ ও দেখুন)। এই পাক-কিতাবের অংশ হয়তো পরে পাতলা চামড়ার ছোট্ট টুকরার ওপর শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ অংশ

কেনানীয়দের দেশে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে সেই
দেশ দেবেন, ১২ তখন তুমি গর্ভজাত সমস্ত প্রথম
ফল মাবুদের কাছে উপস্থিত করবে এবং তোমার
পশুগুলোরও সমস্ত প্রথম গর্ভফলের মধ্যে পুরুষ-
বাচ্চাটি মাবুদের হবে। ১৩ আর গাধার প্রত্যেক
প্রথম গর্ভফলের মুক্তির জন্য তার পরিবর্তে
ভেড়ার বাচ্চা দেবে; যদি সেটি মুক্ত না কর তবে
তার গলা ভেঙে দেবে। তোমার পুত্রদের মধ্যে
মানুষের প্রথমজাত সমস্ত সন্তানকে মুক্ত করতে
হবে।
১৪ আর তোমার পুত্র ভবিষ্যতে যখন তোমাকে
জিজ্ঞাসা করবে, এটা কেন? তুমি বলবে, মাবুদ
তাঁর পরাক্রমশালী হাত দিয়ে আমাদেরকে মিসর
থেকে, গোলামীর গৃহ থেকে বের করে আনলেন।
১৫ সেই সময় ফেরাউন আমাদেরকে ছেড়ে দেবার
বিষয়ে নিষ্ঠুর হলে মাবুদ মিসর দেশে সমস্ত
প্রথমজাতকে, মানুষের প্রথমজাত ও পশুর
প্রথমজাতকে হত্যা করলেন। এজন্য আমাদের
প্রথমজাত পুরুষ বাচ্চাগুলোকে মাবুদের উদ্দেশে
কোরবানী করি কিন্তু আমাদের প্রথমজাত
পুত্রদেরকে মুক্ত করি। ১৬ এটি চিহ্নস্বরূপ তোমার
হাতে ও ভূষণস্বরূপ তোমার দুই চোখের
মাঝখানে থাকবে, কেননা মাবুদ তাঁর
পরাক্রমশালী হাত দিয়ে আমাদেরকে মিসর দেশ
থেকে বের করে আনলেন।

মেঘস্তম্ভ ও অগ্নিস্তম্ভ

১৭ আর ফেরাউন লোকদেরকে ছেড়ে দিলে
পর, ফিলিস্তিনীদের দেশ দিয়ে সোজা পথ
থাকলেও আল্লাহ্ সেই পথে তাদেরকে চালিয়ে
নিলেন না, কেননা আল্লাহ্ বললেন, যুদ্ধ দেখলে
আবার হয়তো লোকেরা অনুতাপ করে মিসরে
ফিরে যেতে পারে! ১৮ অতএব আল্লাহ্
লোকদেরকে লোহিত সাগরের মরুভূমির পথ
দিয়ে গমন করালেন; আর বনি-ইসরাইলরা
রণসাজে সজ্জিত হয়ে মিসর দেশ থেকে যাত্রা
করলো। ১৯ আর মূসা ইউসুফের অস্থি নিজের
সঙ্গে নিলেন, কেননা তিনি বনি-ইসরাইলদেরকে
দৃঢ় কসম খাইয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্ অবশ্য
তোমাদের তত্ত্বাবধান করবেন, আর তোমরা
তোমাদের সঙ্গে আমার অস্থি এই স্থান থেকে
নিয়ে যাবে।
২০ পরে তারা সুক্কোৎ থেকে যাত্রা করে মরুভূমির
কিনারায় অবস্থিত এথমে শিবির স্থাপন করলো।
২১ আর মাবুদ দিনে পথ দেখাবার জন্য মেঘস্তম্ভে
থেকে এবং রাতে আলো দেবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে
থেকে তাদের অগ্রভাগে গমন করতেন যেন তারা
দিনরাত চলতে পারে। ২২ লোকদের সম্মুখ থেকে
দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ ও রাতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর
হত না।

লোহিত সাগর পার হওয়া

১৪ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
বনি-ইসরাইলদেরকে বল, তোমরা
ফেরো, পী-হহীরোতের সম্মুখে মিগ্‌দোলের ও
সমুদ্রের মধ্যস্থলে বাল্-সফোনের সম্মুখে শিবির
স্থাপন কর; তোমরা তার সম্মুখে সমুদ্রের কাছে
শিবির স্থাপন কর। ৩ তাতে ফেরাউন বনি-
ইসরাইলদের বিষয়ে বলবে, তারা দেশের মধ্যে
অবরুদ্ধ হল, মরুভূমি তাদের পথ রুদ্ধ করলো।

[১৩:১১] দ্বি:বি ১:৮;জবুর ১০৫:৪২-৪৫।
[১৩:১২] পয়দা ৪:৪; লেবীয় ২৭:২৬; শুমারী ৩:১৩; ১৮:১৫, ১৭; লূক ২:২৩।
[১৩:১৩] ইশা ৬৬:৩।
[১৩:১৪] দ্বি:বি ৭:৮; ২৮:৬৮।
[১৩:১৭] শুমারী ১৪:১-৪; দ্বি:বি ১৭:১৬; হোশেয় ১১:৫।
[১৩:১৮] জবুর ১৩৬:১৬; ইহি ২০:১০।
[১৩:১৯] ইউসা ২৪:৩২; প্রেরিত ৭:১৬; ইব ১১:২২।
[১৩:২০] শুমারী ৩৩:৬।
[১৩:২১] দ্বি:বি: ২:৭; ৩১:৮; কাজী ৪:১৪; ৫:৪; জবুর ৬৮:৭; ৭৭:২০; ইয়ার ২:২; হবক ৩:১৩।
[১৩:২২] নহি ৯:১৯।
[১৪:২] শুমারী

লিখে চামরার তৈরি তাবিজ বা কবজের মধ্যে রেখে দেওয়ার প্রথার জন্ম দেয়। ঐ তাবিজ বা কবজ সকালের প্রার্থনার আগে কপালে ও বাম হাতের উপরের দিকে লোকেরা বেঁধে নিত (দ্বি:বি: ৬:৪-৯, মথি ২৩:৫)।

১৩:১৩ গাধার। গাধা ছিল একমাত্র নাপাক পশু যাকে মুক্ত করা বা ছাড়িয়ে আনার দরকার ছিল; আর অন্য সব পশু পাক-পবিত্র ছিল বিশেষ করে ভেড়া, ছাগল, গরু ছিল কোরবানীর পশু। গাধা তাদের কাছে দরকারী ছিল বোঝা টানা ও বিহন করার জন্য।

মুক্তির জন্য। দেখুন ৬:৬ আয়াত। এই ক্রিয়াপদের অর্থ হল "কোন মূল্য দিয়ে কোন জিনিষকে ছাড়িয়ে নেওয়া"।

১৩:১৪ মাবুদ। ৩:৪ এর নোট দেখুন।

১৩:১৫ ফেরাউন আমাদেরকে ছেড়ে দেবার বিষয়ে নিষ্ঠুর হলে। ২:২৩ ও ৭:৩-৪ এর নোট দেখুন।

১৩:১৬ একটা চিহ্ন হবে যা হাত ও কপালের। ১৩:৯ এর নোট দেখুন।

১৩:১৭-২০ ফিলিস্তিনীদের দেশ ... লোহিত সাগরের মরুভূমির পথ দিয়ে... সুক্কোৎ ... এথম। নীল নদীর পাড় দিয়ে কেনানে যাবার সবচেয়ে সোজা পথ ছিল সেই বড় একটা রাস্তা যা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পাড় দিয়ে উত্তর দিকে চলে গিয়েছিল। ফিলিস্তিনীদের দেশ ছিল সমুদ্রের পাড় দিয়ে সরু একটা দেশ। কেনান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে তার শুরু ছিল। তাই বনি-ইসরাইলরা যদি ঐ বড় রাস্তা দিয়ে যেত তাহলে তাদের উপরে ফিলিস্তিনীদের আক্রমনের বড় ভয় ছিল। সে কারণেই আল্লাহ্ তাদের দক্ষিণ-পূর্ব সুক্কোৎ, এথম (১৩:২০) ও লোহিত সাগরের দিক দিয়ে নিয়ে গেলেন। লোহিত সাগরের বিষয়ে জানার জন্য ১০:১৯ এর নোট দেখুন। হিব্রু শব্দ "ইয়াম সুফ" এর আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে "নল খাগড়ার সাগর" যা ছিল নীল নদীর পূর্ব দিকের কতগুলো বিল কিংবা মিষ্টি পানির হ্রদের মধ্যের একটা। হিজরত ১৩:১৭-১৪:৯ থেকে একথা বলা হয়ে থাকে। সেখানে সুফ সাগর পাড় হবার আগে সে পর্যন্ত ইসরাইলরা কোন্ কোন্ পথ ধরে এসেছিল তা বলা হয়েছে। আনুমানিক খ্রী: পূ: ২০০ সালে পুরাতন নিয়মের যে গ্রীক অনুবাদ করা হয় সেই অনুবাদে "নল-খাগড়ার সাগর" এর পরিবর্তে "লোহিত সাগর" লেখা হয়। ১২:৩৭ (সুক্কোৎ) এর নোট দেখুন। এথম কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায় নি।

১৩:২১-২২ মেঘস্তম্ভে থেকে ... অগ্নিস্তম্ভে থেকে। কিতাবুল মোকাদ্দসে আগুন ও ধোয়াকে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্নরূপে দেখানো হয়েছে (পয়দা ১৫:১৭-১৮, হিজ ৩:২; ১৯:১৬-১৯, কাজী ১৩:২০)। মাবুদ প্রায়ই মেঘস্তম্ভে থেকে কথা বলতেন। দেখুন, শুমারী ১২:৫-৬; দ্বি:বি: ৩১:১৫-১৬; জবুর ৯৯:৬-৭)।

১৪:২ তোমরা ফেরো, ... বাল্‌সফোনের সম্মুখে শিবির স্থাপন কর। বাল-সফোনের পূর্ব দিকে পী-হহীরোৎ হয়তো মিসরীয়দের এক মন্দির ছিল (শুমারী ৩৩:৭)। বাল ছিল

৪ আর আমি ফেরাউনের অন্তর কঠিন করবো,
আর সে তোমাদের পিছনে ধাবমান হবে এবং
আমি ফেরাউন ও তার সমস্ত সৈন্য দ্বারা
মহিমান্বিত হব; আর মিসরীয়েরা জানতে পারবে
যে, আমিই মাবুদ। তখন তারা সেরকম করলো।

ফেরাউনের সৈন্যসামন্তের বিনাশ

৫ পরে বনি-ইসরাইলরা পালিয়েছে, মিসরের
বাদশাহ্‌কে এই সংবাদ দেওয়া হলে পর তাদের
বিষয়ে ফেরাউন ও তাঁর কর্মকর্তাদের মনোভাব
পাল্টে গেলো; তাঁরা বললেন, আমরা এ কি
করলাম? আমাদের গোলামী থেকে ইসরাইলকে
কেন ছেড়ে দিলাম? ৬ তখন তিনি তাঁর রথ প্রস্তুত
করালেন ও তাঁর লোকদেরকে সঙ্গে নিলেন।
৭ আর মনোনীত ছয় শত রথ এবং মিসরের সমস্ত
রথ ও সেগুলোর উপরে নিযুক্ত সেনানীদেরকে
নিলেন। ৮ তখন মাবুদ মিসরের বাদশাহ্‌
ফেরাউনের অন্তর কঠিন করলেন, তাতে তিনি
বনি-ইসরাইলদের পিছনে তাড়া করে গেলেন;
তখন বনি-ইসরাইলেরা বিজয়ের সঙ্গে বের
হচ্ছিল। ৯ আর মিসরীয়েরা, ফেরাউনের সমস্ত
ঘোড়া ও রথ এবং তাঁর ঘোড়সওয়ারা ও সৈন্যেরা
তাদের পিছনে তাড়া করে আসল; আর বনি-
ইসরাইল বাল্‌-সফোনের সম্মুখে পী-হহীরোতের
কাছে সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপন করলে তাদের
কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।
১০ ফেরাউন যখন নিকটবর্তী হলেন, তখন
বনি-ইসরাইলেরা চেয়ে দেখলো যে, তাদের
পিছনে পিছনে মিসরীয়েরা আসছে; তাতে তারা
ভীষণ ভয় পেল, আর বনি-ইসরাইলেরা মাবুদের
কাছে কান্নাকাটি করতে লাগল। ১১ তখন তারা
মূসাকে বললো, মিসরে কবর নেই বলে তুমি কি
আমাদের নিয়ে আসলে, যেন আমরা মরুভূমিতে
মারা যাই? তুমি আমাদের সঙ্গে এ কেমন
ব্যবহার করলে? কেন আমাদেরকে মিসর থেকে
বের করলে? ১২ আমরা কি মিসর দেশে
তোমাকে এই কথা বলি নি, আমাদেরকে থাকতে
দাও, আমরা মিসরীয়দের গোলামী করি? কেননা
মরুভূমিতে মরণের চেয়ে মিসরীয়দের গোলামী
করা আমাদের মঙ্গল। ১৩ তখন মূসা
লোকদেরকে বললেন, ভয় করো না, সকলে স্থির
হয়ে দাঁড়াও। মাবুদ আজ তোমাদের কিভাবে
নিস্তার করেন, তা দেখ; কেননা আজ যে
মিসরীয়দেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছো,
এদেরকে আর কখনই দেখবে না। ১৪ মাবুদ
তোমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন, তোমরা
কেবল নীরব থাক।
১৫ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি আমার
কাছে কেন কান্নাকাটি করছো? বনি-
ইসরাইলদেরকে অগ্রসর হতে বল। ১৬ আর তুমি
তোমার লাঠি তুলে সমুদ্রের উপরে হাত বাড়িয়ে
দাও, সমুদ্রকে দু'ভাগ কর; তাতে বনি-
ইসরাইলেরা শুকনো পথে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ
করবে। ১৭ আর দেখ, আমিই মিসরীয়দের অন্তর
কঠিন করবো, তাতে তারা এদের পিছনে পিছনে
প্রবেশ করবে এবং আমি ফেরাউনের, তার সমস্ত
সৈন্যের, তার রথগুলোর ও তার
ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা মহিমান্বিত হবো। ১৮ আর
ফেরাউন ও তার সমস্ত রথ ও তার
ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা আমি মহিমান্বিত হলে
মিসরীয়েরা জানতে পারবে যে, আমিই মাবুদ।
১৯ তখন ইসরাইল সৈন্যদের আগে আল্লাহ্‌র যে
ফেরেশতা ছিলেন তিনি সরে গিয়ে তাদের
পিছনে গেলেন এবং মেঘস্তম্ভ তাদের সম্মুখ
থেকে সরে গিয়ে তাদের পিছনে চলে গেলো।
২০ মেঘস্তম্ভটি মিসরের শিবির ও ইসরাইলের
শিবির, এই উভয়ের মধ্যে দাঁড়ালো। তাতে
সেখানে মেঘ ও অন্ধকার থাকলো, তবু তা রাতে
আলো দান করলো। এর ফলে সমস্ত রাতে এক

৩৩:৭; ইয়ার ৪৪:১; ইহি ২৯:১০।
[১৪:৪] জবুর ৭১:১১।
[১৪:৪] রোমীয় ৯:১৭, ২২-২৩।
[১৪:৫] জবুর ১০৫:২৫।
[১৪:৮] শুমারী ৩৩:৩; প্রেরিত ১৩:১৭;
[১৪:৯] ইউসা ২৪:৬; ইশা ৪৩:১৭।
[১৪:১০] ইউসা ২৪:৭; নহি ৯:৯; জবুর ৫:২; ৩৪:১৭; ৫০:১৫; ১০৭:৬, ২৮।
[১৪:১১] শুমারী ১১:১; ১৪:২২; ২০:৪; ২১:৫; দ্বি:বি ৯:৭।
[১৪:১২] জবুর ১০৬:৭-৮।
[১৪:১৩] পয়দা ১৫:১।
[১৪:১৪] দ্বি:বি ১:৩০; ৩:২২; ২০:৪; জবুর ২৪:৮; ৩৫:১; ইশা ৪২:১৩; ইয়ার ৪১:১২।
[১৪:১৫] ইউসা ৭:১০।
[১৪:১৬] ইশা ১০:২৬।
[১৪:১৮] ইহি ৩২:১৫।
[১৪:১৯] ইশা ৬৩:৯; ১করি ১০:১।
[১৪:২০] ইউসা

কেনানীয়দের এক দেবতা। মনে করা হতো যে "সাফন" ছিল তার বাড়ি, অথবা উত্তর সিরিয়ার ক্যাসিয়াম পর্বত। উত্তর সিনাই এলাকাটি হয় মেনসালেহ্‌ না হয় সারবনি নামের একটা হ্রদের কাছে অবস্থিত একটা মন্দিরের স্থান ছিল হয়তো এই বাল-সফোন। হিব্রু ভাষায় 'মিগ্‌দোল' শব্দের অর্থ 'উঁচু ঘর'। এর দ্বারা হয়তো উত্তর সিনাই এলাকার ও উল্লেখিত একটা হ্রদের পূর্বে নির্মিত একটা দুর্গকে বুঝানো হয়েছে। লোহিত সাগরের বিষয়ে আরোও জানার জন্য ১০:১৯ ও ১৩:১৭-২০ এর নোট দেখুন। যে সকল স্থানের কথা বলা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, উত্তর সিনাই এলাকার একটা জলাভূমিকেই বুঝায়, কিন্তু এখন যাকে লোহিত সাগর বলে তা নয়।

১৪:৬ তাঁর রথ প্রস্তুত করালেন। যুদ্ধের রথের দুইটা চাকা ও একটা চক্রসেমী (বা চক্রদন্ড) থাকত, আর তা সাধারণত একটা বা দু'টা ঘোড়ায় টানত। ঐ রকম একটা রথে দুই বা তিন জন সৈন্য চড়তে পারত। রথের গতি ও ইচ্ছামত তাড়াতারি ঘুরাবার সুবিধা থাকার জন্য রথ চালিয়ে শত্রুদের পেছনে থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গতি পরিবর্তন করে তাদের আক্রমন করা সহজ হতো।

১৪:৯ বাল্‌-সফোনের সম্মুখে পী-হহীরোতের কাছে। ১৪:২ এর নোট দেখুন।

১৪:১৪ মাবুদ তোমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন। পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌কে অনেক সময় একজন যোদ্ধারূপে দেখানো হয়েছে যিনি তাঁর নিজের লোকদের পক্ষে যুদ্ধ করেন (হিজ ১৪:২৫, ১৫:৩; দ্বি:বি: ১:৩০; ইউসা ১০:১৪; ২শামু ৫:২২-২৪; জবুর ২৪:৮)।

১৪:১৭ রথগুলোর ও তার ঘোড়সওয়ার। ১৪:৬ এর নোট দেখুন। ঘোরসওয়ার হল যে সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে। ঘোড়া যুদ্ধের জন্য এতই প্রয়োজনীয় ছিল যে, বাদশাহ্‌দের যেন ঘোড়া ছাড়া চলতো না। কোন কোন সময় বাদশাহ্‌র কত শক্তি তা বুঝা যেত তার কত রথ ও ঘোড়া ছিল তা দেখে।

১৪:১৯ আল্লাহ্‌র যে ফেরেশতা ছিলেন। এর দ্বারা হয়তো সেই মেঘ ও আগুনের স্তম্ভকে বুঝানো হয়েছে যা ইসরাইল জাতিকে মরুভূমিতে পথ চলতে সাহায্য করেছে (দেখুন ১৩:২১-২২)। হিব্রু ভাষায় 'ফেরেশতা' অর্থ 'খবর বহনকারী'। ১৪:২৪ এ

BACIB International Bible CHURCH

হিব্রু ক্যালেণ্ডার

হিব্রু ক্যালেণ্ডারের মাস আমাদের বর্তমান ক্যালেণ্ডারের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়। সাধারণত নভেম্বর ও ডিসেম্বরে শস্য বপন করা হতো এবং মার্চ ও এপ্রিলে তা কেটে গোলায় জমা করা হত।

মাস	আজকের ক্যালেণ্ডার	কিতাবের রেফারেন্স	ইসরাইলদের ছুটির দিন
১. নিসান (আবীব)	মার্চ-এপ্রিল	হিজ ১৩:৪; ২৩:১৫; ৩৪:১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১	ঈদুল ফেসাখ (লেবীয় ২৩:৫) খামিহীন রুটির ঈদ (লেবীয় ২৩:৬) প্রথমে পাকা ফসলের উৎসব (লেবীয় ২৩:১০)
২. লায়ার (সিব)	এপ্রিল-মে	১ বাদশা ৬:১, ৩৭	দ্বিতীয় ঈদুল ফেসাখ (শুমারী ৯:১০, ১১)
৩. সীবন	মে-জুন	ইষ্টার ৮:৯	পঞ্চাশপ্তমির সপ্তাহ (লেবীয় ২৩:১৬)
৪. তাম্মুজ	জুন-জুলাই		
৫. আব	জুলাই-আগষ্ট		
৬. ইলূল	আগষ্ট-সেপ্টম্বর	ইয়ারমিয়া ৬:১৫	
৭. তিসহির (এথানীম)	সেপ্টম্বর-অক্টোবর	১ বাদশা ৮:২	শিঙ্গাধ্বনির উৎসব (শুমারী ২৯:১) কাফ্‌ফারার দিন (লেবীয় ২৩:২৭) কুড়ে-ঘরের উৎসব (লেবীয় ২৩:৩৪)
৮. মার্চেসভান (বূল মাস)	অক্টোবর-নভেম্বর	১ বাদশাহ্‌ ৬:৩৮	
৯. কিশ্‌লেব	নভেম্বর-ডিসেম্বর	নহিমিয়া ১:১	হানুক্কা (উৎসর্গ) (ইউহোন্না ১০:২২)
১০. টেবেৎ	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	ইষ্টের ২:১৬	
১১. শবাট	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	জাকারিয়া ১:৭	
১২. অদর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ইষ্টের ৩:৭	পূরীম উৎসব (ইষ্টের ৯:২৪-৩২)

পাক-কিতাবে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি (থিয়োফেনি)

সিনাই পর্বতের পাদদেশে আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইল জাতির কাছে যে চেহারায় দৃশ্যমান হয়েছিলেন তাকেই আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বা থিয়োফেনি বলা হয়ে থাকে। নিচে কিতাবুল মোকাদ্দসের আরও কিছু বর্ণনা দেওয়া হল যেখানে আল্লাহ লোকদের কাছে দৃশ্যমান হয়েছিলেন।

পয়দায়েশ ১৬:৭	সারার বাঁদী হাজেরার কাছে মাবুদের ফেরেশতা দেখা দিয়ে তার পুত্র ইসমাইলের জন্মের সংবাদ দিলেন।
পয়দায়েশ ১৮:১-১১	মাবুদ ইব্রাহিমের কাছে দেখা দিয়ে তাঁর পুত্র ইসহাকের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।
পয়দায়েশ ২২:১১,১২	মাবুদের ফেরেশতা ইব্রাহিমকে তাঁর পুত্র ইসহাককে কোরবানী দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করলেন।
হিজরত ৩:২	জ্বলন্ত ঝোপে ইব্রাহিমের কাছে দেখা দেন।
হিজরত ১৪:১৯	মাবুদের ফেরেশতা দিনের বেলায় মেঘের থাম ও রাতের বেলা অগুনের থামে থেকে মরুভূমিতে ইসরাইলদের পরিচালনা করার জন্য অবস্থান করনে।
হিজরত ৩৩:১১	মাবুদ সম্মুখাসম্মুখি হয়ে মূসার সঙ্গে কথা বলেন।
দানিয়াল ৩:২৫	দানিয়ালের তিন বন্ধুকে যখন অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হয় তখন তাঁদের রক্ষা করবার জন্য একজন এসেছিলেন যাঁকে “দেবপুত্রের মত” বলা হয়েছে।

দল অন্য দলের কাছে এলো না।
২১ মূসা সমুদ্রের উপরে তাঁর হাত বাড়িয়ে
দিলেন, তাতে মাবুদ সমস্ত রাত প্রবল পূর্বীয় বায়ু
দ্বারা সমুদ্রকে সরিয়ে দিলেন ও তা শুকনো ভূমি
করলেন, তাতে পানি দু'ভাগ হয়ে গেলো।
২২ আর বনি-ইসরাইলরা শুকনো পথে সমুদ্রের
মধ্যে প্রবেশ করলো এবং তাদের ডানে ও বামে
পানি প্রাচীরস্বরূপ হল। ২৩ পরে মিসরীয়েরা,
ফেরাউনের সমস্ত ঘোড়া ও রথ এবং
ঘোড়সওয়াররা ধাবমান হয়ে তাদের পিছনে
পিছনে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করলো। ২৪ কিন্তু
রাতের শেষ প্রহরে মাবুদ আগুন ও মেঘস্তম্ভ
থেকে মিসরীয়দের সৈন্যের উপরে দৃষ্টিপাত
করলেন ও মিসরীয়দের সৈন্যদেরকে ভয় ধরিয়ে
দিলেন। ২৫ আর তিনি তাদের রথের চাকাগুলো
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেন, তাতে তারা অতি
কষ্টে রথ চালাতে লাগল; তখন মিসরীয়েরা
বললো, চল, আমরা ইসরাইলের সম্মুখ থেকে
পালিয়ে যাই, কেননা মাবুদ তাদের পক্ষ হয়ে
মিসরীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধ করছেন।

ফেরাউনের সৈন্যদের ধ্বংস

২৬ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি সমুদ্রের
উপরে হাত বাড়িয়ে দাও; তাতে পানি ফিরে
মিসরীয়দের উপরে ও তাদের রথের উপরে ও
ঘোড়সওয়ারদের উপরে আসবে। ২৭ তখন মূসা
সমুদ্রের উপরে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর সকাল
হতে না হতে সমুদ্র পুনরায় সমান হয়ে গেল;
তাতে মিসরীয়েরা তার দিকেই পালিয়ে গেল;
আর মাবুদ সমুদ্রের মধ্যে মিসরীয়দেরকে ঠেলে
দিলেন। ২৮ পানি ফিরে এলো ও তাদের রথ ও
ঘোড়সওয়ারদেরকে গ্রাস করলো, তাতে
ফেরাউনের যে সমস্ত সৈন্য তাদের পিছনে সমুদ্রে
নেমেছিল তাদের এক জনও অবশিষ্ট রইলো না।
২৯ কিন্তু বনি-ইসরাইলরা শুকনো পথে সমুদ্রের
মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তাদের ডানে ও
বামে পানি প্রাচীরস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।
৩০ এভাবে সেদিন মাবুদ মিসরীয়দের হাত
থেকে ইসরাইলকে উদ্ধার করলেন ও ইসরাইল
মিসরীয়দেরকে সমুদ্রের ধারে মৃত পড়ে থাকতে
দেখলো। ৩১ আর ইসরাইল মিসরীয়দের প্রতি
কৃত মাবুদের মহৎ কাজ দেখলো, তাতে
লোকেরা মাবুদকে ভয় করলো এবং মাবুদের ও
তাঁর গোলাম মূসার উপর সম্পূর্ণ ঈমান রেখে
চলতে লাগল।

বনি-ইসরাইলের বিজয়-কাওয়ালী

১৫ ১ তখন মূসা ও বনি-ইসরাইলেরা
মাবুদের উদ্দেশে এই কাওয়ালী
গাইলেন; তাঁরা বললেন,
আমি মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী গাইব;
কেননা তিনি মহিমান্বিত হলেন,
তিনি ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারদেরকে
সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।
২ মাবুদ আমার বল ও আমার গান,
তিনি আমার উদ্ধার হলেন;
তিনি আমার আল্লাহ্‌,
আমি তাঁর প্রশংসা করবো;
আমার পিতৃকুলের আল্লাহ্‌,
আমি তাঁর প্রতিষ্ঠা করবো।
৩ মাবুদ বীর যোদ্ধা;
মাবুদ তাঁর নাম।
৪ তিনি ফেরাউনের রথগুলো ও
সৈন্যদলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন;
তাঁর মনোনীত সেনানীরা লোহিত সাগরে
নিমজ্জিত হল।
৫ পানির রাশি তাদেরকে আচ্ছাদন করলো;
তারা অগাধ পানিতে পাথরের মত
তলিয়ে গেল।
৬ হে মাবুদ, তোমার ডান হাত
পরাক্রমে গৌরবান্বিত;
হে মাবুদ, তোমার ডান হাতখানা
দুশমন চূর্ণকারী।
৭ তুমি নিজের মহিমার মহত্ত্বে,
যারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে,
তাদেরকে নিপাত করে থাকো;

২৪:৭।
[১৪:২১] আইউ ২৬:১২; প্রেরিত ৭:৩৬।
[১৪:২২] হিজ ৩:১২; দ্বি:বি ৩১:৬-৮; ইউসা ৩:১৬; নহি ৯:১১; জবুর ৬৬:৬; ইশা ১১:১৫; ইয়ার ৪৬:২৮; নহূম ১:৪; ইব ১১:২৯।
[১৪:২৪] ইউসা ১০:১০; ২শামু ৫:২৪; ২বাদশা ৭:৬; ১৯:৭।
[১৪:২৫] দ্বি:বি ৩২:৩১; ১শামু ২:২; ৪:৮।
[১৪:২৭] জবুর ৭৮:৫৩; ১০৬:১১; ১৩৬:১৫; ইব ১১:২৯।
[১৪:২৮] কাজী ৪:১৬; নহি ৯:১১।
[১৪:২৯] ইউসা ২৪:১১; ২বাদশা ২:৮; জবুর ৭৪:১৫।
[১৪:৩০] ইশা ৪৩:৩; ৫০:২।
[১৪:৩১] দ্বি:বি ৩১:১৩।
[১৫:১] শুমারী ২১:১৭; কাজী ৫:১; ২শামু ২২:১; প্রকা ১৫:৩।
[১৫:২] পয়দা ৪৫:৭; জবুর ১৮:২, ইশা ১২:২; ইউ ২:৯; হবক ৩:১৮।
[১৫:৩] প্রকা ১৯:১১।
[১৫:৪] ইয়ার ৫১:২১।
[১৫:৫] নহি ৯:১১।
[১৫:৬] জবুর ১৬:১১।

বলা হয়েছে মাবুদ নিজেই মেঘ ও আগুনের স্তম্ভের মধ্যে ছিলেন।

১৪:২১ প্রবল পূর্বীয় বায়ু দ্বারা। ১০:১৩ এর নোট দেখুন। ১৫:৫ আয়াতে লেখক মাবুদের প্রশংসা করে বলেছেন যে, 'তোমার নাসিকার নিশ্বাসে পানি রাশীকৃত হল'। এখানে এটি দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ অলৌকিক কাজ করেন তাঁর নির্ধারিত সময়ে ও তাঁর নির্দেশেই তা ঘটে থাকে (দেখুন ১৫:১০)।

১৪:২৬ হাত বাড়িয়ে দাও। ৭:১৯ ও ৯:২২ এর নোট দেখুন।

১৪:৩১ মাবুদকে ভয় করলো। দেখুন পয়দায়েশ ২০:১১ আয়াত। তারা তাঁর গোলাম মূসার উপর ঈমান আনলো। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান মহাশক্তিশালী এবং মূসার নেতৃত্বেও উপর আস্থা (দেখুন ১ শামু ১২:১৮)। এখানে "গোলাম" এর হিব্রু শব্দ দিয়ে এমন একজনকে বুঝানো হয়েছে যে মাবুদের জন্য খুব বড় ও বিশেষ দায়িত্ব পালন করছেন (শুমারী ১২:৮, দ্বি:বি: ১৪:৫)। এই উপাধিটা ইসরাইল জাতির সামরিক নেতা ইউসার মত বড় বড় নেতা (ইউসা ২৪:২৯), এবং ইসরাইলের সবচেয়ে মহান বাদশাহ্‌ দাউদের (২ শামু ৩:১৮) বেলায়ও ব্যবহার করা হয়েছে।

১৫:১ মাবুদের উদ্দেশে এই কাওয়ালী গাইলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, এই অধ্যায়ের কোন কোন অংশ, বিশেষ করে "মরিয়মের গান" (১৫:২১), সমস্ত কিতাবুল মোকাদ্দসের মধ্যে সবচেয়ে পুরান অংশগুলোর মধ্যে কয়েকটি অংশ।

১৫:৩ মাবুদ বীর যোদ্ধা। ১৪:১৪ এর নোট দেখুন।

১৫:৪ লোহিত সাগরে। ১০:১৯ ও ১৩:১৭-২০ দেখুন।

তোমার প্রেরিত জ্বলন্ত গজব
শুকনো ঘাসের মত
তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে।

৮ তোমার নাসিকার নিশ্বাসে পানি
রাশীকৃত হল;
সমস্ত স্রোত স্তূপের মত দণ্ডায়মান হল;
সমুদ্র-গর্ভে পানির রাশি ঘনীভূত হল।
৯ দুশমন বলেছিল, আমি তাদের পিছনে
তাড়া করবো,
ওদের সঙ্গ ধরে,
লুণ্ঠিত বস্তু ভাগ করে নেব;
ওদের মধ্যে আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে;
আমি তলোয়ার উন্মুক্ত করবো,
আমার হাত ওদের বিনাশ করবে।
১০ তুমি নিজের বায়ু দ্বারা ফুঁ দিলে,
সমুদ্র তাদেরকে আচ্ছাদন করলো;
তারা প্রবল পানিতে সীসার মত
তলিয়ে গেল।

১১ হে মাবুদ, দেবতাদের মধ্যে
কে তোমার মত?
কে তোমার মত পবিত্রতায় আদরণীয়,
প্রশংসায় বিস্ময়কর, আশ্চর্য ক্রিয়াকারী?
১২ তুমি তোমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলে,
দুনিয়া ওদেরকে গ্রাস করলো।
১৩ তুমি যে লোকদের মুক্ত করেছ,
তাদের তোমার অটল মহব্বত চালাচ্ছো,
তুমি তোমার পরাক্রমে তাদের
তোমার পবিত্র নিবাসে নিয়ে যাচ্ছ।
১৪ সমস্ত জাতি এসব শুনলো,
ভীষণ ভয়ে কাঁপতে লাগল,
ফিলিস্তিন-নিবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত
হয়ে পড়লো।
১৫ তখন ইদোমের দলপতিরা
ভয়ে দিশেহারা হল;
মোয়াবের নেতৃবর্গ কাঁপতে লাগল;
কেনান-নিবাসী সকলে গলে গেল।
১৬ ত্রাস ও আশংকা তাদের উপরে পড়ছে;
তোমার বাহুবলে তারা পাথরের মত
স্তব্ধ হয়ে আছে;
যাবৎ, হে মাবুদ, তোমার লোকেরা
উত্তীর্ণ না হয়,
যাবৎ তোমার ক্রয় করা লোকেরা
উত্তীর্ণ না হয়।
১৭ তুমি তাদেরকে নিয়ে যাবে,
তোমার অধিকার-পর্বতে রোপণ করবে,
হে মাবুদ, সেখানে তুমি তোমার
পবিত্র স্থান প্রস্তুত করেছ;
হে মাবুদ, সেখানে তোমার হাত
পবিত্র স্থান স্থাপন করেছে।
১৮ মাবুদ যুগে যুগে অনন্তকাল
রাজত্ব করবেন।
১৯ কেননা ফেরাউনের ঘোড়াগুলো তাঁর সমস্ত রথ
ও ঘোড়সওয়ারেরা সহ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ
করলো, আর মাবুদ সমুদ্রের পানি তাদের উপরে
ফিরিয়ে আনলেন; কিন্তু বনি-ইসরাইলেরা
শুকনো পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমন করলো।

হযরত মরিয়মের কাওয়ালী

২০ পরে হারুনের বোন মহিলা-নবী মরিয়ম হাতে
তম্বুরা নিলেন এবং তাঁর পিছনে পিছনে অন্য
স্ত্রীলোকেরা সকলে তম্বুরা নিয়ে নৃত্য করতে
করতে বের হল। ২১ তখন মরিয়ম লোকদের
কাছে গাইলেন,

[১৫:৭] দ্বি:বি ৪:২৪; ৯:৩; জবুর ১৮:৮; ৫৯:১৩; ইব ১২:২৯।
[১৫:৮] ইউসা ৩:১৩; জবুর ৭৮:১৩; ইশা ৪৩:১৬।
[১৫:৯] দ্বি:বি ২৮:৪৫; জবুর ৭:৫; মাতম ১:৩।
[১৫:১০] নহি ৯:১১; জবুর ২৯:৩।
[১৫:১১] লেবীয় ১৯:২; ১শামু ২:২; ১খান্দান ১৬:২৯; জবুর ৯৯:৩; ১১০:৩; ইশা ৬:৩; প্রকা ৪:৮।
[১৫:১২] শুমারী ১৬:৩২; দ্বি:বি ১১:৬; জবুর ১০৬:১৭।
[১৫:১৩] আইউ ৩৩:২৮; জবুর ৭১:২৩; ইশা ১:২৭।
[১৫:১৪] দ্বি:বি ২:২৫; ইউসা ২:৯; ৫:১; ১শামু ৪:৭।
[১৫:১৫] শুমারী ২২:৩; জবুর ১১৪:৭।
[১৫:১৬] জবুর ৭৪:২; ২পিতর :১।
[১৫:১৭] ২শামু ৭:১০; জবুর ৪৪:২; ৮০:৮, ১৫; আমোস ৯:১৫।
[১৫:১৮] মাতম ৫:১৯।
[১৫:২০] পয়দা

১৫:৬ তোমার ডান হাত। প্রাচীন কালে “ডান দিক” ছিল ক্ষমতা ও সম্মানের চিহ্ন।

১৫:১১ হে মাবুদ, ... তোমার মত?। ৩:৪ এর নোট দেখুন।

১৫:১৩ তুমি যে লোকদের মুক্ত করেছ। দেখুন ৬:৬ আয়াত ও এর নোট। অটল মহব্বত এর বিষয়ে দেখুন জবুর ৬:৪ আয়াত।

তোমার পবিত্র নিবাসে। “পবিত্র বাসস্থান” এর হিব্রু শব্দ দিয়ে অনেক সময় যেখানে ভেড়ার রাখালরা থাকে তা অথবা সবুজ ঘাসকে (যেমন জবুর ২৩:২) বুঝায়। কোন কোন সময় এর দ্বারা প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশকেও বুঝায় (১৩:৫)।

১৫:১৪-১৫ ফিলিস্তিন... ইদোমীয় ... মোয়াবীয় ... কেনান-নিবাসী। ১৩:১৭-২০ আয়াতে ফিলিস্তিনীদের দেশ এর নোট দেখুন। ফিলিস্তিনী বাদশাহ্‌রা খুব শক্তিশালী ছিল। ইসরাইলে বিচারকর্তাদের ও বাদশাহ্‌দের শাসনামলে প্রায়ই তারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। ইদোম দেশ বা সেয়ীর মরুসাগরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ইদোমীয়রা ছিল ইসের বংশধর (পয়দা ৩৬:১-৪৩) ইয়াকুবের বংশধর ইসরাইলরা মাঝে মাঝে ইদোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে (শুমারী ২০:১৪-২১, ওব ৯-১০)। মোয়াব ছিল মরু সাগরের পূর্ব দিকে। পরবর্তীকালে মোয়াবীয় ও অম্মোনীয়রা ইসরাইল জাতির শত্রুতে পরিণত হয় (কাজী ১০:১১-১৮, ১ শামু ১৪:৪৭-৪৮, বাদশাহ্‌ ৩:২১-২৭; ১ খান্দান ২০:১০-১১)। আরো দেখুন ৩:৮ ‘কেনানীয়রা’ এর নোট।

১৫:১৭ তোমার অধিকার-পর্বতে ... পবিত্র স্থান প্রস্তুত করেছ। এই পাহাড় হয়তো জেরুশালেমের সিয়োন পাহাড়। মূসা ইসরাইল জাতিকে মিসর থেকে মুক্ত করে আনার প্রায় ৩৫০ বছর পরে বাদশাহ্‌ সোলায়মান সিয়োন পাহাড়ে প্রথম বাতুল মোকাদ্দস তৈরি করেন।

১৫:১৯ রথ ও ঘোড়সওয়ারেরা। ১৪:৬ ও ১৪:১৭ এর নোট দেখুন।

১৫:২০ মহিলা-নবী মরিয়ম। খুব সম্ভবত মরিয়ম ছিলেন হারুন ও মূসার বড় বোন যিনি শিশু মূসাকে মিসরের রাজকন্যার পক্ষে লালন-পালন করার জন্য একজন ইবরানী স্ত্রীলোক অর্থাৎ তার নিজের মাকে এনে দিয়েছিলেন (২:১-১০)। কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখিত অন্যান্য মহিলা নবীরা হলেন দবোরা (কাজী ৪:৪), ইশাইয়া নবীর স্ত্রী (ইশা ৮:৩), হূলদা (২ বাদশাহ্‌ ২২:১৪), নোয়দিয়া (নহি ৬:১৪), হান্না (লূক ২:৩৬) এবং ফিলিপের মেয়েরা (প্রেরিত ২১:৯)।

তোমরা মাবুদের উদ্দেশে গান কর;
কেননা তিনি মহামহিমান্বিত হলেন;
তিনি ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারকে
সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন।

আল্লাহ্‌ মরুভূমিতে খাদ্য ও পানীয় যোগান

[২২] আর মূসা ইসরাইলকে লোহিত সাগর থেকে
এগিয়ে যেতে বললেন, তাতে তারা শূর
মরুভূমিতে গমন করলো। আর তারা তিন দিন
মরুভূমিতে যেতে যেতে পানি পেল না। [২৩] পরে
তারা মারাতে উপস্থিত হল কিন্তু মারার পানি পান
করতে পারল না, কারণ সেই পানি তিক্ত ছিল।
এজন্য তার নাম মারা (তিক্ত) রাখা হল।
[২৪] তখন লোকেরা মূসার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে
বললো, আমরা কি পান করবো? [২৫] তাতে তিনি
মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলেন, আর মাবুদ
তাঁকে একটা গাছ দেখালেন। তিনি তা নিয়ে
পানিতে নিক্ষেপ করলে পানি মিষ্ট হল। সেই
স্থানে মাবুদ ইসরাইলের জন্য বিধান ও শাসন
নিরূপণ করলেন এবং তাদের পরীক্ষা নিলেন।
[২৬] আর বললেন, তুমি যদি তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের কথায় সর্তকতার সঙ্গে মনোযোগ দাও,
তাঁর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা-ই কর, তাঁর হুকুম মান্য
কর ও তাঁর সমস্ত বিধি পালন কর তবে আমি
মিসরীয়দের যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত করে-
ছিলাম, সেসব রোগ দ্বারা তোমাকে আক্রমণ
করতে দেব না; কেননা আমি মাবুদ তোমার
সুস্থতাকারী।
[২৭] পরে তারা এলীমে উপস্থিত হল। সেই
স্থানে পানির বারোটি ফোয়ারা ও সত্তরটি খেজুর
গাছ ছিল। তারা সেই স্থানে পানির কাছে শিবির
স্থাপন করলো।

মান্না ও ভারুই পাখি

১৬ [১] পরে তারা এলীম থেকে যাত্রা
করলো। আর মিসর দেশ থেকে প্রস্থান
করার পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে বনি-
ইসরাইলদের সমস্ত দল সীন মরুভূমিতে
উপস্থিত হল, তা এলীমের ও তুর পর্বতের
মধ্যবর্তী। [২] তখন বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দল
মরুভূমিতে মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ
করলো; [৩] আর বনি-ইসরাইলেরা তাঁদেরকে
বললো, হায়, হায়, আমরা মিসর দেশে মাবুদের
হাতে কেন মরি নি? তখন মাংসের হাঁড়ির কাছে
বসতাম, তৃপ্তি পর্যন্ত রুটি ভোজন করতাম,
তোমরা তো এ দলটিকে ক্ষুধায় মেরে ফেলবার
জন্য আমাদেরকে বের করে এই মরুভূমিতে
নিয়ে এসেছো।
[৪] তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, দেখ, আমি
তোমাদের জন্য বেহেশত থেকে খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ
করবো। লোকেরা বাইরে গিয়ে প্রতিদিন সেই
দিনের খাদ্য কুড়াবে; এভাবে, তারা আমার
শরীয়ত অনুসারে চলবে কি না, এভাবে আমি
তাদের পরীক্ষা নেব। [৫] ষষ্ঠ দিনে তারা যা
আনবে তা প্রস্তুত করলে প্রতিদিন যা কুড়ায় তার
দ্বিগুণ হবে। [৬] পরে মূসা ও হারুন সমস্ত বনি-
ইসরাইলকে বললেন, সন্ধ্যা হলে তোমরা জানবে
যে, মাবুদ তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে বের
করে এনেছেন। [৭] আর সকাল হলে তোমরা
মাবুদের মহিমা দেখতে পাবে, কেননা মাবুদের
বিরুদ্ধে তোমাদের যে অভিযোগ, তা তিনি
শুনেছেন। আমরা কে যে, তোমরা আমাদের
বিরুদ্ধে অভিযোগ কর? [৮] পরে মূসা বললেন,
মাবুদ সন্ধ্যাবেলায় ভোজন করার জন্য

৪:২১; ১শামু ১৮:৬; ইয়ার ৩১:৪, ১৩। [১৫:২১] আমোস ২:১৫; হগয় ২:২২। [১৫:২২] জবুর ৭৮:৫২। [১৫:২৩] শুমারী ৩৩:৮; রূত ১:২০। [১৫:২৪] শুমারী ১৪:২; ইউসা ৯:১৮; জবুর ৭৮:১৮, ৪২; ইহি ১৬:৪৩। [১৫:২৫] কাজী ৩:৪; আইউ ২৩:১০; জবুর ৮১:৭; ইশা ৪৮:১০। [১৫:২৬] দ্বি:বি ৭:১৫; ১শামু ৫:৬; জবুর ৩০:২; ৪১:৩-৪; ১০৩:৩। [১৫:২৭] শুমারী ৩৩:৯। [১৬:১] শুমারী ৩৩:১১, ১২। [১৬:২] ১করি ১০:১০। [১৬:৩] দ্বি:বি ১২:২০; জবুর ৭৮:১৮; ইয়ার ৪৪:১৭। [১৬:৪] ইউ ৬:৩১। [১৬:৫] লেবীয় ২৫:২১। [১৬:৭] ইশা ৬:৩; ৩৫:২; ইহি ১:২৮; ১০:৪; ৪৩:৫; ইউ ১১:৪০। [১৬:৮] শুমারী

তম্বুরা। এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র যা নাড়া বা ঝাঁকুনি দিয়ে বাজাতে হয়।

১৫:২২ লোহিত সাগর ... শূর মরুভূমিতে গমন করলো। ১০:১৯ ও ১৩:১৭-২০ এর নোট দেখুন। শূর এলাকা ছিল সিনাই এলাকার উত্তর পশ্চিমে, গোশনের পূর্ব দিকে। মূসা সম্ভবত সেখানে মারা নামের একটা মরুদ্যানে (১৫:২৩) পানি পেয়েছিলেন। এখন মনে করা হয় যে, সূয়েজ খালের পূর্ব তীরে অবস্থিত হাওয়ারা নামক স্থানে যে একটা তেতো পানির স্রোত আছে সেটাই হচ্ছে সেই মারা।

১৫:২৪ অভিযোগ করে বললো। মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় বনি-ইসরাইলরা মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছে বিশেষ করে যখন তারা নানা রকম সমস্যার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে (দেখুন, ১৬:২; ১৭:৩; শুমারী ১৪:২; ১৬:১১, ৪১)। প্রকৃতপক্ষে তারা এই অভিযোগ মাবুদের বিরুদ্ধে করেছে (১৬:৮)। পৌল আমাদের সাবধান করেছেন যেন আমরা তাদের পথ অনুসরণ না করি (দেখুন ১ করি ১০:১০)।

১৫:২৫ তা নিয়ে পানিতে নিক্ষেপ করলে পানি মিষ্ট হল। একই রকম ঘটনার জন্য দেখুন ২ বাদশাহ্‌ ২:১৯-২২ আয়াত।

১৫:২৭ এলীম। ‘এলীম’ মানে বড় বড় গাছ, এবং মনে করা হয়ে থাকে যে, হাওয়ারার দক্ষিণে ‘ঘারানডেল’ নামে যে একটা ঝর্ণা আছে সেটাই হচ্ছে এলীম।

১৬:১ সীন মরুভূমি। সীন মরুভূমি সূয়েজ খাল ও আকাবা উপসাগরের মাঝে অবস্থিত সিনাই এলাকা জুড়ে আছে সিনাই মরু এলাকা।

১৬:৪ বেহেশত থেকে খাদ্যদ্রব্য বর্ষণ করবো। এই খাবার ছিল খুব পাতলা আশের মত জিনিষ। তার নাম ছিল ‘মান্না’। হিব্রু ভাষায় “মান্না” অর্থ “ওগুলো কি ?” বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য মরুভূমিতে ৪০ বছর ধরে খাবার জুগিয়েছিলেন আর তা ছিল এক মহা শক্তিশালী চিহ্ন যে, তিনিই সত্যিকারের আল্লাহ্‌ যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈসা মসীহ্‌ নিজেকে “বেহেশত থেকে নেমে আসা সত্যিকারের রুটি” (ইউ ৬:৩৩), “জীবন-রুটি” (ইউ ৬:৩৫, ৪৮), “জীবন্ত রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে” বলেছিলেন (ইউ ৬:৫১)– এই সমস্ত উপাধী ছিল রূহানি অর্থে (ইউ ৬:৬৩)। একই রকম আবেদন দেখা যায় দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৪ এবং ঈসা মসাহের বলা মথি ৪:৪ আয়াতে কথাগুলোর মধ্যে।

১৬:৫ তা প্রস্তুত করলে প্রতিদিন যা কুড়ায় তার দ্বিগুণ হবে।

	কিতাবুল মোকাদ্দসের বিখ্যাত গজলগুলো
কোথায়	**গজলের উদ্দেশ্য**
হিজরত ১৫:১-২১	মিসরের গোলামী থেকে উদ্ধার পেয়ে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে পার হবার পর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রশংসা-গজল। মূসার বোন মরিয়মও এই প্রশংসা-গজলে যোগ দিয়েছিলেন।
শুমারী ২১:১৭	মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলদের পাথর থেকে পানি দিয়েছিলেন বলে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রশংসা গজল।
দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১-৪৩	ইসরাইলের ইতিহাসের জন্য মূসার ধন্যবাদের গজল। আল্লাহ্‌ তাদের কাছে যে দেশের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তারা সেই দেশে প্রবেশের জন্য তখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।
কাজীগণ ৫:২-৩১	দবোরা ও বারাকের ধন্যবাদ ও প্রশংসা-গজল তাবোর পাহাড়ে বাদশাহ্‌ যাবীনের সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় দানের জন্য।
২ শামুয়েল ২২:২-১৫	দাউদের প্রশংসা ও ধন্যবাদের গজল বাদশাহ্‌ তালুতের ও অন্যান্য শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য।
সোলায়মানের গান	স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের বিষয় নিয়ে বাদশাহ্‌ সোলায়মানের প্রেমের গজল।
ইশাইয়া ২৬:১	উদ্ধার ও নাজাত পেয়ে লোকেরা কিভাবে নতুন জেরুশালেমে গান গাইবে তা দেখতে পেয়ে নবী ইশাইয়া নবী আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গজল গেয়েছিলেন।
উজায়ের ৩:১১	বায়তুল মোকাদ্দসের ভিত্তিপ্রস্তর সম্পন্ন করার পর বনি-ইসরাইলদের আল্লাহ্‌র প্রতি ধন্যবাদ ও প্রশংসা-গজল।
লূক ১:৪৬-৫৫	ঈসা মসীহ্‌কে গর্ভে ধারণ করার পর হযরত মরিয়মের প্রশংসা-গজল।
লূক ১:৬৪-৭৯	বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পুত্রের জন্মগ্রহণ করার পর জাকারিয়া প্রশংসা গান।
প্রেরিত ১৬:২৫	পৌল ও সীল কারাগারে বসে আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গজল করেন।
প্রকাশিত কালাম ৫:৯,১০	২৪ জন প্রাচীনের নতুন প্রশংসা-গজল যখন মসীহ্‌ ৭টি সীলমোহর ভেঙ্গে ফেলতে সমর্থ হন।
প্রকাশিত কালাম ১৪:৩	১৪৪০০০ হাজার নাজাতপ্রাপ্ত লোকের প্রশংসা গজল।
প্রকাশিত কালাম ১৫:৩.৪	সমস্ত নাজাতপ্রাপ্ত লোকের প্রশংসা গজল মেষ-শাবকের জন্য যিনি তাদের নাজাত করেছেন।

তোমাদেরকে গোশ্‌ত দেবেন ও খুব ভোরে তৃপ্ত
না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য দেবেন। মাবুদের বিরুদ্ধে
তোমরা যে অভিযোগ করছো, তা তিনি
শুনেছেন। আমরা কে? তোমরা যে অভিযোগ
করছো তা আমাদের বিরুদ্ধে নয়, মাবুদেরই
বিরুদ্ধে করা হচ্ছে।
৯ পরে মূসা হারুনকে বললেন, তুমি বনি-
ইসরাইলদের সমস্ত দলকে বল, তোমরা মাবুদের
সম্মুখে উপস্থিত হও; কেননা তিনি তোমাদের
অভিযোগ শুনেছেন। ১০ পরে হারুন যখন বনি-
ইসরাইলদের সমস্ত দলকে এটা বলছিলেন তখন
তারা মরুভূমির দিকে মুখ ফিরালো; আর দেখ,
মেঘস্তম্ভের মধ্যে মাবুদের মহিমা দেখা গেলো।
১১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১২ আমি বনি-
ইসরাইলদের অভিযোগ শুনেছি; তুমি তাদেরকে
বল, সন্ধ্যাবেলা তোমরা গোশ্‌ত ভোজন করবে ও
খুব ভোরে রুটিতে তৃপ্ত হবে; তখন জানতে
পারবে যে, আমি মাবুদ, তোমাদের আল্লাহ্‌।
১৩ পরে সন্ধ্যাবেলা ভারুই পাখি উড়ে এসে
শিবিরের এলাকাটা ঢেকে ফেলল এবং খুব ভোরে
শিবিরের চারদিকে শিশির পড়লো। ১৪ পরে সেই
শিশির শুকিয়ে গেল; আর দেখ, ভূমিতে তুষার
কণার মত পাতলা ঝরঝরে সূক্ষ্ম এক বস্তু
মরুভূমির উপরে পড়ে রইলো। ১৫ আর তা দেখে
বনি-ইসরাইল একে অপরকে বললো, ওটা কি?
কেননা তা কি, তারা জানত না। তখন মূসা
বললেন, ওটা সেই রুটি, যা মাবুদ তোমাদেরকে
আহার করার জন্য দিয়েছেন। ১৬ এরই বিষয়ে
মাবুদ এই হুকুম দিয়েছেন, তোমরা প্রত্যেকে
নিজ নিজ ভোজনশক্তি অনুসারে তা কুড়াও;
তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর লোকদের
সংখ্যা অনুসারে একেক জনের জন্য একেক ওমর
পরিমাণে এগুলো কুড়াও। ১৭ তাতে বনি-
ইসরাইলেরা তা-ই করলো; কেউ বেশি আবার
কেউ অল্প কুড়ালো। ১৮ পরে ওমরে তা মাপা
হলে, যে বেশি সংগ্রহ করেছিল, তার অতিরিক্ত
হল না এবং যে অল্প সংগ্রহ করেছিল, তার অভাব
হল না; তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভোজন ক্ষমতা

২৩:২১; দ্বিঃবি ৩৩:৫; কাজী ৮:২৩; ১শামু ৮:৭; ১২:১২; মথি ১০:৪০; রোমীয় ১৩:২; ১থিষ ৪:৮;

[১৬:১০] ১বাদশা ৮:১০; ২খান্দান ৭:১; ইহি ১০:৪; ইউ ১১:৪।

[১৬:১৩] শুমারী ১১:৩১; জবুর ৭৮:২৭-২৮; ১০৫:৪০; ১০৬:১৫।

[১৬:১৪] শুমারী ১১:৭-৯; দ্বিঃবি ৮:৩, ১৬; জবুর ১০৫:৪০।

[১৬:১৫] দ্বিঃবি ৮:১৬; নহি ৯:২০; ইউ ৬:৩১।

[১৬:১৮] ২করি ৮:১৫।

[১৬:২৩] দ্বিঃবি ৫:১৩-১৪।

[১৬:২৮] ইউসা ৯:১৪; জবুর ৭৮:১০; ১০৬:১৩; ১০৭:১১; ১১৯:১; ইয়ার ৩২:২৩।

অনুসারে কুড়িয়েছিল। ১৯ আর মূসা বললেন,
তোমরা কেউ সকাল বেলার জন্য এর কিছু
রেখো না। ২০ তবুও কেউ কেউ মূসার কথা না
মেনে সকাল বেলার জন্য কিছু কিছু রাখল, তখন
তাতে কীট জন্মালো ও দুর্গন্ধ হল; আর মূসা
তাদের উপরে ক্রুদ্ধ হলেন। ২১ এভাবে প্রতিদিন
খুব ভোরে তারা নিজ নিজ ভোজনশক্তি অনুসারে
কুড়ালো কিন্তু রৌদ্র প্রখর হলে তা গলে যেত।
২২ পরে ষষ্ঠ দিনে তারা দ্বিগুণ খাদ্য, প্রত্যেক
জনের জন্য দুই ওমর করে কুড়ালো, আর বনি-
ইসরাইলদের নেতৃবর্গেরা সকলে এসে মূসাকে
তা জানালেন, ২৩ তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন,
মাবুদ তা-ই বলেছিলেন; আগামীকাল বিশ্রাম-
বার, মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রামবার;
তোমাদের যা ভেজে নেবার ভেজে নাও ও যা
রান্না করার রান্না কর; আর যা অতিরিক্ত, তা
সকাল বেলার জন্য তুলে রাখ। ২৪ তাতে তারা
মূসার হুকুম অনুসারে সকাল পর্যন্ত তা রাখল
কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ হল না, কীটও জন্মালো না।
২৫ পরে মূসা বললেন, আজ তোমরা এগুলোই
ভোজন কর, কেননা আজ মাবুদের বিশ্রামবার;
আজ মাঠে তা পাবে না। ২৬ তোমরা ছয় দিন তা
কুড়াবে কিন্তু সপ্তম দিন বিশ্রামবার, সেদিন তা
মিলবে না।
২৭ তবুও সপ্তম দিনে লোকদের মধ্যে কেউ কেউ
তা কুড়াবার জন্য বের হল কিন্তু কিছুই পেল না।
২৮ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, তোমরা আমার
হুকুম ও নির্দেশ পালন করতে কত কাল অসম্মত
থাকবে? ২৯ দেখ, মাবুদই তোমাদেরকে বিশ্রাম-
বার দিয়েছেন, তাই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের
খাদ্য তোমাদেরকে দিয়ে থাকেন; তোমাদের
প্রত্যেকে জন নিজ নিজ স্থানে থাক; সপ্তম দিনে
কেউ নিজের স্থান থেকে বাইরে যাবে না।
৩০ তাতে লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলো।
৩১ আর ইসরাইল-কুল ঐ খাদ্যের নাম 'মান্না'
রাখল। সেগুলো ধনে বীজের মত, সাদা রংয়ের
এবং তার স্বাদ মধু মিশানো পিঠার মত ছিল।
৩২ পরে মূসা বললেন, মাবুদ এই হুকুম

এই বৃদ্ধি ছিল তার পরের দিন, সাব্বাথ বা বিশ্রামবারের জন্য (২৬) কারণ সেই দিন তারা বিশ্রাম করার আদেশ পেয়েছিল (২৩, ২৯)।

১৬:৮ গোশ্‌ত। এর দ্বারা ভারুই পাখির (১৬:১৩ দেখুন) মাংসকে বুঝানো হয়েছে। ভারুই ছিল বাদামী বা বালু রংয়ের এক প্রকার পাখী যা সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে ঝাঁকে ঝাঁকে প্যালেস্টাইন এলাকায় উড়ে আসত।

১৬:১০ মাবুদের মহিমা। ৩:২ এর নোট দেখুন।

১৬:১৩-১৫ ভারুই পাখি ... পাতলা ঝরঝরে সূক্ষ্ম এক বস্তু ... "ও গুলো কি?" ১৬:৮ (গোশ্‌ত) ও ১৬:৪ খাদ্যদ্রব্য) এর নোট দেখুন। ১ করি ১০:৩ ও দেখুন।

১৬:১৮ যে বেশি ... যে অল্প সংগ্রহ করেছিল, তার অভাব হল না। দেখুন ২ করি ৮:১৫ আয়াত যেখানে পৌল এই আয়াতের মূল বিষয়টি উদ্ধৃতি করেছেন এই কথা বলার জন্য যে, ঈসায়ীদের যা আছে তা অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়া কর্তব্য।

১৬:২৩ বিশ্রামবার। বিশ্রামবার ছিল সপ্তাহের সপ্তম দিন। আল্লাহ্‌ সব কিছু সৃষ্টি করার পরে যে বিশ্রাম করেছিলাম তা ঐদিনে স্মরণ করে পালন করা হয় (পয়দা ২:২-৩) সাব্বাথ বা বিশ্রামবার মানে 'বিশ্রাম' বা কাজ থেকে বিরত থাকা'। বিশ্রামবারে বিশ্রাম করা ইহুদীদের জন্য আল্লাহ্‌কে সম্মান করার একটা বিশেষ ব্যবস্থা (২০:৮-১১, দ্বিঃবিঃ ১২:১৫)। খাবার (মান্না), ভারুই পাখী বা অন্য শস্য সংগ্রহ করাকে কাজ বলে, সেজন্য সেদিন তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১৬:৩১ মান্না ... ধনে বীজের মত। মান্নার বিষয়ে আরো জানার জন্য ১৬:৪ এর নোট দেখুন। ধনে বীজ দেখতে ধূসর ও

করেছেন, তোমরা তোমাদের বংশধরদের জন্য
এগুলো থেকে এক ওমর পরিমাণ তুলে রেখো,
যাতে আমি তোমাদেরকে মিসর দেশ থেকে নিয়ে
আসবার সময় মরুভূমির মধ্যে যে রুটি ভোজন
করাতাম তারা তা দেখতে পায়। [৩৩] তখন মূসা
হারুনকে বললেন, তুমি একটা পাত্র নিয়ে পূর্ণ
এক ওমর পরিমাণ মান্না মাবুদের সম্মুখে রাখ; তা
তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রাখা যাবে।
[৩৪] তখন মাবুদ মূসাকে যেরকম হুকুম
করেছিলেন, সেই অনুসারে হারুন শরীয়ত-
সিন্দুকের কাছে থাকবার জন্য তা তুলে রাখলেন।
[৩৫] বনি-ইসরাইলেরা চল্লিশ বছর, যে পর্যন্ত
বসতি-এলাকায় উপস্থিত না হল, সেই পর্যন্ত
সেই মান্না ভোজন করলো; সেই দেশের সীমাতে
উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা মান্না খেতো।
[৩৬] এক ওমর ঐফার দশমাংশ।

শৈল থেকে বের হওয়া পানি

১৭ [১] পরে বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দল
সীন মরুভূমি থেকে যাত্রা করে মাবুদের
হুকুম অনুসারে নির্ধারিত সমস্ত উত্তরণস্থান দিয়ে
রফীদীমে গিয়ে শিবির স্থাপন করলো। সেই স্থানে
লোকদের পান করার পানি ছিল না। [২] এজন্য
লোকেরা মূসার সঙ্গে ঝগড়া করে বললো,
আমাদেরকে পানি দাও, আমরা পান করবো।
মূসা তাদেরকে বললেন, কেন আমার সঙ্গে ঝগড়া
করছো? কেন মাবুদকে পরীক্ষা করছো? [৩] তখন
লোকেরা সেই স্থানে পানির পিপাসায় ব্যাকুল
হল, আর মূসার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো,

[১৬:৩৩] ইব ৯:৪; প্রকা ২:১৭।
[১৬:৩৪] লেবীয় ১৬:১৩; শুমারী ১:৫০; ৭:৮৯; দ্বি:বি ১০:২; ১বাদশা ৮:৯; ২খান্দান ৫:১০।
[১৬:৩৫] ইউ ৬:৩১, ৪৯।
[১৬:৩৬] লেবীয় ৫:১১; ৬:২০; শুমারী ৫:১৫; ১৫:৪; ২৮:৫।
[১৭:১] শুমারী ৩৩:১৫।
[১৭:২] শুমারী ২০:২; ৩৩:১৪; জবুর ১০৭:৫।
[১৭:৪] শুমারী ১৪:১০; ১শামু ৩০:৬; ইউ ৮:৫৯।
[১৭:৬] শুমারী ২০:১১; নহি ৯:১৫; জবুর ৭৮:১৫; ইশা ৩০:২৫।
[১৭:৭] দ্বি:বি ৬:১৬; ৯:২২; ৩৩:৮; জবুর ৯৫:৮।
[১৭:৯] শুমারী ১১:২৮; ২৭:২২; দ্বি:বি ১:৩৮; ইউসা ১:১; প্রেরিত

তুমি আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের ও
পশুগুলোকে তৃষ্ণা দ্বারা মেরে ফেলতে মিসর
থেকে কেন আনলে? [৪] আর মূসা মাবুদের কাছে
কান্নাকাটি করে বললেন, আমি এই লোকদের
জন্য কি করবো? যে কোনো সময় এরা আমাকে
পাথর মেরে হত্যা করবে। [৫] তখন মাবুদ মূসাকে
বললেন, তুমি লোকদের আগে যাও, ইসরাইলের
কয়েকজন প্রাচীনকে সঙ্গে নিয়ে, আর যা দিয়ে
নদীতে আঘাত করেছিলে সেই লাঠি হাতে নিয়ে
যাও। [৬] দেখ, আমি হোরেবে সেই শৈলের
উপরে তোমার সম্মুখে দাঁড়াবো; তুমি শৈলে
আঘাত করবে, তাতে তা থেকে পানি বের হবে,
আর লোকেরা পান করবে। তখন মূসা
ইসরাইলের প্রাচীনদের সম্মুখে তা-ই করলেন।
[৭] তিনি সেই স্থানের নাম মঃসা ও মরীবা
(পরীক্ষা ও ঝগড়া) রাখলেন, কেননা বনি-
ইসরাইল ঝগড়া করেছিল এবং মাবুদকে পরীক্ষা
করেছিল, বলেছিল, "মাবুদ আমাদের মধ্যে
আছেন কি না?"

আমালেকের সঙ্গে যুদ্ধ

[৮] ঐ সময়ে আমালেক এসে রফীদীমে
ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। [৯] তাতে
মূসা ইউসাকে বললেন, তুমি আমাদের জন্য
লোক মনোনীত করে নাও, যাও, আমালেকের
সঙ্গে যুদ্ধ কর; আগামীকাল আমি আল্লাহ্‌র লাঠি
হাতে নিয়ে পর্বতের চূড়ায় দাঁড়াবো। [১০] পরে
ইউসা মূসার হুকুম অনুসারে কাজ করলেন,
আমালেকের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন; আর মূসা,

গোলাকার এবং তা ছোট্ট সীমের বীজের মত এটা রান্নার একটা মসলা। শুমারী ১১:৭-৮ দেখুন।

১৬:৩৩ মাবুদের সম্মুখে রাখ। পরবর্তীকালে হারুন ইসরাইল জাতির মহা-ইমাম হবেন বলে মূসা তাঁকে তা করতে বলেছিলেন (২৮:১)। মহা-ইমাম ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি শরীয়ত-সিন্দুকের কাছে কোন কিছু রাখতে পারতেন। ঐ পাত্রটি সোনার তৈরি ছিল। 'মাবুদের সম্মুখে' মানে সম্ভবত মাবুদের আবাস-তাঁবু (২৫-২৭) যদিও এ সময় পর্যন্ত তা তৈরির জন্য নিয়ম কানুন আল্লাহ্‌ মূসাকে দেন নি।

১৬:৩৪ শরীয়ত-সিন্দুক। শরীয়ত-সিন্দুক তৈরির জন্য নিয়ম-কানুন হিজরত ২৫:১০-১৯ আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

তা তুলে রাখলেন। পরের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তা ছিল দশ হুকুম-নামার ফলক দুটি যেখানে দশ হুকুম-নামা লেখা ছিল (৩১:১৮; ৩২:১৫; ৩৪:২৯)। এই হুকুম-নামা নিয়ম-সিন্দুকে রাখা হয়েছিল (২৫:২২; ২৬:৩৩) এবং সেখানে একবাটি মান্নাও রাখা হয়েছিল (দেখুন, ইব ৯:৪; প্রকা ২:১৭)।

১৬:৩৫ সেই দেশের সীমাতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তারা মান্না খেতো। যখন বনি-ইসরাইলরা কেনান দেশে প্রবেশ করে প্রথম ঈদুল ফেসাখ পালন করেছিল তারপর আকাশ থেকে এই মান্না পড়া বন্ধ হয়েছিল (দেখুন, ইউসা ৫:১০-২০)।

১৭:১ রফীদীমে। লোহিত সাগর পাড় হবার পর সিনাই পাহাড়ের আসার পথে এটাই সব শেষে উল্লেখিত স্থান যেখানে ইসরাইলরা থেমেছিল। জায়গাটি সঠিক কোথায় তা এখন জানা যায় না।

১৭:৪ আমাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করবে। প্রাচীন কালে ইসরাইল সমাজে অপরাধীকে পাথর ছুঁড়ে বা পাথর চাপা দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেবার নিয়ম সবচেয়ে সাধারণ নিয়ম ছিল (লেবীয় ২৪:২৩)।

১৭:৫-৬ যা দিয়ে নদীতে আঘাত করেছিলে... হোরেবে। ১:২২ (নীল নদী) এর নোট দেখুন। মূসা যখন নীল নদীর ওপরে লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিলেন তখন তা পান করার অযোগ্য হয়ে যায় (১৭:১৪-২৪); কিন্তু এখানে মূসা পাহাড়ের গায়ে আঘাত করে ইসরাইলদের জন্য খাবার পানি বের করেন।

১৭:৭ মঃসা ও মরীবা। এই আয়াতটি শুমারী ২০:৭-১৩ আয়াত ও দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৬; ৯:২২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন। এই স্থান অবশ্যই সিনাই পাহাড়ের গোড়ায় ছিল।

১৭:৮-১০ অমালেকীয়দের ... ইউসাকে ... হূর। অমালেকীয়রা ছিল ইসের নাতি অমালেকের বংশধর (পয়দা ৩৬:১৫-১৬)। তারা যাযাবর শ্রেণীর লোক ছিল এবং সাধারণত মরু সাগরের দক্ষিণ ও পূর্বে বাস করতো। পরবর্তীকালে ইসরাইল জাতি কেনান দেশে বাস করার সময়ে অমালেকীয়রা তাদের আক্রমণ করে (কাজী ৬:১-৭১, ১ শামু ৩০:১-২০)। আরো দেখুন ১ খান্দান ৪:৪১-৪৩। ইউসাকে, যার নামের অর্থ "মাবুদ মুক্তিদাতা" মূসার মৃত্যুর পরে ইসরাইল জাতিকে পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয় (দ্বি:বি: ১:৩৮, ৩১:১৪, ৩৪:৯)। হূরের বিষয়ে বেশী কিছু জানা যায় নি। তবে এহুদা বংশের এই ব্যক্তি

BACIB
International Bible CHURCH

হারুন ও হূর পর্বতের চূড়ায় উঠলেন। ১১ তখন
এরকম হল, মূসা যখন নিজের হাত তুলে ধরেন,
তখন ইসরাইল জয়ী হয় কিন্তু মূসা নিজের হাত
নামালে আমালেক জয়ী হয়। ১২ আর মূসার হাত
ভারী হতে লাগল, তখন তাঁরা একখানি পাথর
এনে তাঁর নিচে রাখলেন, আর তিনি তার উপরে
বসলেন এবং হারুন ও হূর এক জন এক দিকে
ও অন্যজন অন্য দিকে তাঁর হাত ধরে রাখলেন।
তাতে সূর্য অস্তগত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর হাত স্থির
থাকলো। ১৩ আর ইউসা আমালেককে ও তার
লোকদেরকে তলোয়ার দ্বারা পরাজিত করলেন।
১৪ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, এই কথা
স্মরণে রাখার জন্য কিতাবে লেখ এবং ইউসার
কর্ণগোচরে আন; কেননা আমি আসমানের নিচে
থেকে আমালেকের নাম নিঃশেষে মুছে ফেলবো।
১৫ পরে মূসা একটি কোরবানগাহ্ তৈরি করে তার
নাম ইয়াহ্-ওয়েহ্-নিঃষি (মাবুদ আমার নিশান)
রাখলেন। ১৬ আর তিনি বললেন, মাবুদের
সিংহাসনের উপরে হাত উত্তোলিত হয়েছে;
পুরুষানুক্রমে আমালেকের সঙ্গে মাবুদের যুদ্ধ
হবে।

হযরত মূসার শ্বশুর শোয়াইবের পরামর্শ

১৮ ১ আর, আল্লাহ্ মূসার পক্ষে ও তাঁর
লোক ইসরাইলের পক্ষে যে সমস্ত
কাজ করেছেন, মাবুদ ইসরাইলকে মিসর থেকে
বের করে এনেছেন, এসব কথা মূসার শ্বশুর
মাদিয়ানীয় ইমাম শোয়াইব শুনতে পেলেন।
২ তখন মূসার শ্বশুর শোয়াইব মূসার স্ত্রীকে,
পিত্রালয়ে প্রেরিত সফুরাকে ও তাঁর দুই পুত্রকে
সঙ্গে নিলেন। ৩ ঐ দু'টি পুত্রের মধ্যে একজনের
নাম গের্শোম (তত্রপ্রবাসী), কেননা তিনি
বলেছিলেন, আমি পরদেশে প্রবাসী হয়েছি।
৪ আর একজনের নাম ইলীয়েষর (আল্লাহ্
সহায়), কেননা তিনি বলেছিলেন, আমার পিতার
আল্লাহ্ আমার সহায় হয়ে ফেরাউনের তলোয়ার
থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন। ৫ মূসার শ্বশুর
শোয়াইব তাঁর দুই পুত্র ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে
মরুভূমিতে মূসার কাছে, আল্লাহ্‌র পর্বতে যে
স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করেছিলেন, সেই স্থানে
আসলেন। ৬ আর তিনি মূসাকে বললেন, আমি
তোমার শ্বশুর শোয়াইব এবং তোমার স্ত্রী ও তাঁর
সঙ্গে তার দুই পুত্র, আমরা তোমার কাছে
এসেছি। ৭ তখন মূসা তাঁর শ্বশুরের সঙ্গে দেখা
করতে বাইরে গেলেন ও ভূমিতে উবুড় হয়ে
সালাম জানিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন এবং একে
অপরের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পরে তাঁরা

৭:৪৫।
[১৭:১১] ইয়াকুব ৫:১৬।
[১৭:১২] ইউসা ৮:২৬।
[১৭:১৩] আয়াত ৮।
[১৭:১৪] শুমারী ৩৩:২; দ্বি:বি ৩১:৯; আইউ ১৯:২৩; ইশা ৩০:৮; ইয়ার ৩৬:২; ৪৫:১; ৫১:৬০।
[১৭:১৫] পয়দা ৮:২০।
[১৭:১৬] শুমারী ২৪:৭; ১শামু ১৫:৮, ৩২; ১খান্দান ৪:৪৩; ইষ্টের ৩:১; ৮:৩; ৯:২৪।
[১৭:১৬] ইষ্টের ৯:৫।
[১৮:৩] প্রেরিত ৭:২৯।
[১৮:৪] ১খান্দান ২৩:১৫।
[১৮:৭] পয়দা ১৭:৩; ৪৩:২৮।
[১৮:৮] শুমারী ২০:১৪; নহি

অবশ্যই বেশ সম্মানীত এক নেতা ছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি মূসা ও হারুনের সঙ্গে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়েছিলেন। পরে মূসা যখন সিনাই পাহাড়ে মাবুদের কাছ থেকে হুকুম-নামা আনতে যান (২৪:১৪) তখন তিনি হারুনের সঙ্গে থেকে লোকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের কাজ করেন। হূরের নাম দেখতে পাওয়া যায় বৎসলেলের দাদা হিসাবে; আর ঐ বৎসলেল ছিলেন একজন কারিগর যার হাতে দায়িত্ব ছিল মিলন-তাঁবু ও তার সমস্ত আসবাব তৈরি করার।

১৭:১১ মূসা যখন নিজের হাত তুলে ধরেন। ৯:২২ ও ৭:১৯ এর নোট দেখুন।

১৭:১৪ কিতাবে লেখ। দেখুন ২৪:৪; ৩৪:২৭-২৮; শুমারী ৩৩:২; দ্বি:বি: ২৮:৫৮; ২৯:২০, ২১, ২৭; ৩০:১০; ৩১:৯, ১৯, ২২, ২৪। তখনকার দিনের বই বা কিতাব চামড়া বা প্যাপাইরাস নামক এক রকম নল-খাগড়া দিয়ে প্রস্তুত কাগজের মত কিছুর উপর লেখা হতো এবং তা স্ক্রোলের মত রাখা হতো। যারা লিখত তারা কলাম হিসাবে কলম ও কালি দিয়ে লিখত (দেখুন ইয়ার ৩৬:২৩)। কোন কোন সময়ে দুই পাশেই লিখত (দেখুন, উজা ২:১০; প্রকা ৫:১)। এগুলো যখন গোল করে পেঁচিয়ে রাখা হতো, তখন অনেক সময় তা সীল মোহর করে রাখা হতো (দেখুন, ইশা ২৯:১১; দানি ১২:৪; প্রকা ৫:১-২, ৫, ৯) যেন তা সুরক্ষিত থাকে। নানা রকম সাইজের স্ক্রোল হতো (দেখুন, ইশা ৮:১, প্রকা ১০:২, ৯-১০)। কোন কোন মিসরীয় স্ক্রোল ছিল যা লম্বায় ১০০ ফুটের মত হতো। যে সব স্ক্রোলে কিতাবের বাণী লিখে রাখা হতো সেগুলো প্রায় লম্বায় ৩০ ফুটের মত হতো, যেমন ইশাইয়ার কিতাবখানির স্ক্রোলগুলো এরকম সাইজের পাওয়া গেছে। স্ক্রোল খুলে পড়ার জন্য বিশ্রী একটি পদ্ধতি ছিল, যেমন তা এক হাত দিয়ে খোলা হতো ও অন্য হাত দিয়ে তা আবার গুটানো হতো (দেখুন, ইশা ৩৪:৪; উজা ২:১০; লূক ৪:১৭, ২০; প্রকা ৬:১৪)। ঈসা মসীহের সময়ের কিছু কাল পর থেকেই স্ক্রোল প্রথা চলে যায় ও সেই জায়গায় বইয়ের ব্যবহার শুরু হয় যেমন আজকে আমরা ব্যবহার করছি।

১৭:১৫ আমার নিশান। দুই হাত তুলে মূসা তাঁর নিবেদনের কথা স্মরণ করলেন (দেখুন ১১-১২) এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমতার কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি তাঁর লোকদের রক্ষা করবেন।

১৮:১ মাদিয়ানীয় ইমাম শোয়াইব। ২:১৫ মাদিয়ানীয় ও ২:১৬ শোয়াইব এর বিষয়ে নোট দেখুন।

১৮:২ পিত্রালয়ে প্রেরিত সফুরাকে। দৃশ্যত এটা প্রতিয়মান হয় যে, মূসা তার স্ত্রী সফুরাকে তার পিতা শোয়াইবের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই খবর দিয়ে যে, মাবুদ বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে মুক্ত করে তাদের অনেক আশীর্বাদ করেছেন (দেখুন ১ আয়াত) এবং তিনি এখন বনি-ইসরাইলদের সঙ্গে সিনাই পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করছেন।

১৮:২-৪ সফুরা ... গের্শোম ... ইলীয়েষর। সফুরার বিষয়ে আরো জানার জন্য ৪:২৪-২৫ এর নোট দেখুন। গের্শোমের বিষয়ে ২:২২ এর নোট দেখুন। হিব্রু ভাষায় "ইলীয়েষর" অর্থ "আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন"। এর দ্বারা মিসরের বাদশাহ্‌র কাছ থেকে মূসা যেভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (১:২২-২:১৫)। প্রেরিত ৭:২৯ ও দেখুন।

১৮:৫-৬ আল্লাহ্‌র পর্বতে। ৩:১ আয়াত ও এর নোট দেখুন।

১৮:৭-১২ এখানে একটি বিশেষ বিষয় ফুটে উঠেছে যে, কেমন করে বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্ শুধু বনি-ইসরাইলদেরকে নয়

শোয়াইব

শোয়াইব নামের অর্থ, আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব অথবা আল্লাহ্‌র উৎকর্ষ। তিনি একজন মাদিয়ানীয় রাজপুত্র অথবা ইমাম ছিলেন। তিনি হযরত মূসার শ্বশুর। তাঁর অপর নামটি পাওয়া যায় রূয়েল হিসাবে। হযরত মূসা মিসর থেকে মাদিয়ান দেশে পালিয়ে যাবার পর ৪০ বছর শোয়াইবের অধীনস্থ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন। বনি-ইসরাইলরা সীনাই মরুভূমিতে শিবির স্থাপন করার পর এবং আমালেকীয়দের উপর বিজয়ী হবার পরপরই শোয়াইব তাঁর কন্যা বিবি সফূরা এবং তাঁর দুই নাতিকে নিয়ে হযরত মূসার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁরা "আল্লাহ্‌র পর্বত"-এ দেখা করেন এবং আল্লাহ্ ফেরাউনের প্রতি যা যা করেছিলেন হযরত মূসা তাঁকে তা বলেন (হিজ ১৮:৮)। পর দিন শোয়াইব হযরত মূসার উপর অর্পিত দায়িত্বের আধিক্য লক্ষ্য করে তাঁকে তাঁরই অধীনস্থ সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশৎপতি, এবং দশপতি হিসেবে বিচারক নিয়োগ করে ছোট বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেন, যেন শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত করার জন্য হযরত মূসার কাছে পাঠানো হয়। হযরত মূসা এই পরামর্শ গ্রহণ করেন।

শোয়াইবের ধর্মীয় পটভূমি তাকে ঈমানের জন্য প্রস্তুত করেছে কিন্তু ইসরাইলের আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখে নি বরং তিনি ঈমানে সাড়া দিয়েছিলেন। তাই যখন তিনি শুনেছেন ও দেখেছেন আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলের জন্য কি করেছেন তখন তিনি তার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়েই আল্লাহ্‌র এবাদত করেছেন। মালকীসিদ্দিক ও শোয়াইবের মত লোক যারা ইসরাইল ছিলেন না কিন্তু সত্য আল্লাহ্‌র সেবা করতেন– তাদের পুরাতন নিয়মে বিশেষ ভূমিকা রাখতে দেখা যায়। তারা আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, সারা দুনিয়ার জন্যই আল্লাহ্‌র চিন্তা আছে এবং তিনি একটি জাতিকে বেছে নিয়েছিলেন কাজ করবার জন্য কিন্তু তাঁর ভালবাসা ও চিন্তা সমগ্র মানুষের জন্যই।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তিনি মূসার শশুর ছিলেন। তিনি এসেছিলেন একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌কে স্বীকার করার জন্য।
- তিনি একজন ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানকারী এবং একজন ভাল ব্যবস্থাপক ছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা একটি দলগত কাজ।
- আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার মধ্যে সকল জাতিই রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- **অবস্থান:** মাদিয়ান দেশ ও সিনাই মরুভূমি
- **কাজ:** রাখাল ও ইমাম
- **আত্মীয়-স্বজন:** মেয়ে: সফূরা; মেয়ের স্বামী: মূসা; ছেলেমেয়ে: হোবব ও আরও ছয়জন মেয়ে।

মূল আয়াত: "মাবুদ মিসরীয়দের হাত থেকে ইসরাইলকে উদ্ধার করে তাদের যে সমস্ত মঙ্গল করেছিলেন, সেজন্য শোয়াইব আনন্দিত হলেন" (১৮:৯)।

শোয়াইবের কাহিনীটি হিজরত কিতাব ২:১৫-৩:১; ১৮:১-২৭ মধ্যে লিখিত হয়েছে। এছাড়া কাজীগণ কিতাবে ১:১৬ আয়াতে তাঁর কথা পাওয়া যায়।

তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। ৮ আর মাবুদ
ইসরাইলের জন্য ফেরাউনের প্রতি ও মিসরীয়দের
প্রতি যা যা করেছিলেন এবং পথে তাদের যে যে
কষ্ট ঘটেছিল ও মাবুদ যেভাবে তাদেরকে উদ্ধার
করেছিলেন, সেসব বৃত্তান্ত মূসা তাঁর শ্বশুরকে
বললেন। ৯ মাবুদ মিসরীয়দের হাত থেকে
ইসরাইলকে উদ্ধার করে তাদের যে সমস্ত মঙ্গল
করেছিলেন, সেজন্য শোয়াইব আনন্দিত হলেন।
১০ তখন শোয়াইব বললেন, মাবুদ ধন্য হোন,
যিনি মিসরীয়দের হাত থেকে ও ফেরাউনের হাত
থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন, যিনি
মিসরীয়দের অধীনতা থেকে এই লোকদেরকে
উদ্ধার করেছেন। ১১ এখন আমি জানি সমস্ত
দেবতা থেকে মাবুদ মহান; সেই বিষয়ে মহান,
যে বিষয়ে ওরা এদের বিপক্ষে গর্ব করতো।
১২ পরে মূসার শ্বশুর শোয়াইব আল্লাহ্‌র উদ্দেশে
পোড়ানো কোরবানী ও অন্যান্য কোরবানী
উপস্থিত করলেন এবং হারুন ও ইসরাইলের
সমস্ত প্রাচীন ব্যক্তিবৃন্দ এসে আল্লাহ্‌র সম্মুখে
মূসার শ্বশুরের সঙ্গে আহার করলেন।

বিচারকদের নিয়োগ

১৩ পরদিন মূসা লোকদের বিচার করতে
বসলেন, আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকেরা
মূসার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। ১৪ তখন লোকদের
প্রতি মূসা যা যা করছেন, তাঁর শ্বশুর তা দেখে
বললেন, তুমি লোকদের প্রতি এ কেমন ব্যবহার
করছো? কেন তুমি একাকী আসনে বসে থাক,
আর সমস্ত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত
তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে? ১৫ মূসা তাঁর
শ্বশুরকে বললেন, লোকেরা খোদায়ী বিচার কি তা
জানবার জন্য আমার কাছে আসে; ১৬ তাদের
কোন ঝগড়া হলে তা আমার কাছে উপস্থিত হয়,
আর আমি বাদী ও বিবাদীর বিচার করি এবং
আল্লাহ্‌র বিধি ও সমস্ত শরীয়ত তাদেরকে
জানাই। ১৭ তখন মূসার শ্বশুর বললেন, তোমার
এই কাজ ভাল নয়। ১৮ এতে তুমি এবং তোমার
সঙ্গী এই লোকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কেননা
এই কাজ তোমার শক্তি থেকে ভারী; এই কাজ

৯:৩২।
[১৮:৯] ইউসা ২১:৪৫; ১বাদশা ৮:৬৬; নহি ৯:২৫; জবুর ১৪৫:৭; ইশা ৬৩:৭।
[১৮:১১] ১খান্দান ১৬:২৫; লূক ১:৫১।
[১৮:১২] দ্বি:বি ১২:৭।
[১৮:১৫] পয়দা ২৫:২২;
[১৮:১৬] লেবীয় ২৪:১২; শুমারী ১৫:৩৪; দ্বি:বি ১:১৭; মালা ২:৯।
[১৮:১৮] শুমারী ১১:১১, ১৪, ১৭; দ্বি:বি ১:৯, ১২।
[১৮:১৯] শুমারী ২৭:৫।
[১৮:২০] দ্বি:বি ৪:১, ৫; ৫:১; জবুর ১১৯:১২, ২৬, ৬৮।
[১৮:২১] পয়দা ৪৭:৬; প্রেরিত ৬:৩।
[১৮:২১] দ্বি:বি ১৬:১৯; ১শামু ১২:৩; জবুর ১৫:৫; মেসাল ১৭:২৩; ২৮:৮; হেদা ৭:৭; ইহি ১৮:৮; ২২:১২।
[১৮:২২] লেবীয় ২৪:১১; দ্বি:বি: ১:১৭-১৮।
[১৮:২৫] শুমারী ১:১৬; দ্বি:বি ১৬:১৮।
[১৮:২৬] দ্বি:বি ১৬:১৮; ২খান্দান ১৯:৫; উজা ৭:২৫।
[১৮:২৭] শুমারী ১০:২৯-৩০।
[১৯:১] শুমারী ১:১; ৩:১৪; ৩৩:১৫।

একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। ১৯ এখন
আমার কথায় মনোযোগ দাও; আমি তোমাকে
পরামর্শ দিই, আর আল্লাহ্‌ তোমার সহবর্তী
হোন। তুমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে লোকদের পক্ষে
প্রতিনিধি হও এবং তাদের বিচার আল্লাহ্‌র কাছে
উপস্থিত কর, ২০ আর তাদেরকে বিধি ও
শরীয়তের উপদেশ দাও এবং তাদের গন্তব্য পথ
ও কর্তব্য কাজ বুঝিয়ে দাও। ২১ এছাড়া, তুমি
এই লোকদের মধ্য থেকে কর্মদক্ষ পুরুষ-
দেরকে, আল্লাহ্‌ভীরু, সত্যবাদী ও অন্যায়-লাভ-
ঘৃণাকারী ব্যক্তিদেরকে মনোনীত করে লোকদের
উপরে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও
দশপতি করে নিযুক্ত কর। ২২ তাঁরা সব সময়ে
লোকদের বিচার করবেন; বড় বড় সমস্ত বিচার
তোমার কাছে আনবেন কিন্তু ক্ষুদ্র বিচারগুলো
তাঁরাই করবেন। তাতে তোমার কাজ লঘু হবে
আর তাঁরা তোমার সঙ্গে ভার বইবেন। ২৩ তুমি
যদি এরকম কর এবং আল্লাহ্‌ তোমাকে এরকম
হুকুম দেন তবে তুমি সইতে পারবে এবং এসব
লোকও সহিসালামতে তাদের স্থানে গমন
করবে।
২৪ তাতে মূসা তাঁর শ্বশুরের কথায় মনোযোগ
দিলেন এবং তিনি যা কিছু বললেন, সেই
অনুসারে কাজ করলেন। ২৫ ফলত মূসা সমস্ত
ইসরাইল থেকে কর্মদক্ষ পুরুষদেরকে মনোনীত
করে লোকদের উপরে প্রধান, অর্থাৎ সহস্রপতি,
শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত
করলেন। ২৬ তাঁরা সব সময়ে লোকদের বিচার
করতেন; কঠিন বিচারগুলো মূসার কাছে
আনতেন কিন্তু সাধারণ বিষয়গুলোর বিচার
তাঁরাই করতেন।
২৭ পরে মূসা তাঁর শ্বশুরকে বিদায় করলে তিনি
স্বদেশে প্রস্থান করলেন।

তুর পর্বতের তলে বনি-ইসরাইলের আগমন

১৯ ১ মিসর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদের
বের হবার পর তৃতীয় মাসে, (প্রথম)
দিনেই তারা সিনাই মরুভূমিতে উপস্থিত হল।
২ তারা রফীদীম থেকে যাত্রা করে সিনাই

কিন্তু যারা ইসরাইল নয় তারাও দেখতে পেয়েছে, তিনি তাঁর শক্তিশালী উদ্ধার কাজ দ্বারা তাঁর লোকদের উদ্ধার করে এনে দেখিয়েছেন যে, তিনিই সত্যিকারের আল্লাহ্‌। রাহবও এই রকম বিষয় কথা বলেছেন (দেখুন, ইউসা ২:৯-১১) এবং গিবিয়নীয়রা এই বিষয়টি স্বীকার করেছে (ইউসা ৯:৯-১০)।

১৮:১২ পোড়ানো কোরবানী। ৩:১৮ এর নোট দেখুন। কোরবানীর মাংসের অংশ উৎসবের ভোজের জন্য ব্যবহার করা হতো। ভোজও ছিল কোন নিয়ম স্থাপনের অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ অংশ (পয়দা ২৬:৩০, ৩১:৫৪, হিজ ২৪:১১)।

১৮:১৩-২০ বিচার করতে ... খোদায়ী বিচার কি ... তাদের গন্তব্য পথ ও কর্তব্য। ঐ সব বিচারের বিষয় ছিল ইসরাইলদের নিজেদের মধ্যে যা মীমাংসা করার জন্য বিচারকের প্রয়োজন ছিল। মরু এলাকায় থাকার সময় লোকেরা বিচারকের জন্য মূসার কাছে আসত। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে সব বিচারের কাজ করা সম্ভব হতো না। তিনি আল্লাহ্‌র নিয়ম ব্যবহার করতেন। তখনও আল্লাহ্‌র নিয়ম লেখা হয়নি (২০ অধ্যায়)। ঐ সময়ে ইসরাইলে জাতির লোকদের জীবনযাত্রা পরিচালনার জন্য যে সব নিয়ম-কানুন দরকার হয়েছে আংশিকভাবে সেসব নিয়ম-কানুনের উৎস ছিল সেকালের অন্যান্য সমাজ।

১৮:২৫ কর্মদক্ষ পুরুষদেরকে মনোনীত করে। ২:১-৫ ও ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল জাতির মত আধা যাযাবর শ্রেণীর পশু পালনকারী লোকদের নিজেদের বিচার সালিশি তাদের নিজ নিজ বংশের নেতাদের করাই সুবিধাজনক ছিল।

১৯:১-২ সিনাই মরুভূমি ... রফীদীম। ১৭:১ রফীদীম এর নোট দেখুন। ইসরাইলরা আবীব মাসে মিসর ছেড়ে চলে আসে (১২:২)। আর এখন দু'মাস হয়ে গেছে, এখন তাদের সাবান

BACIB International Bible CHURCH

মরুভূমিতে উপস্থিত হয়ে ইসরাইলরা সেই স্থানে
পর্বতের সম্মুখে শিবির স্থাপন করলো। ৩ পরে
মূসা আল্লাহ্‌র কাছে গেলেন, আর মাবুদ পর্বত
থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি ইয়াকুবের
কুলকে এই কথা বল ও বনি-ইসরাইলদেরকে
এটা জানাও। ৪ আমি মিসরীয়দের প্রতি যা
করেছি এবং যেমন ঈগল পাখি পাখা দ্বারা করে,
তেমনি তোমাদেরকে বয়ে আমার কাছে এনেছি,
তা তোমরা দেখেছো। ৫ এখন যদি তোমরা
আমার কথা মান্য কর ও আমার নিয়ম পালন কর
তবে তোমরা সমস্ত জাতির মধ্য থেকে আমার
নিজস্ব অধিকার হবে, কেননা সমস্ত দুনিয়া
আমার। ৬ আর আমার জন্য তোমরাই ইমামদের
একটি রাজ্য ও পবিত্র একটি জাতি হবে। এসব
কথা তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে বল।
৭ তখন মূসা এসে লোকদের প্রাচীন
ব্যক্তিবর্গকে ডাকালেন ও মাবুদ তাঁকে যা যা
হুকুম করেছিলেন, সেসব কথা তাদের সম্মুখে
প্রস্তাব করলেন। ৮ তাতে লোকেরা সকলেই
একসঙ্গে বললো, মাবুদ যা কিছু বলেছেন, আমরা
সমস্তই করবো। তখন মূসা মাবুদের কাছে
লোকদের কথা নিবেদন করলেন। ৯ আর মাবুদ
মূসাকে বললেন, দেখ, আমি নিবিড় মেঘে
তোমার কাছে আসবো, যেন লোকেরা তোমার
সঙ্গে আমার আলাপ শুনতে পায় এবং তোমার
উপর চিরকাল ঈমান রাখে। পরে মূসা লোকদের
কথা মাবুদকে বললেন।

লোকদের পাক-পবিত্র হওয়া

১০ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি লোকদের
কাছে গিয়ে আজ ও আগামীকাল তাদেরকে
পাক-পবিত্র কর এবং তারা নিজ নিজ পোশাক
ধুয়ে নিক, ১১ আর তৃতীয় দিনের জন্য সকলে
প্রস্তুত হোক; কেননা তৃতীয় দিনে মাবুদ সব
লোকের সাক্ষাতে তুর পর্বতের উপরে নেমে
আসবেন। ১২ আর তুমি লোকদের চারদিকে
সীমা নিরূপণ করে এই কথা বলো, তোমরা
সাবধান, পর্বতে আরোহণ কিংবা তার সীমা
স্পর্শ করো না; যে কেউ পর্বত স্পর্শ করবে,
অবশ্যই তার প্রাণদণ্ড হবে। ১৩ কোন হাত তাকে
স্পর্শ করবে না কিন্তু সে অবশ্য পাথরের
আঘাতে নিহত কিংবা তীর দ্বারা বিদ্ধ হবে; পশু
কিংবা মানুষ সে যাই হোক না কেন সে বাঁচবে
না। অনেকক্ষণ তূরীবাদ্য হলে পর তারা পর্বতে
উঠবে।
১৪ পরে মূসা পর্বত থেকে নেমে লোকদের কাছে
এসে তাদেরকে পাক-পবিত্র করলেন এবং তারা
নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিল। ১৫ পরে তিনি
লোকদেরকে বললেন, তোমরা তৃতীয় দিনের
জন্য প্রস্তুত হও; কোন স্ত্রীলোকের কাছে যেও
না।
১৬ পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হলে মেঘ-গর্জন ও
বিদ্যুৎ এবং পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হল,
আর অতিশয় উচ্চরবে তূরীধ্বনি হতে লাগল;
তাতে শিবিরস্থ সমস্ত লোক কাঁপতে লাগল।
১৭ পরে মূসা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য
লোকদেরকে শিবির থেকে বের করলেন, আর

[১৯:২] দ্বি:বি ৫:২-৪।
[১৯:৩] প্রেরিত ৭:৩৮।
[১৯:৪] ইশা ৪০:৩১; প্রকা ১২:১৪।
[১৯:৫] দ্বি:বি ৬:৩; জবুর ৭৮:১০; ইয়ার ৭:২৩।
[১৯:৬] ইশা ৬১:৬; ৬৬:২১; ১পিতর ২:৫।
[১৯:৭] লেবীয় ৪:১৫; ৯:১; শুমারী ১৬:২৫।
[১৯:৮] দ্বি:বি ৫:২৭; ২৬:১৭।
[১৯:৯] দ্বি:বি ৪:১১; মথি ১৭:৫।
[১৯:১০] লেবীয় ১১:৪৪; ইব ১০:২২; প্রকা ২২:১৪।
[১৯:১১] লেবীয় ৭:৩৮; গালা ৪:২৪-২৫।
[১৯:১৩] ইব ১২:২০।
[১৯:১৪] পয়দা ৩৫:২।
[১৯:১৫] ১শামু ২১:৪; ১করি ৭:৫।
[১৯:১৬] ১শামু ২:১০; ইব ১২:১৮-১৯; প্রকা ৪:১।

মাস (মে-জুন মাস) চলছে।

১৯:৩ আল্লাহ্‌র কাছে গেলেন, আর মাবুদ। মাবুদের বিষয়ে আরো জানার জন্য ৩:৪ এর নোট দেখুন। এখানে হিব্রু শব্দ 'ইলোহিম' কে অনুবাদ করা হয়েছে 'আল্লাহ্‌'। 'ইলোহিম' হল 'এল' এর বহুবচন। তাই এর অর্থ "দেবতাগণ" বা "আল্লাহ্‌গণ" হতে পারে। কিন্তু এখানে 'মাবুদ' (ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌) এর সঙ্গে একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে ইসরাইলের একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌কে বুঝানোর জন্য। আরোও দেখুন ৬:২-৩ ও ৯:৩০ এর নোট দেখুন।

১৯:৪ যেমন ঈগল পাখি পাখা দ্বারা করে। এখানে সোনালী রং এর মেয়ে ঈগল বা শকুনী যেমন তার বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য করে থাকে তার উদাহরণ। এরকম পাখী ফেরাউনের নিরাপত্তার জন্য প্রতীক হিসাবে দেখা হয়ে থাকে।

১৯:৫ যদি তোমরা ... সমস্ত দুনিয়া আমার। আল্লাহ্‌ মাবুদ ৬০০ বছর আগে হযরত ইব্রাহিম ও তার বংশধরদের সঙ্গে যে নিয়ম স্থাপন করেছিলেন সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে এটি তারই বর্ধিত রূপ। মাবুদের আশীর্বাদ পাওয়া কিছু শর্তের উপর নির্ভর কারে আর তা হল ঈমানের সঙ্গে বাধ্যতা (দেখুন পয়দা ১৭:৯)। নিয়ম বা ব্যবস্থার জন্য দেখুন, পয়দা ৯:৯ আয়াত। এখানে তাদের সমস্ত জাতির মধ্য থেকে প্রভুর নিজস্ব অধিকার হবার কথা বলা হয়েছে। একই রকম কথা ঈসায়ী ঈমানদারদের জন্য বলা হয়েছে ১ পিতর ২:৯ আয়াতের মধ্যে। সেখানে আমাদের বেছে নেওয়া লোক আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পত্তির হিসাবে দেখানো হয়েছে (দেখুন দ্বি:বি: ৭:৬ ১৪:২; জবুর ১৩৫:৪; মালাখী ৩:১৭; তীত ২:১৪)। আল্লাহ্‌ হলেন এই দুনিয়ার ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক (দেখুন পয়দা ১৪:১৯, ২২; জবুর ২৪:১-২)।

১৯:৬ ইমামদের। নিয়ম মত বা আনুষ্ঠানিক অর্থে লেবীয় গোষ্ঠীর লোকেরা ইমাম রূপে নিযুক্ত হতো (২৮:১, শুমারী ১৮:২০-৩২)। কিন্তু ইসরাইলের সকল লোকই পবিত্র এবং তাদের আলাদা করা হয়েছে আল্লাহ্‌র সেবা করার জন্য।

১৯:১০ তারা নিজ নিজ পোশাক ধুয়ে নিক। এর দ্বারা পাক-পবিত্র হবার একটা অনুষ্ঠানের কথা বুঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ধর্মীয় অর্থে কোন নাপাক জিনিষের স্পর্শের দ্বারা কাপেড়-চোপড় ও শরীরের যে কোন নাপাকীতা থেকে পাক-পবিত্র হওয়া বুঝায় (১৯:১৪-১৫, দ্বি:বি: ২৩:১১০-১১)।

১৯:১২ পর্বতে আরোহণ কিংবা তার সীমা স্পর্শ করো না। আল্লাহ্‌র পবিত্রতার একটা শারীরিক দিক আছে। নাপাকভাবে তাঁর পবিত্রতার কাছে আসলে বিপদ হতে পারে। আরো দেখুন ইবরানী ১২:১৮-২০।

১৯:১৫ কোন স্ত্রীলোকের কাছে যেও না। স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া কোন গুনাহ্‌ নয়, তবে তার কারণে মানুষ একদিনের জন্য ধর্মের আনুষ্ঠানিক অর্থে নাপাক থাকত (লেবীয় ১৫:১৮, দ্বি:বি: ২৩:১০-১১, ১ শামু ২১:৪-৫)।

১৯:১৬-১৮ মেঘ-গর্জন ও বিদ্যুৎ ... আগুনের মধ্যে। কিতাবুল মোকাদ্দসে আগুন ও ধূমা দ্বারা প্রায়ই আল্লাহ্‌র উপস্থিতি

তারা পর্বতের তলদেশে দণ্ডায়মান হল; [১৮] তখন
সমস্ত তুর পর্বত ধোঁয়ায় ভরা ছিল; কেননা মাবুদ
আগুনের মধ্যে তার উপরে নেমে আসলেন, আর
ভাটির ধোঁয়া মত তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল
এবং সমস্ত পর্বত ভীষণ কাঁপতে লাগল। [১৯] আর
তূরীর আওয়াজ ক্রমশ অতিশয় বৃদ্ধি পেতে
লাগল; তখন মূসা কথা বললেন এবং আল্লাহ্
বজ্রের মত আওয়াজ দ্বারা তাঁকে জবাব দিলেন।
[২০] আর মাবুদ তুর পর্বতে, পাহাড়ের চূড়ায়, নেমে
আসলেন এবং মাবুদ মূসাকে সেই পাহাড়ের
চূড়ায় ডাকলেন; তাতে মূসা উঠে গেলেন।
[২১] তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি নেমে গিয়ে
লোকদেরকে দৃঢ়ভাবে হুকুম কর, যেন তারা
মাবুদকে দেখবার জন্য সীমা লঙ্ঘন করে তাঁর
দিকে না যায় ও অনেকে মারা না পড়ে। [২২] আর
ইমামেরা, যারা মাবুদের নিকটবর্তী হয়ে থাকে,
তারাও যেন নিজেদের পাক-পবিত্র করে,
অন্যথায় মাবুদ তাদেরকে আক্রমণ করবেন।
[২৩] তখন মূসা মাবুদকে বললেন, লোকেরা তুর
পর্বতে উঠে আসতে পারে না, কেননা তুমি
দৃঢ়ভাবে হুকুম দিয়ে আমাদেরকে বলেছো,
পর্বতের সীমা নিরূপণ কর ও তা পবিত্র কর।
[২৪] আর মাবুদ তাঁকে বললেন, যাও, নেমে যাও;
পরে হারুনকে সঙ্গে করে তুমি উঠে এসো কিন্তু

[১৯:১৭] দ্বি:বি ৪:১১।
[১৯:১৮] ইশা ৬:৪; প্রকা ১৫:৮।
[১৯:১৯] নহি ৯:১৩; জবুর ৮১:৭।
[১৯:২১] ১শামু ৬:১৯।
[১৯:২২] ১শামু ১৬:৫।
[২০:১] নহি ৯:১৩; জবুর ১১৯:৯; ১৪৭:১৯; মালা ৪:৪।
[২০:২] পয়দা ১৭:৭; ইশা ৪৩:৩।
[২০:৩] দ্বি:বি ৬:১৪; ১৩:১০; ২বাদশা ১৭:৩৫; জবুর ৪৪:২০; ইয়ার ১:১৬।
[২০:৪] লেবীয় ১৯:৪; দ্বি:বি ২৭:১৫; ইশা ৪০:১৯।
[২০:৫] ইউসা ২৩:৭; ইশা ৪৪:১৫, ১৭, ১৯; ৪৬:৬।
[২০:৬] শুমারী ১৪:১৮; লূক ১:৫০;

ইমামেরা ও লোকেরা মাবুদের কাছে উঠে আসার
জন্য যেন সীমা লঙ্ঘন না করে, পাছে তিনি
তাদেরকে আক্রমণ করেন। [২৫] তখন মূসা
লোকদের কাছে নেমে গিয়ে তাদেরকে এই
কথাগুলো বললেন।

দশটি বিশেষ হুকুম

২০ [১] আল্লাহ্ এ সব কথা বললেন, [২] আমি
তোমার আল্লাহ্ মাবুদ, যিনি মিসর দেশ
থেকে, গোলামীর গৃহ থেকে, তোমাকে বের করে
আনলেন।
[৩] আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না
থাকুক।
[৪] তুমি তোমার জন্য খোদাই করা মূর্তি তৈরি
করো না; উপরিস্থ বেহেশতে নিচস্থ দুনিয়াতে ও
দুনিয়ার নিচস্থ পানির মধ্যে যা যা আছে, তাদের
কোন মূর্তি তৈরি করো না; [৫] তুমি তাদের কাছে
সেজ্‌দা করো না এবং তাদের সেবা করো না;
কেননা তোমার আল্লাহ্ মাবুদ আমি স্বগৌরব
রক্ষণে উদ্‌যোগী আল্লাহ্; আমি পিতৃগণের
অপরাধের প্রতিফল সন্তানদের উপরে বর্তাই,
যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, তাদের তৃতীয় ও
চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই; [৬] কিন্তু যারা আমাকে
মহব্বত করে ও আমার সমস্ত হুকুম পালন করে,
আমি তাদের হাজার পুরুষ পর্যন্ত আমি অটল

বুঝানো হয়েছে (পয়দা ১৫:১৭-১৮, হিজ ৩:২, ১৩:২২, কাজী ১৩:২০)।

১৯:২২ ইমামেরা। ১৯:৬ এর নোট দেখুন: এ আয়াতে লেবীয় গোষ্ঠী থেকে হারুনের ছেলেরা যে ইমাম হবে সে বিষয়ে যে মাবুদ মূসাকে পরে বলছেন তা বুঝানো হয়েছে (২৮:১)। অথবা এখানে বৃদ্ধনেতাদের বুঝানো হয়ে থাকতে পারে, যে নেতারা ইমামের পদ ও নিয়োগ পাকাপাকি ভাবে ঠিক না হওয়ার আগ পর্যন্ত ইমামের দায়িত্ব পালন করেছেন (৩:১৮ এর নোট দেখুন)।

২০:১-৩ আমি তোমার আল্লাহ্ মাবুদ। প্রাচীন কালে একজন বাদশাহ্ তাঁর লোকদের সাথে যেভাবে কোন চুক্তি বা নিয়ম বা সন্ধি স্থাপন করতেন ঠিক তেমনই দশ হুকুম-নামার (২০:২-১৭) নিয়ম স্থাপন করা হয়েছে। সেই সন্ধি বা নিয়মের মধ্যে সেই বাদশাহ্ বা শাসক নিজের পরিচয় দিতেন এবং তাঁর লোকদের পক্ষে তিনি যেসব কাজ করেছেন তাও বলে দিতেন (২০:২০)। তারপরে তাঁর সেই নিয়মে ঐ লোকদের রক্ষা ও সাহায্য করার প্রতিজ্ঞা করতেন। আর লোকেরাও একমাত্র তাঁরই বাধ্য ও অনুগত থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করতো।

২০:৫ তুমি তাদের কাছে সেজ্‌দা করো না এবং তাদের সেবা করো না। এখানে কাঠ, পাথর, বা ধাতুর তৈরি যে কোন জিনিষের কথা বলা হয়েছে যে সব জিনিষের পূজা সেকালের লোকেরা করতো। একমাত্র সত্যময় আল্লাহ্ ছাড়া তারা অন্য কোন জিনিষের এবাদত করবে না। কোন কিছুর প্রতিমা বা মূর্তিকে তারা জীবন্ত আল্লাহ্‌র স্থানে বসিয়ে ভক্তি করবে না (ইশা ৪৪:৯-২০)। আরো দেখুন হিজ ৩৪:১৭, লেবীয় ১৯:৪, ২৬:১; দ্বি:বি: ৪:১৫-২০, ২৭:১৫।

স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী আল্লাহ্। আল্লাহ্ অবিশ্বস্ততা ও অবাধ্যতা সহ্য করবেন না। সাধারণত এখানে "উদ্‌যোগী" শব্দের সঠিক মানে ঈর্ষা। এখানে দেখা যায় যে, ইসরাইলের পক্ষে আল্লাহ্ ঈর্ষান্বিত হবেন যদি ইসরাইল তাঁর নিয়ম ছেড়ে বা তাঁর সঙ্গে যে সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ তা ছেড়ে অন্য কোন দেবতার প্রতি বা নিয়মের প্রতি আবদ্ধ হয় তবে তাঁর ঈর্ষা জেগে উঠবে যেমন কোন স্বামীর ঈর্ষা কোন ব্যভিচারী স্ত্রীর প্রতি জেগে উঠে। ঈর্ষা বা উদযোগ প্রকাশ করে যে, (১) ইসরাইলদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠভাবে সমর্পণ করতে হবে (দেখুন, ৩৪:১৪; দ্বি:বি: ৪:২৪; ৩২:১৬, ২১; ইউসা ২৪:১৯; জবুর ৭৮:৫৮; ১ করি ১০:২২; ইয়াকুব ৪:৫), এবং (২) যারা আল্লাহর বিরোধিতা করবে তাদের বিচারে আনিত হবে (দেখুন, দ্বি:বি: ২৯:২০; ১ বাদশা ১৪:২২; জবুর ৭৯:৫; ইশ ৪২:১৩; ৫৯:১৭; ইহি ৫:১৩; ১৬:৩৮; ২৩:২৫; ৩৬:৫৬; নহুম ১:২; জাকা ১:১৮; ৩:৮)। (৩) আল্লাহ্‌র লোকদের সত্যতা প্রতিপাদন করা হবে (দেখুন, ২ বাদশাহ্ ১৯:৩১; ইশা ৯:৭; ২৬:১১; ইহি ৩৯:২৫; যোয়েল ২:১৮; জাকা ১:১৪; ৮:২)। কিতাবের কোন কোন অংশে এর অর্থ "গভীর আগ্রহ" বলে মনে হয়।

তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই। যে সমস্ত ইসরাইলরা নগ্নভাবে আল্লাহ্‌র নিয়ম অমান্য করে ও এভাবে তারা আল্লাহ্‌কে তাদের বাদশাহ্ হিসাবে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তাদের ও তাদের গৃহের সকলকে বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন– তাদের গৃহ সাধারণত তিন বা চার পুরুষের হয়ে থাকে (দেখুন শুমারী ১৬:৩১-৩৪; ইউসা ৭:২৪; জবুর ১০৯:১২)।

২০:৭ তোমার আল্লাহ্ মাবুদের নাম অনর্থক নিও না। এর মধ্যে হয়তো আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার কাজ, সত্য

BACIB International Bible CHURCH

মহব্বত প্রকাশ করি।
৭ তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের নাম অনর্থক নিও
না, কেননা যে কেউ তাঁর নাম অনর্থক নেয়,
মাবুদ তাকে দোষী করবেন।
৮ তুমি বিশ্রামবার স্মরণ করে পবিত্র করো।
৯ ছয় দিন পরিশ্রম করো, তোমার সমস্ত কাজ
করো; ১০ কিন্তু সপ্তম দিন তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রামবার। সেদিন তুমি বা
তোমার পুত্র বা কন্যা, বা তোমার গোলাম বা
বাঁদী, বা তোমার পশু, বা তোমার তোরণদ্বারের
মধ্যবর্তী বিদেশী, কেউ কোন কাজ করো না।
১১ কেননা মাবুদ আসমান ও দুনিয়া, সমুদ্র ও
সেই সবের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ
করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলেন। এজন্য মাবুদ
বিশ্রামবারকে দোয়া ও পবিত্র করলেন।
১২ তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করো,
যেন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যে দেশ
দেবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।
১৩ খুন করো না।
১৪ জেনা করো না।
১৫ চুরি করো না।
১৬ তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য
দিও না।

রোমীয় ১১:২৮।
[২০:৭] লেবীয় ১৮:২১; ১৯:১২; মথি ৫:৩৩।
[২০:৮] ইশা ৫৬:২।
[২০:৯] লূক ১৩:১৪।
[২০:১০] ইব ৪:৪।
[২০:১২] লূক ১৮:২০; ইফি ৬:২।
[২০:১৩] লূক ১৮:২০।
[২০:১৪] লূক ১৮:২০।
[২০:১৫] লূক ১৮:২০।
[২০:১৬] মথি ১৯:১৮।
[২০:১৭] লূক ১২:১৫।
[২০:১৮] প্রকা ১:১০।
[২০:১৯] গালা ৩:১৯।
[২০:২০] ইশা ৮:১৩।
[২০:২১] ইশা ১৯:১।
[২০:২২] নহি ৯:১৩।

১৭ তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে লোভ করো না;
প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি, কিংবা তার গোলাম বা
বাঁদীর প্রতি, কিংবা তার গরুর উপর বা গাধার
উপর, প্রতিবেশীর কোন বস্তুতেই লোভ করো
না।
১৮ তখন সমস্ত লোক মেঘ-গর্জন, বিদ্যুৎ,
তূরীধ্বনি ও ধোঁয়ায় ভরা পর্বত দেখে ভয় পেল
এবং দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। ১৯ আর তারা মূসাকে
বললো, তুমিই আমাদের সঙ্গে কথা বল, আমরা
শুনব; কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে কথা না
বলুন, পাছে আমরা মারা পড়ি। ২০ মূসা
লোকদেরকে বললেন, ভয় করো না; কেননা
তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এবং তোমরা যেন
গুনাহ্‌ না কর, এজন্য তাঁর ভয়াবহতা তোমাদের
দৃষ্টিগোচর করার জন্য আল্লাহ্‌ এসেছেন।
২১ তখন লোকেরা দূরে দাঁড়িয়ে রইলো; আর
মূসা সেই ঘোর অন্ধকারের কাছে গমন করলেন,
যেখানে আল্লাহ্‌ ছিলেন।

নানা রকম হুকুম

২২ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি বনি-
ইসরাইলকে এই কথা বল, তোমরা নিজেরাই
শুনলে, আমি আসমান থেকে তোমাদের সঙ্গে
কথা বললাম। ২৩ তোমরা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু

বলার প্রতিজ্ঞা করে মিথ্যা বলা, অভিশাপ দেবার জন্য মাবুদের নাম ব্যবহার করা বা কোন মন্ত্রতন্ত্রে তাঁর নাম ব্যবহার করা এবং তাঁর নাম নিয়ে তাঁকে মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করা– এসব নিষেধ করা হয়েছে। লেবীয় ১৯:১২, দ্বি:বি: ৫:১১ দেখুন।

২০:৮ বিশ্রামবার। ১৬:২৩ এর নোট দেখুন। আরো দেখুন ৩১:১২-১৫।

২০:১০ সেদিন... কেউ কোন কাজ করো না। দুটি কারণ (এখানে ও দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে) দেওয়া হয়েছে: (১) আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কাজ ৬ দিনে শেষ করে সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করেছিলেন (১১ আয়াত) এবং এই সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সেবা করতে গিয়ে ইসরাইল যেন একই নিয়ম অনুসরণ করবে; (২) ইসরাইলরা সমস্ত পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম নেবে আর এতে তাদের গৃহে যে সমস্ত চাকর থাকবে তারাও তাদের কাজ থেকে বিশ্রাম পাবে– আল্লাহ্‌ যেমন তার লোকদের গোলামীর গৃহ মিসর থেকে মুক্ত করেছেন (দ্বি:বি: ৫:১৪-১৭)। এভাবে সাব্বাত বা বিশ্রামবার ইসরাইল ও সিনাই পাহাড়ে দত্ত ইসরাইলের আল্লাহ্‌র ব্যবস্থার মধ্যে একটি চিহ্ন হয়ে আছে (দেখুন ৩১:১২-১৭; পয়দা ৯:১২)।

২০:১২ পিতা ও মাতাকে সমাদর করো। ছেলেমেয়েদের তাদের বাবা-মাকে যত্ন ও সম্মান করতে হুকুম দেয়া হয়েছে (লেবীয় ১৯:৩-৪, ২০:৯, দ্বি:বি: ২৭:১৪-২৬)। লক্ষ্য করুন, এই হুকুমের সাথে একটা প্রতিজ্ঞাও আছে। আরোও দেখুন মথি ১৫:৪, ১৯:১৯, মার্ক ৭:১০; ১০:১৯; লূক ১৮:২০; ইফি ৬:২,৩।

২০:১৩ খুন করো না। **২০:১৩** দেখুন মথি ৫:২১-২৬। হিব্রু ক্রিয়াপদ অনুসারে খুন বলতে বুঝা যায় যে সমস্ত হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাক্রমে ও সিদ্ধান্ত নিয়ে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এখানে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে নিষেধ করা হয়েছে। আরোও দেখুন পয়দা ৯:৫-৬, লেবীয় ২৪:১৭, মথি ৫:২১, ১৯:১৮, মার্ক ১০:১৯, লূক ১৮:২০, রোমীয় ১৩:৯, ইয়াকুব ২:১১।

২০:১৪ দেখুন ৫:২৭-৩০। ব্যভিচার হল আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে (পয়দা ৩৯:৯) এবং বিবাহিত সঙ্গীর বিরুদ্ধে। সেজন্য বিবাহকে নিঁখুত রাখতে হবে (ইব ১৩:৪)।

২০:১৯ তুমিই আমাদের সঙ্গে কথা বল। দেখুন ইবরানী ১২:১৯-২০। ইসরাইলরা অনুরোধ করেছিল যেন একজন মধ্যস্থতাকারী তাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে থাকে। এই দায়িত্ব প্রথমে মূসা এবং পরে মহা-ইমাম ও পরে নবী ও বাদশাহ্‌গণ পালন করেছেন– এবং পরিশেষে প্রভু ঈসা মসীহ্‌ এই দায়িত্ব পালন করেছেন (১ তীম ২:৫)।

২০:২০ তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এবং তোমরা যেন গুনাহ্‌ না কর। ধূমা ও মেঘের গর্জনের মধ্যে (১৯:১৬-১৯) আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান উপস্থিতির দ্বারা লোকদের সৎসাহস পরীক্ষা করা হয়েছে। তারা যে তাদের আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে তার অর্থ এই নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর করে ও তাঁর হুকুমের বাধ্য হয়ে চলার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে না। ৯:২৭ এর নোট ও দেখুন।

২০:২২ আসমান। এখানে আসমান ও বেহেশত সমার্থক শব্দ। বেহেশত হল আল্লাহ্‌র থাকবার স্থান। এমন কি "সিনাই পর্বতের উপরে" থেকে (১৯:২০) কথা বললেও তা বেহেশত থেকে বলা হয়েছে কারণ তিনি বেহেশত থেকে নেমে এসেছেন।

২০:২৩ দেখুন ২-৩ আয়াত। বেহেশতের এক আল্লাহ্‌ যিনি নিজের পছন্দমত কাজ করেন (জবুর ১১৫:৩), এবং রূপা বা স্বর্ণের মূর্তি যারা কিছুই করতে পারে না (দেখুন জবুর ১১৫:৩-৮; ১৩৫:৫-৬, ১৫-১৭) এই দুইয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য দেখানে হয়েছে।

তৈরি করো না; তোমাদের জন্য রূপার দেবমূর্তি
বা সোনার দেবমূর্তি তৈরি করো না।
[২৪] তুমি আমার জন্য মাটির একটি
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করবে এবং তার উপরে
তোমার পোড়ানো-কোরবানী, মঙ্গল-কোরবানী,
তোমার ভেড়া ও তোমার গরু কোরবানী করবে।
আমি যে যে স্থানে আমার নাম স্মরণ করাবো,
সেই সেই স্থানে তোমার কাছে এসে তোমাকে
দোয়া করবো। [২৫] তুমি যদি আমার জন্য পাথরের
কোরবানগাহ্‌ তৈরি কর তবে খোদাই করা পাথর
দিয়ে তা তৈরি করো না, কেননা তার উপরে অস্ত্র
তুললে তুমি তা নাপাক করবে। [২৬] আর আমার
কোরবানগাহ্‌র উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে না, তা
করলে হয়তো তার উপরে তোমার নগ্নতা প্রকাশ
পাবে।

গোলামদের প্রতি ব্যবহারের নিয়ম

২১ [১] তুমি এসব শাসন তাদের সম্মুখে
রাখবে।
[২] তুমি ইবরানী গোলাম ক্রয় করলে সে ছয়
বছর গোলামী করবে, পরে সপ্তম বছরে
বিনামূল্যে মুক্ত হয়ে চলে যাবে। [৩] সে যদি
একাকী আসে তবে একাকী যাবে; আর যদি
সস্ত্রীক আসে তবে তার স্ত্রীও তার সঙ্গে যাবে।
[৪] যদি তার মালিক তার বিয়ে দেয় এবং সেই স্ত্রী
তার জন্য পুত্র বা কন্যা প্রসব করে তবে সেই স্ত্রী
ও তার সন্তানদের উপরে তার মালিকের স্বত্ব
থাকবে, সে একাকী চলে যাবে। [৫] কিন্তু ঐ
গোলাম যদি স্পষ্টভাবে বলে, আমি আমার
মালিক এবং আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে
ভালবাসি, মুক্ত হয়ে চলে যাব না, [৬] তা হলে
তার মালিক তাকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবে
এবং সে তাকে কপাটের কিংবা বাজুর কাছে
উপস্থিত করবে। সেই স্থানে তার মালিক গুঁজি
দ্বারা তার কান বিদ্ধ করবে; তাতে সে চিরকাল
সেই মালিকের গোলাম থাকবে।
[৭] আর কেউ যদি আপন কন্যাকে বাঁদী হিসেবে
বিক্রি করে তবে গোলামেরা যেমন যায়, সে
সেরকম যাবে না। [৮] তার মালিক তাকে নিজের
জন্য নিরূপণ করলেও যদি তার প্রতি অসন্তুষ্ট
হয় তবে সে তাকে মুক্ত হতে দেবে; তার সঙ্গে
প্রবঞ্চনা করাতে অন্য জাতির কাছে তাকে বিক্রি
করার অধিকার তার হবে না। [৯] আর যদি সে
আপন পুত্রের জন্য তাকে নিরূপণ করে তবে সে
তার সঙ্গে কন্যার মত ব্যবহার করবে। [১০] যদি
সেই পুত্র অন্য আর এক জন স্ত্রীকেও বিয়ে করে
তবে ওর খোরাক-পোশাক এবং সহবাসের বিষয়
ত্রুটি করতে পারবে না। [১১] আর যদি সে তার
প্রতি এই তিনটি কর্তব্য না করে তবে সেই স্ত্রী
অমনি মুক্ত হয়ে চলে যাবে; টাকা লাগবে না।

হিংস্রতার বিরুদ্ধে নিয়ম

[১২] কেউ যদি কোন মানুষকে এমন আঘাত করে
যে, তার মৃত্যু হয় তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হবে।

[২০:২৩] নহি ৯:১৮।
[২০:২৪] শুমারী ১৬:৩৮।
[২০:২৫] ইউসা ৮:৩১; ১বাদশা ৬:৭।
[২০:২৬] ইহি ৪৩:১৭;
[২১:১] দ্বি:বি ৪:১৪; ৬:১।
[২১:২] ইয়ার ৩৪:৮, ১৪।
[২১:৫] দ্বি:বি ১৫:১৬।
[২১:৬] জবুর ৪০:৬; আইউ ৩৯:৯; ৪১:৪।
[২১:১০] ১করি ৭:৩-৫।
[২১:১২] পয়দা ৪:১৪, ২৩; লেবীয় ২০:৯, ১০; ২৪:১৬; ২৭:২৯; আইউ ৩১:১১; মেসাল ২০:২০; মথি ২৬:৫২।
[২১:১৩] শুমারী ৩৫:১০-৩৪; দ্বি:বি ৪:৪২; ১৯:২-১৩; ইউসা ২০:৯।
[২১:১৪] শুমারী ৩৫:২০; ২শামু

২০:২৪ কোরবানী। ৩:১৮ এর নোট দেখুন। ইবরানী ভাষায় এখানে দু'ধরনের কোরবানীর কথাই আছে: মাবুদকে সন্তুষ্ট করার কোরবানী (যাকে সাধারণত "পোড়ানো-কোরবানী" বলা হয়ে থাকে) এবং আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ লাভ করার কোরবানী (যাকে সাধারণত "মঙ্গল-কোরবানী" বলা হয়ে থাকে)। লেবীয় ২ অধ্যায় দেখুন।

২০:২৬ তা করলে হয়তো তার উপরে তোমার নগ্নতা প্রকাশ পাবে। ইমামের সারা শরীর ঢাকা থাকে এমন পোশাক পড়তে হতো: এবং তার ভেতরের কাপড়ও ছিল বিশেষ ধরনের (২৮:৪২)। ইসরাইল জাতির ধর্মে-কর্মের মধ্যে কোন রকমের যৌন বিষয়ক কিছু ছিল না, যা তাদের কোন কোন প্রতিবেশী সমাজের ধর্ম-কর্মের মধ্যে ছিল। আল্লাহ্‌র সামনে ইমামদের দেহকে সম্পূর্ণ আবৃত রাখার অর্থ এই যে, কোনভাবে যাতে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন রকমের যৌন কাজ বা তার চিন্তা যাতে না স্থান পায় তা নিশ্চিত করা।

২১:১ এসব শাসন। এর পরে মূসা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দরকার হবে এমন সব নিয়ম আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পান। তাই এই নিয়মগুলোকে কখন কখন শর্তপূর্ণ নিয়ম বলা হয়েছে।

২১:২ ইবরানী গোলাম। অন্য কোন ইসরাইলকে ছয় বছরের বেশি গোলাম হিসাবে রাখতে পারবে না যদি না সেই গোলাম নিজে তার মনিবের সেবায় কাজ সেচ্ছায় চালিয়ে যেতে চায়। এক্ষেত্রে ঐ গোলাম-বাঁদীর কান ফুটো করে দেয়া হতো সারাজীবন তার মালিকের সেবা করার আগ্রহ প্রকাশের চিহ্ন হিসাবে (২১:৬)। আরো দেখুন লেবীয় ২৫:৩৯–৪৬, ইয়ার ৩৪:৮-২০।

২:৬ আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবে। দেখুন ২২:৮-৯, ২৮ আয়াত। কোন কোন অনুবাদের আছে "বিচারকের কাছে" নিয়ে যাবে। কান ফুটো করার বিষয়ে দেখুন দ্বি:বি: ১৫:১৭। এটা এমন একটা চিহ্ন যে তার মালিকের সঙ্গে থাকতে চায় মুক্ত থাকতে চায় না। দেখুন জবুর ৪০:৬-৮ আয়াত।

২১:৭-৮ আপন কন্যাকে বাঁদী হিসেবে ... তবে সে তাকে মুক্ত হতে দেবে। বাঁদীদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। যদি মালিক তার বাঁদীর উপরে খুশী না থাকত তাহলে তিনি তাকে তার পরিবারের কাছে টাকার বদলে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকতেন, অথবা অন্য কোন ইসরাইলীয় লোকের কাছে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারত। কোন বাঁদীকে যদি তার মালিকের ছেলে বিয়ে করতো তাহলে তার সাথে তাদের পরিবারের একজনের মতই ব্যবহার করার হুকুম ছিল।

২১:১৩ যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে খুন করতে চেষ্টা না করে। এর মানে আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া কোন দুর্ঘটনাবশত হয়ে থাকে (শুমারী ৩৫:১১), কোন শত্রুতাবশত তা হয় নি (শুমারী ৩৫:২২), তার শত্রু ছিল না (শুমারী ৩৫;২৩), ক্ষতি করার কোনরূপ ইচ্ছা ছিল না (শুমারী ৩৫:২৩) এবং কোনরূপ পূর্বপরিকল্পিত বিষয় ছিল না (দ্বি:বি: ১৯:৪)। এভাবে পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড থেকে অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডকে পৃথক করা হয়েছে।

যে স্থানে সে পালাতে পারে, এমন স্থান আমি তার জন্য নিরূপণ করবো। এই পৃথক কথা জায়গাগুলোকে বলা হয় আশ্রয়-স্থান। (শুমারী ৩৫:৯-৩৪, দ্বি:বি: ৪:৪১-৪৩, ১৯:১-১৩, ইউসা ২০:১-১৯)।

BACIB
International Bible
CHURCH

দশ হুকুম-নামা ও ঈসা মসীহের বলা কথা

দশ হুকুম-নামায় বলা হয়েছে ...	ঈসা বলেছেন ...
হিজরত ২০:৩ "আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।"	মথি ৪:১০ "তখন ঈসা তাঁকে বললেন, দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, "তোমার মালিক আল্লাহ্‌কেই সেজদা করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে।"
হিজরত ২০:৪ "তুমি তোমার জন্য খোদাই করা মূর্তি তৈরি করো না; উপরিস্থ বেহেশতে নিচস্থ দুনিয়াতে ও দুনিয়ার নিচস্থ পানির মধ্যে যা যা আছে, তাদের কোন মূর্তি তৈরি করো না;"	লূক ১৬:১৩ "কোন ভৃত্য দুই মালিকের গোলামী করতে পারে না, কেননা সে হয় এক জনকে ঘৃণা করবে, অন্যকে মহব্বত করবে, নয় তো এক জনের প্রতি অনুরক্ত হবে, অন্যকে তুচ্ছ করবে। তোমরা আল্লাহ্‌ এবং ধন উভয়ের গোলামী করতে পার না।"
হিজরত ২০:৭ "তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদের নাম অনর্থক নিও না, কেননা যে কেউ তাঁর নাম অনর্থক নেয়, মাবুদ তাকে দোষী করবেন।"	মথি ৫:৩৪ "কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, কোন কসমই করো না; বেহেশতের নামে কসম খেয়ো না, কেননা তা আল্লাহ্‌র সিংহাসন; দুনিয়ার নামে কসম খেয়ো না, কেননা তা তাঁর পাদপীঠ।"
হিজরত ২০:৮ "তুমি বিশ্রামবার স্মরণ করে পবিত্র করো।"	মার্ক ২:২৭, ২৮ "তিনি তাদেরকে আরও বললেন, বিশ্রামবার মানবজাতির জন্যই হয়েছে, মানবজাতি বিশ্রামবারের জন্য হয় নি; সুতরাং ইবনুল-ইনসান বিশ্রামবারেরও কর্তা।"
হিজরত ২০:১২ "তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করো, যেন তোমার আল্লাহ্‌ মাবুদ তোমাকে যে দেশ দেবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।"	মথি ১০:৩৭ "যে কেউ পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয় এবং যে কেউ পুত্র বা কন্যাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।"
হিজরত ২০:১৩ "খুন করো না।"	মথি ৫:২২ "কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে; আর যে কেউ আপন ভাইকে বলে, 'রে নির্বোধ,' সে মহাসভার বিচারের দায়ে পড়বে। আর যে কেউ বলে, 'রে মূঢ়,' সে দোজখের আগুনের দায়ে পড়বে।"
হিজরত ২০:১৪ "জেনা করো না।"	মথি ৫:২৮ "কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে জেনা করলো।"
হিজরত ২০:১৫ "চুরি করো না।"	মথি ৫:৪০ "আর যে তোমার সঙ্গে বিচার-স্থানে ঝগড়া করে তোমার কোর্তা নিতে চায়, তাকে জামাটাও নিতে দাও।"
হিজরত ২০:১৬ "তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।"	মথি ১২:৩৬ "আর আমি তোমাদেরকে বলছি, মানুষেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে সেই সবের হিসাব দিতে হবে।"
হিজরত ২০:১৭ "তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে লোভ করো না; প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি, কিংবা তার গোলাম বা বাঁদীর উপর, কিংবা তার গরুর উপর বা গাধার উপর, প্রতিবেশীর কোন বস্তুতেই লোভ করো না।"	লূক ১২:১৫ "পরে তিনি তাদেরকে বললেন, সাবধান, সমস্ত রকম লোভ থেকে নিজদেরকে রক্ষা করো, কেননা উপ্‌চে পড়লেও মানুষের সম্পত্তিতে তার জীবন হয় না।"

১৩ আর যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে খুন করতে চেষ্টা
না করে কিন্তু আল্লাহ্ তাকে তার হাতে তুলে দেন
তবে যে স্থানে সে পালাতে পারে, এমন স্থান
আমি তার জন্য নিরূপণ করবো। ১৪ কিন্তু যদি
কেউ দুঃসাহস করে ছলে তার প্রতিবেশীকে খুন
করার জন্য তার উপর চড়াও হয় তবে সেই ব্যক্তি
যদি কোরবানগাহ্র কাছে গিয়েও আশ্রয় নেয়
তবে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণদণ্ড
কার্যকর করতে হবে।
১৫ আর যে কেউ তার পিতাকে বা তার
মাতাকে প্রহার করে, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে।
১৬ আর কেউ যদি কোন মানুষকে চুরি করে
বিক্রি করে, কিংবা তার হাতে যদি তাকে পাওয়া
যায় তবে তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে।
১৭ আর যে কেউ তার পিতা বা তার মাতাকে
বদদোয়া দেয় তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে।
১৮ আর মানুষেরা ঝগড়া করে এক জন
অন্যকে পাথরের আঘাত কিংবা ঘুষি মারলে সে
যদি না মারা গিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, ১৯ আর
তারপর উঠে লাঠি অবলম্বন করে বাইরে বেড়ায়
তবে সেই আঘাতকারী দণ্ড পাবে না; কেবল তার
কর্মক্ষতির ও চিকিৎসার ব্যয় তাকে দিতে হবে।
২০ আর কেউ তার গোলামকে কিংবা বাঁদীকে
লাঠি দ্বারা প্রহার করলে সে যদি তার হাতে মারা
যায় তবে সে অবশ্য দণ্ডনীয় হবে। ২১ কিন্তু সে
যদি দু'এক দিন বাঁচে তবে তার মালিক দণ্ড ভোগ
করবে না, কেননা সে তার সম্পত্তিস্বরূপ।
২২ আর পুরুষেরা ঝগড়া করে কোন গর্ভবতী
স্ত্রীকে প্রহার করলে যদি তার গর্ভপাত হয় কিন্তু
পরে আর কোন বিপদ না ঘটে তবে ঐ স্ত্রীর
স্বামীর দাবী অনুসারে অবশ্যই তার অর্থদণ্ড হবে
ও সে বিচারকদের বিচার অনুযায়ী টাকা দেবে।
২৩ কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে তবে তোমাকে
এই দায় পরিশোধ করতে হবে; ২৪ প্রাণের বদলে
প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত,
হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা,
২৫ পোড়ানোর বদলে পোড়ানো, ক্ষতের বদলে
ক্ষত, কালশিরার বদলে কালশিরা।

৩:২৭; ২০:১০; ইব ১০:২৬।
[২১:১৬] দ্বিঃবি ২৪:৭।
[২১:১৭] দ্বিঃবি ৫:১৬; মথি ১৫:৪; মার্ক ৭:১০।
[২১:২১] লেবীয় ২৫:৪৪-৪৬।
[২১:২৩] লেবীয় ২৪:১৯; দ্বিঃবি ১৯:২১।
[২১:২৪] মথি ৫:৩৮।
[২১:২৮] পয়দা ৯:৫।
[২১:২৯] আয়াত ৩৬।
[২১:৩২] পয়দা ৩৭:২৮; জাকা ১১:১২-১৩; মথি ২৬:১৫; ২৭:৩, ৯।
[২১:৩৩] লূক ১৪:৫।
[২২:১] লেবীয় ৬:১-৭; ২শামু ১২:৬; মেসাল ৬:৩১; লূক

২৬ আর কেউ তার গোলাম বা বাঁদীর চোখে
আঘাত করলে যদি তা নষ্ট হয় তবে তার চোখ
নষ্ট হওয়ার জন্য সে তাকে মুক্ত করবে। ২৭ আর
আঘাত দ্বারা তার গোলাম কিংবা বাঁদীর দাঁত
ভেঙে ফেললে ঐ দাঁতের জন্য সে তাকে মুক্ত
করবে। ২৮ আর কোন গরু যদি কোন পুরুষ বা
স্ত্রীকে শিং দিয়ে আঘাত করলে পর মারা যায়
তবে ঐ গরু অবশ্যই পাথরের আঘাতে মেরে
ফেলতে হবে এবং তার গোশ্ত অখাদ্য হবে;
কিন্তু গরুর মালিক দণ্ড পাবে না।

মালিকের দায়িত্ব-কর্তব্য

২৯ তবে সেই গরুটি আগে শিং দিয়ে আঘাত
করতো, এর প্রমাণ পেলেও তার মালিক তাকে
সাবধানে না রাখাতে যদি সে কোন পুরুষ কিংবা
স্ত্রীকে হত্যা করে তবে সে গরু পাথরের আঘাতে
হত্যা করা যাবে এবং তার মালিকেরও প্রাণদণ্ড
হবে। ৩০ যদি তার জন্য কাফ্ফারা নির্ধারিত হয়
তবে সে প্রাণের মুক্তির জন্য নির্ধারিত সমস্ত মূল্য
দেবে। ৩১ তার গরু যদি কারো পুত্র বা কন্যাকে
শিং দিয়ে আঘাত করে তবে ঐ বিচারানুসারে
তার প্রতি করা হবে। ৩২ আর তার গরু যদি
কারো গোলাম কিংবা বাঁদীকে শিং দিয়ে আঘাত
করে তবে সে তার মালিককে ত্রিশ শেকল রূপা
দেবে এবং গরুটিকে পাথর মেরে হত্যা করা
হবে।
৩৩ আর কেউ যদি কোন কূপ অনাবৃত করে, কূপ
খনন করে আবৃত না করে তবে তার মধ্যে কোন
গরু কিংবা গাধা পড়লে, ৩৪ সেই কূপের মালিক
ক্ষতিপূরণ দেবে, সে পশুর মালিককে মূল্য দেবে
কিন্তু ঐ মৃত পশু তারই হবে।
৩৫ আর, একজনের গরু অন্য জনের গরুকে শিং
দিয়ে আঘাত করলে সেটা যদি মারা যায় তবে
তারা জীবিত গরু বিক্রি করে তার মূল্য দু'ভাগ
করবে এবং ঐ মৃত গরুও দু'ভাগ করে নেবে।
৩৬ কিন্তু যদি জানা যায়, সেই গরু আগে শিং
দিয়ে আঘাত করতো ও তার মালিক তাকে
সাবধানে রাখে নি তবে সে তার পরিবর্তে অন্য
গরু দেবে কিন্তু মৃত গরু তারই হবে।

২১:১৪ আমার কোরবানগাহ্র কাছ থেকেও নিয়ে যাবে। বা "এমন কি আমার কোরবানগাহ্ হতেও" কোরবানগাহের শিংগুলো হল শেষ আশ্রয়স্থল একজনকে রক্ষা পাবার জন্য কিন্তু যদি সে বিচারে দোষী সাবস্ত হয় তবে সেখান থেকেও তাকে নিয়ে বিচারের রায় সম্পন্ন করতে হবে (দেখুন ১ বাদশাহ্ ১:৫০-৫১; ২: ২৮; আমোস ৩:১৪ আয়াত)।

২১:২৮ ঐ গরু অবশ্যই পাথরের আঘাতে মেরে ফেলতে হবে। কোন লোককে হত্যা করলে, সেই হত্যাকারী যদি একটি ষাড়ও হয় তবে তাকে সেই জীবনের ক্ষতিপূরণ তার জীবন দিয়ে করতে হবে। সেই ষাড়কে মেরে ফেলতে হবে (দেখুন পয়দা ৯:৫)।

২১:৩০ যদি তার জন্য কাফ্ফারা নির্ধারিত হয়। যদি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার স্বইচ্ছায় মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে মূল্য পরিশোধের দাবী করে তবে মালিক মূল্য পরিশোধ করে তাকে রক্ষা করতে পারে। এখানে "কাফ্ফারা" সেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ হিসাবে নয় কিন্তু যার অবহেলার জন্য একজনের জীবন চলে গেছে সেই অবহেলাকারীর জীবন রক্ষার জন্য।

২১:৩২ ত্রিশ শেকল রূপা দেবে। দৃশ্যত একটি মানসম্মত মূল্য যা রূপা দ্বারা পরিশোধ করা হয়। এটা সেই একই মূল্যমান যা এহুদা ঈসাকে ধরিয়ে দেবার মূল্য হিসাবে পেয়েছিল (দেখুন মথি ২৬:১৪-১৫; দেখুন জাকা ১১:১২-১৩)।

২২:১ গরু কিংবা ভেড়া চুরি ... ভেড়া দেবে। গরু ও গাধাকে ব্যবহার করা হতো চাষাবাদ ও বোঝা বহন করার জন্য। ভেড়ার লোম দিয়ে পশম বানানো হতো; তার মাংস খাওয়া

BACIB
International Bible CHURCH

পরিশোধের নিয়ম

২২ ১ যে কেউ গরু কিংবা ভেড়া চুরি করে
হত্যা করে, কিংবা বিক্রি করে, সে
একটি গরুর বদলে পাঁচটি গরু ও একটি ভেড়ার
বদলে চারটি ভেড়া দেবে। ২ আর চোর যদি সিঁধ
কাটার সময়ে ধরা পড়ে আহত হয় ও মারা পড়ে
তবে তার জন্য রক্তপাতের দোষ হবে না। ৩ যদি
তার উপরে সূর্য উদিত হয় তবে রক্তপাতের দোষ
হবে। ক্ষতিপূরণ করা চোরের কর্তব্য, যদি তার
কিছু না থাকে তবে চুরির দরুন সে নিজেই বিক্রি
হয়ে যাবে। ৪ গরু, গাধা বা ভেড়া, চুরির কোন
বস্তু যদি চোরের হাতে জীবিত পাওয়া যায় তবে
সে তার দ্বিগুণ ফেরত দেবে।
৫ যদি কেউ শস্যক্ষেত কিংবা আঙ্গুর-ক্ষেতে
পশু চরায়, আর তার পশু ছেড়ে দিলে যদি তা
অন্যের ক্ষেতে চরে তবে সেই ব্যক্তি নিজের
ক্ষেতের উত্তম শস্য কিংবা নিজের আঙ্গুর-ক্ষেতের
উত্তম ফল দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেবে।
৬ কোন জায়গা থেকে যদি আগুন উঠে
কাঁটাবনে লেগে কারো শস্যরাশি কিংবা শস্যের
ঝাড় কিংবা ক্ষেত পুড়ে যায় তবে সেই যে আগুন
জ্বালিয়ে ছিল সে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেবে।
৭ কেউ টাকা কিংবা জিনিসপত্র তার
প্রতিবেশীর কাছে গচ্ছিত রাখলে যদি তার বাড়ি
থেকে কেউ তা চুরি করে এবং সেই চোর ধরা
পড়ে তবে সে তার দ্বিগুণ দেবে। ৮ যদি চোর ধরা
না পড়ে তবে বাড়ির মালিক প্রতিবেশীর দ্রব্যে
হাত দিয়েছে কি না, তা জানবার জন্য তাকে
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে আনা হবে।
৯ সমস্ত রকমের অপরাধের বিষয়ে, অর্থাৎ গরু
কিংবা গাধা কিংবা ভেড়া কিংবা পরনের কাপড়,
বা কোন হারানো বস্তুর বিষয়ে যদি কেউ বলে,
এটা সেই দ্রব্য তবে উভয়ের কথা আল্লাহ্‌র কাছে
উপস্থিত হবে। আল্লাহ্‌ যাকে দোষী করবেন, সে
তার প্রতিবেশীকে তার দ্বিগুণ দেবে।
১০ কেউ যদি তার গাধা কিংবা গরু কিংবা ভেড়া
কিংবা কোন পশু প্রতিবেশীর কাছে পালন করার
জন্য রাখে এবং লোকের অগোচরে সে পশু মারা
যায়, বা আঘাত পায়, কিংবা কেড়ে নেওয়া হয়,
১১ তবে 'আমি প্রতিবেশীর দ্রব্যে হাত দিই নি',
এই বলে এক জন অন্য জনের কাছে মাবুদের
নামে কসম করবে, আর পশুর মালিক সেই
কসম গ্রাহ্য করবে। ঐ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দেবে
না। ১২ কিন্তু যদি তার কাছ থেকে তা চুরি হয়ে
যায় তবে সে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দেবে।
১৩ যদি সেটি কেটে ফেলা হয় তবে সে প্রমাণ
করার জন্য তা উপস্থিত করুক; সেই কেটে
ফেলা পশুর জন্য সে ক্ষতিপূরণ দেবে না।
১৪ আর কেউ যদি তার প্রতিবেশীর পশু চেয়ে
নেয় ও তার মালিক তার সঙ্গে না থাকবার
সময়ে সেই পশু আহত হয় কিংবা মারা যায়
তবে সে অবশ্য ক্ষতিপূরণ দেবে। ১৫ যদি তার
মালিক তার কাছে থাকে তবে সে ক্ষতিপূরণ
দেবে না; তা যদি ভাড়া করা পশু হয় তবে তার
ভাড়াতে শোধ হল।

নৈতিক ও ধর্মীয় নিয়ম

১৬ আর কাবিন হয় নি এমন কুমারীকে ভুলিয়ে
কেউ যদি তার সঙ্গে শয়ন করে তবে সে অবশ্য
বিয়ের মোহরানা দিয়ে তাকে বিয়ে করবে।
১৭ যদি সেই ব্যক্তির সঙ্গে আপন কন্যার বিয়ে
দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয় তবে বিয়ের
মোহরানার ব্যবস্থা অনুসারে তাকে রূপা দিতে
হবে।
১৮ তুমি জাদুকারিণীকে জীবিত রেখো না।
১৯ পশুর সঙ্গে জেনাকারী ব্যক্তির অবশ্যই
প্রাণদণ্ড হবে।

১৯:৮।
[২২:২] আইউ ২৪:১৬; ইয়ার ২:৩৪; হোশেয় ৭:১; মথি ৬:১৯-২০; ২৪:৪৩।
[২২:৩] মথি ১৮:২৫।
[২২:৪] ১শামু ১২:৫।
[২২:৬] কাজী ১৫:৫।
[২২:৭] লেবীয় ৬:২।
[২২:৯] দ্বি:বি ২৫:১।
[২২:১১] লেবীয় ৬:৩; ১বাদশা ৮:৩১; ২খান্দান ৬:২২; ইব ৬:১৬।
[২২:১৫] লেবীয় ১৯:১৩; আইউ ১৭:৫।
[২২:১৬] দ্বি:বি ২২:২৮।
[২২:১৮] লেবীয় ১৯:২৬, ৩১; ২০:২৭; দ্বি:বি ১৮:১১; ১শামু ২৮:৩; ২খান্দান ৩৩:৬; ইশা ৫৭:৩।
[২২:১৯] লেবীয় ১৮:২৩; ২০:১৫; দ্বি:বি ২৭:২১।
[২২:২০] লেবীয় ১৭:৭; শুমারী ২৫:২; দ্বি:বি ৩২:১৭; জবুর ১০৬:৩৭।

হোত, তা কোরবানীর জন্য ব্যবহার করা হতো। এই সব পশু ছিল বড় ধন-সম্পত্তি এবং তাদের মালিকরা তাদের অনেক যত্ন করতো। তারা হারিয়ে গেলে মালিকের জীবিকার ক্ষতি হতো। হাম্বুরাবির ব্যাবিলনীয় আইনে কোন চোর যদি চোরাই মাল ফেরৎ দিতে না পারত তাহলে একজন দাস হিসাবে বিক্রি না হয়ে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারত।

২২:৩ তার উপরে সূর্য উদিত হয় তবে। রাতে নিজের পরিবারের জীবনের নিরাপত্তার জন্য খুন করলে তার শাস্তি হতো না। দিনের বেলায় চোর ধরা পড়লে তার কাছ থেকে ক্ষতি পূরণ আদায় করা যেত। কিন্তু চোরকে চোরাই মাল ফেরত দেবার জন্য সুযোগ না দিয়ে যদি তাকে মেরে ফেলা হতো তাহলে তা বিচারযোগ্য খুনের অপরাধ হতো। (২০:১৩ এর নোট দেখুন)।

২২:৫ আঙ্গুর-ক্ষেতে। সাধারণত পাহাড়ীয়া জায়গায় আঙ্গুরের চাষ হতো এবং আঙ্গুরক্ষেত রক্ষার জন্য তার চারপাশে বেড়া দেয়া হতো। পাহাড়া দেয়ার জন্য প্রায়ই উচুঁ ঘর বানানো হতো এবং সেখান থেকে দেখা হতো কোন ডাকাত চুরি করে বা পশু নষ্ট করে কি-না। আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞার দেশ কেনানে বাস করার পর থেকে ইসরাইল জাতির অর্থনৈতিক জীবন আঙ্গুরের চাষ ও তা দিয়ে আঙ্গুর-রস বানানোর কাজ ছিল বড় একটা বিষয়। শুমারী ১৩:২৩-২৪ দেখুন।

২২:১৬-১৭ বিয়ের মোহরানা। বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে বরকে কনের পরিবারকে বিয়ের পন দিতে হতো (দ্বি:বি: ২২:২৮-২৯ ও দেখুন)। এটা ছিল একটা প্রমাণ যে ঐ কনে এখন আর তার বাবার পরিবারের লোক নয়, বরং তার স্বামীর পরিবারের লোক। পুরুষ যদি বিয়ের আগেই ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করতো তাহলে ঐ বিয়েতে স্ত্রীলোকের বাবা রাজী হতেন বা না হতেন ঐ পনের টাকা বাবার অপমানের খেসারত হিসাবে দিয়ে নেয়া হতো।

২২:১৮ জাদুকারিণীকে। মূসার নিয়মে জাদুকরি করা নিষিদ্ধ ছিল (লেবীয় ১৯:২৬)। কারণ যাদুবিদ্যার মত অন্যান্য শক্তির ওপর বিশ্বাস করা ছিল একমাত্র সত্যময় আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করা। দ্বি:বি: ১৮:১০-১১ দেখুন।

২২:১৯ পশুর সঙ্গে জেনা। ব্যাবিলনীয় ও কেনানীয় পুরানো পৌরানিক কাহিনী ও মহাকাব্যে পরজাতীয় দেবতাদের ও অর্ধ দেবতাদের পশুর সঙ্গে এরকম পাশবিক কাজের বর্ণনা পাওয়া

BACIB International Bible CHURCH

২০ যে ব্যক্তি কেবল মাবুদ ছাড়া কোন দেবতার
কাছে কোরবানী করে, সে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট
হবে।
২১ তুমি বিদেশীর প্রতি অন্যায় করো না, তার
প্রতি জুলুম করো না, কেননা মিসর দেশে
তোমরাও বিদেশী ছিলে। ২২ তোমরা কোন
বিধবাকে কিংবা এতিমকে দুঃখ দিও না।
২৩ তাদেরকে কোনভাবে দুঃখ দিলে যদি তারা
আমার কাছে কান্নাকাটি করে তবে আমি অবশ্যই
তাদের কান্নায় সাড়া দেব। ২৪ আর তাতে আমার
ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে এবং আমি তোমাদেরকে
তলোয়ার দ্বারা হত্যা করবো, তাতে তোমাদের
স্ত্রীরা বিধবা ও তোমাদের সন্তানেরা এতিম হবে।
২৫ তুমি যদি আমার লোকদের মধ্যে তোমার
স্বজাতির কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দাও তবে
তার কাছে সুদখোরের মত হয়ো না; তোমরা তার
উপরে সুদ চাপাবে না। ২৬ যদি তুমি তোমার
প্রতিবেশীর গায়ের চাদর বন্ধক রাখ তবে
সূর্যাস্তের আগে তা ফিরিয়ে দিও; ২৭ কেননা তা
তার একমাত্র আচ্ছাদন, তার গায়ে দেবার
কাপড়; সে কিসে শয়ন করবে? আর যদি সে
আমার কাছে কান্নাকাটি করে তবে আমি তার
কান্না শুনব, কেননা আমি মমতায় পূর্ণ।
২৮ তুমি আল্লাহ্‌র কুফরী করো না এবং
স্বজাতির লোকদের নেতাকে বদদোয়া দিও না।
২৯ তোমার পাকা শস্য ও আঙ্গুর-রস নিবেদন
করতে বিলম্ব করো না। তোমার প্রথমজাত
পুত্রদের আমাকে দিও। ৩০ তোমার গরু ও ভেড়া
সম্বন্ধেও সেই রকম করো; তা সাত দিন তার
মায়ের সঙ্গে থাকবে, অষ্টম দিনে তুমি তা

[২২:২১] দ্বি:বি ১০:১৯; ২৭:১৯।
[২২:২২] দ্বি:বি ১০:১৮; ২৪:৬, ১০, ১২, ১৭।
[২২:২৩] ইয়াকুব ৫:৪।
[২২:২৪] জবুর ৬৯:২৪; ১০৯:৯।
[২২:২৫] দ্বি:বি ১৫:৭-১১।
[২২:২৬] মেসাল ২০:১৬।
[২২:২৭] দ্বি:বি ২৪:১৩, ১৭।
[২২:২৮] ২শামু ১৬:৫, ৯; ১৯:২১।
[২২:২৯] লেবীয় ১৯:২৪; ২৩:১০।
[২২:৩১] লেবীয় ৭:২৪; ১৭:১৫; ২২:৮।
[২৩:১] প্রেরিত ৬:১১।
[২৩:২] ১শামু ৮:৩।
[২৩:৩] দ্বি:বি ১:১৭।
[২৩:৪] রোমীয় ১২:২০।
[২৩:৫] দ্বি:বি ২২:৪।
[২৩:৬] দ্বি:বি ২৩:১৬।
[২৩:৭] মথি ২৭:৪।
[২৩:৮] লেবীয় ১৯:১৫।
[২৩:৯] লেবীয়

আমাকে দিও।
৩১ আর তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র লোক
হবে; ক্ষেতে মারা গিয়ে পরে থাকা কোন পশুর
গোশ্‌ত খাবে না; তা কুকুরদের কাছে ফেলে
দেবে।

নানা রকম হুকুম

২৩ ১ তুমি মিথ্যা গুজব ছড়াবে না; অন্যায়
সাক্ষী হয়ে দুর্জনের সহায়তা করো না।
২ তুমি দুষ্কর্ম করার জন্য বহু লোকের অনুসরণ
করো না এবং বিচারে অন্যায় করার জন্য বহু
লোকের পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করো না।
৩ দরিদ্রের বিচারে তারও পক্ষপাত করো না।
৪ তোমার দুশমনের গরু কিংবা গাধাকে পথহারা
দেখলে তুমি অবশ্যই তার কাছে তাকে নিয়ে
যাবে। ৫ তুমি তোমার দুশমনের গাধাকে বোঝার
ভারে পড়ে যেতে দেখলে, যদিও তাকে ভারমুক্ত
করতে অনিচ্ছুক হও, তবুও অবশ্যই সেটিকে
ভারমুক্ত করবে।
৬ দরিদ্র প্রতিবেশীর বিচারে তার প্রতি অন্যায়
করো না। ৭ মিথ্যা বিষয় থেকে দূরে থেকো এবং
নির্দোষের বা ধার্মিকের প্রাণ নষ্ট করো না,
কেননা আমি দুষ্টকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবো
না। ৮ আর তুমি ঘুষ গ্রহণ করো না, কেননা ঘুষ
কর্মকর্তাদের চোখ অন্ধ করে এবং ধার্মিকদের
সমস্ত কথা উল্টে দেয়।
৯ আর তুমি বিদেশীর ওপর জুলুম করো না;
তোমরা তো বিদেশীর অন্তর জান, কেননা
তোমরা মিসর দেশে বিদেশী ছিলে।

সপ্তম বছর ও সপ্তম দিন

১০ তুমি তোমার ভূমিতে ছয় বছর যাবৎ বীজ

যায়।

২২:২১ বিদেশীর প্রতি। যারা ইসরাইল জাতির নয় এমন লোক এবং দরিদ্র, এতিম ও বিধবা এমন লোক যাদের নিজেদের রোজগারের ওপর বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন ছিল তাদের প্রতি সৎ ও ন্যায্য ব্যবহার যেন ইসরাইল জাতির লোকেরা করে তার জন্য তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারাও একদিন মিসরে গোলাম ছিল। আরোও দেখুন হিজ ২৩:১, লেবীয় ১৯:৩৩-৩৩৪, দ্বি:বি: ২৪:১৭-১৮।

২২:২২ বিধবাকে কিংবা এতিমকে। প্রকৃত অর্থে এসব অসহায় লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ দৃষ্টি আছে এবং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র যত্ন অতি স্পষ্ট মূসার কিতাব থেকে (দেখুন, ২১:২৬-২৭; ২৩:৬-১২; লেবীয় ১৯:৯-১০; দ্বি:বি: ১৪:২৯; ১৬:১১, ১৪; ২৪:১৯-২১; ২৬:১২-১৩), জুবর থেকে (দেখুন, জবুর ১০:১৪, ১-৭ ১৮; ৬৮:৫; ৮২:৩; ১৪৬:৯), নবীদের লেখা থেকে (দেখুন ইশা ১:২৩; ১০:২; ইয়ার ৭:৬; ২২:৩; জাকা ৭:১০; মালাখী ৩:৫), এমন কি, ঈসা মীহের শিক্ষা থেকে (দেখুন, মথি ২৫:৩৪-৪৫) এবং প্রেরিতদের লেখা থেকেও দেখুন রোমীয় ১৫:২৬; গালা ২:১০; ইয়াকুব ১:২৭; ২:২-৭।

২২:২৫ তার উপরে সুদ চাপাবে না। সেকালে ইসরাইলরা কোন মুদ্রা কিংবা কাগজের নোট ব্যবহার করা শুরু করে নি। ঐ সময়ে তারা কেনাবেচার জন্য সোনা বা রূপার টুকরা ব্যবহার করতো। সোনা বা রূপা ধার করার জন্য যে মূল্য ছিল তাকে সুদ বলা হতো, অর্থাৎ তা ছিল ধার করা সোনা বা রূপার পরিমানের ওপরে যেটা দিতে হতো তা ছিল সুদ। আরো দেখুন লেবীয় ২৫:৩৫-৩৮, দ্বি:বি: ১৫:৭-১১, ২৩:১৯-২০।

২২:২৯ তোমার প্রথমজাত পুত্রদের আমাকে দিও। দেখুন, ৩:১৮, ৪:২২, ১৩:২ এর নোট দেখুন। আরো দেখুন শুমারী ১৮:১১-১২, ১৮:২৬-৩০, দ্বি:বি: ২৬:১-১৫।

২২:৩১ যেহেতু আল্লাহর লোকেরা "বেহেশতী রাজ্যের ইমাম" (দেখুন ১৯:৬) তারা অবশ্যই শরীয়ত মত চলবে এবং যে সমস্ত আইন-কানুন পরে হারুনের বংশের জন্য দেওয়া হবে তাও তারা পালন করবে।

২৩:৪-৫ আমরা সাধারণত অন্যদের প্রতি যে ব্যবহার করি বা তাদের খেয়াল রাখি তদ্রুপ যারা আমাদের শত্রু মনে করে তাদের প্রতিও সমান দায়িত্ব রয়েছে (দেখুন, দ্বি:বি: ২২:১-৪; মেসাল ২৫:২১) ঈসা মসীহ্‌ যে শিক্ষা দিয়েছেন তার অর্থ এই যে, আমরা যেন আমাদের শত্রুদেরও ভালবাসি (মথি ৫:৪৪)।

২৩:৬ বিচারে তার প্রতি অন্যায় করো না। সকলের প্রতি, বিশেষ করে গরীব লোকদের প্রতি, আল্লাহ্‌র ন্যায্য বিচার মূসার নিয়ম ও নবীদের লেখায় পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে (আমোস ৫:২১০২৪, হোশেয় ৬:৬, ইশা ১:১০-১৭)।

২৩:৯ বিদেশীর। ২২:২১ এর নোট দেখুন।

বপন ও উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করো। ১১ কিন্তু সপ্তম
বছরে তাকে বিশ্রাম দিও, ফেলে রেখো; তাতে
তোমার স্বজাতির দরিদ্ররা খেতে পাবে। আর
তারা যা অবশিষ্ট রাখে তা মাঠের পশুতে খাবে।
তোমার আঙ্গুর-ক্ষেতের ও জলপাই গাছের
বিষয়েও সেরকম করো।
১২ তুমি ছয় দিন তোমার কাজ করো কিন্তু
সপ্তম দিনে বিশ্রাম করো; যেন তোমার গরু ও
গাধা বিশ্রাম পায় এবং তোমার বাড়িতে জন্মেছে
এমন বাঁদীর পুত্র ও বিদেশী লোকের প্রাণ
জুড়ায়। ১৩ আমি তোমাদেরকে যা যা বললাম,
সমস্ত বিষয়ে সাবধান থেকো। অন্য দেবতাদের
নাম মুখে উচ্চারণ করো, তোমাদের মুখে যেন তা
শোনা না যায়।

তিনটি ঈদ

১৪ তুমি বছরের মধ্যে তিনবার আমার উদ্দেশে
ঈদ পালন করো। ১৫ খামিহীন রুটির ঈদ পালন
করো; আমার হুকুম অনুসারে, নির্ধারিত সময়ে,
আবীব মাসে সাতদিন খামিহীন রুটি ভোজন
করো, কেননা এই মাসে তুমি মিসর দেশ থেকে
বের হয়ে এসেছ। আর কেউ খালি হাতে আমার
কাছে উপস্থিত না হোক।
১৬ আর তুমি শস্য কাটার ঈদ, অর্থাৎ ক্ষেতে
যা যা বুনেছ, তার প্রথমে পাকা ফলের উৎসব
পালন করো। আর বছরের শেষে ক্ষেত থেকে

১৯:৩৩-৩৪। [২৩:১১] লেবীয় ২৫:১-৭; নহি ১০:৩১। [২৩:১২] লূক ১৩:১৪। [২৩:১৩] দ্বি:বি ৪:৯, ২৩; ১তীম ৪:১৬। [২৩:১৪] দ্বি:বি ১৬:১৬; ১বাদশা ৯:২৫; ২খান্দান ৮:১৩; ইহি ৪৬:৯। [২৩:১৫] মথি ২৬:১৭; লূক ২২:১; প্রেরিত ১২:৩। [২৩:১৬] লেবীয় ২৩:৩৪, ৪২; দ্বি:বি ১৬:১৬; ৩১:১০; উজা ৩:৪; নহি ৮:১৪। [২৩:১৮] লেবীয় ২:১১। [২৩:১৯] দ্বি:বি ১৪:২১। [২৩:২০] পয়দা ১৬:৭। [২৩:২১] শুমারী ১৭:১০; ১ইউ ৫:১৬। [২৩:২২] পয়দা ১২:৩; ইশা ৪১:১১।

ফল সংগ্রহের কালে ফলসঞ্চয়ের ঈদ পালন
করো। ১৭ বছরের মধ্যে তিনবার তোমার সমস্ত
পুরুষেরা সার্বভৌম মাবুদের সাক্ষাতে উপস্থিত
হবে।
১৮ তুমি আমার কোরবানীর রক্ত খামিযুক্ত দ্রব্যের
সঙ্গে নিবেদন করো না; আর আমার উৎসব
সম্পর্কীয় চর্বি সকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত না
থাকুক।
১৯ তোমার ভূমির প্রথমে পাকা ফলের প্রথম
অংশ তোমার আল্লাহ্ মাবুদের গৃহে এনো।
ছাগলের বাচ্চাকে তার মায়ের দুধে রান্না করো
না।

আল্লাহ্‌র ওয়াদা ও নিয়ম স্থাপন

২০ দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করতে এবং
আমি যে স্থান তৈরি করেছি সেই স্থানে তোমাকে
নিয়ে যেতে তোমার আগে এক জন ফেরেশতা
প্রেরণ করছি। ২১ তাঁর কথা মেনে চলবে এবং
তাতে মনোযোগ দেবে, তাঁর অসন্তোষ জন্মাবে
না; কেননা তিনি তোমাদের অধর্ম মাফ করবেন
না; কারণ তাঁর অন্তরে আমার নাম রয়েছে।
২২ কিন্তু তুমি যদি নিশ্চয় তাঁর কথা মনযোগ
দিয়ে শোন এবং আমি যা যা বলি, সেসব কর
তবে আমি তোমার দুশমনদের দুশমন ও তোমার
বিপক্ষদের বিপক্ষ হবো।
২৩ কেননা আমার ফেরেশতা তোমার আগে

২৩:১১-১২ সপ্তম বছরে... সপ্তম দিনে। প্রতি ছয় বৎসর পরের বৎসর লোকদের জমিকে বিশ্রাম দিতে হতো, ঠিক তারা নিজেরা যেমন ছয় দিনের পরদিন বিশ্রাম নিত। যাদের কোন জমি ছিল না সেই সব গরীবদের জন্যও অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা ঐ সপ্তম বৎসরের জন্য ছিল। এ বিষয়ে আরো জানার জন্য ১৬:১৩ এর নোট দেখুন। আরও দেখুন ২০:৯-১১, ৩১:১৪-১৫, ৩৪:২১ লেবীয় ২৩:৩, দ্বি:বি: ৫:১৩-১৪।

২৩:১৪-১৭ তিনবার আমার উদ্দেশে ঈদ পালন করো। যদি ইসরাইলীদের অনেকগুলো ঈদ ছিল, এখানে যে তিনটি ঈদের কথা বলা হয়েছে সেই তিনটি ছিল তাদের জাতীয় জীবনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আরো দেখুন ১২:১৪-২০, লেবীয় ২৩:৩৩-৩৬, দ্বি:বি: ১৬:১৩-১৭, নহি ৮:১৩-১৮।

২৩:১৫ খামিহীন রুটির ঈদ। প্রথম মাসের ১৫-২১ তারিখ পর্যন্ত এই ঈদ পালিত হতো। ইংরেজী সাধারণত মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে যব কাটার সময়ে এই ঈদ পালন করা হতো। এই ঈদে তারা তাদের মিসর থেকে যাত্রার কথা স্মরণ করতো।

২৩:১৬ শস্য কাটার ঈদ। এই ঈদকে 'সপ্তাহের ঈদ'ও বলা হয়ে থাকে (৩৪:২২) কারণ খামিহীন রুটির ঈদের পরে এটি সাত সপ্তাহ ধরে উদ্‌যাপিত হতো। এটি তৃতীয় মাসের ছয় দিনের দিন গম সংগ্রহের সময়ে পালন করা হতো। (সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি সময়ে)। পরে ইহুদী ধর্মে এটি সিনাই পর্বতে যে দিন মূসার শরীয়ত দেওয়া হয়েছিল সেই দিন স্মরণ করে পালন করা হতো যদিও পুরাতন নিয়মে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঈদ পালন করার বিশেষ কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। ইঞ্জিল শরীফের সময়ে এটিকে 'পঞ্চাশত্তমীর দিন' বলে ধরা হতো (প্রেরিত ২:১; ২০:১৬; ১ করি ১৬:৮), যার মানে ছিল "পঞ্চাশ" (দেখুন, লেবীয় ২৩:১৬)।

ফলসঞ্চয়ের ঈদ। এটিকে "কুটির উৎসব" ও বলা হয়ে থাকে (লেবীয় ২৩:৩৪; জাকা ১৪:১৬)। কারণ যখন আল্লাহ্ তাদের মিসর থেকে বের করে আনেন তখন বনি-ইসরাইলরা অস্থায়ীভাবে মরুভূমিতে বাস করতো। এটি তাদের সপ্তম মাসের ১৫-২২ তারিখের মধ্যে পালন করতো (সাধারণত সেপ্টম্বর মাসের মাঝা মাঝি থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়) যখন ফল বাগানের ফল ও আঙ্গুর ফল তোলা হতো। এর মধ্য দিয়ে তারা মিসর থেকে তারা বের হয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছে সেই কথাই স্মরণ করতো।

২৩:১৮ খামি। ১২:৮,১৫ এর নোট দেখুন।

২৩:১৯ প্রথমে পাকা ফলের প্রথম অংশ। এটি সমস্ত ফসল চয়নেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এই উৎসর্গের মধ্য দিয়ে এটাই স্বীকার করা হয় যে, এই ফসল মাবুদের কাছ থেকে এসেছে এবং এতে সম্পূর্ণভাবে তাঁরই অধিকার (দেখুন, ৩৪:২৬; লেবীয় ২৩:৯-১৪; শুমারী ১৮:১২-১৩; দ্বি:বি: ১৮:১৩)।

ছাগলের বাচ্চাকে তার মায়ের দুধে রান্না করো না। এই নিষেধাজ্ঞার কোন কারণ জানা যায় নি, কিন্তু হতে পারে কোন মা পশুকে তার বাচ্চার সামনে জবেহ্ করার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে (দেখুন, লেবীয় ২২:২৮; দ্বি:বি: ২২:৬-৭)।

২৩:২০ এক জন ফেরেশতা। ১৪:১৯ এর নোট দেখুন।

২৩:২৩ আমোরীয়, ...যিবূষীয়ের দেশে। ৩:৮ এর নোট দেখুন। এই সব জাতির লোকেরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা

BACIB International Bible CHURCH

যাবেন এবং আমোরীয়, হিট্টিয়, পরিষীয়,
কেনানীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়ের দেশে তোমাকে
প্রবেশ করাবেন; আর আমি তাদেরকে ধ্বংস
করে ফেলব। ২৪ তুমি তাদের দেবতাদের কাছে
সেজ্‌দা করো না এবং তাদের সেবা করো না ও
তাদের কাজের মত কাজ করো না; কিন্তু
তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করো এবং তাদের
সমস্ত স্তম্ভ ভেঙে ফেলো। ২৫ তোমরা তোমাদের
আল্লাহ্‌ মাবুদের সেবা করো; তাতে তিনি তোমার
খাদ্যে ও পানীয়ে দোয়া করবেন এবং আমি
তোমার মধ্য থেকে রোগ দূর করবো। ২৬ তোমার
দেশে কারো গর্ভপাত হবে না এবং কেউ বন্ধ্যা
হবে না; আমি তোমার আয়ুর পরিমাণ পূর্ণ
করবো। ২৭ আমি তোমার আগে আমার ত্রাস
প্রেরণ করবো এবং তুমি যে সমস্ত জাতির কাছে
উপস্থিত হবে তাদেরকে অস্থির করবো ও তোমার
দুশমনদেরকে তোমা থেকে ফিরিয়ে দেব।
২৮ আর আমি তোমার আগে ভিমরুল পাঠাব;
তারা হিব্বীয়, কেনানীয় ও হিট্টিয়কে তোমার
সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ২৯ কিন্তু দেশ যেন
ধ্বংসস্থান না হয় ও তোমার বিরুদ্ধে বন্য পশুর
সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়, এজন্য আমি এক
বছরেই তোমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে
দেব না। ৩০ তুমি যে পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে দেশ
অধিকার না কর, সেই পর্যন্ত তোমার সম্মুখ থেকে
তাদেরকে ক্রমে ক্রমে তাড়িয়ে দেব। ৩১ আর

[২৩:২৩] শুমারী ১৩:২৯; ২১:২১; ইউসা ৩:১০।
[২৩:২৪] লেবীয় ২৬:১; ইশা ২৭:৯।
[২৩:২৫] লেবীয় ২৬:৩-১৩।
[২৩:২৬] দ্বিঃবি ৭:১৪; ২৮:৪।
[২৩:২৭] ২শামু ২২:৪১।
[২৩:২৮] দ্বিঃবি ৭:২০।
[২৩:২৮] শুমারী ১৩:২৯; জবুর ৭৮:৫৫।
[২৩:২৯] দ্বিঃবি ৭:২২।
[২৩:৩০] ইউসা ২৩:৫।
[২৩:৩১] দ্বিঃবি ৭:২৪; ৯:৩।
[২৩:৩২] পয়দা ২৬:২৮; দ্বিঃবি ৭:২।
[২৪:১] শুমারী ১১:১৬।
[২৪:২] শুমারী ১২:৬-৮।
[২৪:৩] গালা ৩:১৯।
[২৪:৪] পয়দা ২৮:১৮।
[২৪:৫] লেবীয়

লোহিত সাগর হতে ফিলিস্তিনীদের সমুদ্র পর্যন্ত
এবং মরুভূমি হতে ফোরাত নদী পর্যন্ত তোমার
সীমা নিরূপণ করবো; কেননা আমি সেই
দেশবাসীদেরকে তোমার হাতে তুলে দেব এবং
তুমি তোমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে
দেবে। ৩২ তাদের সঙ্গে কিংবা তাদের
দেবতাদের সঙ্গে কোন চুক্তি স্থাপন করবে না।
৩৩ তারা তোমার দেশে বাস করবে না, অন্যথায়
তারা আমার বিরুদ্ধে তোমাকে গুনাহ্‌ করাবে;
কেননা তুমি যদি তাদের দেবতাদের সেবা কর
তবে তা অবশ্যই তোমার ফাঁদস্বরূপ হবে।

নিয়মের রক্ত

২৪ ১ আর তিনি মূসাকে বললেন, তুমি,
হারুন, নাদব, অবীহূ এবং ইসরাইলের
প্রাচীনদের সত্তর জন, তোমরা মাবুদের কাছে
উঠে এসো, আর দূরে থেকে সেজ্‌দা কর।
২ কেবল মূসা মাবুদের কাছে আসবে কিন্তু ওরা
কাছে আসবে না; আর লোকেরা তার সঙ্গে
উপরে উঠবে না।
৩ তখন মূসা এসে লোকদেরকে মাবুদের সমস্ত
কালাম ও সমস্ত অনুশাসন বললেন, তাতে সমস্ত
লোক একস্বরে জবাবে বললো, মাবুদ যে সমস্ত
কথা বললেন, আমরা সমস্তই পালন করবো।
৪ পরে মূসা মাবুদের সমস্ত কালাম লিখলেন এবং
খুব ভোরে উঠে পর্বতের পাদদেশে একটি
কোরবানগাহ্‌ ও ইসরাইলের বারো বংশানুসারে

করতো ও তাদের সম্মানে বিশেষ খুঁটি বানাতো (৩৪:১৩)। কিন্তু ইসরাইলকে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই এবাদত করতে হবে (২০:৩-৬)।

২৩:২৮ ভিমরুল। এখানে যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ পরিষ্কার নয়। সেপ্টুয়াজিন্ট অনুবাদেও এই শব্দকে বোলতা বা "ভিমরুল" বলা হয়েছে। হতে পারে অনুবাদক অনুমান করে এই অনুবাদ করেছেন। যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি কাউকে বা কোন কিছু পাঠাবেন যখন ইসরাইলরা কেনানে প্রবেশ করবে তখন যেন কেনানের লোক শক্তিহীন হয় বা ভয় পায় আর তাদের প্রতিহত করতে না পারে (ইশা ৭:১৮)।

২৩:৩১ লোহিত সাগর থেকে... মরুভূমি থেকে। ১০:১৯ ও ১৩:১৭-২০ এর নোট দেখুন। এখানে 'লোহিত সাগর' বলতে হয়তো লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্বের শাখা 'আকাবা উপসাগরকে' বুঝানো হয়েছে। ইউফ্রেটিস নদী ছিল মেসোপটেমিয়ার পশ্চিম সীমা। এখানে মরু-এলাকা বলতে সম্ভবত কেনান দেশের দক্ষিণ-পূর্বে দক্ষিণের মরু-এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতে উল্লেখ করা পুরা অঞ্চলটা একমাত্র সোলায়মান বাদশাহ্‌র সময়ই ইসরাইল জাতির অধিকারে ছিল (১ বাদশাহ্‌ ৪:২১)।

তোমার ফাঁদস্বরূপ হবে। এটি ধ্বংসের প্রতীক ((দেখুন ১০:৭; আইয়ুব ১৮:৯; জবুর ১৮:৫; মেসাল ১৩:১৪; ২১:৬; ইশা ২৪:১৭-১৮)।

২৩:৩৩ তোমাকে গুনাহ্‌ করাবে। ৯:২৭ এর নোট দেখুন।

২৪:১ হারুন, নাদব, অবীহূ এবং ইসরাইলের প্রাচীনদের সত্তর জন। নাদব ও অবীহূ ছিল হারুন সবচেয়ে বড় ছেলে (৬:২৩)। কিন্তু নাদব নয়, হারুনের মৃত্যুর পরে ইলিয়েষর হলেন মহা-ইমাম কারণ নাদব ও অবীহূ মাবুদের অবাধ্য হলে পরে তারা মারা যায় (লেবীয় ১০:১-২, শুমারী ৩:৪, ২০:২৫-২৮)। নেতাদের বিষয়ে ৩:১৬ এর নোট দেখুন। সত্তর সংখ্যাটিকে পূর্ণতারূপে বিশ্বাস করা হতো। বৃদ্ধ নেতারা ছিলেন সম্ভবত বারোটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধি (৯:৭ দেখুন)।

২৪:২ কেবল মূসা মাবুদের কাছে আসবে। মূসা ছিলেন বনি-ইসরাইল ও আল্লাহ্‌র মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। ঈসা যিনি মূসার চেয়েও মহান ছিলেন (ইব ৩:১), তিনি নতুন ব্যবস্থার মধ্যস্থতাকারী ছিলেন (ইব ১২:২৪)।

২৪:৩ মূসা এসে লোকদেরকে মাবুদের সমস্ত কালাম ... সমস্তই পালন করবো। খুব সম্ভবত দশ হুকুম-নামার প্রতি নির্দেশ করছে (দেখুন ২০:১)। আর সমস্ত অনুশাসন বলতে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বা শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে (দেখুন ২০:২২-২৩:১৯)। আর সমস্ত লোক তা মেনে চলবে বলে অঙ্গীকার করেছিল।

২৪:৪ মূসা মাবুদের সমস্ত কালাম লিখলেন। দেখুন ১৭:৪ এর নোট। ভূমিকাও দেখুন যেখানে লেখক সম্বন্ধে বলা হয়েছে। বারোটি পাথর সম্বন্ধে জানতে দেখুন ইউসা ৪:৫, ২; ১ বাদশাহ্‌ ১৮:৩১।

২৪:৫ মঙ্গল-কোরবানী। ৩:১৮ও ২০:২৪ এর নোট দেখুন। "মঙ্গল-কোরবানী" কোরবানীর লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র সঙ্গে

বারোটি স্তম্ভ নির্মাণ করলেন। ৫ আর তিনি বনি-
ইসরাইলদের যুবকদেরকে পাঠালে তারা মাবুদের
উদ্দেশে পোড়ানো-কোরবানী ও মঙ্গল-কোরবানী
হিসেবে ষাঁড়গুলোকে কোরবানী করলো। ৬ তখন
মূসা তার অর্ধেক রক্ত নিয়ে থালায় রাখলেন এবং
অর্ধেক রক্ত কোরবানগাহ্‌র উপরে ছিটিয়ে
দিলেন। ৭ আর তিনি নিয়ম-কিতাবখানি নিয়ে
লোকদের কাছে পাঠ করলেন; তাতে তারা
বললো, মাবুদ যা যা বললেন, আমরা সমস্তই
পালন করবো ও মেনে চলবো। ৮ পরে মূসা সেই
রক্ত নিয়ে লোকদের উপরে ছিটিয়ে দিয়ে
বললেন, দেখ, এই সেই নিয়মের রক্ত, যা মাবুদ
তোমাদের সঙ্গে এসব কালাম অনুযায়ী স্থির
করেছেন।

পর্বতের উপরে আল্লাহ্‌কে দর্শন করা

১:৩।
[২৪:৬] জবুর ৯৯:৬; ইব ৯:১৮।
[২৪:৭] ইব ৯:১৯।
[২৪:৮] লেবীয় ২৬:৩; লূক ২২:২০; ইব ৯:২০।
[২৪:১০] পয়দা ১৬:১৩; শুমারী ১২:৬; ইশা ৬:১; ইহি ১:১; ৮:৩; ৪০:২; ইউ ১:১৮।
[২৪:১১] ইহি ৪৪:৩; মথি ২৬:২৯।
[২৪:১২] দ্বি:বি ৪:১৩; ৫:২২; ৮:৩; ৯:৯, ১০, ১১; ১০:৪; ২করি ৩:৩।

৯ তখন মূসা ও হারুন, নাদব ও অবীহূ এবং
ইসরাইলের প্রাচীন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সত্তর
জন উঠে গেলেন; ১০ আর তাঁরা ইসরাইলের
আল্লাহ্‌কে দর্শন করলেন; তাঁর চরণতলের স্থান
নীলকান্তমণি-নির্মিত শিলা-স্তরের কাজের মত
এবং নির্মলতায় সাক্ষাৎ আসমানের মত ছিল।
১১ আর তিনি বনি-ইসরাইলদের নেতৃবর্গের উপর
হাত ওঠালেন না, বরং তাঁরা আল্লাহ্‌কে দর্শন
করে ভোজন পান করলেন।

তুর পর্বতে হযরত মূসা

১২ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি পর্বতে
আমার কাছে উঠে এসে এই স্থানে থাকো, তাতে
আমি দু'খানা পাথরের ফলক এবং আমার লেখা
শরীয়ত ও হুকুম তোমাকে দেব, যেন তুমি
লোকদেরকে শিক্ষা দিতে পার। ১৩ পরে মূসা ও
তাঁর পরিচারক ইউসা উঠলেন এবং মূসা

ইসরাইলদের সঠিক সম্পর্ক তৈরি করা। রক্তের বিষয়ে আরো জানার জন্য ৪:২৪-২৫ ও ১২:৮-৯ এর নোট দেখুন।

২৪:৬ রক্ত। কিতাবুল মোকাদ্দসের শিক্ষা অনুসারে রক্তেই প্রাণীর প্রাণ থাকে। মানুষ ও অন্যান্য সব প্রাণীর বেলায়ই এই কথা সত্য (পয়দা ৯:৪, লেবীয় ১৭:১১)। রক্তসহ যে কোন প্রাণীর মাংস খাওয়াকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে (লেবীয় ১৭:১০-১২; দ্বি:বি: ১২:২৩-২৪) এবং কোন প্রাণীর রক্তাক্ত মৃতদেহ স্পর্শ করাকেও নিষেধ করা হয়েছে (লেবীয় ১৭:১৫-১৬)। কোন মানুষকে হত্যা করার বিষয়ে বলা হয়েছে "রক্তপাত করা", এবং ঐ মৃত ব্যক্তির রক্তপাতের দোষ হত্যাকারীর মাথার উপরে থাকত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ২:৩১-৩৩)। নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাত হলে দেশকেই আল্লাহ্‌ অভিশাপ দিতেন (পয়দা ৪:১০-১২) বা দেশকে ধর্মীয়ভাবে অপবিত্র মনে করা হতো (শুমারী ৩৫:৩৩-৩৪)। বাদশাহ্‌ দাউদ অনেক যুদ্ধ করে তাঁর শত্রুদের রক্তপাত করেছিলেন; তাই তাঁকে আল্লাহ্‌র বায়তুল মোকাদ্দস তৈরি করার কাজে অনুপোযুক্ত মনে করা হয়েছে (১ খান্দান ২২:৮,২৮:৩)। রক্তকে মনে করা হতো আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনের প্রমান। এজন্যই ইসরাইলীয় ইমামরা লোকদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানীকে রক্ত ছিটিয়ে প্রস্তুত করা হতো (লেবীয় ১:৫-১১; ৪:৩-৭; ৬:২৪-৩০; ৮:১৫) এবং ইমামদেরও আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াবার উপযুক্ত হবার জন্যে শরীরে রক্ত মাখতে হতো (হিজ ২৯:১৯-২১; লেবীয় ৮:২২-৩০)। ইসরাইলরা যখন মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন তারা তাদের ঘরের দরজার চৌকাঠের ওপরে রক্ত ছিটিয়ে দেয় যেন পরে সেই রক্ত দেখে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তাদের ঘর বাদ দিয়ে মিসরীয়দের প্রত্যেক পরিবারের প্রথম সন্তানকে মেরে ফেলে (হিজ ১২)। সিনয় পাহাড়ে আল্লাহ্‌ ও ইসরাইলের মধ্যে করা চুক্তি বা নিয়ম স্থাপনকে পাকা করার চিহ্নরূপে রক্ত ঢেলে দেয়া হতো (হিজরত ২৪:৮)। যে জায়গায় তারা আল্লাহ্‌র এবাদত করতো রক্তের মাধ্যমে সেখানে তাদের পাক-পবিত্র হতে হতো এবং রক্তের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের বিশেষ যে সম্পর্ক তা প্রকাশ করা হতো (লেবীয় ১)। রক্ত ও উৎসর্গের বিষয়ে পুরাতন নিয়মের যে ধারনা আছে তার কারণেই ঈসার মৃত্যুর বিষয়ে ইঞ্জিল শরীফে পৌলের মত অন্য লেখকদের কাছেও বিশেষ তাৎপর্য ছিল। পৌল ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুকে একটা "কোরবানী" রূপে দেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মসীহ্‌ তাঁর রক্ত দিয়েছেন যেন তার কারণে মানুষ গুনাহের ক্ষমা পায় ও আল্লাহ্‌র কাছে আসতে পারে (রোমীয় ৩:২৫-২৬; আরো দেখুন কল ১:২০)। ইবরানী কিতাবের লেখক লিখেছেন যে, পুরাতন নিয়মের পশুর রক্তের চেয়ে ঈসার রক্তের পবিত্র করার ক্ষমতা বেশি (৯:২০-২২; ১০:৩-৪)। মসীহের মৃত্যু (রক্তপাতের) কারণেই ঈমানদারদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে ও চিরদিনের জন্য সহভাগীতায় থাকার পথ তৈরি হয়েছে (ইব ১০:১৯-২২) ১ পিতর এই মসীহ্‌কে "নির্দোষ" মেষ-শাবক বলা হয়েছে যার রক্ত মানুষকে গুনাহের গোলামী থেকে মুক্ত করে (১ পিতর ১:১৮-১৯)। ঈসায়ীরা যখন প্রভুর ভোজ গ্রহণ করে তখন তারা ঈসা মসীহের শরীর ও রক্তের সহভাগীতা করে (১ করি ১১:২৩-৩২; ইউ ৬:৫৩-৫৬)।

২৪:৮ পরে। লোকেরা আল্লাহ্‌কে মেনে চলবে তা স্বীকার করার পরেই তারা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। রক্ত ও ব্যবস্থার বিষয়ে দেখুন মার্ক ১৪:২৪ আয়াত।

২৪:১০ নীলকান্তমনি। নীল রংয়ের মূল্যবান পাথর। ইহিস্কেল ১:২৬ ও দেখুন।

২৪:১১ আল্লাহ্‌কে দর্শন করে। মূসাকে আল্লাহ্‌ কড়াভাবে বলে দিলেন যেন লোকেরা আল্লাহ্‌কে দেখার জন্য একেবারে কাছে না আসে, কারণ তাতে তারা মারা যেতে পারে (১৯:২০-২২)। কেবলমাত্র যারা লোকদের মধ্য থেকে বেছে নেয়া প্রতিনিধি অর্থাৎ মূসা ও ইমামগণই আল্লাহ্‌র সামনে যেতে পারত। এখানে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসরাইলের নেতাদেরই কেবল আল্লাহ্‌কে কাছ থেকে দেখার অধিকার ছিল। ইহিস্কেল ৪৪:৩ ও দেখুন।

ভোজন পান করলেন। দেখুন পয়দা ২৬:৩০-৩১:৪৫। এই ভোজন পান ছিল ব্যবস্থা অনুমোদনের প্রতিফলন যা ৩-৮ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠানের পূর্বাভাস, যা মসীহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন ব্যবস্থার জন্য স্থাপিত হয়েছিল (দেখুন, ১ করি ১১:২৫-২৬)।

২৪:১৩:১৪ ইউসা ... হারুন ও হূর। ১৭:৮-১০ ও ৪:১৪ এর নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র পর্বতে উঠলেন। [১৪] আর তিনি
প্রাচীনদের বললেন, আমরা যতক্ষণ তোমাদের
কাছে ফিরে না আসি, ততক্ষণ তোমরা আমাদের
অপেক্ষায় এই স্থানে থাকো; আর দেখ, হারুন ও
হূর তোমাদের কাছে রইলেন; কারো কোন
বিবাদের কথা উপস্থিত হলে সে যেন তাঁদের
কাছে যায়।
[১৫] মূসা যখন পর্বতে উঠলেন, তখন মেঘে
পর্বত আচ্ছন্ন ছিল। [১৬] আর তুর পর্বতের উপরে
মাবুদের মহিমা অবস্থান করছিল। পর্বতটি ছয়
দিন মেঘাচ্ছন্ন রইলো; পরে সপ্তম দিনে তিনি
মেঘের মধ্য থেকে মূসাকে ডাকলেন। [১৭] আর
বনি-ইসরাইলদের দৃষ্টিতে মাবুদের মহিমা
পর্বতের চূড়ায় গ্রাসকারী আগুনের মত প্রকাশিত
হল। [১৮] আর মূসা মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে
পর্বতে উঠলেন। মূসা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত
সেই পর্বতে অবস্থান করলেন।

শরীয়ত-তাঁবুর জন্য উপহার

২৫ [১] পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, [২] তুমি
বনি-ইসরাইলদেরকে আমার জন্য
উপহার সংগ্রহ করতে বল; হৃদয়ের ইচ্ছায় যে
নিবেদন করে, তা থেকে তোমরা আমার সেই
উপহার গ্রহণ করো। [৩] এসব উপহার তাদের
থেকে গ্রহণ করবে– সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, [৪] এবং
নীল, বেগুনে, লাল এবং সাদা মসীনা সুতা ও
ছাগলের লোম; [৫] ও পরিশোধিত ভেড়ার চামড়া,
শুশুকের চামড়া ও শিটীম কাঠ; [৬] প্রদীপের জন্য
তেল, অভিষেকের জন্য তেল ও সুগন্ধি ধূপের
জন্য গন্ধদ্রব্য, [৭] এবং এফোদে ও বুকপাটায়
খচিত করার জন্য গোমেদমণি প্রভৃতি পাথর।
[৮] আর তারা আমার জন্য একটি পবিত্র স্থান
নির্মাণ করুক, তাতে আমি তাদের মধ্যে বাস
করবো। [৯] শরীয়ত-তাঁবুর ও তার সমস্ত দ্রব্যের
যে নমুনা আমি তোমাকে দেখাই, সেই অনুসারে
তোমরা সমস্তই করবে।

শরীয়ত-সিন্দুক ও তার গুনাহ্‌ আবরণ

[১০] তারা শিটীম কাঠের একটি সিন্দুক তৈরি
করবে; তা আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া
ও উচ্চতায় দেড় হাত হবে। [১১] পরে তুমি খাঁটি
সোনা দিয়ে তা মুড়িয়ে দেবে, তার ভিতর ও
বাইরেটা মুড়িয়ে দেবে এবং তার উপরে
চারদিকে সোনার কিনারা গড়ে দেবে। [১২] আর
তার জন্য সোনার চারটি কড়া ছাঁচে ঢেলে তার
চারটি পায়াতে দেবে; তার এক পাশে দু'টি কড়া
ও অন্য পাশে দু'টি কড়া থাকবে। [১৩] আর তুমি
শিটীম কাঠের দু'টি বহন-দণ্ড করে সোনা দিয়ে
মুড়ে দেবে। [১৪] আর সিন্দুক বহন করার জন্য ঐ
বহন-দণ্ড সিন্দুকের দুই পাশের কড়াতে দেবে।
[১৫] সেই বহন-দণ্ড সিন্দুকের কড়াতে থাকবে, তা
থেকে বের করা যাবে না। [১৬] আর আমি
তোমাকে যে শরীয়ত-ফলক দেব, তা ঐ সিন্দুকে
রাখবে।
[১৭] পরে তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে আড়াই হাত লম্বা
ও দেড় হাত চওড়া একটি গুনাহ্‌ আবরণ প্রস্তুত
করবে। [১৮] আর তুমি সোনার দু'টি কারুবী
নির্মাণ করবে; গুনাহ্‌ আবরণের দুই কিনারায়

[২৪:১৩] হিজ ১৭:৯।
[২৪:১৬] লেবীয় ৯:২৩; ইহি ৮:৪; ১১:২২।
[২৪:১৭] ইব ১২:১৮, ২৯।
[২৪:১৮] ১বাদশা ১৯:৮।
[২৫:২] ২বাদশা ১২:৪; ২করি ৮:১১-১২; ৯:৭।
[২৫:৫] শুমারী ৪:৬, ১০।
[২৫:৫] দ্বি:বি ১০:৩।
[২৫:৬] লেবীয় ১৬:১২।
[২৫:৭] কাজী ৮:২৭; হোশেয় ৩:৪।
[২৫:৮] দ্বি:বি ১২:১১; ২করি ৬:১৬।
[২৫:৯] প্রেরিত ৭:৪৪; ইব ৮:৫।
[২৫:১০] ইব ৯:৪।
[২৫:১৪] ১খান্দান ১৫:১৫।
[২৫:১৫] ১বাদশা ৮:৮।
[২৫:১৬] ইব ৯:৪।
[২৫:১৭] রোমীয় ৩:২৫।
[২৫:১৮] ইব ৯:৫।
[২৫:২০] ১বাদশা

২৪:১৫ পর্বতে। ১২৮ পৃ: নোট দেখুন।

২৪:১৭-১৮ গ্রাসকারী আগুনের মত ... চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত। কিতাবুল মোকাদ্দসে 'চল্লিশ' খুব গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। এর দ্বারা লম্বা ত্যাগ ও অপেক্ষার কাল বুঝায়; কিংবা এক প্রজন্মও বুঝায়। আগুন ও আল্লাহ্‌র উপস্থিতির বিষয়ে আরো জানার জন্য ১৩:২১-২২ এর নোট দেখুন। মূসা যতক্ষণ পর্যন্ত না দুইটি পাথরের ফলক ও দশ হুকুম-নামা না পেলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিচে নামলেন না। মূসা যেমন চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে অবস্থান করলেন তেমনি ঈসা মসীহ্‌ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত না খেয়ে রোজা রেখেছিলেন (দেখুন, মথি ৪:২)।

২৫:৪-৬ নীল, বেগুনে, লাল এবং সাদা মসীনা সুতা ... সুগন্ধি ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য। সুতার যে যে রং তা ছিল রাজকীয় রং কারণ এসব রং তৈরি করতে অনেক খরচ পড়তো। শন বা মসীনা গাছের ছালের আঁশ দিয়ে মসীরা সুতা তৈরি করা হতো। জলপাই থেকে তেল বের করে তা অনেক কাজে লোকেরা ব্যবহার করতো। যেমন– রান্নার কাজে, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরি, বাতি জ্বালাতে, সুগন্ধ ও কোন ঔষধ বা মলম তৈরির জন্যও ব্যবহার করা হতো। এ থেকে বুঝা যায় যে, এই তেল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও ব্যবহার করা হতো (যেমন ইমামদের অভিষেক ও পবিত্র বস্তুর উৎসর্গ করার জন্য)। ২৯:১ এর নোট দেখুন।

পরিশোধিত ভেড়ার চামড়া। পরিশোধিত চামড়া বলতে চামড়া থেকে সমস্ত লোম তুলে ফেলার পর চামড়াকে বিশেষ প্রকৃয়াজাত করা হয়। প্রকৃয়াজাত করার পরে বর্তমান কালের মরক্কোর চামড়ার মতই দেখতে হতো।

২৫:১০ শিটীম কাঠের একটি সিন্দুক তৈরি করবে। এই সিন্দুককে "সাক্ষ্য-সিন্দুক"ও বলা হয়। শিটীম কাঠকে বাব্‌লা গাছও বলা হয়। এটি একটি চিরসবুজ এক প্রকারের গাছ। এর সুন্দর কাঠ ওক গাছের কাঠ থেকেও শক্ত ও রংয়ে সুন্দর।

২৫:১৬ শরীয়ত-ফলক। ২০:২-১৭ এবং ২০:১-৩ এর নোট দেখুন। ঐ পাথরগুলো যখন ঐ সিন্দুকের ভেতরে রাখা হল তখন সিন্দুকটি এতই পবিত্র হল যে, তা আর ছোঁয়া যায় না। (২ শামু ৬:৬-৭)। যেহেতু আল্লাহ্‌র হুকুম তার মধ্যে রাখা হয়েছে সেহেতু তাকে সাক্ষ্য সিন্দুক বা নিয়ম-সিন্দুক বলা হতো।

২৫:১৭-১৯ গুনাহ্‌ আবরণ ... দু'টি কারুবী তৈরি করবে। ঐ সিন্দুকের ঢাকনাকে "গুনাহ্‌ আবরণ" বলা হয়েছে। ঐ ঢাকনারও ওপরে আল্লাহ্‌ বসতেন, এবং অসীম দয়ায় তাঁর লোকদের বিচার করতেন ও তাদের কিভাবে চলতে হবে তা তাদের বলতেন (২৫:২২)। কারুবীগুলো হয়তো মিসরের স্ফিংকস্‌ এর মত ছিল দেখতে, যে স্ফিংসের ছিল সিংহের মত দেহ, কিন্তু তার মাথা ছিল মানুষের মত (ইহি ৪১:১৮-২০), অথবা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মন্দির রক্ষাকারী মানুষের মাথা ওয়ালা ষাড় বা সিংহের মত। আরো দেখুন ২ শামু ৬:২, ১ বাদশাহ্‌ ৬:২২-

পিটানো কাজ দ্বারা তাদেরকে নির্মাণ করবে।
[১৯] এক প্রান্তে এক কারুবী ও অন্য প্রান্তে অন্য
কারুবী, গুনাহ্ আবরণের দুই প্রান্তে তার সাথে
অখণ্ড দু'টি কারুবী তৈরি করবে। [২০] আর সেই
দু'টি কারুবী উপরে পাখা মেলে দিয়ে ঐ পাখা
দিয়ে গুনাহ্-আবরণকে ঢেকে রাখবে এবং তাদের
মুখ পরস্পরের দিকে থাকবে, কারুবীদের দৃষ্টি
গুনাহ্ আবরণের দিকে থাকবে। [২১] তুমি এই
গুনাহ্-আবরণ সেই সিন্দুকের উপরে রাখবে এবং
আমি তোমাকে যে শরীয়ত-ফলক দেব তা ঐ
সিন্দুকের মধ্যে রাখবে। [২২] আর আমি সেই স্থানে
তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো এবং গুনাহ্-
আবরণের উপরিভাগ থেকে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের
উপরিস্থ দুই কারুবীর মধ্য থেকে তোমার সঙ্গে
আলাপ করে বনি-ইসরাইলদের প্রতি আমার
সমস্ত হুকুম তোমাকে জানাবো।

দর্শন-রুটির টেবিল

[২৩] আর তুমি শিটীম কাঠের একটি টেবিল
তৈরি করবে; তা দুই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া
ও দেড় হাত উঁচু হবে। [২৪] আর খাঁটি সোনা দিয়ে
তা মুড়ে দেবে এবং তার চারদিকে সোনার
কিনারা গড়ে দেবে। [২৫] আর তার চারদিকে চার
আঙ্গুল পরিমিত একটি বেড় তৈরি করবে এবং
বেড়ের চারদিকে সোনার কিনারা গড়ে দেবে।
[২৬] আর সোনার চারটি কড়া করে চার পায়ার চার
কোণে রাখবে। [২৭] টেবিল বহন করার জন্য বহন-
দণ্ডের ঘর হবার জন্য ঐ কড়া বেড়ের কাছে
থাকবে। [২৮] আর ঐ টেবিল বহন করার জন্য
শিটীম কাঠের দু'টি বহন-দণ্ড করে তা সোনা
দিয়ে মুড়ে দেবে। [২৯] আর টেবিলের থাল, চামচ,
ঢাকনা ও ঢালবার জন্য সেঁকপাত্র তৈরি করবে;
এসব খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করবে। [৩০] আর
তুমি সেই টেবিলের উপরে আমার সম্মুখে
নিয়মিতভাবে দর্শন-রুটি রাখবে।

৮:৭; ১খান্দান ২৮:১৮; ইব ৯:৫। [২৫:২১] দ্বি:বি ১০:৫; ইব ৯:৪। [২৫:২২] শুমারী ৭:৮৯; ১শামু ৪:৪; ২শামু ৬:২; ২২:১১; ২বাদশা ১৯:১৫; ১খান্দান ১৩:৬; ২৮:১৮; জবুর ১৮:১০; ৮০:১; ৯৯:১; ইশা ৩৭:১৬। [২৫:২৩] লেবীয় ২৪:৬; শুমারী ৩:৩১; ১বাদশা ৭:৪৮; ১খান্দান ২৮:১৬; ২খান্দান ৪:৮,১৯; ইহি ৪১:২২; ৪৪:১৬; ইব ৯:২। [২৫:২৯] শুমারী ৪:৭। [২৫:৩০] লেবীয় ২৪:৫-৯; শুমারী ৪:৭; ১শামু ২১:৪-৬; ১বাদশা ৭:৪৮; ১খান্দান ২৩:২৯; [২৫:৩১] লেবীয় ২৪:৪; শুমারী ৩:৩১; প্রকা ১:১২। [২৫:৩৬] শুমারী ৮:৪। [২৫:৩৭] লেবীয় ২৪:৩-৪। [২৫:৩৮] শুমারী ৪:৯। [২৫:৪০] প্রেরিত ৭:৪৪; ইব ৮:৫।

[২৬:১] লেবীয় ৮:১০; ইব ৮:২, ৫; ১৩:১০; প্রকা

প্রদীপ-আসন

[৩১] আর তুমি খাঁটি সোনার একটি প্রদীপ-আসন
প্রস্তুত করবে; পিটানো কাজ দ্বারা সেই প্রদীপ-
আসন প্রস্তুত হবে; তার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার,
কুঁড়ি ও তার সাথে ফুল অখণ্ড হবে। [৩২] প্রদীপ-
আসনের এক পাশ থেকে তিনটি শাখা ও প্রদীপ-
আসনের অন্য পাশ থেকে তিনটি শাখা, এই
ছয়টি শাখা তার পাশ থেকে বের হবে। [৩৩] এক
শাখায় বাদাম ফুলের মত তিনটি গোলাধার,
একটি কুঁড়ি ও একটি ফুল থাকবে এবং অন্য
শাখায় বাদাম ফুলের মত তিনটি গোলাধার,
একটি কুঁড়ি ও একটি ফুল থাকবে; প্রদীপ-আসন
থেকে বের হওয়া ছয়টি শাখায় এরকম হবে।
[৩৪] প্রদীপ-আসনে বাদাম ফুলের মত চারটি
গোলাধার ও তাদের কুঁড়ি ও ফুল থাকবে।
[৩৫] আর প্রদীপ-আসনের যে ছয়টি শাখা বের
হবে, তাদের এক শাখাদ্বয়ের নিচে তৎসহ অখণ্ড
একটি কুঁড়ি, অন্য শাখাদ্বয়ের নিচে তৎসহ অখণ্ড
একটি কুঁড়ি ও অপর শাখাদ্বয়ের নিচে তৎসহ
অখণ্ড একটি কুঁড়ি থাকবে। [৩৬] কুঁড়ি ও শাখা
তৎসহ অখণ্ড হবে; সমস্ত পিটানোটাই খাঁটি
সোনার একই বস্তু হবে। [৩৭] আর তুমি তার
সাতটি প্রদীপ তৈরি করবে এবং লোকেরা সেসব
প্রদীপ জ্বালালে তার সম্মুখে আলো হবে।
[৩৮] আর তার চিমটা ও সমস্ত গুলতরাশ খাঁটি
সোনা দিয়ে তৈরি করতে হবে। [৩৯] এই প্রদীপ-
আসন এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী এক তালন্ত
পরিমিত খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি হবে।
[৪০] দেখো, পর্বতে তোমাকে এই সকলের
যেরকম নমুনা দেখান হল, সব কিছু সেভাবে
তৈরি করো।

শরীয়ত-তাঁবু

২৬ [১] আর তুমি দশটি পর্দা দ্বারা একটি
শরীয়ত-তাঁবু প্রস্তুত করবে; সেগুলো

২৯, ২বাদশাহ্ ১৯:১৫, ইহি ১০:১-২।

২৫:২৩-৩০ শিটীম কাঠের একটি টেবিল ... দর্শন-রুটি রাখবে। সম্ভবত এই টেবিলের চারদিকে শেষ প্রান্ত একটু জাগানো ছিল। তা বহন করার জন্য আংটা ও বহনদণ্ড ছিল। প্রতি বিশ্রাম দিনে বারো বংশের প্রত্যেক বংশের নামে এক এক টুকরা পবিত্র রুটি এই পবিত্র টেবিলের ওপরে রাখতে হতো (লেবীয় ২৪:৫-৯)। ঐ রুটি ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সব সময়ের জন্য দেয় উপহার। এই উপহার লোকদের প্রতি তাঁর দয়ার কথা মনে করিয়ে দিত। সেই রুটি খাবার অধিকার ছিল কেবল হারুনের বংশধর ইসরাইলের ইমামদের।

২৫:৩১-৪০ খাঁটি সোনার একটি প্রদীপ-আসন। বাতিদানের সাতটা শাখা ছিল; প্রত্যেকটি শাখার শেষে ছিল একটি করে গোলাকার বাতি। সাত ছিল পরিপূর্ণতার সংখ্যা। বাতিগুলোর আলো ছিল আল্লাহ্‌র গৌরবের চিহ্ন (২৯:৪২-৪৩ দেখুন)। বাতিদানটি ছিল সোনা দিয়ে তৈরি বাদাম গাছে পাতা অথবা ফুল দিয়ে সাজানো ছিল। কেনান দেশে বাদাম গাছেই বসন্ত কালে সবচেয়ে প্রথম ফুল ফোটে।

২৬:১ দশটি পর্দা দ্বারা একটি শরীয়ত-তাঁবু প্রস্তুত করবে। আল্লাহ্‌র শরীয়ত-তাঁবু ছিল যেখানে লোকদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা করতে হতো, (২৯:৪২-৪৩) যে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করতেন (হিজ ২৫:৮), পবিত্র শরীয়ত-তাঁবুকে সব সময় "আবাস তাঁবু" বা "সমাগম-তাঁবু" বলা হয়েছে। এটা ছিল এবাদতের স্থান যেখানে লোকেরা উপহার নিয়ে আসত, এবং ইমামেরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করতো। তাঁবুর পর্দাগুলো পাতলা লাল, নীল ও বেগুনে রংয়ের মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি ছিল (২৫:৪-৭ এর নোট দেখুন)। পর্দাগুলো আবার শরীয়ত-সিন্দুকের ওপরের কারুবীদের মত কারুবী দিয়ে সাজানো ছিল (২৫:১৭-১৯ এর নোট দেখুন)। তাঁবুটি তৈরি ছিল এগারো ভাগে বুনানো মোটা ছাগলের পশম, লাল রং করা ভেড়ার বাচ্চার চামড়া ও অন্যান্য পাতলা চামড়া দিয়ে। দেখুন, প্রেরিত ৭:৪৪ ও ইব ৮:৫ ও দেখুন।

পাকানো সাদা মসীনা এবং নীল, বেগুনে ও লাল
সুতা দিয়ে তৈরি করবে; সেই পর্দাগুলোতে
শিল্পীত কারুবীদের আকৃতি থাকবে। ২ প্রত্যেক
পর্দা লম্বায় আটাশ হাত ও প্রত্যেক পর্দা চওড়ায়
চার হাত হবে; সমস্ত পর্দার এক মাপ হবে।
৩ আর একত্র পাঁচটি পর্দার পরস্পর যোগ থাকবে
এবং অন্য পাঁচটি পর্দার পরস্পর যোগ থাকবে।
৪ আর জোড়ার স্থানে প্রথম অন্ত্য পর্দার কিনারায়
নীল রংয়ের সুতা দিয়ে ঘুন্টিঘরা করে দেবে এবং
জোড়ার স্থানে দ্বিতীয় অন্ত্য পর্দার কিনারায়ও
সেরকম করবে। ৫ প্রথম পর্দাতে পঞ্চাশটি
ঘুন্টিঘরা করে দেবে এবং জোড়ার স্থানে দ্বিতীয়
পর্দার কিনারায়ও পঞ্চাশটি ঘুন্টিঘরা করে দেবে;
সেই দু'টি ঘুন্টিঘরা শ্রেণী পরস্পর সম্মুখীন হবে।
৬ আর পঞ্চাশটি সোনার ঘুন্টি গড়ে ঘুন্টিতে সমস্ত
পর্দা পরস্পর আট্‌কে দেবে; তাতে তা একটিই
শরীয়ত-তাঁবু হবে।
৭ আর তুমি শরীয়ত-তাঁবুর উপরে আচ্ছা-
দনের নিমিত্তে তাঁবুর জন্য ছাগলের লোম দিয়ে
সমস্ত পর্দা প্রস্তুত করবে, এগারটি পর্দা প্রস্তুত
করবে। ৮ প্রত্যেক পর্দা লম্বায় ত্রিশ হাত ও
প্রত্যেক পর্দা চওড়ায় চার হাত হবে; এই
এগারটি পর্দার একই মাপ হবে। ৯ পরে পাঁচটি
পর্দা পরস্পর জোড়া দিয়ে পৃথক রাখবে, অন্য
ছয়টি পর্দাও পৃথক রাখবে এবং এদের ষষ্ঠ পর্দা
দুই ভাঁজ করে তাঁবুর সম্মুখে রাখবে। ১০ আর
জোড়ার স্থানে প্রথম অন্ত্য পর্দার কিনারায়
পঞ্চাশটি ঘুন্টিঘরা তৈরি করে দেবে এবং
সংযোগকারী দ্বিতীয় পর্দার কিনারায়ও পঞ্চাশটি
ঘুন্টিঘরা তৈরি করে দেবে।
১১ পরে ব্রোঞ্জের পঞ্চাশটি ঘুন্টি গড়ে সেই
ঘুন্টিঘরাতে তা প্রবেশ করিয়ে তাঁবু সংযুক্ত
করবে, ১২ তাতে তা একই তাঁবু হবে, তাঁবুর
পর্দার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ যে অর্ধেক পর্দা
অতিরিক্ত থাকবে, তা শরীয়ত-তাঁবুর পেছনের
পাশে ঝুলে থাকবে। ১৩ আর তাঁবুর পর্দার
দৈর্ঘ্যের যে অংশ এপাশে এক হাত, ওপাশে এক
হাত অতিরিক্ত থাকবে, তা আচ্ছাদনের জন্য
শরীয়ত-তাঁবুর উপরে এপাশে ওপাশে ঝুলে
থাকবে। ১৪ পরে তুমি তাঁবুর জন্য পরিশোধিত
ভেড়ার চামড়ার একটি ছাদ প্রস্তুত করবে, আবার
তার উপরে শুশুকের চামড়ার একটি ছাদ প্রস্তুত
করবে।

২১:৩।

[২৬:১৪] শুমারী ৩:২৫; ৪:২৫। [২৬:৩০] শুমারী ৯:১৫।

[২৬:৩১] শুমারী ৪:৫; ২খান্দান ৩:১৪; মথি ২৭:৫১; লূক ২৩:৪৫; ইব ৯:৩।

তক্তা ও অর্গল

১৫ পরে তুমি শরীয়ত-তাঁবুর জন্য শিটীম কাঠের
দাঁড় করানো তক্তা প্রস্তুত করবে। ১৬ প্রত্যেক
তক্তা লম্বায় দশ হাত ও চওড়ায় দেড় হাত হবে।
১৭ প্রত্যেক তক্তার পরস্পর সংযুক্ত দু'টা করে
পায়া থাকবে; এভাবে শরীয়ত-তাঁবুর সমস্ত তক্তা
প্রস্তুত করবে। ১৮ শরীয়ত-তাঁবুর জন্য তক্তা
প্রস্তুত করবে, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ পাশের জন্য
বিশটি তক্তা। ১৯ সেই বিশটি তক্তার নিচে
চল্লিশটি রূপার চুঙ্গি গড়ে দেবে; একটি তক্তার
নিচে তার দুই পায়ার জন্য দু'টি চুঙ্গি এবং অন্য
অন্য তক্তার নিচেও তাদের দু'টা করে পায়ার
জন্য দু'টা করে চুঙ্গি হবে। ২০ আর শরীয়ত-
তাঁবুর দ্বিতীয় পাশের জন্য উত্তর দিকে বিশটি
তক্তা; ২১ আর সেগুলোর জন্য রূপার চল্লিশটি
চুঙ্গি একটি তক্তার নিচে দু'টি চুঙ্গি ও অন্যান্য
তক্তার নিচেও দু'টা করে চুঙ্গি হবে। ২২ শরীয়ত-
তাঁবুর পশ্চিম দিকের পিছনের ভাগের জন্য
ছয়খানি তক্তা করবে। ২৩ আর শরীয়ত-তাঁবুর
সেই পিছন দিকের দুই কোণের জন্য দু'খানি
তক্তা করবে। ২৪ সেই দু'টি তক্তার নিচে জোড়
হবে এবং সেভাবে মাথাতেও প্রথম কড়ার কাছে
জোড় হবে; এরকম দু'টিতেই হবে; তা দুই
কোণের জন্য হবে। ২৫ তক্তা আটখানা হবে ও
সেগুলোর রূপার চুঙ্গি ষোলটি হবে; একটি
তক্তার নিচে দু'টি চুঙ্গি ও অন্য তক্তার নিচে দু'টি
চুঙ্গি থাকবে।
২৬ আর তুমি শিটীম কাঠের অর্গল প্রস্তুত করবে,
২৭ শরীয়ত-তাঁবুর এক পাশের তক্তাতে পাঁচটি
অর্গল ও অন্য পাশের তক্তাতে পাঁচটি অর্গল
এবং শরীয়ত-তাঁবুর পশ্চিম দিকের পিছন ভাগের
তক্তাতে পাঁচটি অর্গল দেবে। ২৮ এবং মধ্যবর্তী
অর্গল তক্তাগুলোর মধ্যস্থান দিয়ে এক প্রান্ত
থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাবে। ২৯ আর ঐ
তক্তাগুলো সোনা দিয়ে মোড়াবে ও অর্গলের ঘর
হবার জন্য সোনাকড়া তৈরি করবে এবং সমস্ত
অর্গল সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেবে। ৩০ শরীয়ত-
তাঁবুর যে নমুনা পর্বতে তোমাকে দেখান হল,
সেই অনুসারে তা স্থাপন করবে।

মহা-পবিত্র স্থানের পর্দা

৩১ আর তুমি নীল, বেগুনে ও লাল এবং পাকানো
সাদা মসীনা সুতা দিয়ে একটি পর্দা প্রস্তুত
করবে; তা শিল্পীদের কাজ হবে, তাতে

২৬:১৫ শিটীম কাঠের দাঁড় করানো তক্তা প্রস্তুত করবে। তাঁবুটি থাকত শিটীম কাঠের তৈরি ফ্রেমের ওপরে, এবং ঐ ফ্রেম দাঁড়িয়ে থাকত রূপার তৈরি খুঁটির ওপরে যে খুঁটিগুলো পাঁচটা আড়ার সাহায্যে একে অপরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকত। ২৫:১০ এর নোট দেখুন।

২৬:৩১-৩৪ একটি পর্দা প্রস্তুত করবে ... পবিত্র স্থানের ও মহা-পবিত্র স্থানের ... প্রভেদ রাখবে। তাঁবুর ভেতরে মহা পবিত্র স্থানকে পবিত্র স্থান থেকে পৃথক করার জন্য মসীনার তৈরি একটা পর্দা ঝুলানো থাকত। পবিত্র স্থানে থাকত পবিত্র রুটির টেবিল, বাতিদান ও ধূপগাহ্‌ (৩০:১-৬০) ও প্রদীপ; আর লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, মহাপবিত্র স্থানের মধ্যে সিন্দুকের ঢাকনার ওপরে ছিল এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সিংহাসন (২৬:৩৪; আরো দেখুন ২৫:১৭-১৯)।

BACIB
International Bible
CHURCH

কারুবীদের আকৃতি থাকবে। ৩২ তুমি তা সোনা
দিয়ে মোড়ানো শিটীম কাঠের চারটি স্তম্ভের
উপরে খাটাবে; সেগুলোর আঁকড়া হবে সোনার
এবং সেগুলো রূপার চারটি চুঙ্গির উপরে বসবে।
৩৩ আর ঘুন্টিগুলোর নিচে পর্দা খাটাবে এবং
সেখানে পর্দার ভিতরে শরীয়ত-সিন্দুক আনবে।
সেই পর্দা পবিত্র স্থানের ও মহা-পবিত্র স্থানের
মধ্যে তোমাদের জন্য প্রভেদ রাখবে। ৩৪ আর
মহা-পবিত্র স্থানে সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরে গুনাহ্‌
আবরণ রাখবে। ৩৫ আর পর্দার বাইরে রাখবে
টেবিল ও টেবিলের সম্মুখে শরীয়ত-তাঁবুর পাশে,
দক্ষিণ দিকে প্রদীপ-আসন রাখবে এবং উত্তর
দিকে টেবিল রাখবে।
৩৬ আর তাঁবুর দরজা জন্য নীল, বেগুনে, লাল
ও পাকানো সাদা মসীনা সুতা দ্বারা শিল্পীদের করা
একটি পর্দা প্রস্তুত করবে। ৩৭ আর সেই পর্দার
জন্য শিটীম কাঠের পাঁচটি স্তম্ভ তৈরি করে সোনা
দিয়ে মোড়াবে ও সোনা দিয়ে তার আঁকড়া প্রস্তুত
করবে এবং তার জন্য ব্রোঞ্জের পাঁচটি চুঙ্গি
ঢালবে।

পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্‌

২৭ ১ আর তুমি শিটীম কাঠ দিয়ে পাঁচ হাত
লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া কোরবানগাহ্‌
তৈরি করবে। সেই কোরবানগাহ্‌টি চারকোনা
বিশিষ্ট এবং তিন হাত উঁচু হবে। ২ আর তার চার
কোণের উপরে শিং করবে, সেই কোরবানগাহ্‌র
সমস্ত শিং তৎসহ অখণ্ড হবে এবং তুমি তা ব্রোঞ্জ
দিয়ে মোড়াবে। ৩ আর তার ভস্ম নেবার জন্য
হাঁড়ি প্রস্তুত করবে এবং তার হাতা, বাটি, ত্রিশূল
ও আগুন রাখার পাত্র তৈরি করবে; তার সমস্ত
পাত্র ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করবে। ৪ আর জালের
মত ব্রোঞ্জের একটি ঝাঁঝরি তৈরি করবে এবং
সেই ঝাঁঝরির উপরে চার কোণে ব্রোঞ্জের চারটি
কড়া প্রস্তুত করবে। ৫ এই ঝাঁঝরি নিম্নভাগে
কোরবানগাহ্‌র বেড়ের নিচে রাখবে এবং ঝাঁঝরি
কোরবানগাহ্‌র মধ্য পর্যন্ত থাকবে। ৬ আর
কোরবানগাহ্‌র জন্য শিটীম কাঠের বহন-দণ্ড
করবে ও তা ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়াবে। ৭ আর
কড়ার মধ্যে ঐ বহন-দণ্ড দেবে; কোরবানগাহ্‌
বহনকালে তার দুই পাশে সেই বহন-দণ্ড
থাকবে। ৮ তুমি ফাঁপা করে তক্তা দিয়ে তা তৈরি
করবে; পর্বতে তোমাকে যেরকম দেখান হল,
লোকেরা সেভাবে তা তৈরি করবে।

প্রাঙ্গণ

৯ তুমি শরীয়ত-তাঁবুর প্রাঙ্গণ নির্মাণ করবে;
দক্ষিণ পাশে, দক্ষিণ দিকে পাকানো সাদা মসীনা
সুতায় তৈরি পর্দা থাকবে; তার এক পাশের লম্বা
এক শত হাত হবে। ১০ তার বিশটি স্তম্ভ ও
বিশটি চুঙ্গি ব্রোঞ্জের হবে এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও
শলাকাগুলো হবে রূপার। ১১ সেরকম উত্তর
পাশে এক শত হাত লম্বা পর্দা হবে, আর তার
বিশটি স্তম্ভ ও বিশটি চুঙ্গি ব্রোঞ্জের হবে। সেই
স্তম্ভের আঁকড়া ও সমস্ত শলাকা রূপার হবে।
১২ প্রাঙ্গণের প্রস্থের জন্য পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ
হাত পর্দা ও তার দশটি স্তম্ভ ও দশটি চুঙ্গি হবে।
১৩ প্রাঙ্গণের চওড়া পূর্ব পাশে পূর্ব দিকে পঞ্চাশ
হাত হবে। ১৪ দ্বারের এক পাশের জন্য পনের
হাত পর্দা, তিনটি স্তম্ভ ও তিনটি চুঙ্গি হবে।
১৫ আর অন্য পাশের জন্যও পনের হাত পর্দা,
তিনটি স্তম্ভ ও তিনটি চুঙ্গি হবে। ১৬ আর

[২৬:৩৩] লেবীয় ১৬:২, ১৬; ১বাদশা ৬:১৬; ৭:৫০; ৮:৬; ২খান্দান ৩:৮; ৫:৭; ইহি ৪১:৪; ইব ৯:২-৩।
[২৬:৩৪] লেবীয় ১৬:২; ইব ৯:৫।
[২৬:৩৫] ইব ৯:২।
[২৬:৩৬] জবুর ৪৫:১৪; ইহি ১৬:১০; ২৬:১৬; ২৭:৭;
[২৭:১] ১বাদশা ৮:৬৪।
[২৭:২] লেবীয় ৪:৭; ১বাদশা ১:৫০; ২:২৮; জবুর ১১৮:২৭; ইয়ার ১৭:১; ইহি ৪৩:১৫; আমোস ৩:১৪; জাকা ৯:১৫।
[২৭:৩] শুমারী ৪:১৪; ১খান্দান ২৮:১৭; ইয়ার ৫২:১৮।
[২৭:৯] লেবীয় ৬:১৬, ২৬; ইহি ৪০:১৪; ৪২:১।

২৬:৩৬ দরজা জন্য। দরজাটা তৈরি ছিল সূক্ষ্ম, মসীনা সুতা দিয়ে (২৫:৪-৭ এর নোট দেখুন। তা ছিল পশম দিয়ে কারুকাজ করা। তা পবিত্র স্থান ও মহাপবিত্র স্থান ভাগ করে রাখা সেই পর্দার মত বুনানো ছিল না (দেখুন ২৬:৩১-৩৪)।

২৭:১ কোরবানগাহ্‌ তৈরি করবে। কোরবানী করার জন্য যে প্রধান কোরবানগাহ্‌ তা শিটীম বা বাব্‌লা কাঠ দিয়ে তৈরি করা ব্রোঞ্জের পাত দিয়ে মুড়ে দেয়া ছিল। কোরবানগাহ্‌টার সর্বত্রই ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়ানো ছিল এবং তার চার কোনায় পিতলের তৈরি ষাড়ের শিং দিয়ে সাজনো ছিল।

২৭:২ চার কোণের উপরে শিং করবে। কোরবানগাহের চার কোনায় চারটি শিং ছিল। এই শিংগুলো ছিল সাহায্য ও আশ্রয় পাবার প্রতীক-চিহ্ন (দেখুন, ১ বাদশাহ্‌ ১:৫০; ২:২৮)। এই শিংগুলো এই কোরবানগাহের অভিষেকের ক্ষমতার চিহ্নও বটে। এই কোরবানগাহের শিংগুলোতে কিছু রক্ত লাগানো হতো তা কোরবানগাহের নিচে ঢেলে দেবার আগে (দেখুন ২৯:১২; লেবীয় ৪:৭, ১৮, ২৫, ৩০, ৩৪; ৮:১৫; ৯:৯; ১৬:১৮)।

২৭:৩ বাটি ... ত্রিশুল... আগুন রাখার পাত্র। কোরবানী করার পর পশুর রক্ত ধরে রাখার জন্য বাটি ব্যবহার করা হতো যাতে কোরবানগাহে রক্ত ছিটাতে পারে (২৪:২৫)। ত্রিশূল ছিল এক রকম তিন মাথাওয়ালা একটি অস্ত্র যা বিশেষ করে কোরবানীর মাংস ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হতো। এটি দিয়ে ইমামের অংশ সিদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হতো (দেখুন, ১ শামু ২:১৩-১৪)। আগুন রাখার পাত্র খুব সম্ভবত কোরবানগাহ্‌ থেকে আগুন ভিতরে পবিত্র স্থানের ধুপগাহের কাজে আগুন নেবার কাজে ব্যবহৃত হতো (দেখুন লেবীয় ১০:১; ১৬:১২-১৩)।

২৭:৪ ব্রোঞ্জের একটি ঝাঁঝরি। এটি চার কোনা আকৃতির কোরবানগাহের উপর ও নিচের মাঝখানে থাকত। যেহেতু কোরবানগাহের ভিতরে প্রচণ্ড আগুন থাকত তাই হয়তো সেটা মাঝখানে না থাকলে উপরের অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। হয়তো কোরবানগাহের ভেতরে যে গর্ত থাকত তার চারপাশে মাটি লাগানো থাকত। সেখানে যে কয়লার উৎপন্ন হতো এই ঝাঁঝরির সাহায্যে তা নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

২৭:৯-১৫ প্রাঙ্গণ নির্মাণ করবে। আবাস-তাঁবুর চারদিকে উঠান ছিল। সেই উঠানের চারদিকে যে পর্দা ছিল তা পাঁচ হাত উঁচু ছিল (২৭:১৭-১৮) অথবা তাঁবুটার আকারের অর্দ্ধেক উঁচু ছিল। উঠানে ছিল ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌ (২৭:১-৭) ও ব্রোঞ্জের বড় একটা গামলা যার পানি দিয়ে ইমামেরা হাত-পা ধুতেন (৩০:১৮-২১)। আবাস তাঁবুটি পুরো উঠানের পশ্চিম পাশের অর্দ্ধেক জুড়ে ছিল এবং ব্রোঞ্জের তৈরি কোরবানগাহ্‌টি ছিল উঠানের পূর্ব পাশের শেষ প্রান্তে। উঠানের দরজা ছিল পূর্ব পাশে যাতে করে সূর্যোদয়ের দিকে তার মুখ থাকে।

প্রাঙ্গণের দরজার জন্য নীল, বেগুনে, লাল ও
পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি শিল্পীদের
করা বিশ হাত একটি পর্দা ও তার চারটি স্তম্ভ ও
চারটি চুঙ্গি হবে। ১৭ প্রাঙ্গণের চারদিকের সমস্ত
স্তম্ভ রূপার শলাকাতে লাগানো হবে ও সেগুলোর
আঁকড়া রূপার ও চুঙ্গি ব্রোঞ্জের হবে। ১৮ প্রাঙ্গণের
লম্বা হবে একশত হাত চওড়া সর্বত্র পঞ্চাশ হাত
এবং উচ্চতা পাঁচ হাত। তা সমস্তই পাকানো
সাদা মসীনা সুতা দিয়ে করা হবে ও তার ব্রোঞ্জের
চুঙ্গি হবে। ১৯ শরীয়ত-তাঁবুর যাবতীয় কাজ
সম্বন্ধীয় সমস্ত দ্রব্য ও গোঁজ এবং প্রাঙ্গণের সমস্ত
গোঁজ ব্রোঞ্জের হবে।

প্রদীপ-আসনের তেল

২০ আর তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে এই হুকুম
করবে, যেন তারা আলোর জন্য ছেঁচা
জলপাইয়ের তেল তোমার কাছে আনে, যাতে
নিয়মিতভাবে প্রদীপ জ্বালানো থাকে। ২১ আর
জমায়েত-তাঁবুতে শরীয়ত-সিন্দুকের সম্মুখে
অবস্থিত পর্দার বাইরে হারুন ও তার পুত্ররা সন্ধ্যা
থেকে সকাল পর্যন্ত মাবুদের সম্মুখে তা প্রস্তুত
রাখবে; এটি বনি-ইসরাইলদের পুরুষানুক্রমে
পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম।

ইমামের পোশাক

২৮ ১ আর তুমি আমার ইমাম হবার জন্য
বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে তোমার
ভাই হারুন ও তার সঙ্গে তার পুত্রদেরকে তোমার
কাছে উপস্থিত করবে। হারুন এবং হারুনের পুত্র
নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামরকে উপস্থিত
করবে।
২ আর তোমার ভাই হারুনের গৌরব ও
শোভার জন্য তুমি পবিত্র পোশাক প্রস্তুত করবে।

[২৭:২১] লেবীয় ১:১; ৬:২৬; ৮:৩, ৩১; শুমারী ১:১; ৩১:৫৪; ইউসা ১৮:১; ১বাদশা ১:৩৯।

[২৮:১] লেবীয় ৮:২; ২১:১; শুমারী ১৮:১-৭; দ্বি:বি ১৮:৫; ১শামু ২:২৮; ইব ৫:১।

[২৮:২] লেবীয় ৮:৭-৯, ৩০; ১৬:৩২; শুমারী ২০:২৬-২৮।

[২৮:৩] দ্বি:বি ৩৪:৯; ইশা ১১:২; ১করি ১২:৮; ইফি ১:১৭।

[২৮:৪] লেবীয় ১০:৫।

[২৮:৯] সোলায় ৮:৬; ইশা ৪৯:১৬; হগয় ২:২৩।

[২৮:১২] শুমারী ১০:১০; ৩১:৫৪; ইউসা ৪:৭; জাকা ৬:১৪।

৩ আর আমি যাদেরকে দক্ষতায় পূর্ণ করেছি,
সেসব দক্ষ শিল্পীদেরকে বল যেন আমার ইমাম
হবার জন্য হারুনকে পবিত্র করতে তারা তার
পোশাক প্রস্তুত করে। ৪ এসব পোশাক তারা
প্রস্তুত করবে– বুকপাটা, এফোদ, পরিচ্ছদ,
চিত্রিত কোর্তা, পাগড়ী ও কোমরবন্ধনী; তারা
আমার ইমামের কাজ করার জন্য তোমার ভাই
হারুনের ও তার পুত্রদের জন্য পবিত্র পোশাক
প্রস্তুত করবে। ৫ তারা সোনা এবং নীল, বেগুনে
ও লাল এবং সাদা মসীনা সুতা নেবে।

এফোদ

৬ আর তারা সোনা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও
পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে শিল্পীদের কাজ
দ্বারা এফোদ প্রস্তুত করবে। ৭ তার দুই প্রান্তে
পরস্পর সংযুক্ত দু'টি স্কন্ধপটি থাকবে; এভাবে
তা যুক্ত হবে; ৮ এবং তা জোড়া লাগানোর জন্য
বুনানি করা যে পটুকা তার উপরে থাকবে, তা
তার সঙ্গে অখণ্ড এবং সেই কাপড়ের মত হবে;
অর্থাৎ সোনা দিয়ে এবং নীল, বেগুনে, লাল ও
পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে তৈরি করতে
হবে। ৯ পরে তুমি দু'টি গোমেদ মণি নিয়ে তার
উপরে ইসরাইলের পুত্রদের নাম খোদাই করবে।
১০ তাদের জন্মক্রম অনুসারে ছয়জনের নাম এক
মণির উপরে ও অবশিষ্ট ছয়জনের নাম অন্য
মণির উপরে খোদিত হবে। ১১ শিল্পকর্ম ও মুদ্রা
খোদাই করার মত সেই দু'টি মণির উপরে
ইসরাইলের পুত্রদের নাম খোদাই করবে এবং তা
দু'টি সোনার জালির উপর বসিয়ে দিতে হবে।
১২ আর বনি-ইসরাইলদের স্মরণ করার
মণিস্বরূপে তুমি সেই দু'টি মণি এফোদের দু'টি

২৭:২০ ছেঁচা জলপাইয়ের তেল ... প্রদীপ জ্বালানো থাকে। ২৫:৪-৭ এর নোট দেখুন। জলপাই ফল পিষে তার তেল কাপড়ে ছেঁকে তা ব্যবহার করা হতো। জলপাইয়ের ভাল তেলের বাতি থেকে ধুমা হয় খুব কম। পবিত্র স্থানের বাতি হয়তো ছিল সাধারণ তেলের বাতি যা সারা রাত জ্বালিয়ে রাখার জন্য সন্ধ্যাবেলা তেল দিয়ে পূর্ণ করে দিতে হতো এবং সকাল বেলা তা নিভিয়ে দেওয়া হতো (৩০:৮-৯; ১ শামু ৩:৩ দেখুন)। ঐ বাতি ছিল পবিত্র স্থানে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির চিহ্ন।

২৭:২১ জমায়েত-তাঁবু। এটা এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে আল্লাহ্‌ মানুষের সঙ্গে দেখা করতেন বা সম্মিলিতভাবে লোকেরা এবাদত করতেন কিন্তু সেখানে আল্লাহ্‌ নিজে দেখা দিতেন– নির্ধারিত সময়ে, কোন দূর্ঘটনাবসত নয় (দেখুন ২৯:৪২-৪৩)।

২৮:১ আমার ইমাম হবার জন্য। যেন তারা উপহার উৎসর্গের কাজ ও গুনাহ্‌-কোরবানীর কাজ করতে পারে এবং যারা অজ্ঞ ও ভ্রান্ত তাদের সকলের প্রতি কোমল ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত করে (ইব ৫:১-২)। তাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আর তা হল মূসার আইন-কানুন পাঠ করে শোনানো যাতে লোকেরা ব্যবস্থার চুক্তি অনুসারে জীবন-যাপন করতে পারে (দেখুন দ্বি:বি: ৩১:৯-১৩; নহি ৮:২-৩; ইয়ার ১৮:১৮; মালাখি ২:৫-৮)।

হারুন ও তার পুত্ররা। ২:১, ৪:১৪ ও ২৪:১-৪ এর নাট দেখুন।

২৮:২ হারুনের গৌরব ও শোভার জন্য। হিজরত ২৮:৪-৩৮ আয়াতে ঐ পোশাকের বর্ণনা আছে। এই পোশাক ছিল তাঁর গৌরব ও শোভার জন্য। ইসরাইলের মহা-ইমাম অন্যান্য সব ইমামের উপরে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। একমাত্র তিনিই মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারতেন (লেবীয় ১৬:১-১৯)। হারুনকে পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রথম মহা-ইমাম রূপে অভিষেক করা হবে (২৯:৫-৭ দেখুন)।

২৮:৪ বুকপাটা ... কোমরবন্ধনী। ২৮:৬-৩৯ এই জিনিষগুলোর বর্ণনা আছে।

২৮:৬-৮ এফোদ। মহা-ইমামের পোশাকের এই অংশ ছিল সুক্ষ্ম মসীনার সুতার তৈরি যাতে রাজকীয় বিভিন্ন রংয়ের পশমের মিশ্রন ছিল (২৫:৪-৬ এর নোট দেখুন)। কোমড়ের পটিটা একটা চওড়া কোমড়-বন্ধনীর মত ছিল যেটা এফোদটাকে আটকে রাখত। কাঁধের ফিতা দু'টোর ওপরে দু'টা বৈদূর্যমনির পাথর বসিয়ে দেয়া ছিল। ঐ মূল্যবান পাথরের ওপরে ইসরাইলের বারো বংশের নাম খোদাই করা ছিল।

স্কন্ধপটিতে দেবে; তাতে হারুন স্মরণ করাবার
জন্য মাবুদের সম্মুখে তার দু'টি কাঁধে তাদের নাম
বইবে। ১৩ আর তুমি দু'টি সোনার জালি তৈরি
করবে এবং ১৪ খাঁটি সোনা দিয়ে পাকানো দু'টি
মালার মত শিকল করে সেই পাকানো শিকল
সেই দু'টি জালিতে জুড়ে দিতে হবে।

মহা-ইমামের বুকপাটা

১৫ শিল্পীদের কাজে বিচার করার বুকপাটা
তৈরি করবে; এফোদের কাজ অনুসারে করবে;
সোনা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো সাদা
মসীনা সুতার দ্বারা তা প্রস্তুত করবে। ১৬ তা
চারকোনা বিশিষ্ট ও দুই ভাঁজ হবে; সেটি লম্বায়
এক বিঘত ও চওড়ায় এক বিঘত হবে। ১৭ আর
তা চার সারি মণিতে খচিত করবে; তার প্রথম
সারিতে চুণী, পীতমণি ও মরকত; ১৮ দ্বিতীয়
সারিতে পদ্ম-রাগ, নীলকান্ত ও হীরক; ১৯ তৃতীয়
সারিতে পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা; ২০ এবং
চতুর্থ সারিতে বৈদূর্য, গোমেদ ও সূর্যকান্ত; এসব
নিজ নিজ সারিতে সোনা দিয়ে আঁটা হবে।
২১ এই মণি ইসরাইলের পুত্রদের নাম অনুযায়ী
হবে, তাদের নাম অনুসারে বারোটি হবে;
সীলমোহর খোদাই করার মত খোদিত প্রত্যেক
মণিতে ঐ বারো বংশের জন্য একেক পুত্রের নাম
থাকবে। ২২ আর তুমি খাঁটি সোনা দিয়ে বু-
কপাটার উপরে মালার মত পাকানো দু'টি শিকল
তৈরি করে দেবে। ২৩ আর বুকপাটার উপরে
সোনার দু'টি কড়া গড়ে দেবে এবং বুকপাটার দুই
প্রান্তে ঐ দু'টি কড়া বাঁধবে। ২৪ আর বুকপাটার
দুই প্রান্তস্থিত দু'টি কড়ার মধ্যে পাকানো সোনার
ঐ দু'টি শিকল রাখবে। ২৫ আর পাকানো
শিকলের দুই প্রান্ত সেই দুই জালিতে আট্‌কে
দিয়ে এফোদের সম্মুখে দু'টি স্কন্ধপটির উপরে
রাখবে। ২৬ তুমি সোনার দু'টি কড়া গড়ে

[২৮:১৭] ইহি ২৮:১৩; প্রকা ২১:১৯-২০; দানি ১০:৬।

[২৮:২১] ইউসা ৪:৮।

[২৮:২১] প্রকা ২১:১২।

[২৮:৩০] লেবীয় ৮:৮; শুমারী ২৭:২১; দ্বিঃবিঃ ৩৩:৮; ১শামু ২৮:৬; উজা ২:৬৩; নহি ৭:৬৫।

[২৮:৩৩] শুমারী ১৩:২৩; ১শামু ১৪:২; ১বাদশা ৭:১৮; সোলায় ৪:৩; ইয়ার ৫২:২২; যোয়েল ১:১২; হগয় ২:১৯।

বুকপাটার দুই প্রান্তে এফোদের সম্মুখস্থ
ভিতরভাগে রাখবে। ২৭ আরও দু'টি সোনার
কড়া গড়ে এফোদের দু'টি স্কন্ধপটির নিচে তার
সম্মুখভাগে জোড়ার স্থানে এফোদের বুনানি করা
পটুকার উপরে তা রাখবে। ২৮ তাতে বুকপাটা
যেন এফোদের বুনানি করা পটুকার উপরে
থাকে, এফোদ থেকে খসে না পড়ে, এজন্য তারা
কড়াতে নীল রংয়ের সুতা দিয়ে এফোদের কড়ার
সঙ্গে বুকপাটা আট্‌কে রাখবে। ২৯ যে সময়ে
হারুন পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে, সেই সময়
মাবুদের সম্মুখে নিয়মিতভাবে স্মরণ করাবার
জন্য সে বিচার করার বুকপাটাতে ইসরাইলের
পুত্রদের নাম তার বুকের উপরে বহন করবে।
৩০ আর সেই বিচার করার বুকপাটায় তুমি উরীম
ও তুম্মীম [আলো ও সিদ্ধতা] দেবে; তাতে হারুন
যে সময়ে মাবুদের সম্মুখে প্রবেশ করবে, সেই
সময় হারুনের বুকের উপরে তা থাকবে এবং
হারুন মাবুদের সম্মুখে বনি-ইসরাইলদের বিচার
নিয়মিত ভাবে তার বুকের উপরে বইবে।

অন্যান্য ইমামের পোশাক

৩১ আর তুমি এফোদের সমস্ত পরিচ্ছদ নীল
রংয়ের তৈরি করবে। ৩২ তার মাঝখানে মাথা
প্রবেশ করাবার জন্য একটি বড় ছিদ্র থাকবে;
বর্মের গলার মত সেই ছিদ্রের চারদিকে
তন্তুবায়ের কৃত ধারি থাকবে, তাতে তা ছিঁড়বে
না। ৩৩ আর তুমি তার আঁচলায় চারদিকে নীল,
বেগুনে ও লাল ডালিম করবে এবং চারদিকে
তার মধ্যে মধ্যে সোনার ঘণ্টা থাকবে। ৩৪ ঐ
পরিচ্ছদের আঁচলায় চারদিকে একটি সোনার
ঘণ্টা ও একটি ডালিম এবং একটি সোনার ঘণ্টা
ও একটি ডালিম থাকবে। ৩৫ আর হারুন
পরিচর্যা করার জন্য এই পোশাক পরবে; তাতে
সে যখন মাবুদের সম্মুখে পবিত্র স্থানে প্রবেশ

২৮:১৫ বুকপাটা। বুকপাটা ছিল পশম ও মসীনার চ্যাপ্টা একটা থলির মত যার ভেতরে ছিল একটা পকেট যা কাপড় ভাঁজ করে তৈরি করা ছিল (২৮:১৬)। ঐ থলিটার ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট কতগুলো জিনিষ ব্যবহার করা হতো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা জান-ার জন্য।

২৮:১৭ চার সারি মণিতে খচিত করবে। এই পাথরগুলোর যে হিব্রু ও গ্রীক শব্দ তার অনুবাদ বেশ কঠিন। খুব সংক্ষেপে এগুলোর বর্ণনা এভাবে করা যায়: সার্দীয়মণি হল গাঢ়ো লাল বা লালচে-সাদা রংয়ের, পীতমণি জলপাই-সবুজ রংয়ের; পান্না সবুজ; চুনি আকাশী নীল, নীলকান্তমণি নীল, হীরা হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত ও সবচে দামী পাথর হয় স্বচ্ছ না হয় ধোয়াটে; গোমেদ হচ্ছে লাল্‌চে কমলা রংয়ের; আকীকমনির বাদামী ও সাদা রংয়ের গোলাকার সাজ; পদ্মরাগের রং গাঢ়ো বেগুনী; পোখরাজ হচ্ছে সবুজ অথবা নীলাভ সবুজ; বৈদূর্যমণির বিভিন্ন রং; আর সূর্যকান্তমণির রং কখন কখন লালচে-বাদামী; কিন্তু এখানে যার কথা বলা হয়েছে হয়তো ছিল সবুজ রংয়ের অথবা একেবারে স্বচ্ছ।

২৮:২৯ পবিত্র স্থানে। ২৬-৩১-৩৪ এর নোট দেখুন।

২৮:৩০ উরীম ও তুম্মীম। ইবরানী কিতাবুল মোকাদ্দসেও এই একই নাম আছে। এই জিনিষগুলো হয়তো কাঠ বা পাথরের বা ধাতুর তৈরি ছিল। এগুলো কোন একভাবে ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন প্রশ্নের উত্তর জানা যেত। শুমারী ২৭:২১ ও দেখুন।

২৮:৩১-৩৫ এফোদের সমস্ত পরিচ্ছদ ... লাল ডালিম ... একটি সোনার ঘণ্টা। এফোদের নিচে পড়া হতো নীল রংয়ের পশমের তৈরি লম্বা জামাটা। জামার নিচ প্রান্তে উজ্জ্বল লাল রংয়ের ডালিমের আকৃতির কারুকার্য থাকত। কোন পার্থিব বাদশাহ্‌র সামনে আগে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে না জানিয়ে কারোও যাবার কথা নয়। মহা-ইমামের পোশাকে ঘন্টা থাকার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌র সামনে মহাপবিত্র স্থানে উপস্থিত হবার আগে যেন আল্লাহ্‌ তা জানতে পারেন। ঘন্টাগুলোর টুংটাং শব্দ মহাপবিত্র স্থানের বাইরে থাকা লোকদের জানিয়ে দিত যে, মহা-ইমাম এখনও জীবিত আছেন ও ভেতরে তাঁর কাজ করছেন।

২৮:৩৭ পাগড়ীর। মাথার ওপরে পড়া এই পোশাক কাপড়

BACIB
International Bible
CHURCH

করবে ও সেই স্থান থেকে যখন বের হবে, তখন
ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যাবে; তাতে সে মরবে
না।
৩৬ আর তুমি খাঁটি সোনার একটি পাত প্রস্তুত
করে সীলমোহর খোদাই করার মত তার উপরে
'মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র' কথাটি খোদাই করবে।
৩৭ তুমি তা নীল সুতা দিয়ে বেঁধে রাখবে; তা
পাগড়ীর উপর সম্মুখ-ভাগেই থাকবে। ৩৮ আর
তা হারুনের কপালের উপরে থাকবে, তাতে বনি-
ইসরাইলরা তাদের সমস্ত পবিত্র দানে যে সমস্ত
দ্রব্য পবিত্র করবে, হারুন সেসব পবিত্র দ্রব্যের
অপরাধ বহন করবে এবং তারা যেন মাবুদের
কাছে গ্রাহ্য হয়, এজন্য তা সব সময় তার
কপালের উপরে থাকবে।
৩৯ আর তুমি চিত্রিত সাদা মসীনা সুতা দিয়ে
অঙ্গ রক্ষিণী প্রস্তুত করবে ও সাদা মসীনা সুতা
দিয়ে পাগড়ী প্রস্তুত করবে এবং কোমর-বন্ধটি
সূচী দ্বারা শিল্পকর্ম করবে।
৪০ আর হারুনের পুত্রদের জন্য কোর্তা ও
কোমরবন্ধনী প্রস্তুত করবে এবং গৌরব ও
শোভার জন্য টুপি তৈরি করে দেবে। ৪১ আর
তোমার ভাই হারুন ও তার পুত্রদেরকে সেসব
পরাবে এবং তেল দিয়ে তাদেরকে অভিষেক ও
হস্তার্পণ করে পবিত্র করবে, তাতে তারা আমার
ইমামের কাজ করবে। ৪২ তুমি তাদের উলঙ্গতার
আচ্ছাদন করার জন্য কোমর থেকে উরু পর্যন্ত
মসী নার জাঙ্গিয়া প্রস্তুত করবে। ৪৩ আর যখন
হারুন ও তার পুত্ররা জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ
করবে, কিংবা পবিত্র স্থানে পরিচর্যা করার জন্য
কোরবানগাহ্র নিকটবর্তী হবে, সেই সময় যেন
অপরাধ বয়ে না মারা যায়, এজন্য তারা এই
পোশাক পরবে। এটি হারুন ও তার ভাবী
বংশের পালনীয় চিরস্থায়ী নিয়ম।

ইমামদের নিয়োগ বিষয়ক হুকুম

২৯ ১ আর আমার ইমামের কাজ করার জন্য
তাদেরকে পবিত্র করতে তুমি তাদের
প্রতি এসব কাজ করবে; নিখুঁত একটি ষাঁড় ও
দু'টি ভেড়া নেবে। ২ আর খামিহীন রুটি, তেল
মিশানো খামিহীন পিঠা ও তৈলাক্ত খামিহীন
চাপাটি গমের ময়দা দিয়ে প্রস্তুত করবে।
৩ সেগুলো একটি ডালিতে রাখবে এবং ঐ ষাঁড়
ও দু'টি ভেড়ার সঙ্গে আমার কাছে উপস্থিত
করবে। ৪ আর হারুন ও তার পুত্রদেরকে
জমায়েত-তাঁবুর দ্বার-সমীপে এনে গোসল
করাবে। ৫ আর সেসব পোশাক নিয়ে হারুনকে
ইমামের পোশাক, এফোদের পরিচ্ছদ, এফোদ
ও বুকপাটা পরাবে এবং এফোদের বুনানি করা
পটুকা তাতে আবদ্ধ করবে। ৬ আর তার মাথায়
পাগড়ি পরিয়ে দিয়ে পাগড়ীর উপরে পবিত্র মুকুট
দেবে। ৭ পরে অভিষেকের তেল নিয়ে তার
মাথার উপরে ঢেলে তাকে অভিষেক করবে।
৮ তুমি তার পুত্রদেরকে এনে কোর্তা পরাবে।
৯ হারুন ও তার পুত্রদেরকে কোমরবন্ধনী পরাবে
ও তাদের মাথায় টুপি পরিয়ে দেবে। তাতে
ইমামের পদে তাদের চিরস্থায়ী অধিকার থাকবে।
তুমি হারুন ও তার পুত্রদেরকে অভিষেক করবে।

[২৮:৩৬] জাকা ১৪:২০।
[২৮:৩৮] লেবীয় ৫:১; ১০:১৭; ইব ৯:২৮; ১পিতর ২:২৪।
[২৮:৩৯] লেবীয় ১৬:৪।
[২৮:৪১] শুমারী ৩:৩; ইব ৭:২৮।
[২৮:৪২] লেবীয় ৬:১০; ১৬:৪, ২৩।
[২৮:৪৩] লেবীয় ১৬:১৩; ২২:৯।
[২৯:১] লেবীয় ২০:৭; ইউসা ৩:৫।
[২৯:২] লেবীয় ২:১, ৪; ৬:১৯-২৩; শুমারী ৬:১৫;
[২৯:৪] লেবীয় ১৪:৮; ১৬:৪; ইব ১০:২২।
[২৯:৬] ইশা ৩:২৩; জাকা ৩:৫।
[২৯:৭] লেবীয় ২১:১০।
[২৯:৮] লেবীয় ১৬:৪।
[২৯:৯] ১শামু ২:৩০; ১বাদশা ১২:৩১।

গুটিয়ে গোড়ায় শক্ত ও মোটা করে বানানো হতো যাতে তার সঙ্গে সোনার পাতটা লাগিয়ে দেয়া যায়। ২৮:২৮ দেখুন।

২৮:৩৮ হারুন সেসব পবিত্র দ্রব্যের অপরাধ বহন করবে। কোন ইসরাইলীয় বা একজন ইমাম ভুলবশত গুনাহ্ করে, যথা: কোরবানীর অনুষ্ঠানের সময় যদি তার নিয়ম ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার ভুলের অপরাধ ফল মহা-ইমামের উপরে বর্তাবে, কমপক্ষে প্রতীকী অর্থে হলেও (উদাহরণস্বরূপ লেবীয় ২২:৩)। মনে করা হতো যে, মহা-ইমামের মাথার সোনার পাত যেন ঐ রকম ভুল বা অপরাধ টেনে নেবার জন্য একটা চুম্বক!

২৮:৪০ গৌরব ও শোভার জন্য টুপি তৈরি করে দেবে। ২৭:২১ এর নোট দেখুন।

২৮:৪১-৪২ হারুন ও তার পুত্রদেরকে সেসব পরাবে। পোশাকগুলো শরীরের সব ঢেকে দেবার জন্যই তৈরি করা হতো (২০:২৬) এবং তা পশম ও মসীনা দিয়ে তৈরি হতো (২৫:৪-৭ দেখুন)। মাথার পোশাকগুলো গুটিয়ে গোলাকার করে তৈরি করা হতো। ২০:২৬ এর নোট দেখুন।

২৮:৪১ তেল দ্বারা তাদেরকে অভিষেক। ২৯:১ এর নোট দেখুন।

২৯:১ পবিত্র করার জন্য। পবিত্র করে নেয়ার অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য আলাদা করা। কারও মাথায় জলপাইয়ের তেল ঢেলে দেয়া হতো যখন তাকে অভিষেক করা বা আলাদা করা হতো (২৮:৪১; ২৯:৭)। এই তেল ঢেলে দেয়াকেও "অভিষেক করা" বলা হয়ে থাকে। ইসরাইলরা পরে যখন কেনান দেশে থাকার সময় তারা তাদের জন্য একজন বাদশাহ্ চাইল। সাধারণত বাদশাহ্‌কে লোকদের একজন নেতা, নতুন বাদশাহ্ যে মাবুদের দ্বারা মনোনীত তার চিহ্নরূপে তাঁকে অভিষেক করা হতো (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ১ শামু ১০:১; ১৬:১৩; ২ বাদশাহ্ ২৩:৩০)।

২৯:৪ গোসল করাবে। কোরবানীর অনুষ্ঠানের আগে হাত-পা ধুতে হতো (৩০:১৮-২১)। ইমাম যদি ধর্মীয়ভাবে নাপাক কিছু ছুঁয়ে বা ধরে থাকেন তাহলে তার দ্বারা সেই কোরবানী আল্লাহ্‌র কাছে অপবিত্র বা অযোগ্য হয়ে যেত (৪০:১২, লেবীয় ১৬:৩০৪, ইব ১০:২২)।

২৯:৫-৬ সেসব পোশাক ... কোমরবন্ধনী পরাবে। ২৬:৬, ২৮:৩০-৪২ এর নোট দেখুন।

২৯:৭ তাকে অভিষিক্ত করবে। আল্লাহ্‌র সেবা করার জন্য রূহানিক ভাবে তাদের স্বীকৃতি দিয়ে দায়িত্বভার অর্পন করা (দেখুন ২৮:৪১; ইশা ৬১:১)। ইমামদের অভিষেক সম্পর্কে আরো জানার জন্য ২৯:১ এর নোট দেখুন।

২৯:১০-১২ বাছুরটির মাথায় হাত রাখবে ... রক্ত ঢেলে দেবে। গুনাহ্ কোরবানীর জন্য ষাড় কোরবানী দিতে হতো (২৯:১৪)। ১২:৭ ও ২৪:৪-৫ এর নোট দেখুন। ষাড়টার শরীরের ভাল ভাল অংশ কোরবানগাহের ওপরে পুড়িয়ে দিতে হতো (লেবীয় ৩:৩-৫)।

১০ পরে তুমি জমায়েত-তাঁবুর সম্মুখে সেই
বাছুরকে আনাবে এবং হারুন ও তার পুত্ররা
বাছুরটির মাথায় হাত রাখবে। ১১ তখন তুমি
জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের সম্মুখে ঐ
ষাঁড়টি জবেহ্ করবে। ১২ পরে বাছুরটির কিঞ্চিৎ
রক্ত নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে কোরবানগাহ্‌র শিংগুলোর
উপরে দেবে এবং কোরবানগাহ্‌র গোড়ায় সমস্ত
রক্ত ঢেলে দেবে। ১৩ আর তার অন্ত্রগুলোর উপরি
-ভাগের সমস্ত চর্বি ও কলিজার উপরিভাগের
অংশগুলো ও দু'টি বৃক্ক ও সেগুলোর উপরিভাগের
চর্বি নিয়ে কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে ফেলবে।
১৪ কিন্তু বাছুরটির গোশ্‌ত ও তার চামড়া ও
গোবর শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দেবে; তা
গুনাহ্-কোরবানী।
১৫ পরে তুমি প্রথম ভেড়াটি আনবে এবং
হারুন ও তার পুত্ররা সেই ভেড়ার মাথায় হাত
রাখবে। ১৬ পরে তুমি সেই ভেড়াটি জবেহ্ করে
তার রক্ত নিয়ে কোরবানগাহ্‌র উপরে চারদিকে
ছিটিয়ে দেবে। ১৭ পরে তুমি ভেড়াটি খণ্ড খণ্ড
করবে, তার অন্ত্রগুলো ও পাগুলো ধুয়ে নেবে,
আর তা সেই খণ্ডগুলোর ও মাথার উপরে
রাখবে। ১৮ পরে সম্পূর্ণ ভেড়াটি কোরবানগাহের
উপর পুড়িয়ে ফেলবে; তা মাবুদের উদ্দেশে
পোড়ানো-কোরবানী, মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত
অগ্নিকৃত উপহার।
১৯ পরে তুমি দ্বিতীয় ভেড়াটি নেবে এবং হারুন
ও তার পুত্ররা ঐ ভেড়ার মাথায় হাত রাখবে।
২০ পরে তুমি সেই ভেড়া জবেহ্ করে তার কিঞ্চিৎ
রক্ত নিয়ে হারুনের ডান কানের লতিতে ও তার
পুত্রদের ডান কানের লতিতে ও তাদের ডান
হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে ও ডান পায়ের
বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে দেবে এবং কোরবানগাহ্‌র
উপরে চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে দেবে। ২১ পরে
কোরবানগাহ্‌র উপরিস্থিত রক্ত ও অভিষেকের
তেলের কিঞ্চিৎ নিয়ে হারুনের উপরে ও তার
পোশাকের উপরে এবং তার সঙ্গে তার পুত্রদের
উপরে ও তাদের পোশাকের উপরে ছিটিয়ে
দেবে। তাতে সে ও তার পোশাক এবং তার
সঙ্গে তার পুত্ররা ও তাদের পোশাক পবিত্র হবে।

[২৯:১০] শুমারী ৮:১২।
[২৯:১১] লেবীয় ১:৫, ১১।
[২৯:১২] লেবীয় ৪:৭; ৯:৯।
[২৯:১৩] শুমারী ১৮:১৭; ১শামু ২:১৫; ১বাদশা ৮:৬৪।
[২৯:১৪] নহূম ৩:৬; মালা ২:৩।
[২৯:১৫] লেবীয় ৩:২; ২খান্দান ২৯:২৩।
[২৯:১৭] লেবীয় ১:৯, ১৩।
[২৯:১৮] পয়দা ৮:২১; ২করি ২:১৫।
[২৯:২০] লেবীয় ১:৫, ১১; ৩:২।
[২৯:২১] ইব ৯:২২।
[২৯:২৪] লেবীয় ৭:৩০; ৯:২১; ১০:১৫; ১৪:১২; ২৩:১১, ২০; শুমারী ৬:২০; ৮:১১, ১৩, ১৫।
[২৯:২৬] লেবীয় ৭:৩১-৩৪।
[২৯:২৭] লেবীয় ৭:৩১, ৩৪; শুমারী ১৮:১১, ১২; দ্বি:বি ১৮:৩।
[২৯:২৮] লেবীয় ৭:৩০, ৩৪; ১০:১৫।
[২৯:২৯] লেবীয় ১৬:৪।
[২৯:২৯] শুমারী ২০:২৮।
[২৯:৩০] লেবীয় ৬:২২; শুমারী ৩:৩; ২০:২৮।
[২৯:৩১] লেবীয় ১০:১৪; শুমারী ১৯:৯; ইহি ৪২:১৩।
[২৯:৩২] মথি

২২ পরে তুমি সেই ভেড়ার চর্বি, লেজ ও
অন্ত্রগুলোর উপরিভাগের চর্বি ও যকৃতের
উপরিভাগের অন্ত্রাপ্লাবক ও দু'টি মেটে ও
সেগুলোর উপরিভাগের চর্বি ও ডান উরু নেবে,
কেননা সেটি অভিষেকের ভেড়া। ২৩ পরে তুমি
মাবুদের সম্মুখে রাখা খামিহীন রুটির ডালি
থেকে একটি রুটি ও তেল মিশানো একটি পিঠা
ও একটি চাপাটি নেবে। ২৪ সেসব হারুনের
হাতে ও তার পুত্রদের হাতে দিয়ে দোলনীয়
উপহার হিসেবে মাবুদের সম্মুখে তা দোলাবে।
২৫ পরে তুমি তাদের হাত থেকে তা নিয়ে
মাবুদের সম্মুখে সৌরভের জন্য কোরবানগাহে
পোড়ানো-কোরবানীর উপরে পুড়িয়ে ফেলবে;
তা মাবুদের উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।
২৬ পরে তুমি হারুনের অভিষেকের ভেড়ার
বুকের অংশ নিয়ে দোলনীয় উপহার হিসেবে
মাবুদের সম্মুখে দোলাবে; তা তোমার অংশ
হবে। ২৭ পরে হারুন ও তার পুত্রদের
অভিষেকের ভেড়ার যে দোলনীয় উপহার বুকের
অংশ দোলায়িত ও যে উত্তোলনীয় উপহার উরু
উত্তোলিত হল, তা তুমি পবিত্র করবে। ২৮ তাতে
বনি-ইসরাইলদের থেকে তা হারুন ও তার
সন্তানদের চিরস্থায়ী অধিকার হবে, কেননা তা-ই
উত্তোলনীয় উপহার। বনি-ইসরাইলদের এই
উত্তোলনীয় উপহার তাদের মঙ্গল-কোরবানী
থেকে দেয়; এটি মাবুদের উদ্দেশে তাদের
উত্তোলনীয় উপহার।
২৯ আর হারুনের পরে তার পবিত্র
পোশাকগুলো তার পুত্রদের হবে; অভিষেক ও
পবিত্রকরণের সময়ে তারা তা পরবে। ৩০ তার
পুত্রদের মধ্যে যে তার পদে ইমাম হয়ে পবিত্র
স্থানে পরিচর্যা করতে জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ
করবে, সে সেই পোশাক সাত দিন পরবে।
৩১ পরে তুমি সেই অভিষেকের ভেড়ার গোশ্‌ত
নিয়ে কোন পবিত্র স্থানে পাক-পবিত্র করবে,
৩২ এবং হারুন ও তার পুত্ররা জমায়েত-তাঁবুর
দ্বারে সেই ভেড়ার গোশ্‌ত ও ডালিতে রাখা সেই
রুটি ভোজন করবে। ৩৩ আর অভিষেক দ্বারা
তাদেরকে পবিত্র করার জন্য যা দিয়ে কাফ্‌ফারা

২৯:১৩ চর্বি। ষাড়ের নির্বাচিত কিছু অংশ (দেখুন লেবীয় ৩:৩-৫, ১৬) প্রভুর কাছে কোরবানী হিসাবে যা কোরবানগাহের উপর পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

২৯:১৪ আগুনে পুড়িয়ে দেবে। ষাড়ের পেটের (পাকস্থলি) ভেতরের পদার্থকে মনে করা হতো যে, তা গুনাহ্ ধরে আছে, তাই তা দূরে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে (ইব ১৩:১১-১৩)। যখন ইমাম ছাড়া অন্য কারও গুনাহের ক্ষমার জন্য কোন কোরবানীর অনুষ্ঠান করা হয় তখন মাংসের যে অংশ কোরবানগাহে পুড়িয়ে দেয়া হতো না তা ইমামেরা খেতে পারত (লেবীয় ৫:১৩, ৬:২৬)।

২৯:১৬ সেই ভেড়াটি জবেহ্ করে তার রক্ত ... দেবে। ২৯:১০-১২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:২০-২১ হারুনের ডান কানের লতিতে ... ছিটিয়ে দেবে। রক্তের পাক-পবিত্র করা ও ইমামকে ধর্মীয় অর্থে নাপাকীতা থেকে রক্ষা করার শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হতো (৪:২৪-২৫ এর নোট ও লেবীয় ১৪:১৪-২০ ও দেখুন)।

২৯:২২ ডান উরু নেবে। সাধারণত যে ইমাম কোরবানীর অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতো তাকে ঐ অংশ দেয়া হতো (লেবীয় ৭:৩২-৩৩)।

২৯:২৮ তা হারুন ও তার সন্তানদের চিরস্থায়ী অধিকার হবে। পশু কোরবানীর বিশেষ কিছু অংশ যা ইমাম ও তার পরিবারের খাবারের জন্য আলাদা করে রাখা (দেখুন ১০:১৪)।

২৯:৩৩ কাফ্‌ফারা করা হল। ২৯:১৪ এর নোট দেখুন।

করা হল, তা তারা ভোজন করবে; কিন্তু অপর কোন লোক তা ভোজন করবে না, কারণ সেসব পবিত্র বস্তু। ৩৪ আর ঐ অভিষেকের গোশ্‌ত ও রুটি থেকে যদি সকাল পর্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে সেই অবশিষ্ট অংশ আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কেউ তা ভোজন করবে না, কারণ তা পবিত্র বস্তু।

৩৫ আমি তোমাকে এই যে সমস্ত হুকুম করলাম, সেই অনুসারে হারুনের প্রতি ও তার পুত্রদের প্রতি করবে; সাত দিন তাদের অভিষেক করবে। ৩৬ তুমি কাফ্‌ফারার জন্য প্রতিদিন গুনাহ্‌-কোরবানী হিসেবে এক একটি ষাঁড় কোরবানী করবে; কাফ্‌ফারা করে কোরবানগাহ্‌কে পবিত্র করবে, আর তা তেল ঢেলে অভিষেক করবে। ৩৭ তুমি কোরবানগাহ্‌র জন্য সাত দিন কাফ্‌ফারা দিয়ে তা পবিত্র করবে; তাতে কোরবানগাহ্‌ অতি পবিত্র হবে; কেউ যদি কোরবানগাহ্‌ স্পর্শ করে, তাকে পবিত্র হতে হবে।

দৈনিক উপহার

৩৮ সেই কোরবানগাহ্‌র উপরে তুমি এ সমস্ত কোরবানী করবে; নিয়মিতভাবে প্রতিদিন এক বছর বয়সের দু'টি ভেড়ার বাচ্চা; ৩৯ একটি ভেড়ার বাচ্চা খুব ভোরে ও অন্যটি সন্ধ্যাবেলা কোরবানী করবে। ৪০ আর প্রথম ভেড়ার বাচ্চার সঙ্গে এক হিনের চার ভাগের একভাগ ছেঁচা জলপাইয়ের তেল (ঐফা) পাত্রের দশ ভাগের এক ভাগ ময়দার সংগে মিশিয়ে এবং পেয় উৎসর্গের জন্য হিনের চার ভাগের এক ভাগ আঙ্গুর-রস উৎসর্গ করবে। ৪১ পরে তৃতীয় ভেড়ার বাচ্চাটি সন্ধ্যাবেলা কোরবানী করবে এবং সকাল বেলার মত শস্য-উৎসর্গ ও পেয় উৎসর্গের সঙ্গে তাও মাবুদের উদ্দেশে খোশবুযুক্ত অগ্নিকৃত উপহার হিসেবে কোরবানী করবে। ৪২ এটি তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিয়মিত ভাবে (কর্তব্য) পোড়ানো কোরবানী; জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে মাবুদের সম্মুখে, যে স্থানে আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে তোমাদের কাছে দেখা দেব, সেই স্থানে এ উৎসর্গ করা কর্তব্য। ৪৩ সেখানে আমি বনি-ইসরাইলদের কাছে দেখা দেব এবং আমার মহিমায় তাঁবু পবিত্র হবে। ৪৪ আর আমি জমায়েত-তাঁবু ও কোরবানগাহ্‌ পবিত্র করবো এবং আমার ইমামের কাজ করার জন্য হারুনকে ও তার পুত্রদেরকে পবিত্র করবো। ৪৫ আর আমি বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বাস করবো ও তাদের আল্লাহ্‌ হবো। ৪৬ তাতে তারা জানবে যে, আমি মাবুদ, তাদের আল্লাহ্‌, আমি তাদের মধ্যে বাস করার জন্য মিসর দেশ থেকে তাদেরকে বের করে এনেছি; আমিই মাবুদ, তাদের আল্লাহ্‌।

ধূপগাহ্‌

৩০ ১ আর তুমি ধূপ জ্বালাবার জন্য শিটীম কাঠ দিয়ে একটি ধূপগাহ্‌ তৈরি করবে। ২ তা এক হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া চারকোনা বিশিষ্ট হবে এবং দুই হাত উঁচু হবে, তার সমস্ত শিং তার সঙ্গে অখণ্ড হবে। ৩ আর তুমি সেই ধূপগাহ্‌, তার উপরের অংশ ও চারপাশ ও শৃঙ্গ খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেবে এবং তার চারদিকে সোনার কিনারা গড়ে দেবে। ৪ আর তার কিনারার নিচে দুই কোণের কাছে সোনার দু'টা করে কড়া গড়ে দেবে, দুই পাশে গড়ে দেবে; তা ধূপগাহ্‌ বহন করার জন্য বহন-দণ্ডের ঘর হবে। ৫ আর ঐ বহন-দণ্ড শিটীম কাঠ দিয়ে প্রস্তুত করে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেবে। ৬ আর শরীয়ত-সিন্দুকের কাছে থাকা পর্দার অগ্রভাগে, শরীয়ত-সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্‌-আবরণের সম্মুখে তা রাখবে, সেই স্থানে আমি তোমার কাছে দেখা দেবো। ৭ আর হারুন তার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাবে; প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিষ্কার করার সময়ে সে ঐ ধূপ জ্বালাবে। ৮ আর সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালাবার সময়ে হারুন ধূপ জ্বালাবে, তাতে তোমাদের পুরুষানুক্রমে মাবুদের সম্মুখে নিয়মিত ভাবে ধূপ জ্বালানো হবে। ৯ তোমরা তার উপরে অন্য ধূপ, কিংবা

১২:৪।
[২৯:৩৩] লেবীয় ২২:১০, ১৩।
[২৯:৩৬] লেবীয় ১:৪; ৪:২০; ১৬:১৬।
[২৯:৩৭] ইহি ৪৩:২৫; মথি ২৩:১৯;
[২৯:৩৮] লেবীয় ২৩:২; দানি ১২:১১।
[২৯:৩৯] শুমারী ২৮:৪, ৮; উজা ৩:৩; জবুর ১৪১:২; দানি ৯:২১।
[২৯:৪০] শুমারী ১৫:৪; ২৮:৫।
[২৯:৪১] ১বাদশা ১৮:২৯, ৩৬; জবুর ১৪১:২; দানি ৯:২১।
[২৯:৪২] ইহি ৪৬:১৫।
[২৯:৪৩] লেবীয় ৯:৬; জবুর ২৬:৮; ৮৫:৯; ইহি ১:২৮; ৪৩:৫।
[২৯:৪৫] শুমারী ৩৫:৩৪; ইউ ১৪:১৭; রোমীয় ৮:১০; ২করি ৬:১৬।
[২৯:৪৬] দ্বি:বি ৫:৬; জবুর ১১৪:১; হগয় ২:৫।
[৩০:১] ইব ৯:৪; প্রকা ৮:৩।
[৩০:২] প্রকা ৯:১৩।
[৩০:৭] শুমারী ৩:১০; দ্বি:বি ৩৩:১০।
[৩০:৯] লেবীয় ১০:১; শুমারী

২৯:৩৫-৩৭ সাত দিন তাদের ... কোরবানগাহ্‌ অতি পবিত্র হবে। 'সাত' স্যংখ্যাকে পরিপূর্ণ ও পবিত্র সংখ্যা বলে বিবেচনা করা হতো (২৩:১১-১২ এর নোটও দেখুন)। কোন মানুষ বা কোন জিনিষকে আলাদা (বা পবিত্র) করার জন্য জলপাইয়ের তেল দিয়ে তাকে অভিষেক অথবা উৎসর্গ করা হতো (২৫:৪-৭ ও ২৯:১ এর নোট দেখুন)। পবিত্র হওয়ার অর্থ সাধারণত বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বা আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদিত হবার জন্য আলাদা হওয়া। আরো দেখুন, ৩০:২২-৩৩, লেবীয় ৬:১৮,২৭; ৮:১০-১১।

২৯:৩৮:৪১ প্রতিদিন ... সেই স্থানে এ উৎসর্গ করা কর্তব্য। পবিত্র তাঁবুর দরজার বাইরে উঠানে ব্রোঞ্জের কোরবানগাহে প্রত্যেকজন ইমামদের কোরবানীর অনুষ্ঠান করতে হতো (২৭: ১-৮)। ভোর বেলা ও সূর্য ডোবার ঠিক আগে যে কোরবানীর অনুষ্ঠান করতে হতো তাতে একটা ভেড়ার বাচ্চা, এক কেজি ময়দা ও খাঁটি জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করা হতো (২৭:২০ এর নোট দেখুন)।

২৯:৪২-৪৫ আমি বনি-ইসরাইলদের মধ্যে বাস করবো ও তাদের আল্লাহ্‌ হবো। দেখুন, ৩:২; ১৩:২১-২২,ও ১৯:১৬-১৮ এর নোট। আরো দেখুন ২৫:৮ ও ২৫:১৭-১৯ এর নোট।

৩০:১ ধূপ জ্বালাবার জন্য শিটীম কাঠ দিয়ে একটি ধূপগাহ্‌ তৈরি করবে। ২৫:১০ এর নোট দেখুন। ধূপ তৈরি করার জন্য কুন্দুরু, অন্যান্য আঠা ও মসলা, লবণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। এগুলো একসাথে মিশিয়ে পুড়লে একটা মিষ্টি গন্ধ তৈরি হয়। ধূপ পোড়ানোর সময়ে উপরে উঠতে থাকা ধুমাকে আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়া মুনাজাতের চিহ্ন মনে করা হয় (জবুর ১৪১:২, প্রকা ৫:৮)। ধূপ পোড়ানোর ধূপগাহ্‌ ছিল পবিত্র স্থান।

৩০:৬ শরীয়ত-সিন্দুকের উপরিস্থ গুনাহ্‌-আবরণের সম্মুখে। ২৫:১০ ও ২৫:১৭-১৯ এর নোট দেখুন।

৩০:১০ শিংগুলোর উপর কাফ্‌ফারার অনুষ্ঠান। ২৪:৫-৬ ও

BACIB International Bible CHURCH

পোড়ানো-কোরবানী, কিংবা শস্য-উৎসর্গ ও
অন্যান্য কোরবানী করো না ও তার উপরে পেয়
উৎসর্গ ঢেলো না। ১০ আর বছরের মধ্যে একবার
হারুন তার শিংগুলোর উপর কাফ্‌ফারার অনুষ্ঠান
করবে। তোমাদের পুরুষানুক্রমে বছরের মধ্যে
একবার কাফ্‌ফারার গুনাহ্‌-কোরবানীর রক্ত দিয়ে
তার জন্য কাফ্‌ফারা দেবে; এই কোরবানগাহ্‌
মাবুদের উদ্দেশে অতি পবিত্র।

প্রাণের জন্য কাফ্‌ফারা

১১ পরে মাবুদ মূসাকে এই কথা বললেন,
১২ তুমি যখন বনি-ইসরাইলদের সংখ্যা গ্রহণ কর,
তখন যাদেরকে গণনা করা যায়, তারা প্রত্যেকে
গণনাকালে মাবুদের কাছে নিজ নিজ প্রাণের জন্য
কাফ্‌ফারা দেবে, যেন তাদের মধ্যে গণনাকালে
আঘাত না আসে। ১৩ তাদের দেয় এই; যে কেউ
গণনা-করা লোকদের মধ্যে আসবে, সে পবিত্র
স্থানের মাপ অনুসারে অর্ধেক শেকল দেবে; বিশ
গেরাতে এক শেকল হয়; সেই অর্ধেক শেকল
মাবুদের উদ্দেশে উপহার হবে। ১৪ বিশ বছর
বয়স্ক কিংবা তার বেশি বয়স্ক যে কেউ গণনা-
করা লোকদের মধ্যে আসবে, সে মাবুদকে ঐ
উপহার দেবে। ১৫ তোমাদের প্রাণের কাফ্‌ফারা
করার জন্য মাবুদকে সেই উপহার দেবার সময়ে
ধনবান অর্ধেক শেকলের বেশি দেবে না এবং
দরিদ্র তার কম দেবে না। ১৬ আর তুমি বনি-
ইসরাইল থেকে সেই কাফ্‌ফারার টাকা নিয়ে
জমায়েত-তাঁবুর কাজের জন্য দেবে; তোমাদের
প্রাণের কাফ্‌ফারার নিমিত্ত তা বনি-ইসরাইলদের
স্মরণ করার জন্য মাবুদের সম্মুখে থাকবে।

হাত-পা ধোয়ার পাত্র

১৭ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ১৮ তুমি
ধোয়ার জন্য ব্রোঞ্জের একটি পাত্র ও তা বসাবাস
জন্য ব্রোঞ্জের আসন প্রস্তুত করবে এবং জমায়েত-
তাঁবুর ও কোরবানগাহ্‌র মধ্যস্থানে রাখবে ও তার
মধ্যে পানি দেবে। ১৯ হারুন ও তার পুত্ররা সেই
পাত্রে নিজ নিজ হাত ও পা ধুয়ে নেবে। ২০ তারা

১৬:৭, ৪০।
[৩০:১০] লেবীয় ৪:৩; ৬:২৫; ৭:৭; ৮:২, ১৪; শুমারী ৬:১১।
[৩০:১২] শুমারী ১:২, ৪৯; ৪:২, ২৯।
[৩০:১৩] লেবীয় ৫:১৫; ২৭:৩, ২৫; শুমারী ৩:৪৭; ৭:১৩; ১৮:১৬; ইহি ৪:১০; ৪৫:১২; মথি ১৭:২৪।
[৩০:১৪] শুমারী ১:৩, ১৮; ১৪:২৯; ২৬:২; ৩২:১১; ২খান্দান ২৫:৫।
[৩০:১৫] মেসাল ২২:২; ইফি ৬:৯।
[৩০:১৬] ২খান্দান ২৪:৫।
[৩০:১৮] ১বাদশা ৭:৩৮; ২খান্দান ৪:৬।
[৩০:১৯] লেবীয় ৮:৬; জবুর ২৬:৬; ইব ১০:২২।
[৩০:২৩] মেসাল ৭:১৭; সোলায় ৪:১৪; ইশা ৪৩:২৪; ইয়ার ৬:২০।
[৩০:২৪] জবুর ৪৫:৮; ইহি ২৭:১৯।
[৩০:২৫] ১খান্দান ৯:৩০;১শামু ৯:১৬।
[৩০:২৬] লেবীয় ৮:১০; শুমারী ৭:১;
[৩০:২৯] লেবীয় ৬:১৮, ২৭; মথি ২৩:১৭।
[৩০:৩০] লেবীয় ৮:২, ১২, ৩০; ১০:৭; ১৬:৩২;

যেন মারা না পরে, এজন্য জমায়েত-তাঁবুতে
প্রবেশ কালে পানিতে নিজেদের ধুয়ে নেবে;
কিংবা পরিচর্যা করার জন্য, মাবুদের উদ্দেশে
অগ্নিকৃত উপহার পোড়াবার জন্য কোরবানগাহ্‌র
কাছে আগমনকালে নিজ নিজ হাত ও পা ধুয়ে
নেবে, ২১ তারা যেন মারা না পড়ে সেজন্য তা
করবে, এটি তাদের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম,
পুরুষানুক্রমে হারুন ও তার বংশের জন্য।

পবিত্র তেল ও ধূপ

২২ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২৩ তুমি তোমার
কাছে উত্তম উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য, অর্থাৎ পবিত্র
স্থানের মাপ অনুসারে পাঁচ শত শেকল খাঁটি
গন্ধরস, তার অর্ধেক অর্থাৎ আড়াই শত শেকল
সুগন্ধি দারুচিনি, আড়াই শত শেকল বচ,
২৪ পাঁচ শত শেকল সূক্ষ্ম দারুচিনি ও এক হিন
জলপাইয়ের তেল নেবে। ২৫ এ সমস্ত কিছু দ্বারা
তুমি অভিষেকের পবিত্র তেল সুগন্ধি-
প্রস্তুতকারীর প্রক্রিয়া মতে প্রস্তুত করবে, তা
অভিষেকের জন্য পবিত্র তেল হবে। ২৬ আর তা
দিয়ে তুমি জমায়েত-তাঁবু, শরীয়ত-সিন্দুক,
২৭ টেবিল ও তার সমস্ত পাত্র, প্রদীপ-আসন ও
তার সমস্ত পাত্র, ধূপগাহ্‌, ২৮ পোড়ানো-
কোরবানীর কোরবানগাহ্‌ ও তার সমস্ত পাত্র
এবং ধোবার পাত্র ও তার আসন অভিষেক
করবে। ২৯ আর এসব বস্তু পবিত্র করবে, তাতে
তা অতি পবিত্র হবে; যে কেউ তা স্পর্শ করে,
তার পবিত্র হওয়া চাই। ৩০ আর তুমি হারুন ও
তার পুত্রদেরকে আমার ইমামের কাজ করার
জন্য অভিষেক করে পবিত্র করবে। ৩১ আর বনি-
ইসরাইলকে বলবে, তোমাদের পুরুষানুক্রমে
আমার জন্য তা পবিত্র অভিষেকের তেল হবে।
৩২ মানুষের শরীরে তা ঢালা যাবে না এবং
তোমরা তার দ্রব্যের পরিমাণ অনুসারে সেরকম
আর কোন তেল প্রস্তুত করবে না; তা পবিত্র,
তোমাদের পক্ষে পবিত্র হবে। ৩৩ যে কেউ তার
মত তেল প্রস্তুত করে ও যে কেউ পরের শরীরে

২৯:২০-২১ এর নোট দেখুন।

৩০:১৩-১৬ শেকল ... জমায়েত-তাঁবুর কাজের জন্য দেবে। ইসরাইলের মধ্যে প্রায়ই আদমশুমারী করা হতো। এর দ্বারা ইমামদের কোথায় কার কাজ ছিল, জমায়েত-তাঁবুর রক্ষণা-বেক্ষণ, এবং পরে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দসের আয়, ইত্যাদি জানা যেত। ইসরাইলের প্রত্যেক পুরুষের জন্য প্রতি বার আদমশুমারী হলে আধা শেখল দিতে হতো। ঐ সময়ে আধা শেখেল ছিল এক ভরি সোনা বা রূপার পাঁচভাগের একভাগ। সে সময়ে কোন মুদ্রার ব্যবহার ছিল না। ৩৮:২৫-২৬; মথি ১৭:২৪ দেখুন।

৩০:১৮-১৯ ব্রোঞ্জের একটি ধোয়ার পাত্র ... হাত ও পা ধুয়ে নেবে। ঐ পাত্র তৈরি করা হয়েছিল ইসরাইলীয় স্ত্রীলোকদের দেয়া ব্রোঞ্জের আয়নাগুলো দিয়ে (৩৮:৮ দেখুন)। দস্তা ও টিন গলিয়ে তা মিশিয়ে ব্রোঞ্জ বানানো হতো। ১৯:১০ ও ২৯:৪ এর নোট দেখুন।

৩০:২৩-২৯ উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য ... জলপাইয়ের তেল ... এসব বস্তু পবিত্র করবে। জলপাইয়ের তেলের ব্যবহারের বিষয়ে আরো জানার জন্য ২৫:৪-৭ ও ২৯:১ এর নোট দেখুন। তেল ও সুগন্ধি মসলা মিশিয়ে তা দিয়ে জমায়েত-তাঁবুর অনেক জিনিষ পত্র পবিত্র করা হতো এবং ইমামদের অভিষেকের জন্য ব্যবহার করা হতো। পবিত্র হওয়ার মানে বিশেষ উদ্দেশ্যে ও আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হবার উদ্দেশ্যে আলাদা হওয়া।

৩০:৩০ অভিষেক। ২৯:১ এর নোট দেখুন।

৩০:৩৪-৩৬ গুগ্‌গুলু, নখী, কুন্দুরু ... শরীয়ত-সিন্দুকের সম্মুখে তা রাখবে। গুগ্‌গুলু একটা মিষ্টি গন্ধের ধুনা। তা গন্ধরসের মত। নখী হয় শামুক জাতীয় প্রাণীর খোসা থেকে এবং লোবান হচ্ছে এক লাক্ষা যা গাজরের মত এক প্রকার শেকড় থেকে পাওয়া দুধের মত রস থেকে তৈরি করা হয়। এসব জিনিষ ইরান ও সিরিয়ায় প্রচুর জন্মে। কুন্দুরু তৈরি হয় মধ্যপ্রাচ্যের এক ধরনের গাছ থেকে সাদা আঠালো পদার্থ বা কস থেকে।

তার কিঞ্চিৎ দেয়, সে তার লোকদের মধ্য থেকে
উচ্ছিন্ন হবে।

সুগন্ধি দ্রব্য

৩৪ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি তোমার
কাছে সুগন্ধি দ্রব্য নেবে– গুগ্‌গুলু, নখী, কুন্দুরু;
এসব সুগন্ধি দ্রব্যের ও খাঁটি লোবানের প্রত্যেকটি
সমান ভাগ করে নেবে। ৩৫ আর তা দ্বারা সুগন্ধি-
প্রস্তুতকারীর প্রক্রিয়া মতে করা ও লবণ মিশানো
একটি খাঁটি পবিত্র সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করবে।
৩৬ তার কিঞ্চিৎ চূর্ণ করে, যে জমায়েত-তাঁবুতে
আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো, তার মধ্যে
শরীয়ত-সিন্দুকের সম্মুখে তা রাখবে; তা
তোমাদের জ্ঞানে অতি পবিত্র হবে। ৩৭ এবং তুমি
যে সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করবে, তার দ্রব্যের পরিমাণ
অনুসারে তোমরা নিজেদের জন্য তা করো না,
তা তোমার জ্ঞানে মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র হবে।
৩৮ যে কেউ ঘ্রাণ নেবার জন্য সেই রকম ধূপ
প্রস্তুত করবে, সে তার লোকদের মধ্য থেকে
উচ্ছিন্ন হবে।

দু'জন প্রধান শিল্পকার

৩১ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ দেখ,
আমি এহুদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির
পুত্র বৎসলেলের নাম ধরে ডাকলাম। ৩ আর
আমি তাকে আল্লাহ্‌র রূহে– জ্ঞানে, বুদ্ধিতে,
বিদ্যায় ও সমস্ত রকম শিল্প-কৌশলে– পরিপূর্ণ
করলাম; ৪ যাতে সে কৌশলের কাজ কল্পনা
করতে পারে, সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের কাজ
করতে পারে, ৫ খচিত করার মণি কাটতে, কাঠ
খোদাই করতে ও সমস্ত রকম শিল্পকর্ম করতে
পারে। ৬ আর দেখ, আমি দান-বংশজাত
অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তার সহকারী

২১:১০, ১২; ১খান্দান ১৫:১২; জবুর ১৩৩:২।
[৩০:৩৪] সোলায় ৩:৬।
[৩০:৩৬] লেবীয় ২:৩।
[৩১:২] ১খান্দান ২:২০; ২খান্দান ১:৫।
[৩১:৩] ১বাদশা ৭:১৪; ১করি ১২:৪।
[৩১:৬] ১বাদশা ৭:১৪; ২খান্দান ২:১৪।
[৩১:৮] লেবীয় ২৪:৪।
[৩১:৯] শুমারী ৪:১৪।
[৩১:১৩] ইশা ৫৬:৪; ইহি ২০:১২, ২০; লেবীয় ১১:৪৪; ২০:৮; ২১:৮; ইহি ৩৭:২৮।
[৩১:১৪] শুমারী ১৫:৩২-৩৬।
[৩১:১৫] লেবীয় ১৬:২৯; ২৩:৩; শুমারী ২৯:৭।

করে দিলাম এবং সমস্ত দক্ষ লোকের অন্তরে
বিজ্ঞতা দিলাম। অতএব আমি তোমাকে যা যা
হুকুম করেছি, সেসব তারা তৈরি করবে;
৭ জমায়েত-তাঁবু, শরীয়ত-সিন্দুক, তার উপরিস্থ
গুনাহ্‌ আবরণ এবং তাঁবুর সমস্ত পাত্র; ৮ আর
টেবিল ও তার সমস্ত পাত্র, খাঁটি সোনার প্রদীপ-
আসন ও তার সমস্ত পাত্র এবং ধূপগাহ্‌; ৯ আর
পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্‌ ও তার
সমস্ত পাত্র এবং ধোবার পাত্র ও তার গামলা;
১০ এবং সূক্ষ্ম শিল্পীত পোশাক, ইমামের কাজ
করার জন্য ইমাম হারুনের পবিত্র পোশাক ও
তার পুত্রদের পোশাক; ১১ এবং অভিষেকের জন্য
তেল ও পবিত্র স্থানের জন্য সুগন্ধি ধূপ; আমি
তোমাকে যেমন হুকুম করেছি, সেই অনুসারে
তারা সবকিছুই করবে।

বিশ্রামবার

১২ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি বনি-
ইসরাইলদেরকে আরও এই কথা বল,
১৩ তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামবার পালন
করবে; কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার
ও তোমাদের মধ্যে এই একটি চিহ্ন রইলো, যেন
তোমরা জানতে পার যে, আমিই তোমাদের
পবিত্রকারী মাবুদ, ১৪ অতএব তোমরা বিশ্রামবার
পালন করবে, কেননা তোমাদের জন্য সেদিন
পবিত্র; যে কেউ সেদিন নাপাক করবে, তার
অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে; কারণ যে কেউ ঐ দিনে
কাজ করবে, সে তার লোকদের মধ্য থেকে
উচ্ছিন্ন হবে। ১৫ ছয় দিন কাজ করা হবে কিন্তু
সপ্তম দিন মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রামের জন্য পবিত্র
বিশ্রামবার। সেই বিশ্রামবারে যে কেউ কাজ
করবে তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে। ১৬ বনি-

অনেক সময় কুন্দুরুর গুড়া থেকে সুন্দর গন্ধ বের হয়ে থাকে। শরীয়ত-সিন্দুকের বিষয়ে আরো জানার জন্য ২৫:১০ এর নোট দেখুন।

৩০:৩৭ মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র। ২৯:৩৫-৩৭ এর নোট দেখুন।

৩১:২ এহুদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের। হিব্রু ভাষায় 'বৎসলেল' মানে "আল্লাহ্‌র ছায়াতে (বা রক্ষায়)"। আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা করা কেনান দেশে যখন ইসরাইল জাতি আসে তখন এহুদা-বংশ মরু-সাগরের পশ্চিম দিকে বসতি করে। বাদশাহ্‌ দাউদ ও তাঁর ছেলে বাদশাহ্‌ সোলায়মান যিনি প্রথম জেরুশালেমে মাবুদের উদ্দেশ্যে এবাদতখানা তৈরি করেন, তারা এহুদা বংশের লোক ছিলেন।

৩১:৩-৫ আল্লাহ্‌র রূহে– জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায়। এর অর্থ আল্লাহ্‌র উপস্থিতি যার কারণে মানুষ বিশেষ বর বা যোগ্যতা লাভ করে।

৩১:৬ দান-বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে। তার নামের অর্থ "আমার তাঁবু পিতা-আল্লাহ্‌"। দান-বংশ এহুদা-বংশের উত্তর দিকে বসতি করতো।

৩১:১২-১৩ বিশ্রামবার। শরীয়ত তাঁবু ও ইমামদের পোশাক তৈরি করার নির্দেশনা দেবার পর বনি-ইসরাইলকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও দিয়েছেন আর তা হল বিশ্রামবার পালন করা যদিও এই বিশেষ কাজ তারা করছে তবুও সপ্তাহের সপ্তম দিনে তাদের বিশ্রাম নিতে হবে। বিশ্রামবার সম্বন্ধে ১৬:২৩ এর নোট দেখুন।

৩১:১৬-১৭ চিরস্থায়ী নিয়ম বলে পুরুষানুক্রমে বিশ্রামবার মান্য করার জন্য বিশ্রামবার পালন করবে। তাদের কাজের ছন্দে এবং আল্লাহ্‌র সেবায় নিয়োজিত থাকলেও তারা সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র যে প্যার্টান অর্থাৎ তিনি সমস্ত কাজ শেষ করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছেন বলে আমাদের সপ্তম দিনে সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে। এটি আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের একটি চিরস্থায়ী বিধান (দেখুন, পয়দা ৯:১২)।

৩১:১৮ শরীয়ত-ফলক দু'টি। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের ব্যবহার অনুসারে যে কোন চুক্তির দুটি কপি থাকত। একটি কপি এক পক্ষের কাছে ও অন্য কপিটি দ্বিতীয় পক্ষের কাছে। এখানে দেখা যায় যে, এই ফলকগুলো আল্লাহ্‌র আঙ্গুল দিয়ে লেখা হয়েছে। যেহেতু এই নিয়মগুলো আল্লাহ্‌র নিয়ম তাই যে সব বিভিন্ন নিয়ম তিনি দিয়েছেন তা একক ভাবেই তিনি তা আমাদের জন্য দিয়েছেন।

BACIB
International Bible
CHURCH

ইসরাইলরা চিরস্থায়ী নিয়ম বলে পুরুষানুক্রমে
বিশ্রামবার মান্য করার জন্য বিশ্রামবার পালন
করবে। [17] আমার ও বনি-ইসরাইলদের মধ্যে
এটি চিরস্থায়ী চিহ্ন; কেননা মাবুদ ছয় দিনে
আসমান ও দুনিয়া নির্মাণ করেছিলেন, আর সপ্তম
দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন।
[18] পরে তিনি তুর পর্বতে মূসার সঙ্গে কথা
শেষ করে শরীয়ত-ফলক দু'টি, আল্লাহ্‌র আঙ্গুল
দ্বারা লেখা পাথরের ফলক দু'টি, তাঁকে দিলেন।

ইসরাইলের মূর্তিপূজা

৩২ [1] পর্বত থেকে নামতে মূসার বিলম্ব
হচ্ছে দেখে লোকেরা হারুনের কাছে
একত্র হয়ে বললো, উঠুন, আমাদের অগ্রগামী
হবার জন্য আমাদের জন্য দেবতা তৈরি করুন,
কেননা যে মূসা মিসর দেশ থেকে আমাদেরকে
বের করে এনেছেন, সেই ব্যক্তির কি হয়েছে তা
আমরা জানি না। [2] তখন হারুন তাদেরকে
বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্ত্রী ও পুত্রকন্যার
কানের সোনার গহনা খুলে আমার কাছে আন।
[3] তাতে সমস্ত লোক তাদের কান থেকে সোনার
সমস্ত কুণ্ডল খুলে হারুনের কাছে আনলো।
[4] তখন তিনি তাদের হাত থেকে তা গ্রহণ করে
শিল্পাস্ত্রে গঠন করলেন এবং একটি ছাঁচে ঢালা
বাছুর নির্মাণ করলেন। তখন লোকেরা বলতে
লাগল, হে ইসরাইল, এই তোমার দেবতা, যিনি
মিসর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন।
[5] আর হারুন তা দেখে তার সম্মুখে একটি
কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন এবং হারুন ঘোষণা
করে বললেন, আগামীকাল মাবুদের উদ্দেশে
উৎসব হবে। [6] আর লোকেরা পরদিন প্রত্যুষে
উঠে পোড়ানো-কোরবানী করলো এবং মঙ্গল-
কোরবানী আনলো; আর লোকেরা ভোজন পান
করতে বসলো, পরে ক্রীড়া করতে উঠলো।
[7] তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি নেমে যাও,
কেননা তোমার যে লোকদেরকে তুমি মিসর
থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে।
[8] আমি তাদেরকে যে পথে চলবার হুকুম
দিয়েছি, তারা শীঘ্রই সেই পথ থেকে সরে গেছে;
তারা নিজেদের জন্য একটি ছাঁচে ঢালা বাছুর
তৈরি করে তাকে সেজ্‌দা করেছে এবং তার
উদ্দেশে কোরবানী করেছে ও বলেছে, হে
ইসরাইল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর দেশ
থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন। [9] মাবুদ
মূসাকে আরও বললেন, আমি সেই লোকদেরকে
দেখলাম; দেখ, তারা একগুঁয়ে জাতি। [10] এখন
তুমি ক্ষান্ত হও, তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ
প্রজ্বলিত হোক, আমি তাদেরকে সংহার করি,
আর তোমার মধ্য থেকে একটি বড় জাতি উৎপন্ন

[৩১:১৭] হিজ ২০:৯; ইশা ৫৬:২; ৫৮:১৩; ৬৬:২৩; ইয়ার ১৭:২১-২২; ইহি ২০:১২, ২০।
[৩১:১৮] ২করি ৩:৩; ইব ৯:৪; দ্বি:বি ৪:১৩; ৯:১০।
[৩২:১] পয়দা ৭:৪; দ্বি:বি ৯:৯-১২; প্রেরিত ৭:৪০।
[৩২:২] কাজী ৮:২৪-২৭।
[৩২:৪] ইশা ৩০:২২; প্রেরিত ৭:৪১।
[৩২:৫] লেবীয় ২৩:২, ৩৭; ২বাদশা ১০:২০।
[৩২:৬] দ্বি:বি ২৭:৭; প্রেরিত ৭:৪১।
[৩২:৭] পয়দা ৬:১১-১২; ইহি ২০:৮।
[৩২:৮] ইয়ার ৭:২৬; মালা ২:৮; ৩:৭।
[৩২:৯] কাজী ২:১৯; ২কর ১৭:১৪; প্রেরিত

৩২:১ বিলম্ব হচ্ছে দেখে। চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত মূসা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন। বিদ্রোহীরা এটিকেই একটি অজুহাত হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে। মূসা যিনি তাদের মিসর থেকে বের করে এনেছিলেন তাঁর দেরি করার অজুহাতে এখন মাবুদ অনুগ্রহে যে নিয়ম তাদের দিতে যাচ্ছেন তার বিদ্রোহী হয়ে মাবুদের পশ্চাৎ থেকে ফিরে যাবার পরিকল্পনা করছে।

আমাদের জন্য দেবতা তৈরি করুন। একটা মূর্তি বা প্রতিমা (৩২:৪) যা মূসা সিনাই পাহাড়ে মাবুদের যে নিয়ম পেয়েছিলেন (২০:৩-৫) তাতে নিষেধ করা হয়েছিল। ২০:৫ এর নোট দেখুন।

কানের সোনার গহনা। হতে পারে যে সব গহনা তারা মিসরীয়দের কাছ থেকে হরণ করে এনেছিল তার অংশ।

৩২:৪ ছাঁচে ঢালা বাছুর নির্মাণ করলেন। মূর্তিটা দেখতে হয়তো মিসরের ষাড় দেবতা অপি বা কেনানীয়দের কোন এক দেবতার মতই ছিল। অনেক বছর পরে ইসরাইল রাজ্যের (উত্তর রাজ্য) বাদশাহ্‌ ইয়ারবিয়াম বেথেল ও দান শহরে তাঁর লোকদের পূজার জন্য তৈরি যে সমস্ত জিনিষ পূজা করার জন্য স্থাপন করেছিলেন তাদের ঐ একইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ১২:২৬-৩০)। আরো দেখুন প্রেরিত ৭:৪১।

৩২:৫ তার সম্মুখে একটি কোরবানগাহ্‌ তৈরি করলেন ... মাবুদের উদ্দেশে উৎসব হবে। দৃশ্যত হারুন তাঁর কাজের ফলে বিদ্রোহীদের ফলাফল দেখতে পেয়েছিলেন, সেজন্য তিনি তাড়াতাড়ি কাজ করছিলেন যেন এই বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে মাবুদের কাছ থেকে দূর হয়ে যায়।

৩২:৬ পরে ক্রীড়া করতে উঠলো। এখানে পরজাতীয়দের প্রতীকীতে পরজাতীয়দের ধর্মীয় ব্যবহার প্রকাশ করা হয়েছে। পৌলও এই আয়াতটি বনি-ইসরাইলদের ব্যভিচার করার ঝোঁকের কথা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে (১ করি ১০:৭) তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন। হিব্রু ভাষায় এই ক্রিয়াপদটি প্রায়ই যৌন কাজের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে (পয়দা ২৬:৮)।

৩২:৭ তোমার যে লোকদেরকে তুমি মিসর থেকে বের করে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌ তাদেরকে ইসরাইল বা "আমার লোক" (যেমন তিনি ৩:১০ আয়াতে বলেছেন,) বলে উল্লেখ করেন নি। এই রকম ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁর নিয়ম ভংগ করার কারণে তিনি তাদের উপর খুবই বিরক্ত।

৩২:৯ একগুঁয়ে জাতি। যে সমস্ত ষাড় বা ঘোড়া তার মালিকের বাধ্য থাকে না (দেখুন, ইয়ার ২৭:১১-১২; নহি ৩:৫)।

৩২:১০ তোমার মধ্য থেকে একটি বড় জাতি উৎপন্ন করি। ইয়াকুবের মধ্য দিয়ে ইব্রাহিমের যে বংশ উৎপন্ন হয়েছে– যারা এখন মূসার নেতৃত্বে মরুভূমিতে আছে, অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করে মূসার মধ্য দিয়ে একটি বড় জাতি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

৩২:১১ তোমার যে লোকদেরকে। আল্লাহ্‌র কথা ব্যবহার করে (দেখুন, ৭) মূসা এখন নিবেদন করছেন যেন আল্লাহ্‌র সঙ্গে ইসরাইলের বিশেষ সম্পর্কের কারণে, মিসরীয়দের চোখে তাঁর সুনাম বৃদ্ধির কারণে (দেখুন, ১২) এবং পরিশেষে পূর্বপুরুষদের কাছে তাঁর দেওয়া প্রতিজ্ঞার কারণে যেন তিনি ইসরাইলদের ক্ষমা করেন (দেখুন, ১৩)।

তাদের বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ কেন প্রজ্বলিত হবে? মূসা মুনাজাতের ফলে বনি-ইসরাইলদের প্রতি আল্লাহ্‌র ক্রোধের পরিবর্তন হয়েছিল। লোকেরা আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা তারা পালন করে নি। তাই তারা শাস্তি

করি।
১১ তখন মূসা তাঁর আল্লাহ্ মাবুদকে বিনয় করে
বললেন, হে মাবুদ, তোমার যে লোকদেরকে তুমি
মহাপরাক্রম ও বলবান হাতে মিসর দেশ থেকে
বের করেছ, তাদের বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ কেন
প্রজ্বলিত হবে? ১২ মিসরীয়েরা কেন বলবে,
অনিষ্টের জন্য, পর্বতময় অঞ্চলে তাদেরকে বিনষ্ট
করতে ও দুনিয়া থেকে লোপ করতে, তিনি
তাদেরকে বের করে এনেছেন? তুমি নিজের প্রচণ্ড
ক্রোধ সংবরণ কর ও তোমার লোকদের অনিষ্টের
সিদ্ধান্ত থেকে ক্ষান্ত হও। ১৩ তুমি নিজের গোলাম
ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবকে স্মরণ কর, যাঁদের
কাছে তুমি নিজের নামের কসম খেয়ে বলেছিলে,
আমি আসমানের তারাগুলোর মত তোমাদের
বংশবৃদ্ধি করবো এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা
বললাম তা তোমাদের বংশকে দেব, তারা
চিরকালের জন্য তা অধিকার করবে। ১৪ তখন
মাবুদ নিজের লোকদের যে অনিষ্ট করার কথা
বলেছিলেন, তা থেকে ক্ষান্ত হলেন।
১৫ পরে মূসা মুখ ফিরালেন, শরীয়তের সেই
দু'টি পাথরের ফলক হাতে নিয়ে পর্বত থেকে
নামলেন। সেই পাথরের ফলকের এপিঠে ওপিঠে,
দুই পিঠেই লেখা ছিল। ১৬ সেই পাথরের ফলক
আল্লাহ্‌র তৈরি এবং সেই লেখা আল্লাহ্‌র লেখা,
ফলকে খোদাই করা। ১৭ পরে ইউসা লোকদের
কোলাহল শুনে মূসাকে বললেন, শিবিরে যুদ্ধের
আওয়াজ হচ্ছে। ১৮ তিনি বললেন, ওটা তো
জয়ধ্বনির আওয়াজ নয়, পরাজয়ের আর্তনাদও
নয়; আমি গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

৭:৫১।
[৩২:১০] ১শামু ২:২৫।
[৩২:১১] দ্বি:বি ৯:১৮।
[৩২:১২] শুমারী ১৪:১৩-১৬; দ্বি:বি ৯:২৮।
[৩২:১৩] পয়দা ২২:১৬; ইব ৬:১৩।
[৩২:১৪] দ্বি:বি ৯:১৯; ১শামু ১৫:১১; আমোস ৭:৩, ৬; ইউ ৩:১০।
[৩২:১৫] দ্বি:বি ৯:১৫; ২করি ৩:৩; ইব ৯:৪।
[৩২:১৯] দ্বি:বি ৯:১৬; ১করি ১০:৭।
[৩২:২০] দ্বি:বি ৭:২৫; ১২:৩; ইউসা ৭:১; ২বাদশা ২৩:৬; ১খান্দান ১৪:১২।
[৩২:২২] দ্বি:বি ৯:২৪; ২৮:২০।
[৩২:২৩] প্রেরিত ৭:৪০।
[৩২:২৫] পয়দা ৩৮:২৩।
[৩২:২৭] শুমারী ২৫:৩, ৫; দ্বি:বি ৩৩:৯; ইহি ৯:৫।

১৯ পরে মূসা শিবিরের কাছে আসলে পর ঐ
বাছুর এবং নাচানাচি দেখতে পেলেন। তাতে
তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে পর্বতের তলে তাঁর
হাত থেকে সেই দু'খানা পাথরের ফলক নিক্ষেপ
করে ভেঙে ফেললেন। ২০ আর তাদের তৈরি
বাছুর নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন এবং তা
ধূলির মত পিষে পানির উপরে ছড়িয়ে বনি-
ইসরাইলকে পান করালেন।
২১ পরে মূসা হারুনকে বললেন, ঐ লোকেরা
তোমার কি করেছিল যে, তুমি ওদের উপরে
এমন মহাগুনাহ্ বর্তালে? ২২ হারুন বললেন,
আমার মালিকের ক্রোধ প্রজ্বলিত না হোক;
আপনি লোকদেরকে জানেন যে, তারা দুষ্টতায়
আসক্ত। ২৩ তারা আমাকে বললো, আমাদের
অগ্রগামী হবার জন্য আমাদের জন্য দেবতা তৈরি
করুন, কেননা যে মূসা মিসর দেশ থেকে
আমাদেরকে বের করে এনেছেন, সেই ব্যক্তির
কি হল তা আমরা জানি না। ২৪ তখন আমি
বললাম, তোমাদের মধ্যে যার যে সোনা থাকে,
সে তা খুলে দিক। তারা আমাকে দিলে পর
আমি তা আগুনে নিক্ষেপ করলে ঐ বাছুরটি বের
হয়ে আসল।
২৫ পরে মূসা দেখলেন, লোকেরা স্বেচ্ছাচারী
হয়েছে, কেননা হারুন দুশমনদের মধ্যে বিদ্রূপের
জন্য তাদেরকে স্বেচ্ছাচারী হতে দিয়েছিলেন।
২৬ তখন মূসা শিবিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে বললেন,
মাবুদের পক্ষে কে? সে আমার কাছে আসুক।
তাতে লেবির সন্তানেরা সকলে তাঁর কাছে একত্র
হল। ২৭ তিনি তাদেরকে বললেন, মাবুদ,

পাবার উপযুক্ত ছিল। মূসা আবেদন করলেন যেন আল্লাহ্ যাদের মনোনীত করেছেন সেই লোকদের ধ্বংস না করেন। শুমারী ১৪:১৩-১৯ ও দেখুন।

৩২:১৩ তুমি নিজের নামের কসম খেয়ে বলেছিলে। ২:২৪ এর নোট দেখুন।

৩২:১৭ ইউসা। ১৭:৮-১০ এর নোট দেখুন। মূসার সাথে ইউসাও পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন (২৪:১৩)।

৩২:১৮ ওটা তো জয়ধ্বনির ... আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে লোকেরা চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করে। কোন সময় মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিংবা এমন কি বিয়ে বাড়িতে উচ্চস্বরে দুঃখের কান্না শোনা যায়। কিন্তু মূসা যা শুনতে পাচ্ছিলেন তা যুদ্ধ জয়ের কোন শব্দ নয়, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জনতার চিৎকার।

৩২:১৯ ঐ বাছুর এবং ... ভেঙে ফেললেন। ২০:৫ ও ৩২:৪ এর নোট দেখুন। লোকেরা তাদের একমাত্র মাবুদকে এবাদত করবে বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল ইতিমধ্যেই তা ভুলে গেল। মূসা তাই ক্রোধে পাথর-ফলক দু'টা ছুঁড়ে ফেললেন।

৩২:২০ তাদের তৈরি বাছুর নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ... বনি-ইসরাইলকে পান করালেন। বেথেলে বাদশাহ্ ইয়ারবিমের কোরবানগাহ্ একই রকম ব্যবহার পেয়েছিলেন (দেখুন ২ বাদশাহ্ ২৩:১৫)।

৩২:২১ মহাগুনাহ্ বর্তালে। ৯:২৭ এর নোট দেখুন।

৩২:২২-২৪ হারুন তার হতাশা থেকে লোকদের উপর দোষ চাপালেন (দেখুন পয়দা ৩:১২-১৩) কিন্তু মাবুদ তাকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। মাত্র মূসার বিনতি ও নিবেদনের কারণে হারুনকে ক্ষমা করা হয়েছিল (দেখুন দ্বি:বি: ৯:২০)।

৩২:২৫ স্বেচ্ছাচারী হতে দিয়েছিলেন। একই হিব্রু শব্দ মেসাল ২৯:১৮ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে। যারা আমাদের মাবুদের এবাদত করে না ও তাঁকে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতাকে রাজত্ব করতে দেন।

৩২:২৬ লেবির সন্তানেরা সকলে। লেবি বংশের সকলেই মূসার ডাকে সাড়া দেয়নি, কারণ হিজরত ৩২:২৯ ও দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:৯ থেকে বুঝা যায় যে, কিছু লোককে মেরে ফেলা হয়েছিল। প্রথম দিকে লেবির সকল বংশধরদেরই ইসরাইল জাতির ইমাম রূপে মনে করা হয়েছিল। শেষে কেবল মাত্র যারা হারুনের বংশধর বলে সঠিক প্রমাণ দিতে পেরেছিলেন তারাই ইসরাইলের সত্যিকারের ইমাম বলে পরিচিত হয় (শুমারী ১৮:২০-৩২, নহি ১১:১০-১৮)। তাই "লেবি" বলতে বুঝতে হবে তাদের যারা হারুনের গোষ্ঠীর লোক নয়। তাদের দায়িত্ব ছিল জমায়েত-তাঁবুর দেখাশোনা করা ও ইমামদের সাহায্য করা।

৩২:২৮ লেবির সন্তানেরা মূসার কথা অনুসারে সেরকম করলো। হারুনের নাতি পিন্‌হসের মধ্যে মাবুদের জন্য একই রকম ঈর্ষা দেখা যায়, এর ফলে তার বংশে ইমামের কাজ

ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, তোমরা
প্রত্যেকে নিজ নিজ কোমরে তলোয়ার বাঁধ ও
শিবিরের মধ্য দিয়ে এক দরজা থেকে অন্য দরজা
পর্যন্ত যাতায়াত কর এবং প্রত্যেক জন আপন
আপন ভাই, বন্ধু ও প্রতিবেশীকে হত্যা কর।
২৮ তাতে লেবির সন্তানেরা মূসার কথা অনুসারে
সেরকম করলো, আর সেদিন লোকদের মধ্যে
কমপক্ষে তিন হাজার লোক মারা পড়লো।
২৯ কেননা মূসা বলেছিলেন, আজ তোমরা
প্রত্যেকে নিজ নিজ পুত্র ও ভাইয়ের বিপক্ষ হয়ে
মাবুদের উদ্দেশে নিজেদের পবিত্র করবে, তাতে
তিনি এই দিনে তোমাদেরকে দোয়া করবেন।

ইসরাইলের জন্য হযরত মূসার সাধ্যসাধনা

৩০ পরদিন মূসা লোকদেরকে বললেন, তোমরা
মহাগুনাহ্‌ করলে, এখন আমি মাবুদের কাছে উঠে
যাচ্ছি; যদি সম্ভব হয়, তোমাদের গুনাহ্‌র
কাফ্‌ফারা দেবো। ৩১ পরে মূসা মাবুদের কাছে
ফিরে গিয়ে বললেন, হায় হায়, এই লোকেরা
মহাগুনাহ্‌ করেছে, নিজেদের জন্য সোনার
দেবমূর্তি তৈরি করেছে। ৩২ আহা! এখন যদি
এদের গুনাহ্‌ মাফ করতে চাও তবে মাফ কর।
আর যদি না কর তবে আমি বিনয় করছি,
তোমার লেখা কিতাব থেকে আমার নাম কেটে
ফেল। ৩৩ তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, যে ব্যক্তি
আমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে, তারই নাম আমি
আমার কিতাব থেকে কেটে ফেলবো। ৩৪ এখন

[৩২:৩০] ১শামু ১২:২০; জবুর ২৫:১১; ৮৫:২।
[৩২:৩১] দ্বি:বি ৯:১৮।
[৩২:৩২] জবুর ৬৯:২৮; ইহি ১৩:৯; দানি ৭:১০; ১২:১; মালা ৩:১৬; লূক ১০:২০।
[৩২:৩৪] পয়দা ৫০:১৯; দ্বি:বি ৩২:৩৫; জবুর ৮৯:৩২; ৯৪:২৩; ৯৯:৮; ১০৯:২০; ইশা ২৭:১; ইয়ার ৫:৯; ১১:২২; ২৩:২; ৪৪:১৩, ২৯; হোশেয় ১২:২; রোমীয় ২:৫-৬।

[৩৩:১] শুমারী ১৪:২৩; ইব ৬:১৩।
[৩৩:৩] প্রেরিত ৭:৫১।
[৩৩:৪] শুমারী ১৪:৩৯; উজা ৯:৩; ইষ্টের ৪:১; জবুর ১১৯:৫৩।

যাও, আমি যে দেশের বিষয়ে তোমাকে বলেছি,
সেই দেশে লোকদেরকে নিয়ে যাও। দেখ,
আমার ফেরেশতা তোমার আগে আগে যাবেন
কিন্তু আমি প্রতিফলের দিনে তাদের গুনাহ্‌র
প্রতিফল দেব।
৩৫ মাবুদ লোকদেরকে আঘাত করলেন, কেননা
লোকেরা হারুনের কৃত সেই বাছুর তৈরি
করেছিল।

তুর পর্বত ত্যাগের জন্য মাবুদের হুকুম

৩৩ ১ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, আমি
ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের কাছে
কসম খেয়ে যে দেশ তাদের বংশকে দিতে
ওয়াদা করেছিলাম, সেই দেশে যাও। তুমি মিসর
দেশ থেকে যে লোকদেরকে বের করে এনেছ
তাদের সঙ্গে এই স্থান থেকে প্রস্থান কর।
২ আমি তোমার আগে এক জন ফেরেশতা
পাঠিয়ে দেব এবং কেনানীয়, আমোরীয়, হিট্টিয়,
পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়কে দূর করে দেব।
৩ দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশে যাও; কিন্তু আমি
তোমার মধ্যবর্তী হয়ে যাব না, কেননা তুমি
একগুঁয়ে জাতি; গেলে হয়তো পথের মধ্যে
তোমাকে সংহার করবো।
৪ এই অশুভ কথা শুনে লোকেরা শোক করলো,
কেউ অলঙ্কার পরলো না। ৫ মাবুদ মূসাকে
বলেছিলেন, তুমি বনি-ইসরাইলদেরকে এই কথা
বল, তোমরা একগুঁয়ে জাতি, এক নিমিষের জন্য

চিরস্থায়ী হয়েছিল।

৩২:২৯ নিজ নিজ পুত্র ও ভাইয়ের বিপক্ষ হয়ে মাবুদের উদ্দেশে নিজেদের পবিত্র করবে। মাবুদের গৌরব রক্ষার জন্য তাদের প্রবল আগ্রহের কারণে ইমামদের সাহায্যকারী হিসাবে শরীয়ত-তাঁবুর জিনিষপত্রের দেখাশুনার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয় ও এই কাজের জন্য লেবীয়দের পবিত্র করা হয় (দেখুন শুমারী ১:৪৭-৫৩; ৩:৫-৯, ১২, ৪১, ৪৫; ৪:২-৩)।

৩২:৩০ তোমাদের গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা দেবো। ইসরাইল ও আল্লাহ্‌র মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তিনি খুব জরুরীভাবে আল্লাহ্‌র সমানে তাঁর নিবেদন তুলে ধরলেন। এখানে গুনাহের কাফ্‌ফারা দেবার জন্য ইসরাইল বা মূসার পক্ষে হয়তো কিছুই যথেষ্ট হতো না। কিন্তু মূসা একজন ইসরাইলীয় হিসাবে এই জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন দিতে চাইলেন (দেখুন ৩২)। ঈসা মসীহ্‌, এক জন মহান মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাঁর লোকদের জন্য ক্রুশের উপর জীবন দিয়েছিলেন।

৩২:৩২ তোমার লেখা কিতাব থেকে। ইসরাইলের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মাবুদ একটা কিতাবে তাঁর সকল লোকদের নাম লিখে রাখেন, এবং যার নাম সে কিতাব থেকে তিনি মুছে ফেলেন তিনি আর মাবুদের লোক থাকেন না। জবুর ৯:৫, ৬৯;২, ইশা ৪:৩, মালাখি ৩:১৬, প্রকা ৩:৫ দেখুন।

৩২:৩৩ যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে, তারই নাম আমি আমার কিতাব থেকে কেটে ফেলবো। মূসার অনুগ্রহের নিবেদন অর্থাৎ তাঁর নিজের জীবন দেবার নিবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছে কারণ যে গুনাহ্‌ করেছে মাত্র শাস্তি তারই পাওনা, সে-ই তার ফল পাবে (দেখুন, দ্বি:বি: ২৪:১৬; ইহি ১৮:৪)।

৩২:৩৪ এখন যাও, ... লোকদেরকে নিয়ে যাও। মূসা নিশ্চয়তা লাভ করেছেন যে, মাবুদ তাঁর এই চুক্তি অগ্রসর হতে দেবেন এবং তিনি ইসরাইলের কাছে যে দেশের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই অনুসারে তাদের সেখানে নিয়ে যাবেন।

৩২:৩৫ মাবুদ লোকদেরকে আঘাত করলেন। যে পানিতে সোনার বাছুরটিকে গুড়া করে মিশানো হয়েছিল (৩২:২০) তা পান করে লোকেরা হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দ্বিতীয় বিবরণ কিতাবে এই ঘটনার বর্ণনায় তা বলা নি (দেখুন, দ্বি:বি: ৯:৬-২৯)।

৩৩:১ আমি ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের ... সেই দেশে যাও। ২:২৪ ও ৩:৮ এর নোট দেখুন।

৩৩:২-৩ কেনানীয় ... যিবূষীয়কে দূর করে দেব। ৩:৮ এর নোট দেখুন।

৩৩:৩ দুগ্ধ-মধু-প্রবাহী দেশে যাও... তোমাকে সংহার করবো। দেখুন ৩:৮ আয়াত। মাবুদ তাদের সঙ্গে গমন করবেন বলে যে নিশ্চয়তা তিনি তাঁর লোকদের পূর্বে দিয়েছিলেন কিন্তু এখন কিছু সময়ের জন্য এই নিশ্চয়তা তুলে নিলেন তাদের গুনাহের কারণে।

৩৩:৪-৫ লোকেরা শোক করলো, কেউ অলঙ্কার পরলো না। শোকের সময় গহনাগাঁটি না পড়া দুঃখ প্রকাশের চিহ্ন (ইহি ২৬:১৬)।

হারুন

হযরত হারুন ছিলেন ইমরান ও বিবি ইউখাবেজের জ্যেষ্ঠ পুত্র (হিজ ৬:২০)। তিনি মিসরে তাঁর ভাই হযরত মূসার জন্মের তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ইলিশেবা। তাদের চারজন পুত্রের নাম নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর এবং ঈথামর। বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে বের হয়ে আসার আগে আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর ভাই হযরত মূসার কাছে পাঠিয়েছিলেন (হিজ ৪:১৪, ২৭-৩০)। তিনি মূসার মুখপাত্র হয়েছিলেন। তিনি ফেরাউনের সাক্ষাতে হযরত মূসার হয়ে কথা বলতেন। বনি-ইসরাইলরা যখন রফীদীমে আমালেকীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল এবং হযরত মূসা আল্লাহ্‌র দেওয়া লাঠিটি নিয়ে হাত বাড়িয়ে পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে তখন হারুন ও হূর মূসার হাত তুলে ধরতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মূসা যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে দেখা করার জন্য পর্বতের চূড়ায় উঠে গেলেন এবং সেখান থেকে তাঁর ফিরে আসার দেরী দেখে বনি-ইসরাইলরা হযরত হারুনের নেতৃত্বে ভয়, অজ্ঞতা, অস্থিরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌তা'লাকে ত্যাগ করে সোনার বাছুর তৈরি করে তার পূজা করেছিল (হিজ ৩২:৪; জবুর ১০৬:১৯)। হযরত মূসা শিবিরে ফিরে এসে হারুনকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য কঠিনভাবে তিরস্কার করেন।

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত হারুন ও তাঁর পুত্রদেরকে ইমামতীর কাজ করার জন্য বেছে নেন (লেবীয় ৮:১)। হযরত হারুন মহা-ইমাম হিসেবে মহা-পবিত্র স্থানে কাজ করার দায়িত্ব পালন করেন। এর পরে তাঁর ইমামীয় পদ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে প্রত্যেক বংশ থেকে একটি করে লাঠি গ্রহণ করে তার উপর বংশ প্রধানের নাম লেখা হয় এবং লেবীয় বংশ থেকে গ্রহণ করা লাঠিটির উপরে হযরত হারুনের নাম লেখা হয় এবং পরে সেই লাঠিগুলো শরীয়ত সিন্দুকের কাছে রাখা হয়। পরের দিন সেগুলো বের করে আনা হলে দেখা যায় হযরত হারুনের লাঠিতে বাদাম গাছ গজিয়ে ফুল ফুটে তাতে বাদাম ফল ধরেছে (শুমারী ১৭:১-১০)।

হযরত হারুন মরীবায় তাঁর ভাই হযরত মূসার গুনাহের ভাগী হয়েছিলেন বলে তিনিও ওয়াদা-করা কেনান দেশে প্রবেশ করতে পারেন নি (শুমারী ২০:১৩-২৪)। বনি-ইসরাইলরা হোর পর্বতে ইদোম দেশের সীমানায় উপস্থিত হলে পর সেখানেই হযরত হারুন ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একশত তেইশ বছর (শুমারী ১০:২৩-২৯)। তিনিই প্রথম অভিষিক্ত মহা-ইমাম ছিলেন। তাঁর বংশের লোকেরাই সাধারণ ইমাম হয়ে থাকতেন। মহা-ইমাম হিসেবে হযরত হারুন ছিলেন মসীহের প্রতীক যিনি ভবিষ্যতে আসবেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:
- তিনি ইসরাইল জাতির জন্য আল্লাহর অভিষিক্ত প্রথম মহা-ইমাম।
- কার্যকর যোগাযোগ সমন্বয়কারী; মূসার মুখপাত্র।

তাঁর জীবনে যেসব দুর্বলতা ও ভুল দেখা যায়:
- নম্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন; লোকদের দাবির মুখে গরুর বাছুরের পুজা করতে তাদের সম্মতি দিয়েছিলেন।
- মূসার সঙ্গে তিনি পানি দেবার পাথরের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করেছিলেন।
- মূসার বিরোধিতা করার জন্য মরিয়মের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:
- আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে কাজ করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে থাকেন যা তিনি তাঁর কাজে ব্যবহার করে থাকেন।
- অনেক ভাল গুণ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় দুর্বল নেতৃত্ব প্রকাশ পায়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
- **অবস্থান:** মিসর, মাদিয়ান দেশ ও সিনাই মরুভূমি।
- **কাজ:** ইমাম, মূসার পরের নেতৃত্বেও অধিকারী।
- **আত্মীয়-স্বজন:** বোন: মরিয়ম, ভাই: মূসা; স্ত্রী ইলিশেবা; ছেলে: নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর এবং ঈথামর।

মূল আয়াত: "তখন মূসার প্রতি মাবুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হল; তিনি বললেন, তোমার ভাই লেবীয় হারুন কি নেই? আমি জানি সে সুবক্তা; আরও দেখ, সে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে এবং তোমাকে দেখে আনন্দিত হবে। ... তোমার পক্ষে সে লোকদের কাছে বক্তা হবে; ফলত সে তোমার মুখপাত্র হবে এবং তুমি তার আল্লাহ্‌স্বরূপ হবে" (হিজরত ৪:১৪, ১৬)।

হারুনের কাহিনীটি হিজরত কিতাবের ১: ১ - থেকে দ্বিতীয় বিবরণের ১০:৬ আয়াতের মধ্যে লেখা হয়েছে। ইবরানী ৭:১১ আয়াতে পাওয়া যায়।

তোমাদের মধ্যে গেলে আমি তোমাদেরকে
সংহার করতে পারি; তোমরা এখন নিজ নিজ
শরীর থেকে গহনা খুলে ফেল, তাতে জানতে
পারব, তোমাদের বিষয়ে আমার কি করা কর্তব্য।
৬ তখন বনি-ইসরাইলরা হোরেব পর্বত পর্যন্ত
যাত্রাপথে নিজ নিজ সমস্ত গহনা খুলে ফেলল।

জমায়েত-তাঁবু

৭ আর মূসা তাঁবু নিয়ে শিবিরের বাইরে ও
শিবির থেকে দূরে স্থাপন করলেন এবং সেই
তাঁবুর নাম জমায়েত-তাঁবু রাখলেন। আর
মাবুদের কাছ থেকে কেউ কিছু জানতে চাইলে
তাদের প্রত্যেক জন শিবিরের বাইরে অবস্থিত
সেই জমায়েত-তাঁবুর কাছে গমন করতো। ৮ মূসা
যখন বের হয়ে সেই তাঁবুর কাছে যেতেন, তখন
সমস্ত লোক উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর
দরজার সম্মুখে দাঁড়াতো এবং যে পর্যন্ত মূসা ঐ
তাঁবুতে প্রবেশ না করতেন সেই পর্যন্ত তাঁর দিকে
তাকিয়ে থাকত। ৯ আর মূসা তাঁবুতে প্রবেশ
করলে পর মেঘস্তম্ভ নেমে তাঁবুর দ্বারে অবস্থিতি
করতো এবং মাবুদ মূসার সঙ্গে আলাপ করতেন।
১০ সমস্ত লোক তাঁবুর দ্বারে অবস্থিত মেঘস্তম্ভ
দেখতো ও সমস্ত লোক উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ
তাঁবুর দরজার কাছে থেকে সেজ্‌দা করতো।
১১ আর মানুষ যেমন তার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ
করে, তেমনি মাবুদ মূসার সঙ্গে সামনা সামনি
আলাপ করতেন। পরে মূসা শিবিরে ফিরে
আসতেন কিন্তু নূনের পুত্র ইউসা নামে তাঁর যুব
পরিচারক তাঁবুর মধ্য থেকে বাইরে যেতেন না।

[৩৩:৭] পয়দা ২৫:২২; ১বাদশা ২২:৫।
[৩৩:৮] শুমারী ১৬:২৭।
[৩৩:৯] দ্বি:বি ৩১:১৫; ১করি ১০:১; জবুর ৯৯:৭।
[৩৩:১১] শুমারী ১২:৮; দ্বি:বি ৫:৪; ৩৪:১০।
[৩৩:১২] ইশা ৪৩:১; ৪৫:৩; ৪৯:১; ইউ ১০:১৪-১৫।
[৩৩:১৩] দ্বি:বি ৯:২৬, ২৯; জবুর ৭৭:১৫।
[৩৩:১৪] ইশা ৬৩:১৪; ইয়ার ৩১:২; মথি ১১:২৮; ইব ৪:১-১১।
[৩৩:১৫] ২বাদশা ১৩:২৩; জবুর ৫১:১১।
[৩৩:১৬] লেবীয় ২০:২৪, ২৬; শুমারী ২৩:৯।
[৩৩:১৭] ইয়াকুব ৫:১৬।
[৩৩:১৮] ইউ ১:১৪; ১২:৪১; ১তীম ৬:১৬; প্রকা ১৫:৮।
[৩৩:১৯] ১বাদশা

আল্লাহ্‌ মাবুদের ওয়াদা

১২ আর মূসা মাবুদকে বললেন, দেখ, তুমি
আমাকে বলছো এই লোকদেরকে নিয়ে যাও
কিন্তু আমার সঙ্গী করে যাঁকে প্রেরণ করবে, তাঁর
পরিচয় আমাকে দাও নি। তবুও বলছো আমি
নাম দ্বারা তোমাকে জানি এবং তুমি আমার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হয়েছ। ১৩ ভাল, যদি
তোমার দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহের পাত্র হয়ে থাকি
তবে আরজ করি, আমি যেন তোমাকে জেনে
তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হই, এজন্য
আমাকে তোমার সমস্ত পথ জানতে দাও এবং
এই জাতি যে তোমার লোক তা বিবেচনা কর।
১৪ তখন তিনি বললেন, আমার উপস্থিতি তোমার
সঙ্গে গমন করবেন এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম
দেব। ১৫ তাতে তিনি তাঁকে বললেন, তোমার
উপস্থিতি যদি সঙ্গে না যান তবে এই স্থান থেকে
আমাদেরকে নিয়ে যেও না। ১৬ কেননা আমি ও
তোমার এই লোকেরা যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ
লাভ করেছি, তা কিসে জানা যাবে? আমাদের
সঙ্গে তোমার গমন দ্বারা কি নয়? এর দ্বারাই
আমি ও তোমার লোকেরা ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয়
জাতি থেকে বিশিষ্ট।
১৭ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, এই যে কথা
তুমি বললে, তাও আমি করবো, কেননা তুমি
আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং আমি
নাম দ্বারা তোমাকে জানি। ১৮ তখন তিনি
বললেন, আরজ করি, তুমি আমাকে তোমার
মহিমা দেখতে দাও। ১৯ আল্লাহ্‌ বললেন, আমি

৩৩:৭ জমায়েত-তাঁবু। এটা ২৭:২১ এর সেই পবিত্র 'জমায়েত-তাঁবু' নয় যেটি ইসরাইলদের ছাউনির মাঝখানে থাকত। এই তাঁবুটি সম্ভবতঃ সেই পবিত্র জমায়েত তাঁবুর আগে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটা ছিল এমন স্থান যেখানে মাবুদের কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানা ও শোনার জন্য যেতে হতো।

৩৩:৯ মেঘস্তম্ভ নেমে তাঁবুর দ্বারে অবস্থিতি করতো। মূসার বন্ধু হিসাবে মূসার সঙ্গে কথা বলা প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু কথা বলে থাকেন (১১)। পরে একই ভাবে শরীয়ত তাঁবুর উপর মেঘ নেমে এসে তাঁর মহিমা প্রকাশ করতেন (দেখুন, ৪০:৩৩-৩৪)।

৩৩:১১ মানুষ যেমন তার বন্ধুর সঙ্গে ... আলাপ করতেন। এর মানে হল আল্লাহ্‌ সরাসরি মূসার সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁর মুখের চেহারা প্রকাশ না করেই। পুরাতন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী হিসবে, অন্যান্য নবীদের চেয়ে মূসার একটি সুন্দর অবস্থান ছিল বলে দেখা যায় (দেখুন, শুমারী ১২:৬-৮; দ্বি:বি: ৩৪:১০, ১২)।

ইউসা। ১৭:৮-১০ এর নোট দেখুন।

৩৩:১২ কিন্তু আমার সঙ্গী করে যাঁকে প্রেরণ করবে, তাঁর পরিচয় আমাকে দাও নি। দেখুন ৩ আয়াতের নোট। মূসা এখানে বাদানুবাদ করছেন যে, মাত্র একজন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নিজের উপস্থিতির বদলি হতে পারেন না।

৩৩:১৪ আমার উপস্থিতি। আক্ষরিক অর্থে "আমার মুখ"। মাবুদ তাঁর লোকদের কাছ থেকে থেকে মুখ লুকাবেন না কিন্তু তিনি তাদের উপর যেন তা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে তার ব্যবস্থা করবেন (দেখুন, শুমারী ৬:২৫; জবুর ১৩:১)।

৩৩:১৫ এই স্থান থেকে। অর্থাৎ সিনাই পাহাড় থেকে।

৩৩:১৭ তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করেছে। যদি মূসা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এই অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন তবে আল্লাহ্‌র পুত্র ঈসা মসীহের মুনাজাত আরও কত না বেশি তিনি শুনে থাকেন (দেখুন মথি ১৭:৫; ইব ৩:১-৬)।

৩৩:১৮ তুমি আমাকে তোমার মহিমা দেখতে দাও। আল্লাহ্‌ মূসার মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলদের জন্য যা করেছেন তাতে তাঁকে আরও সাহসী করে তুলেছেন। আল্লাহ্‌ যখন তাঁকে প্রথমবার দেখা দিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর দিকে তাকাতে ভয় পেয়েছিলেন– এখনকার মত একই রকম মহিমা সেই জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে ছিল এবং তিনি তখন আল্লাহ্‌র নাম জানতে চেয়েছিলেন (৩:১৩)। কিন্তু এখন তিনি চাইছেন যেন তিনি তাঁর মহিমা তাঁর কাছে প্রকাশ করেন। তাঁর চেহারা দেখতে চাওয়া খুব বেশি কিছু চাওয়া তবে তিনি তাঁর নামের পূর্ণ ঘোষণা তার কাছে প্রকাশ করবেন (দেখুন, ১৯, ২২; ৩৪:৫-৭)।

৩৩:১৯ মহত্ত্ব প্রকাশ করবো। আল্লাহ্‌র প্রকৃতি ও চরিত্র। তাঁর নাম। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির ভবিষ্যতের প্রতীকী, তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব (দেখুন, জবুর ২০:১; ইউ ১:১২; ১৭:৬)। এখানে তাঁর নাম বলতে বুঝায় তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁর মমতা যেমন এটি ৩৪:৬ আয়াতেও বলা হয়েছে। আমি তাদের উপর করুণা করব ... । পৌল রোমীয় ৯:১৫ আয়াতে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রকাশ

তোমার সম্মুখে আমার মহত্ত্ব প্রকাশ করবো ও
মাবুদের নাম ঘোষণা করবো। আমি যাকে রহম
করি, তাকে রহম করবো ও যার প্রতি করুণা
করি, তার প্রতি করুণা করবো। ২০ আরও
বললেন, তুমি আমার মুখ দেখতে পাবে না,
কেননা মানুষ আমাকে দেখলে বাঁচতে পারে না।
২১ মাবুদ বললেন, দেখ, আমার কাছে একটি স্থান
আছে; তুমি ঐ শৈলের উপরে দাঁড়াবে। ২২ তাতে
তোমার কাছ দিয়ে আমার মহিমা গমনকালে
আমি তোমাকে শৈলের একটি ফাটলে রাখবো ও
আমার গমনের শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে তোমাকে
আচ্ছন্ন করবো; ২৩ পরে আমি হাত উঠালে, তুমি
আমার পিছন ভাগ দেখতে পাবে কিন্তু আমার মুখ
দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পাথর-ফলক

৩৪ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি
আগের মত দু'টি পাথরের ফলক
খোদাই করে প্রস্তুত কর; প্রথম যে দু'টি ফলক
তুমি ভেঙে ফেলেছ, তাতে যা যা লেখা ছিল,
সেসব কথা আমি এই দু'টি ফলকে লিখবো।
২ আর তুমি খুব ভোরে প্রস্তুত হয়ো, খুব ভোরে
তুর পর্বতে উঠে এসো ও সেখানে পর্বতের চূড়ায়
আমার কাছে উপস্থিত হয়ো। ৩ কিন্তু তোমার
সঙ্গে অন্য কোন মানুষ উপরে না আসুক এবং
এই পর্বতের কোথাও কোন মানুষ দেখা না যাক,
আর গোমেষাদির পালও এই পর্বতের সম্মুখে না
চরুক।
৪ পরে মূসা প্রথম পাথরের মত দু'টি পাথরের
ফলক খোদাই করলেন এবং মাবুদের হুকুম
অনুসারে খুব ভোরে উঠে তুর পর্বতের উপরে
গেলেন ও সেই দু'টি পাথরের ফলক হাতে করে

১৯:১১।
[৩৩:২০] পয়দা ১৬:১৩; দ্বি:বি ৫:২৬; ইউ ১:১৮।
[৩৩:২২] পয়দা ৪৯:২৪; ১বাদশা ১৯:৯; জবুর ২৭:৫; ৩১:২০; ৬২:৭; ৯১:১; ইশা ২:২১; ইয়ার ৪:২৯।
[৩৪:১] দ্বি:বি ১০:২, ৪।
[৩৪:৪] দ্বি:বি ১০:৩।
[৩৪:৬] জবুর ৬১:৭; ১০৮:৪; ১১৫:১; ১৩৮:২; ১৪৩:১; মাতম ৩:২৩; ইয়াকুব ৫:১১।
[৩৪:৭] ১বাদশা ৮:৩০; জবুর ৮৬:৫; ১০৩:৩; ১৩০:৪, ৮; ইশা ৪৩:২৫; দানি ৯:৯; ১ইউ ১:৯।
[৩৪:৯] শুমারী ১৪:১৯; ১বাদশা ৮:৩০; ২খান্দান ৬:২১; জবুর ১৯:১২; ২৫:১১; ইয়ার ৩৩:৮; হোশেয় ১৪:২।
[৩৪:১০] পয়দা ৬:১৮; ৯:১৫; ১৫:১৮; দ্বি:বি ৫:২-৩।

নিলেন। ৫ তখন মাবুদ মেঘে নেমে সেই স্থানে
তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে মাবুদের নাম ঘোষণা
করলেন। ৬ ফলত মাবুদ তাঁর সম্মুখ দিয়ে গমন
করে ঘোষণা করলেন,
'মাবুদ, মাবুদ,
স্নেহশীল ও কৃপাময় আল্লাহ্‌,
ক্রোধে ধীর এবং অটল মহব্বতে
ও বিশ্বস্ততায় মহান;
৭ হাজার হাজার পুরুষ পর্যন্ত অটল
মহব্বত রক্ষাকারী।
অপরাধের, অধর্মের ও গুনাহ্‌র ক্ষমাকারী;
তবুও তিনি অবশ্য গুনাহ্‌র দণ্ড দেন;
পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয়
ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত,
তিনি পিতৃগণের অপরাধের
প্রতিফল বর্তান।'
৮ মূসা তখনই ভূমিতে উবুড় হয়ে সেজ্‌দা
করলেন, ৯ আর বললেন, হে মালিক, আমি যদি
তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ লাভ করে থাকি তবে
আরজ করি, মালিক, আমাদের মধ্যবর্তী হয়ে
গমন কর, কারণ এরা একগুঁয়ে জাতি। তুমি
আমাদের অপরাধ ও গুনাহ্‌ মাফ করে তোমার
অধিকারের জন্য আমাদেরকে গ্রহণ কর।

আল্লাহ্‌র শরীয়তের পুনঃস্থাপন

১০ তখন তিনি বললেন, দেখ, আমি একটি নিয়ম
করি; সারা দুনিয়াতে ও যাবতীয় জাতির মধ্যে
যে রকম কখনও করা হয় নি, এমন সমস্ত
অলৌকিক কাজ আমি তোমার সমস্ত লোকের
সাক্ষাতে করবো; তাতে যেসব লোকের মধ্যে
তুমি আছ, তারা মাবুদের কাজ দেখবে, কেননা
তোমার কাছে যা করবো, তা ভয়ঙ্কর।

করতে গিয়ে এই আয়াতের উল্লেখ করেছেন।

৩৩:২০ কেননা মানুষ আমাকে দেখলে বাঁচতে পারে না। দেখুন, পয়দা ১৬:১৩; এছাড়া দেখুন, ইউ ১:১৮; ৬:৪৬; ১ তীম ১:১৭; ১ ইউ ৪:১২।

৩৩:২১-২৩ আল্লাহ্‌ নিজে মানুষের মানবীয় ভাষায় কথা বলেছেন। মাবুদের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার জন্য দেখুন ৩৪:৫-৭ আয়াত।

৩৪:১ দু'টি পাথরের ফলক ... আমি এই দু'টি ফলকে লিখবো। দেখুন ৩১:১৮ আয়াতের নোট। এছাড়া দেখুন ২০:১ আয়াত।

৩৪:৫ মাবুদের নাম ঘোষণা করলেন। তাঁর "মাবুদ" নাম: ৩:৪ এর নোট দেখুন। এছাড়া ৯:৩০ এর নোটও দেখুন।

৩৪:৬-৭ স্নেহশীল ও কৃপাময় আল্লাহ্‌, ... মহব্বত রক্ষাকারী। এই আয়াতগুলো ভাষার এমন একটা গদ্যের মত যার মধ্যে আল্লাহ্‌র কতগুলো স্বভাবও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। প্রথমত এর মধ্যে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা ও মহব্বতের কথা দেখা যায় (নহি ৯:১৭, জবুর ৮৬:১৫, ১০৩:৮, ১৪৫:৮, ইউনুস ৪:২)। তবে এখানে এও বলা আছে যে, আল্লাহ্‌ গুনাহ্‌ ঘৃণা করেন এবং তিনি যারা অবিশ্বস্ত ও অবাধ্য তাদের শাস্তিও দেন। এখানে বলা আছে আল্লাহ্‌র ক্রোধ এত বড় যে, এমন কি তাঁর অবাধ্য লোকদের বংশধরদেরও শাস্তি দেন (২০:৫, শুমারী ১৪:১৮, নহূম ১:৩ ও দেখুন)। পরবর্তীকালের ইসরাইল জাতির ইতিহাসে ইয়ারমিয়া ও ইহিস্কেল নবীরা এমন এক সময়ের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যখন লোকেরা তাদের গুনাহের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে, এবং বাবা-মায়ের গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌ ছেলেমেয়েদের শাস্তি দেবেন না (ইয়ার ৩১:২৯-৩০, ইহি ১৮:১-৩২)।

৩৪:১০ দেখ, আমি একটি নিয়ম করি। আল্লাহ্‌ পূর্বে যে নিয়ম করেছিলেন এখানে তার নবায়ন করছেন (১৯-২৪ অধ্যায়)। ১০-২৬ আয়াতে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন দেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই হিজরত কিতাবের আগের আয়াতগুলোতে তা বলা হয়েছে (তুলনা করুন বিশেষভাবে ১৮-২৬ আয়াত ২৩:১৪-১৯ আয়াতের সঙ্গে)।

কেননা তোমার কাছে যা করবো, তা ভয়ঙ্কর। এই একই শব্দ মিসরের উপর দশটি আঘাত বা গজব পাঠাবার সময়ে ব্যবহার করা হয়েছে (৩:২)। এখানে খুব সম্ভবত আল্লাহ্‌ মরুভূমিতে যে কাজ করেছেন এবং কেনান দেশ জয় করবার সময়ে যে কাজ করবেন তার প্রতি নির্দেশ করেছেন (দেখুন জবুর ৯:১)।

৩৪:১১ কেনানীয় ... যিবূষীয়কে। ৩:৮ এর নোট দেখুন।

৩৪:১২ সেই দেশবাসীদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করো না। কেনানয়ীয় সঙ্গে ইসরাইলদের কোন রকম শান্তির নিয়ম করতে

১১ আজ আমি তোমাকে যা হুকুম করি, তাতে
মনোযোগ দাও; দেখ, আমি আমোরীয়,
কেনানীয়, হিট্টিয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়কে
তোমার সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দেব। ১২ সাবধান,
যে দেশে তুমি যাচ্ছ, সেই দেশবাসীদের সঙ্গে
নিয়ম স্থির করো না, তা করলে তোমার মধ্যে তা
ফাঁদস্বরূপ হবে। ১৩ কিন্তু তোমরা তাদের সমস্ত
বেদী ভেঙে ফেলবে, তাদের সমস্ত স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড
করবে ও সেখানকার সমস্ত আশেরা-মূর্তি কেটে
ফেলবে। ১৪ তুমি অন্য দেবতার কাছে সেজ্‌দা
করো না, কেননা মাবুদ স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী
নাম ধারণ করেন; তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী
আল্লাহ্‌। ১৫ কি জানি, তুমি সেই দেশবাসী
লোকদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবে; তা করলে
যে সময়ে তারা নিজের দেবতাদের পিছনে চলে
জেনা করে ও নিজের দেবতাদের কাছে কোরবানী
করে, সেই সময়ে কেউ তোমাকে ডাকলে তুমি
তার কোরবানীর জিনিস খাবে; ১৬ কিংবা তুমি
তোমার পুত্রদের জন্য তাদের কন্যাদেরকে গ্রহণ
করলে তাদের কন্যারা নিজের দেবতাদের পিছনে
চলে জেনা করে তোমার পুত্রদেরকে তাদের
দেবতাদের অনুগামী করে জেনা করাবে। ১৭ তুমি
তোমার জন্য ছাঁচে ঢালা কোন দেবতা তৈরি
করো না।
১৮ তুমি খামিহীন রুটির উৎসব পালন করবে।
আবীব মাসের যে নির্ধারিত সময়ে যেরকম করতে
তোমাকে হুকুম করেছি, সেভাবে তুমি সেই সাত
দিন খামিহীন রুটি খাবে, কেননা সেই আবীব
মাসে তুমি মিসর দেশ থেকে বের হয়ে
এসেছিলে।
১৯ প্রথমজাত সমস্ত পুত্র সন্তান এবং
গোমেষাদি পালের মধ্যে প্রথমজাত সমস্ত পুরুষ
পশু আমার। ২০ প্রথমজাত গাধার পরিবর্তে তুমি
ভেড়ার বাচ্চা দিয়ে তাকে মুক্ত করবে; যদি মুক্ত
না কর তবে তার গলা ভেঙ্গে দেবে। তোমার
প্রথমজাত পুত্রদেরকে তুমি মুক্ত করবে। আর
কেউ শূন্য হাতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হবে
না।
২১ তুমি ছয় দিন পরিশ্রম করবে কিন্তু সপ্তম দিনে
বিশ্রাম করবে; চাষের ও ফসল কাটার সময়েও
বিশ্রাম করবে।
২২ তুমি সাত সপ্তাহের উৎসব, অর্থাৎ কাটা গমের
প্রথমে পাকা ফলের উৎসব এবং বছরের
শেষভাগে ফলসংগ্রহের উৎসব পালন করবে।
২৩ বছরের মধ্যে তিন বার তোমাদের সমস্ত
পুরুষ মানুষ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ সার্বভৌম
মাবুদের সাক্ষাতে উপস্থিত হবে। ২৪ কেননা
আমি তোমার সম্মুখ থেকে জাতিদেরকে, দূর
করে দেব ও তোমার সীমা বাড়িয়ে দেব এবং
তুমি বছরের মধ্যে তিনবার তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য গমন করলে
তোমার ভূমিতে কেউ লোভ করবে না।
২৫ তুমি আমার কোরবানীর রক্ত খামিযুক্ত
খাদ্যের সঙ্গে কোরবানী করবে না ও ঈদুল
ফেসাখের উৎসবের কোরবানীর জিনিস সকাল
পর্যন্ত রাখা যাবে না। ২৬ তুমি নিজের ভূমির
প্রথমে পাকা ফলের অগ্রিমাংশ তোমার আল্লাহ্‌
মাবুদের গৃহে আনবে। তুমি ছাগলের বাচ্চাকে
তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।
২৭ আর মাবুদ মূসাকে বললেন, তুমি এসব
কালাম লিপিবদ্ধ কর, কেননা আমি এসব কালাম
অনুসারে তোমার ও ইসরাইলের সঙ্গে নিয়ম স্থির
করলাম। ২৮ সেই সময়ে মূসা চল্লিশ দিন আর
চল্লিশ রাত সেখানে মাবুদের সঙ্গে অবস্থান

[৩৪:১১] দ্বি:বি ৬:২৫; ইউসা ১১:১৫।
[৩৪:১২] কাজী ২:২।
[৩৪:১৩] শুমারী ৩৩:৫২; মীখা ৫:১৪।
[৩৪:১৪] ইশা ৯:৬।
[৩৪:১৫] হিজ ২২:২০; ৩২:৮; দ্বি:বি ৩১:১৬; কাজী ২:১৭; ২বাদশা ১৭:৮; ১খান্দান ৫:২৫; ২খান্দান ১১:১৫; আমোস ২:৪।
[৩৪:১৬] দ্বি:বি ৭:৩; ইউসা ২৩:১২; কাজী ৩:৬; ১৪:৩; ১বাদশা ১১:১, ২; উজা ৯:২; ১০:৩।
[৩৪:১৮] মথি ২৬:১৭; লূক ২২:১; প্রেরিত ১২:৩।
[৩৪:২০] দ্বি:বি ১৬:১৬; ইহি ৪৬:৯।
[৩৪:২১] পয়দা ২:২-৩।
[৩৪:২১] নহি ১৩:১৫; ইশা ৫৬:২; ৫৮:১৩।
[৩৪:২২] লেবীয় ২:১২, ১৪; ৭:১৩; ২৩:১০, ১৭; শুমারী ২৮:২৬।
[৩৪:২৪] দ্বি:বি ১২:২০; ১৯:৮।
[৩৪:২৬] শুমারী

নিষেধ করা হয়েছে যেন এই রকম নিয়ম করার মধ্য দিয়ে তারা দেশে বাস করতে না পারে।

৩৪:১৩ আশেরা-মূর্তি কেটে ফেলবে। এগুলো ছিল কেনান দেশের উর্বরতার দেবী আশেরার মূর্তি খোদাই করা কাঠের খুঁটি অথবা গাছ। দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:২১ দেখুন।

৩৪:১৫-১৬ দেবতাদের কাছে কোরবানী ... অনুগামী করে জেনা করাবে। কোন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়ার মানে ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌র অসম্মান করা (১ করি ৮,১০:১৮-২১)। কেনানীয় ও মোয়াব জাতির ধর্মীয় ভোজের উৎসবের মধ্যে কখন কখন দেব-দাসীদের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করা একটা অংশ ছিল (শুমারী ২৫:১-২, কাজী ২:১৭, ৮:৩৩, হোশেয়ও ৯:১০)। ইবরানী পুরুষরা যদি বিজাতীয়া স্ত্রীলোকদের বিয়ে করতো তাহলে তাদের ঐ বিজাতীয় দেব-দেবীর প্রতি মন চলে যাবার প্রলোভন ছিল। ইসরাইল জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঐ মিশ্র বিবাহ একটা বড় সমস্যায় পরিণত হয় (যেমন, দেখুন উজা ৯:৪)।

৩৪:১৮ খামিহীন রুটির উৎসব ... আবীব মাসে। ১২:১১-১২ এর নোট দেখুন। আরো দেখুন ১২:১৪-২০, লেবীয় ২৩:৬-৮, শুমারী ২৮:১৬-২৫।

৩৪:১৯-২০ প্রথমজাত সমস্ত পুত্র সন্তান ... প্রথমজাত গাধার। ৪:২২ ও ১৩:১৩ এর নোট দেখুন। ১৩:২ ও শুমারী ৩:১১-১৩ ও দেখুন।

৩৪:২১ চাষের ও ফসল কাটার সময়েও বিশ্রাম করবে। ঠিক যেমন তারা শরীয়ত-তাঁবু তৈরি করার সময়েও বিশ্রাম গ্রহণ করেছিল (দেখুন ৩১:১৩, ১৬-১৭)।

৩৪:২২-২৪ সাত সপ্তাহের উৎসব ... প্রথমে পাকা ফলের উৎসব ... বছরের মধ্যে তিন বার। ২৩:১৪-১৭ এর নোট দেখুন। আরো দেখুন: ক) লেবীয় ২৩:১৫-২১; শুমারী ২৮:২৬-৩১; খ) লেবীয় ২৩:৩৯-৪৩।

৩৪:২৫ তুমি আমার ... ঈদুল ফেসাখের। ১২:৮, ১১ এর নোট দেখুন।

৩৪:২৭ তুমি এসব কালাম লিপিবদ্ধ কর। ঠিক যেমন তিনি আগে আল্লাহ্‌র কালাম লিখে রেখেছিলেন (দেখুন, ২৪:৪)।

৩৪:২৮ চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ... দশটি হুকুম। ২৪:১৭-১৮ ও ২০:১-৩ এর নোট দেখুন।

৩৪:২৯-৩৫ মুখমণ্ডল যে উজ্জ্বল হয়েছিল ... তাঁর মুখে পুনর্বার আবরণ দিয়ে রাখতেন। মূসার মুখমণ্ডল থেকে আল্লাহ্‌র আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল (হিজ ২৯:৪২-৪৩; ৩৩:১৮)। লোকেরা

করলেন, খাদ্য ও পানি গ্রহণ করলেন না; তিনি
সেই দু'টি পাথরে উপর নিয়মের কালামগুলো
অর্থাৎ দশটি হুকুম লিখলেন।

হযরত মূসার উজ্জ্বল চেহারা

২৯ পরে মূসা দু'টি শরীয়ত-ফলক হাতে নিয়ে
তুর পর্বত থেকে নামলেন; যখন পর্বত থেকে
নামলেন, তখন, মাবুদের সঙ্গে আলাপে তাঁর
মুখমণ্ডল যে উজ্জ্বল হয়েছিল, তা মূসা বুঝতে
পারলেন না। ৩০ পরে যখন হারুন ও সমস্ত বনি-
ইসরাইল মূসাকে দেখতে পেল, তখন দেখ, তাঁর
মুখ উজ্জ্বল, আর তারা তাঁর কাছে আসতে ভয়
পেল। ৩১ কিন্তু মূসা তাদেরকে ডাকলে হারুন ও
মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে ফিরে আসলেন, আর
মূসা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন। ৩২ এর পরে
বনি-ইসরাইল সকলে তাঁর কাছে আসল; তাতে
তিনি তুর পর্বতে কথিত মাবুদের সমস্ত হুকুম
তাদেরকে জানালেন। ৩৩ পরে তাদের সঙ্গে
কথোপকথন সমাপ্ত হলে মূসা তাঁর মুখে আবরণ
দিলেন। ৩৪ কিন্তু মূসা যখন মাবুদের সঙ্গে কথা
বলতে ভিতরে তাঁর সম্মুখে যেতেন তখন এবং
যতক্ষণ সেখানে থাকতেন ততক্ষণ সেই আবরণ
খুলে রাখতেন। পরে যে সমস্ত হুকুম পেতেন,
বের হয়ে বনি-ইসরাইলকে তা বলতেন।
৩৫ মূসার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, এটা বনি-ইসরাইল
তাঁর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখতো। পরে
মূসা মাবুদের সঙ্গে কথা বলতে যে পর্যন্ত না
যেতেন, সেই পর্যন্ত তাঁর মুখে পুনর্বার আবরণ
দিয়ে রাখতেন।

বিশ্রামবারের নিয়ম স্থাপন

৩৫

১ পরে মূসা বনি-ইসরাইলদের সমস্ত
দলকে একত্র করে তাদেরকে
বললেন, মাবুদ তোমাদের এসব কালাম পালন
করতে হুকুম দিয়েছেন। ২ ছয় দিন কাজ করা
যাবে কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের পক্ষে পবিত্র দিন
হবে; তা মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রাম করার বিশ্রাম-
বার হবে। যে কেউ সেই দিনে কাজ করবে, তার
প্রাণদণ্ড হবে। ৩ তোমরা বিশ্রামবারে তোমাদের
কোন বাসস্থানে আগুন জ্বালিও না।

১৮:১২। [৩৪:২৮] পয়দা ৭:৪; মথি ৪:২; লূক ৪:২। [৩৪:২৯] মথি ১৭:২; ২করি ৩:৭, ১৩। [৩৪:৩৩] ২করি ৩:১৩। [৩৫:২] দ্বি:বি ৫:১৩ -১৪।

তাঁবুর জন্য ইসরাইলের স্বেচ্ছাদত্ত উপহার

৪ আর মূসা বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দলকে
বললেন, মাবুদ এই হুকুম দিয়েছেন; ৫ তোমরা
তোমাদের কাছ থেকে মাবুদের জন্য উপহার
নাও। যার যেমন ইচ্ছা হয়, সেইমত সে মাবুদের
জন্য উপহারস্বরূপ এসব দ্রব্য আনবে– ৬ সোনা,
রূপা ও ব্রোঞ্জ এবং নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা
মসীনা সুতা ও ছাগলের লোম, ৭ এবং
পরিশোধিত ভেড়ার চামড়া ও শুশুকের চামড়া,
শিটীম কাঠ, ৮ এবং প্রদীপের জন্য তেল, আর
অভিষেকের জন্য তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য
গন্ধদ্রব্য, ৯ এবং এফোদের ও বুক-পাটার জন্য
গোমেদ ও অন্যান্য খচিত হবার মণি।
১০ তোমাদের প্রত্যেক দক্ষ লোক এসে মাবুদের
নির্দেশিত সমস্ত বস্তু তৈরি করুক; ১১ শরীয়ত-
তাঁবু, শরীয়ত-তাঁবুর তাঁবু, ছাদ, ঘুণ্টী, তক্তা,
অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি, ১২ সিন্দুক ও তার বহন-দণ্ড,
গুনাহ্ আবরণ ও ব্যবধানের পর্দা, ১৩ টেবিল,
তার বহন-দণ্ড ও সমস্ত পাত্র, দর্শন-রুটি,
১৪ এবং আলোর জন্য প্রদীপ-আসন ও তার
সমস্ত পাত্র, প্রদীপ ও প্রদীপের জন্য তেল,
১৫ এবং ধূপের কোরবানগাহ্ ও তার বহন-দণ্ড
এবং অভিষেকের জন্য তেল ও সুগন্ধি ধূপ,
শরীয়ত-তাঁবুর প্রবেশ-দ্বারের পর্দা, ১৬ পোড়ানো-
কোরবানীর কোরবানগাহ্, তার ব্রোঞ্জের জাল,
বহনদণ্ড ও সমস্ত পাত্র এবং ধোবার পাত্র ও তার
গামলা, ১৭ প্রাঙ্গণের পর্দা, তার স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং
প্রাঙ্গণের দরজার পর্দা, ১৮ এবং শরীয়ত-তাঁবুর
গোঁজ, প্রাঙ্গণের গোঁজ ও উভয়ের দড়ি, ১৯ এবং
পবিত্র স্থানে পরিচর্যা করার জন্য সূক্ষ্ম কাজ-করা
পোশাক, অর্থাৎ ইমাম হারুনের জন্য পবিত্র
পোশাক ও ইমামের কাজ করার জন্য তার
পুত্রদের পোশাক।

তাঁবুর জন্য ইসরাইলের স্বেচ্ছাদত্ত উপহার

২০ পরে বনি-ইসরাইলদের সমস্ত দল মূসার
সম্মুখ থেকে প্রস্থান করলো। ২১ আর যাদের
অন্তরে প্রবৃত্তি ও মনে ইচ্ছা হল, তারা সকলে
জমায়েত-তাঁবু নির্মাণের জন্য এবং তৎসম্বন্ধীয়

হয়তো ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, মূসা হয়তো একজন দেবতা হয়ে গেছেন। কাপড় দিয়ে মূসা তাঁর উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া মুখ ঢেকে দিলেন কারণ লোকেরা তা দেখে ভয় পেয়েছিলেন, অথবা মূসা হয়তো চাননি যে, আল্লাহ্‌র আলো ধীরে ধীরে তাঁর মুখ থেকে চলে যাবে বা তা লোকেরা দেখুক। ২ করি ৩:৭-১৬ ও দেখুন।

৩৫:২ তা মাবুদের উদ্দেশে বিশ্রাম করার বিশ্রামবার হবে। ১:২৩ এর নোট দেখুন। আরো দেখুন ২০:৮-১১, ২৩:১২, ৩১:১৫, ৩৪:২১, লেবীয় ২৩:৩, দ্বি:বি ৫:১২-১৪।

৩৫:৫-৯ মাবুদের জন্য উপহার নাও ... বুকপাটার জন্য। এখানে উল্লেখ করা জিনিষের অনেকগুলোকে জমায়েত-তাঁবুর ও তার বিভিন্ন আসবাব হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২৫:৪-৭, ২৭:২০ ও ৩০:২৩-৩১ এর নোট দেখুন।

৩৫:১০ দক্ষ লোক এসে মাবুদের নির্দেশিত সমস্ত বস্তু তৈরি করুক। বিভিন্ন রকমের উপহার (৩৫:৫-৯) আনার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত করা হয় যেন তারা তাদের নানা ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা ব্যবহার করে তাঁবু ও আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষপত্র তৈরি করতে এগিয়ে আসে। ঐ সমস্ত আসবাবপত্রের বর্ণনা নীচে উল্লেখিত স্থানে পাওয়া যাবে: শরীয়ত-সিন্দুক (২৫:১০, ২৫:১৭-১৯), শরীয়ত-তাঁবুর টেবিল (২৫:২৩-৩০), বাতিদান (২৫:৩১-৪০), ধূপগাহ্ (৩০:১), সুগন্ধি মশলা ও অভিষেক-তেল (৩০:২৩-৩১, ৩০:৩৪-৩৬), পোড়ানো কোরবানীর কোরবানগাহ্ (২৭:১-৮), হাত-পা ধোয়ার গামলা (৩০:১৮-২১), শরীয়ত-তাঁবুর উঠান (২৭:৯-

সমস্ত কাজের ও পবিত্র পোশাকের জন্য মাবুদের
উদ্দেশে উপহার আনলো। ২২ পুরুষ ও স্ত্রী যত
লোক ইচ্ছুক হল, তারা সকলে এসে বলয়,
কুণ্ডল, আংটি ও হার, সোনার নানা রকম অলং-
কার আনলো। যে মাবুদের উদ্দেশে সোনার
উপহার আনতে চাইল, সে আনলো। ২৩ আর
যাদের কাছে নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা
সুতা, ছাগলের লোম, পরিশোধিত ভেড়ার চামড়া
ও শুশুকের চামড়া ছিল, তারা প্রত্যেকে তা
আনলো। ২৪ যে রূপা ও ব্রোঞ্জের উপহার
উপস্থিত করলো, সে মাবুদের উদ্দেশে সেই
উপহার আনলো এবং কাজে ব্যবহার করার জন্য
যার কাছে শিটীম কাঠ ছিল, সে তা নিয়ে আসল।
২৫ আর দক্ষ স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ হাতে সুতা
কেটে, তাদের কাটা নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা
মসীনা সুতা আনলো। ২৬ যে সমস্ত স্ত্রীলোক
তাদের দক্ষতা ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হল তারা
সকলে ছাগলের লোমের সুতা কাটলো। ২৭ নেতৃ
বর্গ এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদ ও
অন্যান্য খচিত হবার মণি, ২৮ এবং প্রদীপের,
অভিষেকের তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য
গন্ধদ্রব্য ও তেল আনলেন। ২৯ বনি-ইসরাইল
ইচ্ছাপূর্বক মাবুদের উদ্দেশে উপহার আনলো,
মাবুদ মূসার মধ্য দিয়ে যা যা করতে হুকুম
করেছিলেন, তার কোন কাজ করার জন্য যে
পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অন্তরে ইচ্ছা হল তারা
প্রত্যেকে উপহার আনলো।

তাঁবু নির্মাণের কর্মীগণ

৩০ পরে মূসা বনি-ইসরাইলদেরকে বললেন,
দেখ, মাবুদ এহুদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র
বৎসলেলের নাম ধরে ডাকলেন; ৩১ তিনি তাঁকে
আল্লাহ্‌র রূহে– জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সমস্ত
রকম শিল্প-কৌশলে পরিপূর্ণ করলেন, ৩২ যাতে
তিনি কৌশলের কাজ কল্পনা করতে, সোনা, রূপা
ও ব্রোঞ্জের কাজ করতে, ৩৩ খচিত হবার মণি
কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সমস্ত রকম
কৌশলযুক্ত শিল্পকর্ম করতে পারেন। ৩৪ আর এই
সমস্ত কাজ শিক্ষা দিতে তাঁর ও দান-বংশীয়
অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের অন্তরে প্রবৃত্তি
দিলেন। ৩৫ তিনি খোদাই ও শিল্পকর্ম করতে এবং
নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সুতা দিয়ে
সূচিকর্ম করতে ও তাঁতের কাজ করতে, অর্থাৎ
যাবতীয় শিল্পকর্ম ও চিত্রকর্ম করতে তাঁদের
অন্তর বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করলেন।

৩৬ ১ অতএব মাবুদের সমস্ত হুকুম
অনুসারে পবিত্র স্থানের সমস্ত কাজ
কিভাবে করতে হবে, তা জানতে মাবুদ বৎসলেল
ও অহলীয়াব এবং আর যাঁদেরকে বিচক্ষণতা ও
বুদ্ধি দিয়েছেন, সেসব দক্ষ লোক কাজ করবেন।
২ পরে মূসা বৎসলেল ও অহলীয়াবকে এবং
মাবুদ যাঁদের অন্তরে বিচক্ষণতা দিয়েছিলেন,
সেই অন্য সমস্ত দক্ষ লোককে ডাকলেন, অর্থাৎ
সেই কাজ করার জন্য উপস্থিত থেকে যাঁদের
মনে প্রবৃত্তি জন্মালো, তাঁদেরকে ডাকলেন।
৩ তাতে তাঁরা পবিত্র স্থানের কাজের উপাদান
সম্পন্ন করার জন্য বনি-ইসরাইলদের আনা সমস্ত
উপহার মূসার কাছ থেকে গ্রহণ করলেন। আর
লোকেরা তখনও প্রতি প্রভাতে তাঁর কাছে
স্বেচ্ছায় আরও দ্রব্য নিয়ে আসছিল। ৪ তখন
পবিত্র স্থানের সকল কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞ সমস্ত
লোক নিজ নিজ কাজ থেকে এসে মূসাকে
বললেন, ৫ মাবুদ যা যা তৈরি করতে হুকুম
করেছিলেন, লোকেরা সেই কাজের জন্য
অতিরিক্ত আরও বস্তু আনছে। ৬ তাতে মূসা
হুকুম দিয়ে শিবিরের সর্বত্র এই ঘোষণা করে
দিলেন যে, পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক পবিত্র স্থানের
জন্য আর উপহার প্রস্তুত না করুক। ৭ তাতে
লোকেরা তাদের উপহার আনা থেকে বিরত
হল। কেননা সমস্ত কাজ করার জন্য তাদের
যথেষ্ট, এমন কি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য
প্রস্তুত ছিল।

জমায়েত-তাঁবু

৮ পরে কাজে নিযুক্ত দক্ষ সমস্ত লোক পাকানো
সাদা মসীনা সুতা, নীল, বেগুনে ও লাল সুতায়
তৈরি দশটি পর্দা দ্বারা শরীয়ত-তাঁবু প্রস্তুত
করলেন। সেই পর্দাগুলোতে শিল্পীদের কৃত
কারুবীদের আকৃতি ছিল। ৯ প্রত্যেক পর্দা
আটাশ হাত লম্বা ও প্রত্যেক পর্দা চার হাত
চওড়া, সমস্ত পর্দার মাপ ছিল একই।
১০ পরে তিনি তার পাঁচটি পর্দা একত্র যোগ

[৩৫:২৭] ১খান্দান ২৯:৬ ;১খান্দান ২৯:৮।
[৩৫:২৯] ২বাদশা ১২:৪।
[৩৫:৩১] ২খান্দান ২:৭,১৪।
[৩৫:৩৪] ২খান্দান ২:১৪।
[৩৬:৫] ২খান্দান ২৪:১৪; ৩১:১০; ২করি ৮:২-৩।
[৩৬:৭] ১বাদশা ৭:৪৭।

১৫)। ইমামদের পোশাকের বর্ণনার জন্য ২৮:১-৪৩ দেখুন।

৩৫:২৩-২৪ মসীনা সুতা, ছাগলের লোম, ... শিটীম কাঠ। ২৫:৪-৭ ও ২৫:১০ এর নোট দেখুন।

৩৫:২৭ বুকপাটার ... মণি। ২৮:১৫, ১৭ এর নোট দেখুন।

৩৫:২৮ প্রদীপের, অভিষেকের তেলের ও সুগন্ধি ধূপের জন্য গন্ধদ্রব্য ও তেল আনলেন। ৩০:১, ৩০:২৩-৩১, ২৯:১, ২৭:২০ এর নোট দেখুন।

৩৫:৩০ এহুদা-বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের। ৩১:২ এর নোট দেখুন।

৩৫:৩১-৩৩ আল্লাহ্‌র রূহে। ৩১:৩-৫ এর নোট দেখুন।

৩৫:৩৪ দান-বংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের অন্তরে। ৩১:৬ এর নোট দেখুন। জমায়েত-তাঁবুর প্রয়োজনীয় সব জিনিষ-পত্র তৈরি করার গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য বৎসলেলের মত অহলীয়াবকেও মাবুদ বেছে নিয়েছিলেন। তিনিই তাঁদের ঐ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। মূসার কাছে বলে দেয়া তাঁর সমস্ত হুকুম অনুসারে সব কিছু করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও তিনিই তাদের দান করেছিলেন। অন্যদের শিক্ষাদানের যোগ্যতাও তাদের প্রতি মাবুদেরই দান।

৩৬:৩ বনি-ইসরাইলদের আনা সমস্ত উপহার মূসার কাছ থেকে গ্রহণ করলেন। ২২:২৫, ৩০:১৩-১৬ এর নোট দেখুন।

করলেন এবং অন্য পাঁচটি পর্দাও একত্রে যোগ
করলেন। ১১ আর জোড়ার স্থানে প্রথম অন্ত্য
পর্দার কিনারায় নীল রংয়ের ঘুণ্টীঘরা করলেন
এবং জোড়ার স্থানের দ্বিতীয় অন্ত্য পর্দার
কিনারায়ও ঠিক তা-ই করলেন। ১২ প্রথম পর্দাতে
পঞ্চাশটি ঘুণ্টীঘরা করলেন এবং জোড়ার স্থানের
দ্বিতীয় পর্দার কিনারায়ও পঞ্চাশটি ঘুণ্টীঘরা
করলেন; সেই দু'টি ঘুণ্টীঘরাশ্রেণী পরস্পর
সম্মুখীন হল। ১৩ পরে তিনি সোনার পঞ্চাশটি
ঘুণ্টী তৈরি করে সেই ঘুণ্টিতে পর্দাগুলো পরস্পর
জোড়া দিলেন; তাতে একটিই শরীয়ত-তাঁবু হল।
১৪ পরে তিনি শরীয়ত-তাঁবুর উপরে আচ্ছাদন
করার তাঁবুর জন্য ছাগলের লোম দিয়ে এগারটি
পর্দা প্রস্তুত করলেন। ১৫ তার প্রত্যেক পর্দা ত্রিশ
হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া; এগারটি পর্দার
একই মাপ ছিল। ১৬ পরে তিনি পাঁচটি পর্দা পৃথক
জোড়া দিলেন ও ছয়টি পর্দা পৃথক জোড়া
দিলেন। ১৭ আর জোড়ার স্থানের অন্ত্য পর্দার
কিনারায় পঞ্চাশটি ঘুণ্টীঘরা করলেন এবং দ্বিতীয়
জোড়ার স্থানের অন্ত্য পর্দার কিনারায়ও পঞ্চাশটি
ঘুণ্টীঘরা করলেন। ১৮ আর জোড়া দিয়ে একই
তাঁবু করার জন্য ব্রোঞ্জের পঞ্চাশটি ঘুণ্টী তৈরি
করলেন। ১৯ পরে পরিশোধিত ভেড়ার চামড়া
দিয়ে তাঁবুর একটি ছাদ, আবার তার উপরে
শুশুকের চামড়ার একটি ছাদ প্রস্তুত করলেন।
২০ পরে তিনি শরীয়ত-তাঁবুর জন্য শিটীম
কাঠের দাঁড় করানো তক্তাগুলো তৈরি করলেন।
২১ একেক তক্তা লম্বায় দশ হাত ও প্রত্যেক তক্তা
চওড়ায় দেড় হাত। ২২ প্রত্যেক তক্তাতে পরস্পর
সংযুক্ত দু'টি করে পায়া ছিল; এভাবে তিনি
শরীয়ত-তাঁবুর সমস্ত তক্তা প্রস্তুত করলেন।
২৩ তিনি শরীয়ত-তাঁবুর জন্য তক্তা প্রস্তুত
করলেন, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ পাশের জন্য বিশটি
তক্তা; ২৪ আর সেই বিশটি তক্তার নিচে রূপার
চল্লিশটি চুঙ্গি তৈরি করলেন, একটি তক্তার নিচে
তার দু'টি পায়ার জন্য দু'টি চুঙ্গি এবং অন্যান্য
তক্তার নিচেও তাদের দু'টি করে পায়ার জন্য
দু'টা করে চুঙ্গি তৈরি করলেন। ২৫ আর শরীয়ত-
তাঁবুর দ্বিতীয় পাশের জন্য উত্তর দিকে বিশটি
তক্তা করলেন, ২৬ ও সেগুলোর জন্য চল্লিশটি
রূপার চুঙ্গি গড়লেন; একটি তক্তার নিচে দু'টি
করে চুঙ্গি ও অন্য অন্য তক্তার নিচেও দু'টি করে
চুঙ্গি হল। ২৭ আর পশ্চিম দিকে শরীয়ত-তাঁবুর
পিছন দিকের জন্য ছয়খানি তক্তা করলেন।

[৩৬:৩৫] মথি ২৭:৫১; লূক ২৩:৪৫; ইব ৯:৩।

[৩৭:১] দ্বি:বি ১০:৩।

২৮ শরীয়ত-তাঁবুর সেই পিছন দিকের দুই কোণে
দু'খানি তক্তা রাখলেন। ২৯ সেই দু'টি তক্তার
নিচে ভাঁজ ছিল, দু'টি এবং সেরকমভাবে
মাথাতেও প্রথম কড়ার কাছে অখণ্ড ছিল; এভাবে
তিনি দু'টি কোণের তক্তা একসঙ্গে জুড়ে দিলেন।
৩০ তাতে আটখানি তক্তা এবং সেগুলোর রূপার
ষোলটি চুঙ্গি হল, একেক তক্তার নিচে দু'টা করে
চুঙ্গি হল।
৩১ পরে তিনি শিটীম কাঠ দিয়ে অর্গল প্রস্তুত
করলেন; ৩২ শরীয়ত-তাঁবুর এক পাশের তক্তার
জন্য পাঁচটি অর্গল, শরীয়ত-তাঁবুর অন্য পাশের
তক্তার জন্য পাঁচটি অর্গল এবং পশ্চিম দিকে
শরীয়ত-তাঁবুর পিছন দিকের তক্তার জন্য পাঁচটি
অর্গল। ৩৩ আর মধ্যবর্তী অর্গলটিকে তক্তাগুলোর
মধ্যস্থান দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত
বিস্তার করলেন। ৩৪ পরে তিনি তক্তাগুলো সোনা
দিয়ে মুড়লেন এবং অর্গলের ঘর হবার জন্য
সোনার কড়া গড়ে অর্গলও সোনা দিয়ে মুড়ে
দিলেন।
৩৫ আর তিনি নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো
সাদা মসীনা সুতা দিয়ে পর্দা প্রস্তুত করলেন,
তাতে কারুবীর আকৃতি করলেন, তা শিল্পীদের
কর্ম। ৩৬ আর তার জন্য শিটীম কাঠের চারটি
স্তম্ভ তৈরি করে সোনা দিয়ে মুড়লেন এবং তাদের
আঁকড়াও সোনা দিয়ে তৈরি করলেন এবং তার
জন্য রূপার চারটি চুঙ্গি ঢাললেন। ৩৭ পরে তিনি
তাঁবুর দরজার জন্য নীল, বেগুনে, লাল ও
পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে সূচি-কর্মবিশিষ্ট
একটি পর্দা তৈরি করলেন। ৩৮ আর তার পাঁচটি
স্তম্ভ ও সেগুলোর আঁকড়া তৈরি করলেন এবং
সেগুলোর মাথলা ও শলাকা সোনা দিয়ে মুড়লেন
কিন্তু সেগুলোর পাঁচটি চুঙ্গি ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি
করলেন।

শরীয়ত-সিন্দুক

৩৭ ১ আর বৎসলেল শিটীম কাঠ দিয়ে
সিন্দুক তৈরি করলেন, তা আড়াই
হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত উঁচু
করা হল; ২ আর ভিতর ও বাইরেটা খাঁটি সোনা
দিয়ে মুড়ে দিলেন এবং তার চারদিকে সোনার
কিনারা গড়ে দিলেন। ৩ আর তার চারটি পায়ার
জন্য সোনার চারটি কড়া ঢাললেন; তার এক
পাশে দু'টি কড়া ও অন্য পাশে দু'টি কড়া
দিলেন। ৪ আর তিনি শিটীম কাঠের দু'টি বহন-

৩৬:২০ শিটীম কাঠের দাঁড় করানো তক্তাগুলো তৈরি করলেন। ২৫:১০ এর নোট দেখুন। ২৬:১৫-৩০ আয়াতেও এই তক্তাগুলোর কথা আছে।

৩৬:৩৫ পর্দা প্রস্তুত করলেন। এটা ছিল জমায়েত-তাঁবুর ভেতরে পর্দা যা দিয়ে মহাপবিত্র স্থানকে পবিত্র স্থান থেকে পৃথক করা হয়েছিল। ২৬:৩১-৩৪ এর নোট দেখুন। ২৫:৪-৭ এর নোট ও ২৫:১৭-১৯ ও দেখুন।

৩৭:১-৬ বৎসলেল। ৩১:২ এর নোট দেখুনও।

শিটীম কাঠ দিয়ে সিন্দুক তৈরি ... খাঁটি সোনা দিয়ে গুনাহ্ আবরণ প্রস্তুত করলেন। ২৫:১০ ও ২৫:১৭-১৯ এর নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

দণ্ড করে সোনা দিয়ে মুড়লেন, [৫] এবং সিন্দুক
বহন করার জন্য ঐ বহন-দণ্ড সিন্দুকের দুই
পাশের কড়াতে প্রবেশ করালেন।
[৬] পরে তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে গুনাহ্ আবরণ
প্রস্তুত করলেন; তা আড়াই হাত লম্বা ও দেড়
হাত চওড়া করা হল। [৭] আর পিটানো সোনা
দিয়ে দু'টি কারুবী নির্মাণ করে গুনাহ্ আবরণের
দুই প্রান্তে দিলেন। [৮] তার এক প্রান্তে এক
কারুবী ও অন্য প্রান্তে অন্য কারুবী, গুনাহ্
আবরণের দুই প্রান্তে তার সাথে অখণ্ড দু'টি
কারুবী দিলেন। [৯] তাতে সেই দু'টি কারুবী
উপরের দিকে পাখা বিস্তার করে ঐ পাখা দ্বারা
গুনাহ্ আবরণ আচ্ছাদন করলো এবং তাদের মুখ
পরস্পরের দিকে রইলো; কারুবীদের দৃষ্টি গুনাহ্
আবরণের দিকে রইলো।

টেবিল

[১০] পরে তিনি শিটীম কাঠ দিয়ে টেবিল তৈরি
করলেন, তা দুই হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও
দেড় হাত উঁচু করা হল। [১১] আর তা খাঁটি সোনা
দিয়ে মুড়লেন ও তার চার দিকে সোনার কিনারা
গড়ে দিলেন। [১২] আর তিনি তার জন্য চারদিকে
চার আঙ্গুল পরিমিত একটি বেড় তৈরি করলেন ও
বেড়ের চারদিকে সোনার কিনারা গড়ে দিলেন।
[১৩] আর তার জন্য সোনার চারটি কড়া ঢেলে তার
চার পায়ার চার কোণে রাখলেন। [১৪] সেই কড়া
বেড়ের কাছে ছিল এবং টেবিল বহন করার জন্য
বহন-দণ্ডের ঘর হল। [১৫] পরে তিনি টেবিল বহন
করার জন্য শিটীম কাঠ দিয়ে দু'টি বহন-দণ্ড করে
সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন। [১৬] আর টেবিলের জন্য
সমস্ত পাত্র তৈরি করলেন, অর্থাৎ তার থালা,
চামচ, ঢালবার জন্য সেঁকপাত্র ও সমস্ত ঢাকনা
খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করলেন।

প্রদীপ-আসন

[১৭] পরে তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রদীপ-আসন
তৈরি করলেন; তার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কুঁড়ি
ও ফুল তার সাথে সংযুক্ত ছিল। [১৮] সেই প্রদীপ-
আসনের এক পাশ থেকে তিনটি শাখা ও প্রদীপ-
আসনের অন্য পাশ থেকে তিনটি শাখা, এই
ছয়টি শাখা তার পাশ থেকে বের হল। [১৯] একটি
শাখায় বাদাম ফুলের মত তিনটি গোলাধার,
একটি কুঁড়ি ও একটি ফুল এবং অন্য শাখায়
বাদাম ফুলের মত তিনটি গোলাধার, একটি কুঁড়ি
ও একটি ফুল, প্রদীপ-আসন থেকে বের হওয়া
ছয়টি শাখায় এরকম হল। [২০] আর প্রদীপ-

[৩৭:৬] ইব ৯:৫।
[৩৭:৭] ইহি ৪১:১৮।
[৩৭:৯] ইব ৯:৫।
[৩৭:১০] ইব ৯:২।
[৩৭:১৭] ইব ৯:২; প্রকা ১:১২।
[৩৭:২২] শুমারী ৮:৪।
[৩৭:২৫] লূক ১:১১; ইব ৯:৪; প্রকা ৮:৩।
[৩৮:২] ২খান্দান ১:৫।

আসনের বাদাম ফুলের মত চারটি গোলাধার ও
তাদের কুঁড়ি ও ফুল ছিল। [২১] আর প্রদীপ-
আসনের যে ছয়টি শাখা বের হল, সেগুলোর
এক শাখাদ্বয়ের নিচে তৎসহ অখণ্ড একটি কুঁড়ি,
অন্য শাখাদ্বয়ের নিচে তৎসহ অখণ্ড একটি কুঁড়ি
ও অপর শাখাদ্বয়ের নিচে তৎসহ অখণ্ড একটি
কুঁড়ি ছিল। [২২] এই কুঁড়ি ও শাখা তার সাথে
সংযুক্ত ছিল এবং সমস্তই পিটানো খাঁটি সোনার
একই বস্তু ছিল। [২৩] আর তিনি তার সাতটি
প্রদীপ এবং তার চিমটা ও শীষদানী খাঁটি সোনা
দিয়ে তৈরি করলেন। [২৪] তিনি এই প্রদীপ-আসন
এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী এক তালন্ত পরিমিত খাঁটি
সোনা দিয়ে তৈরি করলেন।

ধূপগাহ্

[২৫] পরে তিনি শিটীম কাঠ দিয়ে ধূপগাহ্ তৈরি
করলেন; তা এক হাত লম্বা, এক হাত চওড়া ও
দুই হাত উঁচু চারকোনা বিশিষ্ট; তার সমস্ত শিং
তার সঙ্গে অখণ্ড ছিল। [২৬] পরে সেই
কোরবানগাহ্, তার উপরের অংশ, তার চারপাশ
ও তার সমস্ত শিং খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে এবং
তার চারদিকে সোনার কিনারা গড়ে দিলেন।
[২৭] আর তা বইবার জন্য বহন-দণ্ডের ঘর করে
দিতে তার কিনারার নিচে দুই পাশের দুই
কোণের কাছে সোনার দুটো করে কড়া গড়ে
দিলেন। [২৮] আর শিটীম কাঠ দিয়ে বহন-দণ্ড
প্রস্তুত করলেন ও তা সোনা দিয়ে মুড়লেন।
[২৯] পরে তিনি সুগন্ধি-প্রস্তুতকারীর প্রক্রিয়া
অনুসারে অভিষেকের জন্য পবিত্র তেল ও সুগন্ধি
দ্রব্যের খাঁটি ধূপ প্রস্তুত করলেন।

কোরবানগাহ্

৩৮ [১] আর তিনি শিটীম কাঠ দিয়ে যে
পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্
তৈরি করলেন তা পাঁচ হাত লম্বা, পাঁচ হাত
চওড়া ও তিন হাত উঁচু করে একটা চারকোনা
বিশিষ্ট কোরবানগাহ্ তৈরি করা হল। [২] আর তার
চার কোণের উপরে শিং তৈরি করলেন; সেসব
শিং তার সঙ্গে অখণ্ড ছিল; তিনি তা ব্রোঞ্জ দিয়ে
মুড়লেন। [৩] পরে তিনি কোরবানগাহ্‌র সমস্ত
পাত্র, অর্থাৎ হাঁড়ি, হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অং-
গারধানী, এসব পাত্র ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করলেন;
[৪] আর কোরবানগাহ্‌র জন্য বেড়ের নিচে তলা
থেকে মধ্য পর্যন্ত জালির মত কাজ করা ব্রোঞ্জের
ঝাঁঝরি প্রস্তুত করলেন। [৫] তিনি বহন-দণ্ডের ঘর
করে দিতে সেই ব্রোঞ্জের ঝাঁঝরির চার কোণে

৩৭:১০ টেবিল। ২৫:২৩-৩০ এর নোট।

৩৭:১৭-২৪ প্রদীপ-আসন ... খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি করলেন। ২৫:৩১-৪০ এর নোট দেখুন।

৩৭:২৫ ধূপগাহ্। ৩০:১ এর নোট দেখুন।

৩৭:২৯ অভিষেকের জন্য পবিত্র তেল ও সুগন্ধি দ্রব্যের খাঁটি ধূপ প্রস্তুত করলেন। ২৯:৩৫:৩৭, ৩০:২৩-৩১, ৩০:৩৪-৩৬ এর নোট দেখুন।

৩৮:১ শিটীম কাঠ দিয়ে যে পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্ তৈরি করলেন। ২৫:১০ (শিটীম কাঠ) ও ২৭:১-৮ (কোরবানগাহ্) এর নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

সাক্ষ্য তাঁবুর বা শরীয়ত তাঁবুর প্রধান প্রধান জিনিষগুলো

নাম	এগুলোর কাজ ও গুরুত্ব
নিয়ম-সিন্দুক	♦ একটি চারকোনার সোনার বাক্স যার মধ্যে দশ হুকুম-নামার ফলকগুলো রাখা ছিল। ♦ ইসরাইলের সঙ্গে মাবুদের চুক্তির প্রতীক-চিহ্ন। ♦ এটি মহা পবিত্র স্থানের ভিতরে ছিল।
গুনাহ্ ঢাকন	♦ এটি নিয়ম-সিন্দুকের ঢাকনা। ♦ আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির প্রতীক।
পর্দা	♦ পর্দার মাধ্যমে সাক্ষ্য-তাঁবুর দুইটি পবিত্র কক্ষের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে– আর তা হল মহা-পবিত্র স্থান ও পবিত্র স্থান। ♦ কিভাবে মানুষ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গুনাহের কারণে পৃথক হয়েছে তার প্রতীক।
টেবিল	♦ কাঠের একটি টেবিল যা পবিত্র স্থানে রাখা ছিল যেখানে উপস্থিতির রুটি থাকত ও আরও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিষও তার উপর থাকত।
উপস্থিতির রুটি	♦ ১২খানা রুটি রুটি ইসরাইলের ১২ বংশের জন্য টেবিলের উপর রাখা হতো। ♦ এটির মধ্য দিয়ে লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র রূহানিক পরিপোষণের প্রতীক হিসাবে দেখা হয়।
বাতিদানি ও বাতি	♦ পবিত্র স্থানে এই সোনার বাতিদানি থাকত যার মধ্যে সাতটি বাতি জলপাইয়ের তেলের দ্বারা সব সময়ে জ্বলতে থাকতো। ♦ এই বাতিদানের আলোতে ইমামগণ পবিত্র স্থানে কাজ করতেন।
ধূপগাহ্	♦ পবিত্র স্থানের পর্দার সামনেই ধূপগাহ্ স্থাপিত ছিল। ♦ এর উপরে পোড়ানো নানা রকম সুগন্ধি ধূপ পোড়ানো হতো যা মানুষের প্রার্থনা গ্রহণীয় হয়ে উঠবার প্রতীক ছিল।
অভিষেকের তেল	♦ একটি বিশেষ সুগন্ধি তেল ইমামদের অভিষেক করার জন্য ব্যবহার করা হতো যে ইমামগণ শরীয়ত-তাঁবুতে কাজ করতেন। ♦ এটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখার প্রতীক ছিল।
পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্	♦ ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌টি সাক্ষ্য-তাঁবুর বাইরে স্থাপিত ছিল কোরবানীর কাজ সম্পাদন করার জন্য। ♦ একজন লোকের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক পুনস্থাপন করার প্রতীক হিসাবে তা দেখা হতো।
সমুদ্র-পাত্র (ধোয়ার পাত্র)	♦ শরীয়ত তাঁবুর বাইরে একটি বিরাট পাত্র যার মধ্যে পানি থাকত। ইমামগণ তাদের দায়িত্ব পালন করবার আগে এই পানি দিয়ে নিজেদের পাক-পবিত্র করে নিত। ♦ রূহানিক ভাবে যে আমাদের পাক-পবিত্র হতে হয় এটা তারই প্রতীক।

চারটি কড়া ঢাললেন। ৬ পরে তিনি শিটীম কাঠ
দিয়ে বহন-দণ্ড তৈরি করে ব্রোঞ্জ দিয়ে মুড়লেন।
৭ আর কোরবানগাহ্‌ বহন করার জন্য তার
পাশের কড়াতে ঐ বহন-দণ্ড পরালেন; তিনি
ফাঁপা রেখে তা দিয়ে কোরবানগাহ্‌ তৈরি
করলেন।

ধোবার পাত্র

৮ যারা জমায়েত-তাঁবুর দরজার কাছে সেবা
করার জন্য আসত, সেসব স্ত্রীলোকের ব্রোঞ্জের
তৈরি আয়না দিয়ে তিনি ধোবার পাত্র ও তার
গামলা তৈরি করলেন।

প্রাঙ্গণ

৯ তিনি প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন; দক্ষিণ দিকে
প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পাশে পাকানো সাদা মসীনা সুতা
দিয়ে এক শত হাত পরিমিত পর্দা ছিল। ১০ তার
বিশটি স্তম্ভ ও বিশটি চুঙ্গি ব্রোঞ্জের এবং সেই স্তম্ভে
র আঁকড়া ও শলাকাগুলো রূপার ছিল। ১১ আর
উত্তর দিকের পর্দা এক শত হাত ও তার বিশটি
স্তম্ভের আঁকড়া ও সমস্ত শলাকা রূপার ছিল।
১২ আর পশ্চিম পাশের পর্দা পঞ্চাশ হাত ও তার
দশটি স্তম্ভ ও দশটি চুঙ্গি এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও
সমস্ত শলাকা রূপার ছিল। ১৩ আর পূর্ব দিকে পূর্ব
পাশের লম্বা ছিল পঞ্চাশ হাত। ১৪ প্রাঙ্গণের
দরজার এক পাশের জন্য পনের হাত পর্দা, তার
তিনটি স্তম্ভ ও তিনটি চুঙ্গি, ১৫ এবং অন্য পাশের
জন্যও সেই একই রকম হবে; প্রাঙ্গণের দরজার
এদিক ওদিক পনের হাত পর্দা ও তার তিনটি স্তম্ভ
ও তিনটি চুঙ্গি ছিল। ১৬ প্রাঙ্গণের চারদিকের
সমস্ত পর্দা পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে
তৈরি। ১৭ আর স্তম্ভের সমস্ত চুঙ্গি ব্রোঞ্জের, স্তম্ভের
আঁকড়া ও সমস্ত শলাকা রূপার ও তার মাথলা
রূপায় মোড়ানো এবং প্রাঙ্গণের সমস্ত স্তম্ভ রূপার
শলাকায় সংযুক্ত ছিল। ১৮ আর প্রাঙ্গণের দরজার
পর্দা নীল বেগুনে, লাল ও পাকানো সাদা মসীনা
সুতার সূচিকর্মে তৈরি এবং তার লম্বা বিশ হাত,
আর প্রাঙ্গণের পর্দার মতই উচ্চতা চওড়া
অনুসারে পাঁচ হাত। ১৯ আর তার চারটি স্তম্ভ ও
চারটি চুঙ্গি ব্রোঞ্জের ও আঁকড়া রূপার এবং তার
মাথলা রূপায় মোড়ানো ও শলাকা রূপার ছিল।

[৩৮:৮] দ্বি:বি ২৩:১৭; ১শামু ২:২২; ১বাদশা ১৪:২৪।

[৩৮:২১] শুমারী ১:৫০, ৫৩; ৮:২৪; ৯:১৫; ১০:১১; ১৭:৭; ১খান্দান ২৩:৩২; ২খান্দান ২৪:৬; প্রেরিত ৭:৪৪; প্রকা ১৫:৫।

[৩৮:২১] শুমারী ৪:২৮, ৩৩।

২০ আর শরীয়ত-তাঁবুর ও প্রাঙ্গণের চারদিকের
সমস্ত গোঁজ ব্রোঞ্জের ছিল।

শরীয়ত-তাঁবু তৈরির জিনিসপত্রের হিসাব

২১ শরীয়ত-তাঁবুর, সাক্ষ্যের শরীয়ত-তাঁবুর,
জিনিসপত্রের বিবরণ এই– মূসার হুকুম অনুসারে
সেসব গণনা করা হল; লেবীয়দের কাজ বলে তা
ইমাম হারুনের পুত্র ঈথামরের দ্বারা করা হল।
২২ আর মাবুদ মূসাকে যে হুকুম দিয়েছিলেন,
সেই অনুসারে এহুদা-বংশজাত হূরের পৌত্র
ঊরির পুত্র বৎসলেল সমস্তই তৈরি করেছিলেন।
২৩ আর দান-বংশজাত অহীষামকের পুত্র
অহলীয়াব তাঁর সহকারী ছিলেন; তিনি খোদাই-
কর্মে দক্ষ ও নিপুন কারিগর এবং নীল, বেগুনে,
লাল ও পাকানো সাদা মসীনা সুতার শিল্পী
ছিলেন।
২৪ পবিত্র শরীয়ত-তাঁবু নির্মাণের সমস্ত কাজে
এসব সোনা ব্যবহৃত হল, উপহারের সমস্ত
সোনা পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে ঊনত্রিশ
তালন্ত সাত শত ত্রিশ শেকল ছিল। ২৫ আর
মণ্ডলীর গণনা-করা লোকদের রূপা পবিত্র স্থানের
শেকল অনুসারে এক শত তালন্ত এক হাজার
সাত শত পঁচাত্তর শেকল ছিল। ২৬ গণনা-করা
প্রত্যেক লোকের জন্য, অর্থাৎ যারা বিশ বছর
বয়স্ক কিংবা তারচেয়ে বেশি বয়স্ক ছিল, সেই
ছয় লক্ষ তিন হাজার সাড়ে পাঁচ শত লোকের
মধ্যে প্রত্যেক জনের জন্য একেক বেকা, অর্থাৎ
পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে অর্ধেক শেকল
করে দিতে হয়েছিল। ২৭ সেই একশত তালন্ত
রূপা দিয়ে পবিত্র স্থানের চুঙ্গি ও পর্দার চুঙ্গি তৈরি
করা হয়েছিল; এক শত চুঙ্গির জন্য একশত
তালন্ত, একেক চুঙ্গির জন্য একেক তালন্ত ব্যয়
হয়েছিল। ২৮ আর ঐ এক হাজার সাত শত
পঁচাত্তর শেকলে তিনি স্তম্ভগুলোর জন্য আঁকড়া
তৈরি করেছিলেন ও তাদের মাথলা মণ্ডিত ও
শলাকায় সংযুক্ত করেছিলেন। ২৯ আর উপহারের
ব্রোঞ্জ সত্তর তালন্ত দুই হাজার চার শত শেকল
ছিল। ৩০ তা দ্বারা তিনি জমায়েত-তাঁবুর দরজার
চুঙ্গি, ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌ ও তার ব্রোঞ্জের
ঝাঁঝরি ও কোরবানগাহ্‌র সমস্ত পাত্র, ৩১ এবং

৩৮:৮ ধোবার পাত্র ও তার গামলা। ৩০:১৮-২১ এর নোট দেখুন।

৩৮:৯ প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন। ২৭:৯-১৫ এর নোট দেখুন।

৩৮:২১-২৩ ঈথামর ... বৎসলেল ... অহলীয়াব। ৩১:২ (বৎসলেল) ও ৩১:৬ (অহলীয়াব) এর নোট দেখুন। পরবর্তীকালে লেবি গোষ্ঠীর দু'টি বংশ গের্শোনীয় ও মারারীয়দের লোকেরা যে সমস্ত কাজ করেছিল তার পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় ঈথামরকে। (শুমারী ৪:২৩৩)।

৩৮:২৪-২৬ ধপবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে। এ আয়াতগুলোতে সোনা, রূপা ও ব্রোঞ্জের যে মাপ দেয়া আছে তা ছিল কেজির মাপে। কিন্তু তা হিসাব করা হয়েছে ইবরানীদের মাপ, যথা: শেখল ও তালন্ত এর মাপ অনুসারে। এক তালন্ত ছিল ৭৫ পাউন্ডের মত। তাই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ৩৮:২৪ (২,২০৯ পাউন্ড) আয়াতে উল্লেখিত সোনা ঊনত্রিশ তালন্ত সাত শত ত্রিশ শেকল ছিল। যে রূপার কথা আছে তা ছিল একশত তালন্তরও (৭,৫৫০ পাউন্ড) বেশি। এক শেখেল ছিল আড়াই আউন্সের মত। কাজেই এক পাউন্ড (ষোল আউন্স) ৪০ শেখেলের সমান হবে। তাতে রূপার পরিমান দাঁড়াবে প্রায় ৩,০২,০০০ শেখেলে বা ২৬ আয়াতে উল্লেখিত ৬,০৩,৫৫০ জন লোকের প্রত্যেকের জন্য প্রায় অর্থ শেখেলে। এটা জানলে ভাল যে, এখানে সব লোকের যে স্যংখ্যা দেয়া হয়েছে তা বোধ হয় শুমারী কিতাবে আদমশুমারী অনুসারে দেয়া হয়েছে (১:২০-৪৬)। আরো দেখুন মথি ১৭:২৪।

BACIB
International Bible
CHURCH

প্রাঙ্গণের চারদিকের চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের দরজার চুঙ্গি
ও শরীয়ত-তাঁবুর সমস্ত গোঁজ ও প্রাঙ্গণের
চারদিকের গোঁজ তৈরি করেছিলেন।

ইমামদের জন্য সূক্ষ্ম কাজ-করা পোশাক

৩৯ ১ পরে শিল্পীরা নীল, বেগুনে ও লাল
সুতা দ্বারা পবিত্র স্থানে পরিচর্যা করার
জন্য সূক্ষ্ম কাজ-করা পোশাক প্রস্তুত করলেন,
বিশেষ করে হারুনের জন্য পবিত্র পোশাক প্রস্তুত
করলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
২ তিনি সোনা দিয়ে এবং নীল, বেগুনে, লাল ও
পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে এফোদ তৈরি
করলেন। ৩ ফলত তাঁরা সোনা পিটিয়ে পাত করে
শিল্পকর্মের নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা
সুতার মধ্যে বোনার জন্য তা কেটে তার প্রস্তুত
করলেন। ৪ আর তাঁরা জোড়া দেবার জন্য তার
দু'টি স্কন্ধপটি প্রস্তুত করলেন; এর দুই প্রান্তে
পরস্পর জোড়া দেওয়া হল; ৫ আর তা বন্ধ
করার জন্য শিল্পকর্মে বোনা যে পটুকা তার উপরে
ছিল, তা তার সাথে অখণ্ড এবং সেই কাপড়ের
মত ছিল, তা সোনা দিয়ে এবং নীল, বেগুনে লাল
ও পাকানো সাদা মসীনা সুতা দিয়ে প্রস্তুত হল;
যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
৬ পরে তাঁরা খোদিত সীলমোহরের মত
ইসরাইলের পুত্রদের নামে খোদিত সোনার
জালিতে খচিত দু'টি গোমেদ মণি খোদাই
করলেন। ৭ আর এফোদের দু'টি স্কন্ধপটির
উপরে ইসরাইলের পুত্রদের স্মরণ করার
মণিস্বরূপ তা বসালেন; যেমন মাবুদ মূসাকে
হুকুম দিয়েছিলেন।

বুকপাটা

৮ পরে এফোদের কাজের মতই তিনি সোনা
দিয়ে এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকানো সাদা
মসীনা সুতা দিয়ে শিল্পকর্মের বুকপাটা তৈরি
করলেন। ৯ তা চারকোনা বিশিষ্ট; তাঁরা সেই
বুকপাটা দুই ভাঁজ করলেন; তা এক বিঘত লম্বা
ও এক বিঘত চওড়া ও দুই ভাঁজ করলেন।
১০ আর তা চার পঙ্‌ক্তি মণিতে খচিত করলেন;
তার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে চুণী, পীতমণি ও মরকত,
১১ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক,
১২ তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা,
১৩ এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে বৈদূর্য, গোমেদ ও
সূর্যকান্ত ছিল; সোনার জালির মধ্যে এসব মণি
খচিত হল। ১৪ এসব মণি ইসরাইলের পুত্রদের
নাম অনুসারে হল, তাঁদের নাম অনুসারে বারোটি
হল; সীলমোহর খোদাই করার মত করে খোদিত

[৩৯:৭] লেবীয় ২৪:৭; ইউসা ৪:৭।
[৩৯:৮] লেবীয় ৮:৮।
[৩৯:১৪] প্রকা ২১:১২;
[৩৯:২৭] লেবীয় ৬:১০; ৮:২।
[৩৯:২৮] লেবীয় ৮:৯; ইশা ৬১:১০।

প্রত্যেক মণিতে বারো বংশের জন্য এককে
পুত্রের নাম হল। ১৫ পরে তাঁরা বুকপাটায় খাঁটি
সোনা দিয়ে মালার মত পাকানো দু'টি শিকল
তৈরি করলেন। ১৬ আর সোনার দু'টি জালি ও
সোনার দু'টি কড়া তৈরি করে বুকপাটার দুই
প্রান্তে সেই দু'টি কড়া আট্‌কে দিলেন। ১৭ আর
বুকপাটার প্রান্তস্থিত দু'টি কড়ার মধ্যে পাকানো
সোনার সেই দু'টি শিকল রাখলেন। ১৮ এবং
পাকানো শিকলের দুই প্রান্ত দুই জালিতে আট্‌কে
দিয়ে এফোদের সম্মুখে দু'টি স্কন্ধপটির উপরে
রাখলেন। ১৯ আর সোনার দু'টি কড়া গড়ে
বুকপাটার দুই প্রান্তে ভিতরভাগে এফোদের
সম্মুখস্থ প্রান্তে রাখলেন। ২০ এবং সোনার দু'টি
কড়া গড়ে এফোদের দু'টি স্কন্ধপটির নিচে তার
সম্মুখভাগে তার জোড়ের স্থানে এফোদের বুনানি
করা পটুকার উপরে রাখলেন। ২১ আর বুকপাটা
যেন এফোদের শিল্পীত পটুকার উপরে থাকে,
এফোদ থেকে খসে না যায়, এজন্য তাঁরা
কড়াতে নীল সুতা দিয়ে এফোদের কড়ার সঙ্গে
বুকপাটা বেঁধে রাখলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে
হুকুম দিয়েছিলেন।

ইমামদের জন্য অন্যান্য পরিচ্ছদ

২২ পরে তিনি এফোদের পরিচ্ছদ বুনলেন; তা
তন্তুবায়ের কৃত ও সমস্তটাই নীল রংয়ের।
২৩ আর সেই পরিচ্ছদের গলা তার মধ্যস্থানে
ছিল; তা বর্মের গলার মত; তা যেন ছিঁড়ে না
যায়, এজন্য সেই গলার চারদিকে ধারি ছিল।
২৪ আর তাঁরা ঐ পরিচ্ছদের আঁচলে নীল,
বেগুনে ও লাল পাকানো সুতা দিয়ে ডালিম তৈরি
করলেন। ২৫ পরে তাঁরা খাঁটি সোনার ঘণ্টা তৈরি
করলেন ও সেই ঘণ্টাগুলো ডালিমের মধ্যে মধ্যে
পরিচ্ছদের আঁচলের চারদিকে ডালিমের মধ্যে
মধ্যে বসিয়ে দিলেন। ২৬ পরিচর্যা করার
পরিচ্ছদের আঁচলে চারদিকে একটি ঘণ্টা ও
একটি ডালিম, ঘণ্টা ও একটি ডালিম, এরকম
করলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন।
২৭ পরে তাঁরা হারুনের ও তাঁর পুত্রদের জন্য
সাদা মসীনা সুতা দিয়ে তন্তুবায়ের তৈরি ইমামের
পোশাক, ২৮ ও সাদা মসীনা সুতায় তৈরি পাগড়ী
ও সাদা মসীনা সুতায় তৈরি টুপি ও পাকানো
সাদা মসীনা সুতায় তৈরি জাঙ্গিয়া প্রস্তুত
করলেন। ২৯ আর পাকানো সাদা মসীনা সুতা
দিয়ে এবং নীল, বেগুনে ও লাল সুতা দিয়ে
সূচিকর্ম দ্বারা একটি কোমরবন্ধনী প্রস্তুত

৩৯:১ পরিচর্যা করার জন্য সূক্ষ্ম কাজ-করা পোশাক প্রস্তুত করলেন। ২৮:২ ও ২৮:৬-৮ এর নোট দেখুন।

৩৯:৮-১০ বুকপাটা তৈরি করলেন। ২৮:১৫ ও ২৮:১৭ এর নোট দেখুন।

৩৯:২২-৩১ এফোদের পরিচ্ছদ বুনলেন ... ডালিম তৈরি করলেন ... মসীনা সুতায় তৈরি পাগড়ী। ২৮:৩১-৩৫, ২৮:৩৭ ও ২৮:৪০-৪২ এর নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

করলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
৩০ পরে তাঁরা খাঁটি সোনা দিয়ে পবিত্র মুকুটের
পাত প্রস্তুত করলেন এবং খোদাই-করা
সীলমোহরের মত তার উপরে লিখলেন, 'মাবুদের
উদ্দেশে পবিত্র'। ৩১ পরে সেটি পাগড়ীর উপরে
রাখার জন্য তা নীল সুতা দিয়ে বাঁধলেন; যেমন
মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।

কাজের সমাপ্তি

৩২ এভাবে জমায়েত-তাঁবুরূপ শরীয়ত-তাঁবুর
সমস্ত কাজ সমাপ্ত হল; মূসার প্রতি মাবুদের হুকুম
অনুসারে বনি-ইসরাইল সমস্ত কাজ করলো।
৩৩ পরে তারা মূসার কাছে ঐ শরীয়ত-তাঁবু
আনলো, তাঁবু, তার সঙ্গেকার সমস্ত জিনিস এবং
ঘুণ্টী, তক্তা, অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি, ৩৪ পরিশোধিত
ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি ছাদ, শুশুকের চামড়া
দিয়ে তৈরি ছাদ ও ব্যবধানের পর্দা, ৩৫ এবং
শরীয়ত-সিন্দুক ও তার বহন-দণ্ড, গুনাহ্‌ আবরণ
৩৬ এবং টেবিল, তার সমস্ত পাত্র ও দর্শন-রুটি,
৩৭ খাঁটি সোনার প্রদীপ-আসন, তার সমস্ত প্রদীপ
অর্থাৎ প্রদীপগুলো, তার সমস্ত পাত্র ও প্রদীপের
জন্য তেল, ৩৮ এবং সোনার ধূপগাহ্‌, অভিষেকের
জন্য তেল, ধূপের সুগন্ধি দ্রব্য ও তাঁবু-দ্বারের
পর্দা, ৩৯ ব্রোঞ্জের কোরবানগাহ্‌, তার ব্রোঞ্জের
ঝাঁঝরি, তার বহন-দণ্ড ও সমস্ত পাত্র, ধোবার
পাত্র ও তার গামলা, ৪০ এবং প্রাঙ্গণের পর্দা, তার
স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং প্রাঙ্গণ-দ্বারের পর্দা ও তার দড়ি,
গোঁজ ও জমায়েত-তাঁবুর জন্য শরীয়ত-তাঁবুর
কাজের সমস্ত পাত্র, ৪১ পবিত্র স্থানে পরিচর্যা
করার জন্য সূক্ষ্ম শিল্পীত পোশাক, ইমাম হারুনের
পবিত্র পোশাক ও তাঁর পুত্রদের ইমামের কাজ
সম্বন্ধীয় পোশাক। ৪২ মাবুদ মূসাকে যেমন হুকুম
করেছিলেন, সেই অনুসারে বনি-ইসরাইলরা
সমস্তই সম্পন্ন করলো। ৪৩ পরে মূসা ঐ সমস্ত
কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, আর দেখ, তারা
করেছে; মাবুদের হুকুম অনুসারেই করেছে; আর
মূসা তাদেরকে দোয়া করলেন।

[৩৯:৩০] ইশা ২৩:১৮; জাকা ১৪:২০।

[৩৯:৪৩] পয়দা ৩১:৫৫; লেবীয় ৯:২২, ২৩; শুমারী ৬:২৩-২৭; দ্বি:বি: ২১:৫; ২৬:১৫; ২ শামু ৬:১৮; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১৪, ৫৫; ১ খান্দান ১৬:২; ২ খান্দান ৩০:২৭।

[৪০:২] লেবীয় ১:১; ৩:২; ৬:২৬; ৯:২৩; ১৬:১৬; শুমারী ১:১; ৭:৮৯; ১১:১৬; ১৭:৪; ২০:৬; ইউসা ১৮:১; ১৯:৫১; ইয়ার ৭:১২।

[৪০:২] শুমারী ৯:১।

[৪০:৬] ১ বাদশাহ্‌ ১৬:১৪; ২ খান্দান ৪:১।

[৪০:৯] শুমারী ৭:১।

[৪০:৯] শুমারী ৭:১।
[৪০:১২] শুমারী ৮:৯।
[৪০:১৩] লেবীয় ৮:১২।
[৪০:১৪] লেবীয় ১০:৫।

তাঁবুর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা

৪০ ১ পরে মাবুদ মূসাকে বললেন, ২ তুমি
প্রথম মাসের প্রথম দিনে জমায়েত-
তাঁবুরূপ শরীয়ত-তাঁবু স্থাপন করবে। ৩ আর
তার মধ্যে শরীয়ত-সিন্দুক রেখে পর্দা টাঙ্গিয়ে
সেই সিন্দুক আড়াল করবে। ৪ পরে টেবিল
ভিতরে এনে তার উপরে সাজাবার জিনিস
সাজিয়ে রাখবে এবং প্রদীপ-আসন ভিতরে এনে
তার সমস্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে। ৫ আর সোনার
ধূপগাহ্‌ সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে রাখবে এবং
শরীয়ত-তাঁবুর দরজার পর্দা টাঙ্গাবে। ৬ আর
জমায়েত-তাঁবুরূপ শরীয়ত-তাঁবুর দরজার সম্মুখে
পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্‌ রাখবে।
৭ আর জমায়েত-তাঁবু ও কোরবানগাহ্‌র মধ্যে
ধোবার পাত্র রেখে তার মধ্যে পানি দেবে।
৮ আর চারদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করবে ও প্রাঙ্গণের
দ্বারে পর্দা টাঙ্গাবে। ৯ পরে অভিষেকের তেল
নিয়ে শরীয়ত-তাঁবু ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু
অভিষেক করে তা ও তার সঙ্গেকার সমস্ত
জিনিস পবিত্র করবে; তাতে তা পবিত্র হবে।
১০ আর তুমি পোড়ানো-কোরবানীর কোরবানগাহ্‌
ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত পাত্র অভিষেক করে,
কোরবানগাহ্‌ পবিত্র করবে; তাতে সেই
কোরবানগাহ্‌ অতি পবিত্র হবে। ১১ আর তুমি
ধোবার পাত্র ও তার গামলা অভিষেক করে
পবিত্র করবে।
১২ পরে তুমি হারুন ও তার পুত্রদেরকে জমায়েত-
তাঁবুর দরজার কাছে এনে গোসল করাবে।
১৩ আর হারুনকে সমস্ত পবিত্র পোশাক পরাবে
এবং অভিষেক করে পবিত্র করবে, তাতে তারা
আমার ইমামের কাজ করবে। ১৪ আর তার
পুত্রদেরকে এনে ইমামের পোশাক পরাবে।
১৫ আর তাদের পিতাকে যেমন অভিষেক করেছ,
তেমনি তাদেরকেও অভিষেক করবে, তাতে
তারা আমার ইমামের কাজ করবে; তাদের সেই
অভিষেক পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী ইমামতির জন্য
হবে।
১৬ মূসা এরকম করলেন; তিনি মাবুদের সমস্ত

৩৯:৩০ "মাবুদের উদ্দেশে পবিত্র"। ২৯:৩৫-৩৭ ও ৩০:২৩-৩১ এর নোট দেখুন।

৩৯:৩৩–৪১ শরীয়ত-তাঁবু আনলো... ইমামের কাজ সম্বন্ধীয় পোশাক। ২৫-৩১ অধ্যায়গুলো ও তার নোটগুলো দেখুন।

৩৯:৪২-৪৩ মূসা তাদেরকে দোয়া করলেন। জমায়েত-তাঁবুর ও তার সব কিছুর জন্য উপহার ও কাজের জন্য তাদের দোয়া করলেন।

৪০:২ প্রথম মাসের প্রথম দিনে। আবীব (নীসন) মাস হচ্ছে ইবরানীদের ক্যালেণ্ডারে প্রথম মাস, ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুসারে এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে মে'র মাঝামাঝি।

৪০:৩ তার মধ্যে শরীয়ত-সিন্দুক রেখে পর্দা টাঙ্গিয়ে। ২৫:১০ (শরীয়ত-সিন্দুক) ২৫:১৬ (দশ হুকুম), ও ২৬:৩১-৩৪ (পর্দা) এর নোট দেখুন।

৪০:৪-৭ টেবিল ... ধোবার পাত্র। এই আয়াতগুলোতে যেসব জিনিষের উল্লেখ করা হয়েছে তার বিষয়ে নোট দেখুন: ২৫:২৩ -৩১ (টেবিল); শরীয়ত-সিন্দুক (২৫:১০), পর্দা (২৬:৩১-৩৪); পোড়ানো কোরবানীর কোরবানগাহ্‌ (২৭:১-৮) ও ব্রোঞ্জের গামলা (৩০:১৮-২১)।

৪০:৯ অভিষেকের তেল নিয়ে। ৩০:২৩-৩১; ২৯:১; ২৭:২০; ও ২৯:৩৫-৩৭ এর নোট দেখুন।

৪০:১২ গোসল করাবে। ১৯:১০ ও ২৯:৪ এর নোট দেখুন।

৪০:১৩-১৫ পবিত্র পোশাক পরাবে ... ইমামের পোশাক ... আমার ইমামের কাজ করবে। ২৮ অধ্যায়ে ইমামের পোশাকের ওপর নোট দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

হুকুম অনুসারে কাজ করলেন। ১৭ পরে দ্বিতীয়
বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে শরীয়ত-তাঁবু
স্থাপিত হল। ১৮ মূসা শরীয়ত-তাঁবু স্থাপন
করলেন, তার চুঙ্গি দিলেন, তক্তা বসালেন, অর্গল
ভিতরে দিলেন ও তার সমস্ত স্তম্ভ তুললেন।
১৯ পরে ঐ শরীয়ত-তাঁবুর উপরে তাঁবু বিস্তার
করলেন এবং তাঁবুর উপরে ছাদ দিলেন; যেমন
মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
২০ পরে তিনি সাক্ষ্য-ফলক দু'টি নিয়ে
সিন্দুকের মধ্যে রাখলেন, সিন্দুকে বহনদণ্ড দিলেন
এবং সিন্দুকের উপরে গুনাহ্ আবরণ রাখলেন।
২১ আর শরীয়ত-তাঁবুর মধ্যে সিন্দুক আনলেন
এবং ব্যবধানের পর্দা টাঙ্গিয়ে শরীয়ত-সিন্দুক
আড়াল করলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন।
২২ পরে তিনি শরীয়ত-তাঁবুর উত্তর পাশে
পর্দার বাইরে জমায়েত-তাঁবুতে টেবিল রাখলেন,
২৩ এবং তার উপরে মাবুদের সম্মুখে রুটি
সাজিয়ে রাখলেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন।
২৪ পরে তিনি জমায়েত-তাঁবুতে টেবিলের
সম্মুখে শরীয়ত-তাঁবুর পাশে দক্ষিণ দিকে প্রদীপ-
আসন রাখলেন, ২৫ এবং মাবুদের সম্মুখে প্রদীপ
জ্বালালেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন।
২৬ পরে তিনি জমায়েত-তাঁবুতে পর্দার সম্মুখে
সোনার ধূপগাহ্ রাখলেন, ২৭ এবং তার উপরে
সুগন্ধি ধূপ জ্বালালেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন।
২৮ পরে তিনি শরীয়ত-তাঁবুর দ্বারে পর্দা
টাঙ্গালেন। ২৯ আর তিনি জমায়েত-তাঁবুরূপ
শরীয়ত-তাঁবুর দরজার কাছে পোড়ানো-
কোরবানীর কোরবানগাহ্ রেখে তার উপরে
পোড়ানো-কোরবানী ও শস্য-উৎসর্গ করলেন;
যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম দিয়েছিলেন।
৩০ পরে তিনি জমায়েত-তাঁবু ও কোরবানগাহ্র
মধ্যস্থানে ধোবার পাত্র রেখে তার মধ্যে ধোবার
জন্য পানি দিলেন। ৩১ তা থেকে মূসা, হারুন ও
তাঁর পুত্ররা নিজ নিজ হাত ও পা ধুতেন;
৩২ যখন তাঁরা জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন,
কিংবা কোরবানগাহ্র নিকটবর্তী হতেন, সেই
সময় ধুতেন; যেমন মাবুদ মূসাকে হুকুম
দিয়েছিলেন। ৩৩ পরে তিনি শরীয়ত-তাঁবু ও
কোরবানগাহ্র চারদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন
এবং প্রাঙ্গণের দরজার পর্দা টাঙ্গালেন। এভাবে
মূসা কাজ সমাপ্ত করলেন।

জমায়েত-তাঁবুর উপর মাবুদের মহিমা

৩৪ তখন মেঘ জমায়েত-তাঁবু আচ্ছাদন করলো
এবং মাবুদের মহিমা শরীয়ত-তাঁবু পরিপূর্ণ
করলো। ৩৫ তাতে মূসা জমায়েত-তাঁবুতে প্রবেশ
করতে পারলেন না, কারণ মেঘ তার উপরে
অবস্থান করছিল এবং মাবুদের মহিমা শরীয়ত-
তাঁবু পরিপূর্ণ করেছিল।
৩৬ আর শরীয়ত-তাঁবুর উপর থেকে মেঘ নীত
হলে বনি-ইসরাইল তাদের প্রত্যেক যাত্রায়
অগ্রসর হত; ৩৭ কিন্তু মেঘ যদি উপরে উঠে না
যেত তবে যেদিন উপরে উঠে না যেত সেদিন
পর্যন্ত তারা যাত্রা করতো না। ৩৮ কেননা সমস্ত
ইসরাইল-কুলের দৃষ্টি সীমায় তাদের সমস্ত
যাত্রায় দিনের বেলা মাবুদের মেঘ এবং রাতের
বেলা আগুন শরীয়ত-তাঁবুর উপরে অবস্থান
করতো।

[৪০:১৭] শুমারী ৭:১।
[৪০:১৮] ২খান্দান ১:৩।
[৪০:১৯] পয়দা ৬:২২।
[৪০:২০] ইব ৯:৪।
[৪০:২৩] পয়দা ৬:২২।
[৪০:২৫] পয়দা ৬:২২।
[৪০:২৭] পয়দা ৬:২২।
[৪০:২৯] পয়দা ৬:২২।
[৪০:৩৪] লেবীয় ১৬:২; শুমারী ৯:১৫-২৩; ১বাদশা ৮:১২; ২খান্দান ৫:১৩; ইশা ৬:৪; ইহি ১০:৪।
[৪০:৩৪] ইউ ১:১৪; ১২:৪১; প্রকা ১৫:৮।
[৪০:৩৫] ১বাদশা ৮:১১; ২খান্দান ৫:১৩-১৪; ৭:২।
[৪০:৩৬] শুমারী ৯:১৭-২৩; ১০:১৩।
[৪০:৩৮] ১করি ১০:১

৪০:১৭ দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে। প্রথম ঈদুল ফেসাখ পালন (১২:২-৪১) ও তার সঙ্গে মিসর থেকে ইসরাইলরা বের হয়ে আসার ঠিক এক বছর পর তারা জমায়েত-তাঁবু স্থাপন করে।

৪০:২০-২১ শরীয়ত-তাঁবুর মধ্যে সিন্দুক আনলেন এবং ব্যবধানের পর্দা। ২৫:১৭-১৯ ও ২৬:৩১-৩৪ এর নোট দেখুন।

৪০:৩১ হাত ও পা ধুতেন। ১৯:১০ ও ২৯:৪ এর নোট দেখুন।

৪০:৩৪-৩৮ মাবুদের মহিমা ... রাতের বেলা আগুন: ৩:২, ২৫:৩১-৪০ ও ২৯:৪২-৪৫ এর নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH